সোনালী পাতা

ইসলামের ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সমাহার

মূলঃ

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

মূলঃ

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

অনুবাদঃ

আব্দুল্লাহিল হাদী মুহাঃ ইউসুফ

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সৌদি আরব

দারুস সালাম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ

লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউইয়র্ক

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data
Mujahid, Abdul Malik
Sonali pata, bengali, abdul malik mujahid-Riyadh
350p, 14x21 cm
ISBN: 9960-9714-2-2
1-Islamic History II-Title
953.02dc 1427/1556

Legal Deposit no.1427/1556
ISBN: 9960-9714-2-2

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে সত্য দ্বীনের অনুসারী করেছে, অসংখ্য, অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর প্রতি যিনি ছিলেন কুরআনুল কারীমের একটি বাস্তব নমুনা।

মানুষের যৌবনকাল তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; বরং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি যৌবনকালেই হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতেও যৌবনকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোন মানুষ তার পা নড়াতে পারবে না। তার মধ্যে একটি হল যৌবনকাল সম্পর্কে যে সে তার যৌবনকালকে কিভাবে অতিক্রম করেছে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সাত প্রকার লোক আল্লাহর আরশের ছায়া তলে ছায়া পাবে। যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের এক প্রকার হল ঐ সমস্ত যুবকরা যারা তাদের যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়েছে। যৌবনকালকে কাজে লাগাতে দরকার উপযুক্ত দিক নির্দেশনা; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য কথা হল এই যে, আজকের উন্মুক্ত, অবাধ আকাশ সংস্কৃতির সুবাদে আমাদের যুব সমাজে প্রতিনিয়ত চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটছে। এ সমস্ত অপসংস্কৃতির কড়াল গ্রাসে সুমহান আদর্শে লালিত নির্ভেজাল ইসলামী সংস্কৃতি আজ স্বয়ং মুসলমানদের ঘরে মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

ইসলামী সংস্কৃতির এ ক্রান্তিকালে আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা দারুস সালামের জেনারেল ম্যানেজার জনাব আব্দুল মালেক মুজাহিদ লিখিত **"সুনহারী আওরাক"** নামক উর্দু বইটি ইসলামের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসের ঘটনা সম্বলিত এ বইটি ইসলামী সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে এক মাইল ফলক।

এ বইটি দেখে আমি তা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তাই কালবিলম্ব না করে সম্মানিত লেখকের অনুমতিক্রমে আমার কাঁচা হাতেই এর অনুবাদ শুরু করি।

এ আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে আমাদের সমাজ কিছুটা হলেও সালফে সালেহীনদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন গঠনে আগ্রহী হবে

এবং অপসংস্কৃতিকে পদাঘাত করে ইসলামী সংস্কৃতিকে জানতে আগ্রহী হবে। আর এর বদৌলতে মহান আল্লাহ এ গোনাহগারের সমুদয় গোনাহ মাফ করবে।

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহী

আব্দুল্লাহিল হাদী মোহাম্মাদ ইউসুফ
রিয়াদ, সৌদি আরব
১লা মে, ২০০৫ ইং

লেখকের আরয

১৯৯৮ সনের কথা। আমি রিয়াদের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শাখা আওকাফ বিভাগের ডিপুটি মন্ত্রী ড. আব্দুর রহমান মাতুরুদীর নিকট বসেছিলাম। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন, ওখান থেকেই পি. এইচ. ডি. করেছেন। আমরা ইসলামী বই পুস্তক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি কথার মাঝে বললেনঃ দারুস সালাম এ পর্যন্ত যুবকদের জন্য কতগুলি বই ছেপেছে? আমি বললাম এ বিষয়ে বিশেষ কোন বই বের হয় নাই।

কথাটি আমি সব সময় স্মরণে রাখতাম যে, দারুস সালামের উচিত যুবকদের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখা, যদিও যুবকদের জন্য কিছু কিছু বই আমি লেখিয়েছি; কিন্তু তবুও একথা বলতে পারব না যে এ ব্যাপারে উল্লেখ যোগ্য কোন কাজ হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করব। তখন আমার ধ্যান-ধারণায় এই চিন্তা আসে নাই যে, একদিন আমিও কোন কিতাবের লেখক হয়ে যাব আর সেটি হবে যুবকদের ব্যাপারে।

দারুস সালাম ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বই পুস্তক ছাপা ও রচনার ব্যাপারে আমাকে অসংখ্য সফর করতে হয়েছে, হোটেলে বা বিমানে অবস্থানকালে পড়াশোনার সুযোগ হত। দুপুরে ও রাতে শোয়ার পূর্বে কিছু পড়া আমার পুরাতন অভ্যাস ছিল। সফরের সময় পড়াশোনার জন্য একটু বেশি সময় পাওয়া যায়, প্রত্যেক সফরে আমি আমার সাথে দুই তিনটি আরবী বই অবশ্যই রাখি, পড়ার সময় কিছু কিছু এমন ঘটনা নোট করতাম যা পড়ে আশ্চর্য হতাম যে, আমাদের ইতিহাসে কত বড় বড় ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছিল যাদের সুকর্মসমূহ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এগুলি সোনালী পাতা।

ইসলামের ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটনাবলী, সালফে সালেহীনদের জীবনী তাদের জ্ঞান, আমল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মনলোভা দৃশ্য সম্বলিত ডজন ডজন কিতাব আমি পড়েছি। সফর থেকে ফিরার পর প্রায়ই আমি আমার সন্ত ানদেরকে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী শোনাতাম। কোন সময় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসলে আনন্দের সাথে তা বর্ণনা করতাম। কোথাও আলোচনার সুযোগ হলে সোনালী ইতিহাস থেকে কিছু কিছু বাছাইকৃত ঘটনা বর্ণনা করতাম। যাতে শ্রোতাদের সাথে আমিও আনন্দিত হতাম।

কোন কোন বন্ধুরা এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লেখে প্রকাশ করার জন্য পরামর্শ দিল। তাই যে সমস্ত বই পুস্তক আমি পড়েছিলাম তন্মধ্যে যে সমস্ত ঘটনাবলী মনপুত এবং তথ্যবহুল ছিল তা চিহ্নিত করতে লাগলাম।

এক সময়ে বই পুস্তক সম্পর্কে এক আরবী পুস্তক প্রকাশকের সাথে কথা হল, সে বললঃ আপনি কি আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন?

ইসলামের ইতিহাসে সালফে সালেহীনদের ঘটনাবলী যুবকদেরকে শোনান, যাতে করে যুবকরা বুঝতে পারে যে, আমাদের অতীত কত গৌরবোজ্জ্বল ছিল এবং ইতিহাসে কত সুন্দর ঘটনাবলী ঘটেছে। তার এ পরামর্শ আমার খুব ভাল লাগল, তাই আমি আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে ইতিহাসের গ্রন্থাবলী পড়তে শুরু করলাম এবং তা চিহ্নিত করতে লাগলাম। শেষে এ সময়ও এসে গেল যে, আমি তা অনুবাদ করতে শুরু করলাম। আমার জ্ঞান স্বল্পতার কথা আমি ভাল করেই জানি আরবী ভাষায় আমি পারদর্শী বলে দাবী করছি না তবে বেশি বেশি অধ্যায়নের ফলে অর্থ বুঝতে আমার কোন সমস্যা হয় না। সাধারণত ফজরের নামাযের পর লিখতে বসে যেতাম অথবা ভ্রমণকালে এ কাজে আঞ্জাম দিতাম, এভাবে এ ধরণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আমার নিকট সহস্রাধিক জমা হল।

এদিকে দারুস সালামের দায়িত্বও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে ব্যস্ততা বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন জনাব রেজওয়ানুল্লাহ রিয়াযী সাহেব আমার নিকট আসল, সে কাজ খুজতে ছিল, আমি তার সি, ভি দেখে তাকে যোগ্য মনে করলাম, আর আমার একজন সহযোগীতা কারীরও খুব প্রয়োজন ছিল, যে আমার রাফ লেখাগুলি দেখতে পারবে। তাই তাকেই এ কাজের জন্য বাছাই করলাম। জনাব রিয়াযী সাহেব আমার বাছাইকৃত ঘটনাবলীকে সাজাতে এবং তরজাম করতে শুরু করল, আমি ভাষা বর্ণনা কৌশল ঠিক করে দিতাম। এভাবে এ গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়ে যায়।

আরবী অত্যন্ত শ্রুতি মধুর ভাষা, এ ঘটনাবলী যখন আরবী ভাষায় পড়া হয় তখন তৃপ্তি আসে, অনুবাদে সে মজা থাকে না। আমি এক একটি ঘটনাকে কয়েকবার করে পড়েছি এবং হৃদয়গ্রাহী করে সাজিয়েছি এরপরও বাসনাপূর্ণ হয় নাই। ফলে তাকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে সাজানোর জন্য পাকিস্তানে দারুস সালামের এক সহযোগী জনাব ইশতিয়াক আহমদ সাহেবের নিকট রাফ কপি পাঠিয়েছি, সে এ বইয়ের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছে। আমার চেষ্টা ছিল এই যে, অনুবাদ যেন মূল ঘটনা থেকে দূরে না চলে যায়, ঘটনাবলীর মধ্যে আরবী

ডায়ালগসমূহ উল্লেখ করেছি বিশেষ করে কুরআনের আয়াত, হাদীস বা কোন কবিতা বা কোন সাহিত্যিক বা সিপাহসালারের ডায়ালগসমূহ উল্লেখ করেছি। যাতে করে আরবী সাহিত্যের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকে।

আমার একান্ত কামনা যে, এই বইয়ের মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, দা'য়ী, বক্তাগণ এই ঘটনাবলী তাদের বক্তব্যে পেশ করবে অথবা রেফারেন্স হিসেবে গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করবে। যাতে করে আমাদের যুব সমাজ বিশেষভাবে এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

এ ঘটনাবলী সত্য হওয়ার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন শুধু বিশুদ্ধ ঘটনাবলীই উল্লেখ করা হয় এবং যাতে উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। এরপরও যদি এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় যা ঐতিহাসিক দিক থেকে শুদ্ধ নয় তাহলে পাঠকদের নিকট আবেদন থাকল অবশ্যই অবগত করাবে যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা ঠিক করা যায়।

এখানে একটি কথা আমি অবশ্যই বলব যে এ গ্রন্থটি এমন গুরুত্বপূর্ণ মূল কিতাব নয় যে এটা মোহাদ্দেস (হাদীস বিশারদগণের) থিওরী অনুযায়ী পড়া হবে; বরং তাহল আমাদের সোনালী ইতিহাসের হারানো কিছু অংশ যা আমাদের যুব সমাজের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে, উর্দু ভাষায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বলিত এটি প্রথম পদক্ষেপ যা পাঠকের হাতে পেশ করা হল। এরপরে কমপক্ষে আরো দু'টি বইয়ের পান্ডুলিপি হাতে রয়েছে যা সাজানোর অপেক্ষায় আছে।

আমি দারুস সালামের কর্মী সাথীদেরকে বিশেষ করে রেজওয়ানুল্লাহ রিয়াযী এবং ইশতিয়াক আহমদ সাহেবের কৃতজ্ঞতা অবশ্যই প্রকাশ করছি, যে তাদের সহযোগিতা না পেলে এ বইটি প্রকাশে আরও সময় লাগত। এমনিভাবে ভাই আযীয মোহাম্মাদ তারেক সাহেদ সাহেবেরও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যে বইটির কম্পোজ এবং প্রুফ অত্যন্ত যত্ন সহকারে দেখেছে এবং বইটিকে প্রকাশের উপযুক্ত করে তোলেছে। উল্লেখ্য বইটির ইংরেজী অনুবাদ আগেই হয়েছে।

অত্যন্ত বে-ইনসাফী হবে যদি আমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আনীসা ফেরদাউসের কৃতজ্ঞতা না করি যে এ গ্রন্থ লিখতে আমার আগ্রহকে বৃদ্ধি করেছে, সুপরামর্শ দিয়েছে, বাসায় এ কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, যাতে করে আমি নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারি।

আমি আমার বক্তব্য এই কামনা নিয়ে শেষ করছি যে এ গ্রন্থের মাধ্যমে যদি আমাদের যুব সমাজ স্বীয় সালাফে সালেহীনগণকে চিনতে পারে তাহলে আমি মনে করব যে আমার শ্রম বিফল হয় নাই।

অনুবাদক জনাব আব্দুল্লাহিল হাদী মোহাম্মাদ ইউসুফ, মলাট শিল্পী জনাব জুলফিকার মাহমুদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহসহ যাঁরা এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা আল্লাহ তায়ালা আমাদের উত্তম কাজগুলো কবুল করুন। আমিন!

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

রিয়াদ, সৌদি আরব
ডিসেম্বর, ২০০৪ইং

কাদা[1] থেকে যখন ঘোড়ার আগমন ঘটল

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযিআল্লাহু আনহু) আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাযিআল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আমি একটি ব্যবসায়ী দলের সাথে ইয়ামান গিয়েছিলাম, দলের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারবও ছিল। ইয়ামানে অবস্থানকালে আমাদের কাজ ছিল এই যে, একদিন আমি খাবার রান্না করে আবু সুফিয়ান ও দলের অন্যান্য লোকদের নিকট নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াতাম। অপরদিন আবু সুফিয়ান খাবার রান্না করে সাথীদেরকে খাওয়াত। আমরা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করতাম। একদিন আমার রান্নার পালা ছিল আর সে অনুযায়ী আমি রান্না করতে ছিলাম, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব আমার নিকট এসে বললঃ আবুল ফযল! তুমি কি এমন করতে পার যে, তুমি আমাদের তাঁবুতে আসবে এবং খাবার-দাবার ও ওখানেই আনাবে? আমি বললাম অসুবিধা নেই, অতপর আমি অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের তাঁবুতে পৌঁছলাম এবং খানার সমস্ত সরঞ্জাম ওখানে আনালাম। যখন সব লোকেরা খাবার খেয়ে চলে গেল তখন আবু সুফিয়ান আমাকে তার পার্শ্বে রেখে বলতে লাগলঃ

«هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ!؟».

অর্থঃ "তুমি কি জান যে, তোমার ভাতিজা দাবী করতেছে যে, সে আল্লাহর রাসূল?"

আমি বললামঃ আমার কোন ভাতিজা?

আবু সুফিয়ান বললঃ তুমি আমার কাছ থেকে কথা গোপন করছ, তোমার এক ভাতিজা ছাড়া আর কোন সাধু আছে যে একথা বলতে পারে!

আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আমার কোন ভাতিজা তার তো তুমি পরিচয় দিবে।

আবু সুফিয়ান বললঃ তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, যে তোমার ভাই আব্দুল্লাহর ছেলে।

আমি বললামঃ না না, এ কোন কথাই নয়।

1. মক্কার একটি পাহাড়ের নাম।

আবু সুফিয়ান বললঃ না বরং এই সত্য যে, সে নবুয়তের দাবী করছে।

অতপর আবু সুফিয়ানঃ না বরং এই সত্য যে সে নবুয়তের দাবী করেছে।

অতপর আবু সুফিয়ান তার ছেলে হানযালা বিন আবু সুফিয়ানের পাঠানো চিঠিটি বের করে আমাকে দেখাল যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

«إِنَّ مُحَمَّدًا قَامَ بِالأَبْطَحِ غُدْوَةً، فَقَالَ: انا رَسُولُ اللهِ، أَدْعُوكُمْ إِلَى اللهِ».

অর্থঃ "সকালে মুহাম্মাদ বাতহা (মক্কার একটি উপত্যকায়) দাঁড়িয়ে লোক সমাবেশে ঘোষণা করেছে যে, আমি আল্লাহর রাসূল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি।"

আমি বললামঃ আবু হানযালা! হয়তো বা সে সত্য বলেছে। আবু সুফিয়ান তাড়াতাড়ি বলতে লাগলঃ আবুল ফযল তুমি চুপ থাক! আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি এমন কথা বলবা না। আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি চিন্তা-ভাবনা না করেই তার দাবীকে বিশ্বাস করে বস। অতপর আবু সুফিয়ান বলল হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর কসম! কুরাইশদের দাবী হল এই যে তোমরা মানুষের জন্য মঙ্গলকর হও আবার অমঙ্গলকরও হও। হে আবুল ফযল! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম করে জিজ্ঞেস করছি তুমি কি একথাটি শোন নাই?

আমি বললামঃ হ্যাঁ! শুনেছি তো।

আবু সুফিয়ান বললঃ আবার আল্লাহর কসম করে বলছি এই মুহাম্মাদ তোমাদের পক্ষ থেকে অমঙ্গলকর।

আমি বললামঃ হতে পারে অমঙ্গলকর না হয়ে মঙ্গলজনক হবে। এর অল্প কিছুদিন পরই আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সাহমী (রাযিআল্লাহু আনহু) এ সংবাদ নিয়ে ইয়ামান পৌঁছে গেলেন যে, সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা মুকাররমায় ইসলামের দাবী করছে এমন কি সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতপর ইয়ামনের বিভিন্ন স্থানে এ নতুন দ্বীনের প্রচার চলতে লাগল।

একবার আবু সুফিয়ান ইয়ামানের এক ইহুদী আলেমের পার্শ্বে বসেছিল তখন সে জিজ্ঞেস করলঃ আবু সুফিয়ান আমি যে সংবাদ শুনেছি তার প্রকৃত ঘটনা কি?

আবু সুফিয়ান বললঃ একথাতো আমিও শুনেছি।

ইহুদী আলেমঃ যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবীদার তার চাচা এখানে কে?

আবু সুফিয়ানঃ আমিই তার চাচা।

ইহুদী আলেমঃ তুমি কি ঐ নবুয়তের দাবীদারের পিতার ভাই?

আবু সুফিয়ানঃ হ্যাঁ।

ইহুদী আলেমঃ ঐ নবুয়তের দাবীদারের অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবগত কর।

আবু সুফিয়ানঃ এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করো না, কেননা আমি কোন দিন চিন্তাও করি নাই যে, আমার ভাতিজা এ ধরনের দাবী করবে। আমি তাকে দোষারূপ করছি না তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে তার চেয়ে উত্তম কেউ নেই।

ইহুদী আলেমঃ তাহলে তো তাকে আঘাত করা ঠিক হবে না, আর ইহুদীদেরও এতে কোন সমস্য না হওয়াই উচিত।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ যখন আমি আবু সুফিয়ান এবং ইহুদী আলেমের কথাবার্তার কথা শুনলাম, তখন আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পেল, তাই দ্বিতীয় দিন আমি ঐ বৈঠকে গিয়ে বসলাম, যেখানে আবু সুফিয়ান এবং ইহুদী আলেম বসেছিল। আমি ইহুদী আলেমকে বললামঃ আমি শুনেছি যে, তুমি আমাদের মাঝে নবুয়তের দাবীদারের চাচা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠল যে, সে তার চাচা হয়। সে (আবু সুফিয়ান) তার আপন চাচা নয় বরং তার পিতার চাচাত ভাই। অবশ্য আমি তার চাচা এবং তার পিতার আপন ভাই।

ইহুদী আলেম জিজ্ঞেস করলঃ সত্যিই কি তুমি নবুয়তের দাবীদারের পিতার আপন ভাই?

আমি বললামঃ হ্যাঁ। আমি তার পিতার আপন ভাই।

তখন ঐ ইহুদী আলেম আবু সুফিয়ানের দিকে ফিরে বললঃ একি সত্য? আবু সুফিয়ান বললঃ হ্যাঁ।

অতপর আমি (আব্বাস) বললামঃ তুমি আমার ভাতিজা সম্পর্কে আমার কাছে থেকে যা কিছু জানতে চাও জান। আর হ্যাঁ আমি যদি তার ব্যাপারে কোন মিথ্যা

বলি তাহলে ও আবু সুফিয়ান আমাকে ধরবে। তখন ইহুদী আলেম আমার দিকে ফিরে গিয়ে বললঃ

«أَنْشُدُكَ اللهَ! هَلْ فَشَتْ لِابْنِ أَخِيكُم صَبْوَةٌ أَوْ سَفَهَةٌ؟».

অর্থঃ "আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে জিজ্ঞেস করছি! যে তোমার ভাতিজা কি কখনো কোন শিশু সুলভ আচরণ বা বোকামী আচারণ করে থাকে?"

আমি বললামঃ

«لَا وَإِلَهِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! وَلَا كَذَبَ وَلَا خَانَ، وَكَانَ اسْمُهُ عِنْدَ قُرَيْشٍ الأَمِينَ»

অর্থঃ "না না আব্দুল মুত্তালিবের প্রভুর কসম! সে কখনও মিথ্যা বলে নাই, আর না কোন দিন আমানতের খিয়ানত করেছে; বরং কুরাইশরা তাকে আল-আমীন বলে ডাকত।"

ইহুদী আলেম জিজ্ঞেস করলঃ সে কি স্বহস্তে কোন দিন কোন কিছু লিখেছে? আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি এ প্রশ্নের অন্য রকম উত্তর দিব বলে ভেবেই সতর্ক হয়ে গেলাম যে না আমার পিছনে আবু সুফিয়ান আছে, যদি আমি কোন মিথ্যা বলি তাহলে সে সাথে সাথেই আমাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করবে। তাই আমি তার উত্তরে বললাম যে, নাঃ সে লিখতে জানেনা। একথা শুনতেই ইহুদী আলেম ওঠে দাঁড়িয়ে, স্বীয় চাদর ছুড়ে ফেলে উচ্চস্বরে চিল্লিয়ে বললঃ

«ذُبِحَتْ يَهُودُ! قُتِلَتْ يَهُودُ!»

অর্থঃ "ইহুদীরা যবাহ হয়ে গেছে, ইহুদীরা কতল হয়ে গেছে।"

আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমরা যখন আমাদের তাঁবুতে ফিরে আসলাম তখন আবু সুফিয়ান আমাকে বললঃ হে আবুল ফযল! ইহুদীরা তোমার ভাতিজার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

আমি বললামঃ আবু সুফিয়ানঃ এমন কি হতে পারে যে তুমিও তার প্রতি ঈমান আন। যদি সে সত্য নবী হয় তাহলে তুমি অগ্রসরগামীদের অন্তর্ভুক্ত থাকলে।

আর যদি সে একেবারেই মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তুমি ব্যতীত তোমার মত অন্য লোকেরাও তোমার সাথে আছে?

আবু সুফিয়ান বললঃ

«لَا وَاللهِ! مَا أُوْمِنُ بِهِ حَتَّى أَرَى الْخَيْلَ تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءٍ» .

অর্থঃ "আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আমি কাদা (মক্কার একটি উপত্যকা) থেকে ঘোড়াসমূহ আসতে না দেখব।"

আমি বললামঃ এ তুমি কি বলছ।"

আবু সুফিয়ান বললঃ

«كَلِمَةٌ – وَاللهِ! – جَاءَتْ عَلَى فَمِي مَا أَلْقَيْتُ لَهَا بَالًا،

إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَا يَتْرُكُ خَيْلًا تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءٍ».

অর্থঃ "আল্লাহর কসম! একথাটি আমার অনিচ্ছা সত্বেই আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তা বলি নাই। তবে আমার এ বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে, কাদা পাহাড় থেকে আল্লাহ তায়ালা ঘোড়া পাঠাবেন না।

পরে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয় করলেনঃ তখন আমরা দেখলাম যে কাদা পাহাড় থেকে ঘোড়াসমূহ আসছে। তখন আমি আবু সুফিয়ানকে বললামঃ হে আবু সুফিয়ান! তোমার কি ঐ কথাটি স্মরণ আছে যা তুমি আমাকে বলেছিলা?

আবু সুফিয়ান বললঃ

«وَاللهِ! إِنِّي ذَاكِرُهَا! فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانِي لِلإِسْلَامِ» .

অর্থঃ "আল্লাহর কসম! ঐ কথা আমার স্মরণ আছে, সমস্ত কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছে।[1]

---

1. কিতাবুল আগানী–৬/৯৩, দারুল ফিকর, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া–৩/৫২৫-৫২৭, দারু হিজর, আসসীরা আল-হালবিয়া–১/৩০১ কাসাসুল আরব।

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরবদের বিচক্ষণ ব্যক্তি আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ যখন আমরা খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসলাম তখন আমি কুরাইশদের এমন কতিপয় লোককে একত্রিত করলাম যারা আমাকে মূল্যায়ন করত এবং আমার কথা গুরুত্বের সাথে শুনত। যখন কুরাইশ নেতারা একত্রিত হল তখন তারা আমাকে বললঃ "তুমি খুব ভাল করেই জান আর আল্লাহর কসম! আমিও দেখতেছি যে মুহাম্মাদের দ্বীন দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করতে করতে একটি ভারী দলে রূপান্তরিত হচ্ছে, যার প্রতিদ্বন্দিতা করা আরবদের জন্য অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে তা কষ্টকর বটে। তাই মুহাম্মাদের আনীত দ্বীনকে যদি খুব দ্রুত সমূলে খতম করতে হয় তাহলে সুচিন্তিত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর এ পদক্ষেপ গ্রহণে যত দেরী হবে আমাদেরকে তত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কেননা প্রথমে শুধু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই ইসলামের কালিমার প্রচারক ছিল; কিন্তু দেখতে না দেখতেই এখন এ কালেমার অনুসারীদের সংখ্যা হাজার হাজারে পৌঁছে গেছে। যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ গতিরোধ কল্লে কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করা যায় তা হলে এ দ্বীনের ঢংকা পৃথিবীর আনাচে কানাচে বেজে উঠবে। আর তখন আমাদের সকলের পাগড়ী তার অনুসারীদের জুতার ধূলায় ধূলুণ্ঠিত হবে। আর হ্যাঁ তোমরা যেহেতু আমার নিকট একত্রিত হয়েছ। অতএব আমি তোমাদেরকে একটি প্রস্তাবের ব্যাপারে অবগত করাতে চাই, হতে পারে আমার এ প্রস্তাব তোমাদের পছন্দ হবে এবং এ আলোকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) একথা শুনে কুরাইশ নেতারা বলতে লাগলঃ তোমার কি প্রস্তাব? আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলতে লাগল যে, আমার প্রস্তাব হল এই যে, আমরা হাবশার বাদশা নাজাশীর নিকট যাব এবং ওখানে বসবাস করতে থাকব। এর মধ্যে যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের লোকদের উপর বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে তখন আমরা নাজ্জাশীর নিকট থাকব আর তা হলে আমাদের জন্যে সুভাগ্য যে, আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুগ্রহ পরায়ণ না হয়ে, হাবশার বাদশার অনুগ্রহ পরায়ণ থাকলাম। আর যদি

আমাদের লোকেরা তার উপর বিজয়ী হয় তাহলে তখন আমাদের শির উঁচু থাকবে। আর আমাদের লোকদের পক্ষ থেকে আমরা কল্যাণ লাভ করব। উপস্থিত লোকেরা এ প্রস্তাবকে গুরুত্বের সাথে দেখতে লাগল এবং বললঃ যে, হ্যাঁ এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় কেননা এতে আমাদের কল্যাণই আছে কোন অকল্যাণ নেই।

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ তাহলে তোমরা এমন কোন জিনিস নিয়ে আস যা আমরা নাজাশীকে উপহার হিসেবে দিব যাতে করে সে তা গ্রহণ করে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আমাদেরকে সম্মান দেয়। আমাদের দেশে যে সবচেয়ে উন্নত মানের বস্তু যা নাজাশীর অন্তর বিগলিত করবে তাহল চামড়া।

তাই আমরা সবাই মিলে নাজাশীকে উপহার দেয়ার জন্য অনেক চামড়া একত্রিত করে আমরা হাবশা দেশে গিয়ে পৌছলাম। আমরা নাজাশীর দরবারের দিকে যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখতে পেলাম যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাজদূত আমর বিন উমাইয়্যা জমিরী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে, যাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জা'ফর বিন আবু তালেব (রাযিআল্লাহু আনহু) সহ অন্যান্য মুহাজির সাহাবাগণের ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা দিয়ে নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করেছেন। আমর নিব উমাইয়্যা জমিরী (রাযিআল্লাহু আনহু) নাজাশীর দরবারে প্রবেশ করে যা কিছু বলার ছিল তা বলে বের হয়ে গেছে। আমি সাথীদেরকে বললামঃ যে সে আমর বিন উমাইয়্যা জমিরী। আমি নাজাশীর নিকট গিয়ে, তাঁকে বলব যে, তুমি এ লোকটিকে আমার হাতে দিয়ে দাও যে স্বীয় বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করে ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেছে। যদি নাজাশী আমার কথা মেনে নিয়ে তাকে আমার হাতে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যখন আমি এ কাজ করব তখন নিঃসন্দেহে কুরাইশরা অনেক বেশি খুশী হবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রাজদূত নিহত হওয়ায় তারা এক প্রকার আরাম অনুভব করবে। আর আমিও বুবং যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছি।

আমি আমার সাথীদেরকে একথা বলে নাজাশীর দরবারে গিয়ে প্রথানুপাতে সেজদায় পড়ে গেলাম। নাজাশী বললঃ

“আমার বন্ধুর আগমণ শুভ হোক। তুমি কি তোমার দেশ থেকে আমার জন্যে কোন উপহার নিয়ে এসেছ?”

আমি বললামঃ হ্যাঁ! বাদশাহ নিরাপদ হোক তোমার। আমি তোমার জন্য উপহার হিসেবে বহু চামড়া নিয়ে এসেছি। তখন আমি তাঁর নিকট উপহার পেশ করলাম, তাতে সে বেশ খুশী হল।

তখন আমি আমার মতলব হাসিল করতে চাইলাম, কেননা তখন নাজাশী খুবই খুশী অবস্থায় ছিল, আর খুশীর সময় মানুষের কাছ থেকে অনেক কাজ হাসিল করে নেয়া যায়। তাই আমি ভাবলাম যে মনের কথা বলে ফেলি। তাই আমি নাজাশীকে বললামঃ

“বাদশাহ তোমার নিরাপদ হোক! এখনই আমি একজনকে তোমার এখান থেকে বের হতে দেখলাম যে, আমাদের দুশমনের রাজদূত। তুমি তাকে আমার হাতে তুলে দাও যাতে করে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। কেননা সে আমাদের বড় ও গুনীদেরকে বহুত কষ্ট দিয়েছে।”

একথা শুনতেই নাজামী তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে স্বীয় নাকের উপর এক জোড়ালো থাপ্পর মারল। আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«فَغَضِبَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ
قَدْ كَسَرَهُ، فَلَوِ انْشَقَّتْ لِيَ الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ».

নাজাশী একথা শুনামাত্রই রাগান্বিত হয়ে গিয়ে স্বীয় হাত টেনে নিজের নাকে জোরালো এক থাপ্পর মারল, আমার মনে হল যেন তার নাক ভেঙ্গে গেছে। আমি তখন মনে মনে বলতে লাগলাম যে হায় যদি মাটি ফেটে যেত তাহলে আমি ভয়ে সেখানে পালাতাম।

আমি বললামঃ

«أَيُّهَا الْمَلِكُ، وَاللهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ».

“বাদশাহ তোমার নিরাপদ হোক! আল্লাহর কসম! আমি যদি অনুভব ও করতে পারতাম যে আমার একথায় তুমি অসন্তুষ্ট হবে তাহলে কিছুতেই আমি তোমাকে একথা বলতাম না।”

নাজাশী বললঃ

«أتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى، لِتَقْتُلَهُ؟».

"তুমি কি আমার নিকট ঐ ব্যক্তির দূতকে হত্যার দাবী করছ যার নিকট ঐ বড় নামুছ (জিবরীল আলাইহিস সালাম) আসে যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট আসত?"

আমি বললামঃ বাদশাহ তোমার নিরাপদ হোক! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সত্যিই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মত নবী?

নাজাশী বললঃ

«وَيْحَكَ يَا عَمْرُو، أَطِعْنِي وَاتَّبِعْهُ، فَإِنَّهُ وَاللهِ! لَعَلَى الْحَقِّ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ»

"হে আমর! তোমার কল্যাণ হোক! তুমি আমার কথা মেনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহর কসম! সে সত্য নবী এবং তাঁর বিরোধীদের উপর অবশ্যই সে বিজয়ী হবে। যেমনঃ মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউন ও তার দল-বলের উপর বিজয়ী হয়েছিল।"

আমি আবেদন জানালাম যে, তাহলে কি তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে আমাকে ইসলামের বায়াত করাবে?

নাজাশী বললঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই।

অতপর সে তাঁর হাত প্রশস্ত করল আর আমি তার হাতে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করে ইসলামে দীক্ষিত হলাম। যখন আমি আমার বন্ধুদের নিকট ফিরে আসলাম তখন ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। আমি আমার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত কথা তাদের নিকট গোপন রাখলাম এর কিছুদিন পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মদীনার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমি সবে মাত্র বের হতে ছিলাম এমনি মুহূর্তে দেখতে পেলাম খালেদ বিন ওলীদ এবং

উসমান বিন ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে যারা মক্কা থেকে আসতে ছিল। এ ছিল মক্কা বিজয়ের কয়েক দিন আগের কথা। আমি তাদেরকে বললামঃ কোথায় যেতে চাচ্ছ হে আবু সুলাইমান?

খালেদ বিন ওলীদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ

«وَاللهِ! لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ، أَذْهَبُ وَاللهِ - أُسْلِمُ، فَحَتَّى مَتَى؟».

আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীন শক্তিশালী হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে সে নবী। আল্লাহর কসম! আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আর কতদিন সত্যকে না বুঝার ভান করে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকব। আমি বললামঃ

«وَاللهِ! مَا جِئْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ».

"আল্লাহর কসম! আমার যাওয়ার উদ্দেশ্যও ইসলাম গ্রহণ করা।"

অতপর আমরা তিনজন মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলাম। খালেদ বিন ওলীদ (রাযিআল্লাহু আনহু) প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে বায়াত করল। অতপর উসমান বিন ত্বালহা বায়াত করল, শেষে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটবর্তী হয়ে আবেদন জানালামঃ

«يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي - وَلَا أَذْكُرُ مَا تَأَخَّرَ -».

"হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার নিকট এ শর্তে বায়াত করছি যে, আমার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। আমি আমার অতীত কর্মসমূহ স্মরণ করছি না আর না আমি দ্বিতীয়বার ঐ কর্মে লিপ্ত হব।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«يَا عَمْرُو، بَايِعْ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ
وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا».

"হে আমর! বায়াত গ্রহণ কর! ইসলাম অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে আর এমনিভাবে হিজরতও অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে।

অতপর আমি বায়াত গ্রহণ করে ফিরে আসলাম।"[1]

1. মুসনাদে আহমদ– ৪/১৯৮, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া– ৬/৪০৩, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ– ৯/৩৫০ পৃষ্ঠা।

শৈশবেই নবুয়তের সুসংবাদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর চাচা আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিব যখন শামদেশের উদ্দেশ্যে ব্যবসার কাফেলা নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন এবং কাফেলা বের হওয়ার সময়ও হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে এসে আরয করলেনঃ চাচা! আমিও এ ব্যবসায়ী কাফেলার সাথী হয়ে তোমার সাথে যেতে চাই। তোমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারব না। তোমার মায়ায় আমি কাঁদব, একথা বলে আবু তালেবের উটের নাকের রশি ধরে মায়াবী স্বরে বলতে লাগলঃ

«يَا عَمِّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ لَا أَبَ لِي وَلَا أُمَّ لِي؟».

অর্থঃ "হে চাচা! তুমি আমাকে কার কাছে রেখে বাইরে যাচ্ছ? আমার পিতা-মাতা কেহই বেঁচে নেই?" একথা যখন কোন এতীম মা'সুম বাচ্চার মুখ দিয়ে বের হয় যে, কোন দিন তার পিতা-মাতার কোলে হাসতে পারেনি। তখন তার লালন-পালনকারী আত্মীয়দের উপর কি কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে? এর অনুমান শুধু ঐ সমস্ত লোকেরাই করতে পারে যারা আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিবের মত কোন এতীম মা'সুম বাচ্চার লালন-পালন করে তাকে বড় করার দায়িত্বভার নিয়েছে।

কচি মুখের এ করুণ ভাষায় চাচার অন্তর একেবারেই বিগলিত হয়ে গিয়ে ভাতিজাকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলে উঠলঃ

«وَاللهِ! لَأَخْرُجَنَّ بِهِ مَعِي، وَلَا يُفَارِقُنِي وَلَا أُفَارِقُهُ أَبَدًا».

অর্থঃ আল্লাহর কসম! আমি আমার ভাতিজাকে সাথে করে নিয়ে যাব। সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না আর আমিও তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

তাই আবু তালেব ভাতিজাসহ কাফেলার সাথে শামদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। দীর্ঘ সফরের পর বসরায় পৌঁছে কাফেলার সাথে সেখানেই তাঁবু করল। সেখানকার গীর্জায় এক পাদরী থাকত যার নাম ছিল বুহাইরা। ঈসায়ীদের দাবী অনুযায়ী সে খ্রিস্টান ধর্মের বড় আলেম ছিল। আর এটাই তাদের আকীদা যে, যেই পাদরী হবে সে তার নেতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞান অর্জন করে

থাকে আর সেই দলের পরিচালনা করে। ইতিপূর্বেও মক্কার ব্যবসায়ীদের রীতি এই ছিল যে, ব্যবসার কাফেলা নিয়ে তারা যখন শাম দেশে যেত, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বসরায় গীর্জার নিকটবর্তী স্থানে তাবু স্থাপন করত; কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, পাদরী গীর্জা থেকে বের হয়ে তাদের সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলছে। কিন্তু আশ্চার্য ব্যাপার হল এই যে, এবার সে শুধু কথাবার্তাই বলে নাই বরং পুরো কাফেলার জন্য ব্যাপক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলঃ পাদরীর এ দাওয়াতের মূল রহস্য হল সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি নবুয়ত প্রাপ্তির যে নিদর্শনসমূহ ছিল তা বুঝতে পেরেছিল। মূল ঘটনা হল এই যে, কাফেলা যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বসরার গীর্জার নিকট পৌঁছল তখন পাদরী দেখতে পেল যে, এ কাফেলার উপর একটি আবরণ যা পুরো কাফেলাকে ব্যতিরেখে এক ছোট বাচ্চাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। যখন কাফেলা গীর্জার নিকটবর্তী এক গাছের নিচে তাঁবু ফেলল তখন ঐ আবরণটি গাছের উপর স্বীয় ছায়া ছড়িয়ে দিল। আর গাছের ডালসমূহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দিকে ঝুঁকে গিয়ে তাঁকে স্বীয় ছায়ায় ঢেকে দিল।

এসব দৃশ্য পাদরী তার গীর্জায় বসে বসে দেখতে দেখতে সে বাইরে বের হয়ে এসে কাফেলার লোকদের জন্য ব্যাপক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। খাবার তৈরী হওয়ার পর কাফেলার লোকদেরকে এ বলে দাওয়াত দিলঃ

«إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْضُرُوا كُلُّكُمْ، صَغِيرُكُمْ وَكَبِيرُكُمْ، عَبْدُكُمْ وَحُرُّكُمْ».

অর্থঃ হে কুরাইশদের কাফেলা! আমি তোমাদেরকে দাওয়াত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি। আমি আশাকরি যে, তোমাদের ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ, সবাই এ দাওয়াত গ্রহণ করবে।

কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললঃ

«وَاللهِ يَا بَحِيرَةُ! إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا الْيَوْمَ، فَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِنَا، وَقَدْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ كَثِيرًا، فَمَا شَأْنُكَ الْيَوْمَ!؟».

অর্থঃ আল্লাহর কসম হে বুহাইরা! আজ তুমি তোমার অভ্যাস বহির্ভুত একাজ করেছ, অবশ্যই এতে কোন রহস্য রয়েছে! এ ধরনের দাওয়াতের ব্যবস্থা তুমি ইতিপূর্বে কখনও কর নাই! অথচ সর্বদাই আমরা তোমার পার্শ্বে অবস্থান করি। কিন্তু আজই এ আয়োজন করেছ।

বুহাইরা তার উত্তরে বললঃ

«صَدَقْتَ، قَدْ كَانَ مَاتَقُولُ، وَلَكِنَّكُمْ ضَيْفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ
أَنْ أُكْرِمَكُمْ وَأَصْنَعَ لَكُمْ طَعَامًا فَتَأْكُلُوا مِنْهُ كُلُّكُمْ».

অর্থঃ তুমি সত্য বলেছ; তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু তোমরা আমার মেহমান, আমার মন চায় আমি তোমাদের মেহমানদারী করি। তাই আমি তোমাদের জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি। তোমরা সবাই আমার দাওয়াত গ্রহণ করে খাবার খাও।

অতপর কাফেলার সমস্ত লোকই এ দাওয়াত গ্রহণ করল শুধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই, কেননা সে ছোট ছিল তাই গাছের নিচে কাফেলার মাল-পত্র দেখা-শুনা করতেছিল। বুহাইরা যখন মেহমানদের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করল তখন দেখতে পেল যে, যাকে সে চিনতে পেরেছিল এবং যার গুনাবলি সম্পর্কে সে পূর্বেই অবগত ছিল, সে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিটি নেই। তখন সে বলে উঠলঃ

«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ طَعَامِي».

অর্থঃ হে কুরাইশদের কাফেলা! কোন অবস্থাতেই যেন তোমাদের কোন ব্যক্তি আমার এ দাওয়াত থেকে পিছে না থাকে।

কাফেলার লোকেরা বললঃ হে বুহাইরা! তোমার এ দাওয়াত গ্রহণে কেউ বাকী নেই, তবে শুধু একটি বাচ্চা অংশগ্রহণ করতে পারে নাই, কেননা সে এখনও ছোট, তাই সে কাফেলার লোকদের মাল-পত্র দেখা-শুনা করতেছে।

বুহারাই বললঃ না না এমনটি করিও না বরং তাকেও আমার দাওয়াত গ্রহণের সুযোগ করে দাও! যাতে করে সেও তোমাদের সাথে খেতে পারে।

কাফেলার মধ্য থেকে একজন বলে উঠলঃ

«وَاللَّاتِ وَالعُزَّى! إِنْ كَانَ لَلُؤْمٌ بِنَا أَنْ يَتَخَلَّفَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ طَعَامٍ مِنْ بَيْنِنَا».

লাত ওজ্জার কসম! আমাদের ভুল হয়ে গেছে যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আমাদের সাথে খাবার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে নাই। (আর আমরা তাকে ব্যতীত খাবার খাব না)

তখন সে বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সাথে নিয়ে আসল এবং কাফেলার লোকদের সাথে বসিয়ে দিল। যখন তাঁর প্রতি বুহাইরার দৃষ্টি পড়ল সে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাঁর দিকে দেখতে থাকল এবং দীর্ঘক্ষণ দেখে থাকল। যে বৈশিষ্ট্যের কথা সে পড়েছিল সেগুলি সে তার মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে প্রত্যক্ষ করল। যখন সবাই খাবার শেষ করে এদিক সেদিক চলে গেল তখন বুহাইরা উঠে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পার্শ্বে এসে বললঃ

«يَا غُلَامُ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ».

অর্থঃ হে বৎস! আমি তোমাকে লাত-ওজ্জার কসম দিয়ে বলছি যে, আমি তোমাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করব তুমি তার সঠিক উত্তর দেবে।

মূলতঃ বুহাইরা লাত-ওজ্জার কসম! এজন্যই করেছিল যে সে তাঁর (রাসূলের) সাথের লাত-ওজ্জার কসম খেতে শুনেছিল। ইবনে ইসহাকের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হল এই যে, পাদরী তাঁকে লাত-ওজ্জার কসম করে প্রশ্ন করেছিল তাকে পরীক্ষা করার জন্য। কেননা সে সঠিকভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুমাপ করতে চেয়েছিল। পাদরী বুহাইরার একথা শুনা মাত্রই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিবাদকল্পে বলে উঠলঃ

«لَا تَسْأَلْنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَوَاللهِ! مَا أَبْغَضْتُ شَيْئًا قَطُّ بُغْضَهُمَا».

অর্থঃ দয়া করে লাত ওজ্জার কসম দিয়ে আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবা না। আল্লাহর কসম এ দুই বাতিল মা'বূদ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার নিকট অধিক অপছন্দনীয় নয়।

বুহাইরা বললঃ ঠিক আছে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাকে যা কিছু জিজ্ঞেস করব তুমি তার উত্তর দেবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ».

(যা চাও জিজ্ঞেস কর) এরপর পাদরী তাঁকে তাঁর শোয়া-উঠাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করল, আর তিনি তাঁর সব কিছুই বললেন। উত্তর শুনে পাদরী দেখল যে, ইতিপূর্বে সে তার নেতার কাছ থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু শুনেছে বা যা কিছু সে তার ব্যাপারে অধ্যায়ন করেছিল, ঐ সমস্ত গুণাবলীর তাঁর সাথে তার মিল রয়েছে। তখন সে তার দু'কাধের মাঝে "মোহরে নবুওয়ত" ও দেখতে পেল।

পাদরী বুহাইরা এসব কিছু দেখে শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট এসে বললঃ

«مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْكَ؟».

এ বাচ্চাটি তোমার কি হয়,

আবু তালেব উত্তরে বললঃ "ابْنِي" আমার সন্তান।

পাদরী বুহাইরা বললঃ

«مَا هُوَ بِابْنِكَ، وَمَا يَنْبَغِي لِهَذَا الْغُلَامِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حَيًّا».

এ তোমার সন্তান হতে পারেনা আর তাঁর পিতাও জীবিত থাকতে পারেনা।

তখন আবু তালেব বললঃ

«فَإِنَّهُ ابْنُ أَخِي»

আসলে সে আমার ভাইয়ের ছেলে।

পাদরী বুহাইরা বললঃ তার পিতা সম্পর্কে আমাকে অবগত কর।

আবু তালেব বললঃ সে যখন তাঁর মায়ের পেটে ছিল তখনই তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

পাদরী বুহাইরা বললঃ তুমি সত্য বলেছঃ তুমি তোমার ভাতিজাকে নিয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্রই স্বদেশে ফিরে যাও এবং ইহুদীদের থেকে সতর্ক থাক।

«فَوَاللهِ! لَئِنْ رَأَوْهُ وَعَرَفُوا مِنْهُ مَا عَرَفْتُ لَيَبْغُنَّهُ شَرًّا، فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِابْنِ أَخِيكَ هَذَا شَأْنٌ عَظِيمٌ، فَأَسْرِعْ بِهِ إِلَى بِلَادِهِ».

অর্থঃ আল্লাহর কসম! ইহুদীরা যদি এ বাচ্চাকে দেখে, আর তাঁর মধ্যে আমি যে নবুওয়তের নিদর্শন লক্ষ্য করেছি তা যদি তারা ও লক্ষ্য করতে পারে, তখন তারা তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করবে এবং অত্যাচার করবে। কেননা তোমার এই বাচ্চার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তাই তুমি তাকে খুব দ্রুত দেশে নিয়ে চলে যাও।

আবু তালেব বুহাইরা রাহেবের মুখে একথা শুনে শামদেশে ব্যবসা চলাকালে সুযোগ আসা মাত্রই স্বদেশে ফিরে আসল এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিয়ে মক্কায় পৌঁছে গেল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স ছিল প্রায় ১২ বছর।[1]

1.তথ্যসূত্রঃ সিরাত ইবনে হিশাম (১/১৮১) দালায়েলুন নবুওয়্যাহ, বায়হাকী (২/২৭-২৯) মুস্তাদরাক হাকেম (৩/৬১৫) আল্লামা নাসের উদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এ ঘটনাকে সত্যায়ন করেছেন।

নিষ্ফল উদারতা

আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন বিন কা'ব সম্পর্কের দিক থেকে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)এর চাচা হত। জাহেলিয়্যাতের যুগে তাকে ঐ সমস্ত লোকদের একজন বলে গণ্য করা হত যারা মানুষের আদর আপ্যায়নের দিক থেকে প্রথম সারিতে ছিল।

যদিও প্রাথমিক জীবনে সে গরীব মানুষ ছিল। খারাপ আচরণ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। পাপ ও নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকা তার স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। দুশ্চরিত্র ও খারাপ আচরণে অতিষ্ট হয়ে তার বংশের লোকেরা তাকে খারাপ চোখে দেখত ও জানত। সবশেষে আত্মীয়-স্বজনদের কুদৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে একদিন সে মক্কার গিরিপথে বের হয়ে গেল, চলতে চলতে এক পাহাড়ের চুড়ায় তার দৃষ্টি পড়ল! সে ভাবল যে হয়ত বা এখানে এমন কোন বিষাক্ত প্রাণী আছে যে, আমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যেতে পারবে। তাই জেনে শুনেই পাহাড়ের চুড়ায় উঠতে লাগল, যাতে করে আত্ম হত্যার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের কুদৃষ্টি থেকে চিরতরে আরাম লাভ করতে পারে। যখন সে পাহাড়ের গুহার নিকটবর্তী হল তখন এক অজগর সাপ তার দৃষ্টিগোচর হল। দেখে মনে হল যে, সাপটি তার দিকেই লাফ দিয়ে আসছে। এদেখে কোন পরোয়া না করে সে অজগরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সামনে গিয়ে দেখতে পেল এ স্বর্ণের তৈরি এক বস্তু যার চোখে ইয়াকুত পাথর যা চমকাইতে ছিল। তখন সে গুহায় প্রবেশ করে দেখতে পেল সেখানে জুরহুম কাবিলার শাসকদের কিছু কবর, তন্মধ্যে একটি হল হারেস বিন মিজাজের, যে বহু পূর্বে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল অথচ কেউ জানত না যে সে কোথায় গিয়েছিল, কি তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে না মাটিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন ঐ কবরগুলোর শিয়রে এক সিংহাসন পেল যেখানে বাদশাহদের শাসনকালও মৃত্যু তারিখ বিস্তারিতভাবে লেখা ছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ কবরসমূহে হিরা, জওহার, সোনা, চাদীর ভান্ডার ছিল। আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন গুহা থেকে তার প্রয়োজনমত জওহার নিয়ে গুহার মুখে একটি চিহ্ন দিয়ে বের হয়ে আসল।

অতপর যখন সে স্বজাতির নিকট ফিরে আসল তখন তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করল। ফলে লোকেরা তাকে ভালবাসতে লাগল এবং তাকে নেতা

হিসেবে মেনে নিল। আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন, লোকদেরকে খাবার খাওয়াত, আর যখন তার অর্থ কড়ি শেষ হয়ে যেত তখন গুহায় গিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজন মত হিরা, জাওহার সোনা, চাদী নিয়ে আসত। লোকদের খাদ্য হিসেবে খেজুর ও ছাতু দিত আর পানীয় হিসেবে দিত দুধ। আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন শাম দেশে দুই হাজার উঠ পাঠিয়ে ছিল যাতে করে এর মাধ্যমে গম, মধু, ঘী মক্কায় নিয়ে আসা হয়। এরপর সে এক আহ্বানকারী নিয়োগ করল যে, সে প্রতি রাতে কাবা ঘরের ছাদে উঠে সর্বসাধারণকে ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিবে তাই প্রত্যেক রাতে ঐ আহ্বানকারী এ বলে দাওয়াত দিতঃ

«هَلُمُّوا إِلَى جَفْنَةِ ابْنِ جُدْعَانَ».

ইবনে জাদ'আনের পাতিলের দিকে আস (এ ব্যাপাক দাওয়াত গ্রহণ কর) সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আনের পাতিল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে কুতাইবা বলেনঃ

«كَانَتْ جَفْنَةُ طَعَامِهِ يَأْكُلُ مِنْهَا الرَّاكِبُ عَلَى بَعِيرِهِ».

আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আনের খাবার প্রস্তুতের পাতিলটি এত বড় ছিল যে, উটের উপর আরোহণ করে আরোহীরা খাবার সংগ্রহ করে খেত। "আন নেহায়া ফী গারীবিল হাদীস" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«كُنْتُ أَسْتَظِلُّ بِظِلِّ جَفْنَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ».

আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আনের পাতিলের ছায়ায় আমি ছায়া গ্রহণ করতাম। এমন কি একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ পাতিল থেকে খাবার উঠাতে সিঁড়ি ব্যবহার করা হত।[1]

«يُرْوَى: أَنَّهُ كَانَ يُرْقَى إِلَيْهَا بِسُلَّمٍ».

বর্ণিত হয়েছে যে, সিঁড়ির সাহায্যে সেখানে আরোহণ করা হত। কিন্তু এত উদারতা ও ব্যাপক দাওয়াত দাতা হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহর নিকট নতশীর হতে পারে নাই। কেননা আল্লাহর নিকট নতশীর হওয়ার জন্যে যে ফরমুলা তা থেকে

1. শরহু ওবাই ওয়াসসানুসী আলা সহীহ মুসলিম (১/৬২৯) প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪ইং দারুল কতুল আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। আরও দেখুন আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া।

সে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিল। সহীহ মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟».

আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ইবনে জাদ'আন জাহেলিয়্যাতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করত, মিসকীনকে খাবার খাওয়াত, এগুলি কি তার কোন উপকারে আসবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

না! এগুলো তার কোন উপকারে আসবে না। কেননা সে কখনো আল্লাহর নিকট বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে একথা বলে নাই যে, হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন তুমি আমার ভুল সমূহকে ক্ষমা করে দিও।[1]

1. সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান, বাব আদ দলীল আলা আন্না মান মাতা আলাল কুফরে লা-ইয়ান ফাউহুল আমাল। (২২৪ পৃষ্ঠা)

এক বেদুঈনের অঙ্গীকার পূরণ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে বিভিন্ন বিদ্রোহ চলতে ছিল, আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অত্যন্ত কঠিন হস্তে তা দমন করত। কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উপর যদি সে বিজয়ী হত, তাহলে সে তার বাহিনীকে নির্দেশ দিত যে তাদেরকে কতল করে ফেল। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই জল্লাদরা হত্যা শুরু করে দিত। কতল করতে করতে এক বেদুঈন কতলের বাকী ছিল, আর তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল, তখন হাজ্জাজ তার সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিমকে ডেকে বললঃ যে সে আজ তোমাদের সাথে থাকবে আর কাল তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। কুতাইবা বিন মুসলিম বলেনঃ আমি ঐ বেদুঈনকে নিয়ে ঘরমুখী রওয়ানা হলাম, পথিমধ্যে সে আমাকে অত্যন্ত মিনতির স্বরে বললঃ হে কুতাইবা! তোমার মধ্যে যদি কোন ভাল জযবা থাকে তাহলে আমি একটি কথা বলতে চাই। আমি বললামঃ হ্যাঁ কি বলতে চাও বল? বললঃ যে আমার নিকট মানুষের অনেক আমানত রয়েছে, আর হাজ্জাজ আমাকে আগামী দিন হত্যা করবে, তুমি কি আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য একটু সুযোগ দেবে, যাতে করে আমি মানুষের আমানত ফেরত দিতে পারি এবং প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে, আমার যা কিছু দেনা-পাওনা আছে তা আমি আমার ওয়ারিসদেরকে বলে আসব। আমি রাব্বুল ইজ্জতকে জামিন রেখে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আগামী দিন আমি ফিরে আসব।

আমি তার কথা শুনে খুবই আশ্চার্যান্বিত হলাম এবং হাসলাম ও, যে এ কেমন কথা বলছে, সে আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আবার বললঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আগামী দিন ফিরে আসব। আমাকে যেতে দাও। আমি প্রতিনিয়তই না করতে থাকলাম, যে এ কেমন করে হতে পারে যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, আর তুমি আবার ফিরে আসবে। ঐ নাছোড় বান্দা বারংবার অনুরোধের স্বরে আমাকে বুঝাতে থাকল, শেষ পর্যন্ত তার প্রতি আমার করুণা হল, এমনকি আমি তার কথা মেনে নিয়ে, তাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দিলাম।

অনুমতি পাওয়া মাত্রই সে ঘরমুখী হয়ে গেল, আর সে বের হওয়া মাত্রই আমার অনুশোচনা হতে লাগল যে, আমি একি করলাম, তাকে কেন ছাড়লাম। এ হতেই পারে না যে, সে ফেরত আসবে, অন্যদিকে হাজ্জাজের ভয় যে, কাল বন্দীকে

দিতে না পারলে সে আমার সাথে কি আচরণ করবে। মূলতঃ ঐ রাতটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক রাত। যা চিন্তা আর দু'আয় ভরপুর ছিল।

পরের দিন প্রভাতেই কে যেন আমার দরজায় নক করল, আমি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে দেখতে পেলাম ঐ বেদুঈন দরজায় অপেক্ষা করছে। আমি তাকে দেখার পর আমার আত্মায় প্রাণ ফিরে আসল। বললামঃ তুমি ফিরে চলে আসছো, সে বলতে লাগল হ্যাঁ তোমার সামনেই তো দন্ডায়মান আছি। সে বললঃ আসলে আমি এতক্ষণ চেতনাহীন ছিলাম। বেদুঈন বললঃ

«جَعَلْتُ اللهَ كَفِيلًا وَلَا أَرْجِعُ؟».

আমি আল্লাহকে যামিন করে রেখে গিয়েছি আর ফিরে আসব না এ কেমন করে হয়?

আমি তখন তাকে সাথে নিয়ে হাজ্জাজের নিকট পৌঁছলাম, বন্দীকে আমি দারওয়ানের নিকট রাখাম, হাজ্জাজ আমাকে দেখামাত্রই জিজ্ঞেস করল কুতাইবা আমার বন্দী কোথায়? আমি বললামঃ আমীরের কল্যাণ ও নিরাপদ হোক, সে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি দরজার দিকে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে হাজ্জাজের খেদমতে পেশ করলাম, আর রাতের ঘটনা ও বর্ণনা করলাম। হাজ্জাজ বন্দীর আপাদ মস্তক দেখতে লাগল যেন সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলঃ

«وَهَبْتُهُ لَكَ».

এ বন্দী আমি তোমাকে বখশীস করলাম। তুমি তাকে যা খুশী তা কর।

আমি বন্দীকে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসলাম। বাইরে এসে বন্দীকে বললামঃ তোমার যেখানে খুশী তুমি সেখানে চলে যাও, আমার পক্ষ থেকে তুমি এখন আযাদ।

বেদুঈন আকাশের দিকে চোখ তুলে বললঃ

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ».

"হে আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

এরপর সে আর কোন কথাও বলল না এমন কি আমারও কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না। বরং সে একদিকে চলে গেল। আমি খুব আশ্চার্যান্বিত হলাম যে, আমি তাকে মৃত্যুর পথ থেকে বের করে আনলাম অথচ সে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও উপযুক্ত বলে মনে করল না। আমি মনে মনে বললামঃ কা'বা ঘরের প্রভুর কসম! এ বেদুঈন পাগল।

পরের দিন ঐ বেদুঈন আমার নিকট আবার এসে বলতে লাগলঃ

«يَا هَذَا، جَزَاكَ اللهُ عَنِّي أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، وَاللهِ! مَا ذَهَبَ عَنِّي أَمْسِ مَا صَنَعْتُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أُشْرِكَ فِي حَمْدِ اللهِ أَحَدًا».

ভাই! আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আল্লাহর কসম! আমি গতকাল যাওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা আদায় করছিলাম এবং শুধু তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম, আর তোমার জন্য কোন দু'আ করছিলাম না। আমার তা মনে আছে এটাকে তুমি খারাপ মনে করনা। আমি তা এজন্যই করেছি যে, আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অন্য কাউকে শরীক করি।[1]

1. মূসা আহমদী লিখিত- তারায়েফ ওয়া মিলহ।

ওয়াদার খাতিরে

ইরানের প্রসিদ্ধ সিপাহসালার হারমুজান কে বন্দী করে উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন; কিন্তু হারমুজান তা প্রত্যাখ্যান করল। উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) তখন তাকে হত্যার করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কেননা সে ইসলামের বহু ক্ষতি করেছিল। যখন তার হত্যার প্রস্তুতি হয়ে গেল তখন সে উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) এর দিকে তাকিয়ে বললঃ আমি পিপাশার্ত আমাকে হত্যা করার পূর্বে পান করার জন্য একটু পানি দেয়া সম্ভব হবে কি? নির্দেশ আসল যে, তাকে পানি পান করাও। হুরমুজান পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু)এর দিকে তাকিয়ে বললঃ আমার হাতে এখন যে পানি আছে এ পানি পান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে কতল করে ফেলবে না তো? অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত আমি কি নিরাপদ?

বললঃ হ্যাঁ পানি পান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না, সাথে সাথে সে পানি নিচে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে ফেললঃ আর বললঃ আমীরুল মুমিনীন! দেখুন আপনি ওয়াদা করেছিলেন এখন আপনার ওয়াদা পূরণ করুন।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ তোমাকে কতল করা থেকে আপাতত বিরত থাকা গেল, তোমার ব্যাপারে আমি চিন্তা-ভাবনা করছি। অতঃপর জল্লাদকে বলা হল যে, তলোয়ার উঠিয়ে নাও। তখন সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলঃ

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

উমর বললেনঃ ইসলাম গ্রহণ করেছ ভাল করেছ; কিন্তু বল যে, যখন আমি তোমাকে দাওয়াত দিলাম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তখন তুমি তা গ্রহণ করলেনা কেন? সে বললঃ তখন আমার ভয় হচ্ছিল যে এখন যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার ব্যাপারে বলা হবে যে, মৃত্যুর ভয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ «عُقُولُ فَارِسَ تَزِنُ الْجِبَالَ» .

পারস্যবাসীদের জ্ঞান পাহাড় তুল্য। অর্থাৎ তারা অত্যন্ত জ্ঞানবান তাদের জ্ঞান পাহাড় তুল্য।

মার্জনা

আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নাতি, হোসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)এর ছেলে আলী (রাহিমাহুল্লাহ) একদা অযূ করার জন্য উঠলেনঃ তাঁর খাদেমা গরম পানির পাত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হল। হঠাৎ করে তার হাত থেকে পাত্রটি পরে গিয়ে গরম পানি আলী বিন হোসাইন (রাহিমাহুল্লাহর) শরীরে পরল এবং শরীর যখম হয়ে গেল তখন তিনি চোখ তুলে খাদেমার দিকে তাকাতেই খাদেমা বলে উঠলঃ আল্লাহ তায়ালা মোমেনের প্রশংসায় বলেনঃ

অর্থাৎ মোমেন ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৩৪)

তিনি (আলী বিন হুসাইন) বললেনঃ

«قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي».

আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করলাম।

খাদেমা বললঃ আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেনঃ

অর্থাৎ (তারা) মানুষকে ক্ষমাকারী।

তিনি বললেনঃ

«عَفَا اللهُ عَنْكِ».

আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। (অর্থাৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম)

সে মোমেনের তৃতীয় গুণ বর্ণনা করলঃ

অর্থাৎ আল্লাহ অনুগ্রহ কারীদেরকে পছন্দ করেন।

তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

বিষ প্রয়োগকারী

খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)এর ন্যায়নীতি ভরপুর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বহু হিংসুক ও বিরোধী ছিল। যখন তারা দেখল যে, খলীফা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এবং তাদের কথা তিনি মানতে ও প্রস্তত নন। তখন তাঁর বিরোধীরা তার খাদেমকে এক হাজার দিনার দিয়ে খরিদ করল এবং তাকে বললঃ তুমি খলীফার খাদ্যের সাথে বিষ প্রয়োগ কর।

অতপর সে তাই করল এবং তিনিও সে খাবার খেয়ে নিলেন। ফলে তিনি রোগাক্রান্ত হলেন।

চিকিৎসক বললঃ আপনাকে বিষ মিশানো খাবার খাওয়ানো হয়েছে।

খলীফা বললেনঃ যেদিন আমাকে বিষ মিশানো খাবার দেয়া হয় সেদিন আমি তা অনুভব করতে পেরেছিলাম। অতপর তিনি ঐ খাদেমকে ডাকালেন যে, তার খাবারে বিষ প্রয়োগ করেছিল।

আর বললঃ

«وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟».

তোমার ক্ষতি হোক এ কাজ করতে কে তোমাকে উদ্বুধ্য করেছে?

উত্তরে সে বললঃ এক হাজার দিনারের বিনিময়ে।

তিনি বললেনঃ যাও ঐ টাকা জলদি নিয়ে আস। যখন সে এক হাজার দিনার নিয়ে আসল আর তিনি তা বায়তুল মালে জমা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর খাদেমকে বললেনঃ যাও তুমি এমন কোন স্থানে পলায়ন কর যেখান থেকে লোকেরা তোমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। অন্যথায় মানুষ তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।

আল্লাহ ভীতি

এ ঘটনার বর্ণনাকারী ইমাম ইবনে হাযম, তিনি বলেনঃ তাকে এমন এক ব্যক্তি এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। কর্ডোভা (স্পেনের) অধিবাসী এক যুবক সে অত্যান্ত সুন্দর ছিল, যেই তাকে দেখত সেই তাকে পছন্দ করত। ঐ যুবক সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে যথেষ্ট আল্লাহ ভীরু পরহেযগারও ছিল। তার এক বন্ধু ছিল যার সাথে তার গভীর মুহাব্বত ছিল, সে স্বপরিবারে অন্য এক এলাকায় বসবাস করত। একদিন এ পরহেযগার লোকটি তার সাথে দেখা করার জন্য গেল এবং সেখানে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তখন তার বন্ধু বললঃ যে আজকের রাত তুমি এখানেই যাপন কর। সে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

ঘটনাক্রমে ঐ রাতে তার বন্ধুর পাশের এলাকা থেকে কোন জরুরী কাজে তাকে ডাকা হল, সে বললঃ যে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি একটু পরেই ঘুরে আসছি। এ মুহূর্তে ঘরের মধ্যে ঐ সুন্দর যুবক আর বন্ধুর স্ত্রী একাই ছিল। সময়টি ছিল শীতকাল তার উপর আবার বৃষ্টি ও হচ্ছিল, আর ঐ দেশে ঠাণ্ডার সময় রাত খুব লম্বা ও অন্ধকার হয়। ঘরে যুবকটি তার বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল কিন্তু সে আসতেছিল না। এদিকে বাড়ির গেইট বন্ধের ও সময় হয়ে আসল, তার বন্ধুর কোন জরুরী কাজ থাকায় সে আর ফিরে আসতে পারেনি।

এদিকে তার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তার স্বামী রাতে আর ফিরবে না। তাই সে সাজ-সজ্জা করে ঐ যুবকের নিকট চলে আসল এবং নিজেকে পেশ করল; কিন্তু পরহেযগার যুবক তা প্রত্যাখ্যান করল। মহিলা বারংবার তাকে পাপে লিপ্ত হতে আহ্বান জানাতে থাকল যুবকটি একবার প্রলোভিত হয়ে সাথে সাথেই নিজেকে সংবরণ করে নিল। ঘরে তখন লাইট জ্বলছিল, তখন যুবকটি তার হাত লাইটের উপর রেখে আবার সড়িয়ে নিল। সে তখন মনে মনে বলতে লাগল, দুনিয়ার এ সামান্য আগুনের তাপ সহ্য করতে পারতেছি না অথচ জাহান্নামের আগুনের তুলনায় এ আগুন কিছুই না। মহিলাটি আবারও তাকে পাপে লিপ্ত হতে আহ্বান জানাল, যুবকটি আবার নিজেকে আগুনের নিকটবর্তী করল শরীরে একটু তাপ লাগার পর সে আবার দূরে সড়ে আসল এভাবে যখনই তাকে পাপে লিপ্ত হতে বলা হয় তখনই সে নিজেকে আগুনের নিকটবর্তী করে এবং কিছু তাপ লাগার পর আবার নিজেকে সড়িয়ে নেয়।

মূলকথাঃ সমস্ত রাতই সে এভাবে জেগে থেকে তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে কাটিয়ে দিল, সকাল হতে হতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলটি আগুনের তাপে কালো হয়ে গিয়েছিল।

আমি বড় হতভাগা

আসমুয়ী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এক ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল, তার ব্যাপারে অভিযোগ ছিল যে, সে বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে কাজ করত। তাই তার ব্যাপারে নির্দেশ আসল যে, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। তখন সে বললঃ আমীরুল মুমেনীন আমার একটা কথা আপনি শুনে নিন এরপর যা করার তা করেন। মূলতঃ যে শাস্তি আপনি আমাকে দিতে চাইতেছেন আমি এর যোগ্য নই। খলীফা বললঃ তাহলে তোমার শাস্তি কি হওয়া উচিত? সে বললঃ আমীরুল মুমেনীন আমি যার সাথেই আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গিয়েছি সেখানে আমি বদ নযর লাগিয়েছে গিয়েছি। ব্যাপার হল এই যে, আমি বড় হতভাগা আমি যার সাথেই গিয়েছি তার পরাজয় ও পদস্খলন ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। আর এর বিপরীতে আপনার কামিয়াবী ও বিজয় হয়েছে। সত্যিকার অর্থে আমি আপন দুশমনের সাথে কাজ করেও আপনার পক্ষে আপনার লক্ষ লক্ষ শুভাকাঙ্খীর চেয়ে উত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছি।

আপনি দেখুনঃ আমি অমুকের সাথে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গিয়েছি, সে পরাজিত হয়েছে। তার ছিন্ন ভিন্ন টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। আমি অমুকের সাথে গিয়েছি সে নিহত হয়েছে। অমুকের সাথে গিয়েছি সে পরাভুত হয়েছে। এভাবে সে কতইনা রাজা বাদশাহর নাম নিল যাদের সাথে সে ছিল এবং তারা পরাজিত হয়েছে। আব্দুল মালেক তার কথা শুনে অনিচ্ছা সত্বেই হাসতে লাগল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।

মদ বনাম ইট

এক মদ্যপায়ী এক আলেমে দ্বীনকে প্রশ্ন করলঃ আচ্ছা বলুন তো যদি আমি খেজুর খাই তাহলে কি এতে ইসলামে কোন নিষেধ আছে?

আলেমঃ না কোন নিষেধ নেই।

মদ্যপায়ীঃ এর সাথে যদি কোন ঔষধী বৃক্ষের মূল মিশিয়ে খাই তাতে কি কোন সমস্যা আছে?

আলেমঃ না নেই।

মদ্যপায়ীঃ এর সাথে যদি আমি পানি মিশিয়ে খাই তাহলে?

আলেমঃ তৃপ্তি সহকারে খাও।

মদ্যপায়ীঃ যখন এ সমস্ত জিনিসই জায়েয এবং হালাল, তাহলে মদকে কেন হারাম বলে। অথচ এর মধ্যে তো ঐ বস্তু সমূহই রয়েছে যাকে খেতে ও পান করতে আপনি নির্দেশ দিতেছেন। অর্থাৎ খেজুর, পানি আর কিছু ঔষধী বৃক্ষের মূল।

আলেমঃ মদ্যপায়ীকেঃ যদি তোমার উপর পানি নিক্ষেপ করা হয় এতে কি তোমার কোন সমস্যা হবে?

মদ্যপায়ীঃ না কখনো না। পানি পরলে কি সমস্যা হবে!

আলেমঃ আচ্ছা ঐ পানির সাথে যদি মাটি গুলিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি তুমি মরে যাবে?

মদ্যপায়ীঃ জনাব কাদার আঘাতে কাউকে কোন দিন মরতে দেখি নাই।

আলেমঃ যদি মাটি, পানি এক সাথে করে একটা ইট বানিয়ে তাকে শুকিয়ে যদি তোমার উপর মারি, তাতে কি তোমার কোন সমস্যা হবে?

মদ্যপায়ীঃ জনাব এতে তো আপনি আমাকে কতল করে ফেলবেন।

আলেমঃ মদের ও একই অবস্থা।

সাদকার মাধ্যমে চিকিৎসা

তার নাম ডাঃ ঈসা মারযুকী, সে শাম দেশের অধিবাসী ছিল। দামেস্কের এক হাসপাতালে চাকুরী করত। হঠাৎ করে একদিন তার শরীর খারাপ হয়ে গেল, তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। চেকআপের পর জানা গেল যে, সে বিষাক্ত কেনসার রোগে আক্রান্ত। ডাক্তারগণ তার চিকিৎসা শুরু করল এবং তাদের একটি টিম যথেষ্ট মনযোগসহ তার চিকিৎসা করতে লাগল।

তার মেডিক্যাল রিপোর্ট তাদের সামনেই ছিল, রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল বোর্ডের রিপোর্ট আসল যে, সে হয়ত আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করতে পারবে। ডাঃ ঈসা যুবক মানুষ ছিল এমন কি এখনো সে বিয়েও করে নাই। বিয়ের প্রস্তাব চলছিল, তখন তার প্রস্তাব কৃতাকে লোকেরা বললঃ যে, প্রস্তাব ভেঙ্গে দেয়া উচিত, কেননা তোমার হবু স্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত; কিন্তু সে তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে ডাঃ ঈসা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি হাদীস পড়েছিল যেখানে বর্ণিত হয়েছেঃ

«دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ».

"সাদকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর।"[1]

একদিন সে একেবারেই নৈরাশ্য অবস্থায় ছিল হঠাৎ তার এ হাদীস স্মরণ হল তখন সে এ হাদীসটি নিয়ে চিন্তা করতে লাগল, হঠাৎ সে মাথা উঠিয়ে বললঃ এ হাদীসটি কি সহীহ? যদি সহীহ হয় তাহলে তো আমার রোগের চিকিৎসা সাদকার মাধ্যমে হওয়া উচিত, কেননা পৃথিবীর বহু চিকিৎসাইতো করা হল।

একটি পরিবার সম্পর্কে তার জানা ছিল, যাদের গৃহকর্তা মৃত্যুবরণ করেছিল, আর তারা খুব মানবেতর জীবন-যাপন করতে ছিল, চিকিৎসা করতে গিয়ে তার যা পুঁজি ছিল তা প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছিল, এরপরও যতটুকু ছিল তা সে নিজের এক পরিচিত বন্ধুর মাধ্যমে ঐ বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিল এবং সবকিছু খুলে বললঃ যে এ

---

1. (হাসান, সহীহুল জামে'-৩৩৫৮, আবু দাউদ ফী মারাসীল- ১০৫, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ-৩/৬৩।

সাকদার মাধ্যমে সে রোগ থেকে সুস্থ্যতা লাভের আশা রাখে, অতএব তার সুস্থ্যতার জন্য দু'আ করুন। সত্যিই রাসূলের এ বাণীর প্রতিক্রিয়া সত্যে পরিণত হল, সে আস্তে আস্তে সুস্থ্যতা লাভ করতে লাগল।

কিছুদিন পর চিকিৎসকদের বোর্ডের সামনে সে আবারও আসল তার চিকিৎসারত ডাক্তারগণ হয়রান হয়ে গেল যে, রিপোর্ট তার পূর্ণ সুস্থ্যতার কথা ঘোষণা করছে। সে বোর্ডকে বললঃ যে, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশনা অনুযায়ী চিকিৎসা করেছি। তার শরীর তখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য ছিল। সে ডাক্তারগণকে বললঃ নিঃসন্দেহে আমি ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখি, তবে এর অর্থ এও নয় যে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যাবে না এবং অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া যাবে না। তবে নিঃসন্দেহে রাসূলের হাদীস বিশুদ্ধ এবং সন্দেহাতীত কথা যে, এমন এক মহান সত্ত্বা রয়েছেন যিনি কোন ঔষধ ব্যতীতই রোগীকে সুস্থ্য করতে পারে।[1]

---

1. ঘটনাটি আরবী সাপ্তাহিক "আল মুসলিমুন" থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ১৮১ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এ সাপ্তাহিক লন্ডন থেকে বের হত; কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিন থেকে তা বন্ধ আছে।

ভেঙ্গে গেল মটকা

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকের এবং আল্লামা যাহাবী (রাহিঃ) লিখেছেন যে, আবু হুসাইন আহমদ বিন মুহাম্মাদ খোরাসানী নূরী একদা বাগদাদে দজলা নদীর তীরে হাটতে ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তার পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছে, আর মাঝি বেশ কিছু মটকা নিয়ে বসে আছে। আবু হুসাইন নূরী তাতে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এগুলি কি? এবং কার জন্যে?

মাঝি বললঃ আপনার এ নিয়ে মাথা ব্যাথা কেন? আবু হুসাইন রাগ করে বললেনঃ বল এগুলি কি?

মাঝি বললঃ

«أَنْتَ وَاللهِ! كَثِيرُ الْفُضُولِ، هَذَا خَمْرٌ لِلْمُعْتَضِدِ»

"আল্লাহর কসম তুমি অতিরিক্ত বুযুর্গী দেখাচ্ছ, এগুলি খলীফা মো'তাজিদের মদ।" আবু হুসাইন খুব রেগে গেল, হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে এক এক করে মটকা ভাঙ্গতে লাগল। মাঝি তাকে নিষেধ করতে থাকল; কিন্তু সে তার কাজ করেই চলল। মাঝি খুব উচ্চস্বরে চিল্লাতে শুরু করল। লোকেরা পুলিশ ডাকল, এতক্ষণে একটি মটকা ব্যতীত সমস্ত মটকা ভাঙ্গা হয়ে গেছে।

পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে মো'তাজেদের সামনে পেশ করল।

খলীফা মো'তাজেদ তাকে বললঃ

«مَنْ أَنْتَ وَيْلَكَ؟»

তোমার অকল্যাণ হোক কে তুমি?

উত্তরে সে বললঃ আমি মোহ্তাসেব, (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্বশীল)

মো'তাজেদ বললঃ তোমাকে এ দায়িত্ব কে দিয়েছে?

সে বললঃ আমীরুল মুমেনীন! যে শক্তিধর তোমাকে খলীফা বানিয়েছে সেই আমাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছে।

মো'তাজেদ মাথা নেড়ে বললঃ এ কাজ করার সাহস তোমার কি করে হল আর কেনই বা তুমি তা করলা?

সে বললঃ তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা থাকার কারণে, যেহেতু এটা তোমার জন্য খুবই ক্ষতিকর, অপছন্দনীয় ও লোকসানজনক বস্তু।

খলীফা আবারও মাথা নেড়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললঃ আচ্ছা বলতো, তুমি সমস্ত মটকা ভেঙ্গে ফেলেছ আর একটি মটকা বাকী রয়েছে তা কেন ভাঙ্গলা না?

সে বললঃ মূলত আমি যখন মটকা ভাঙ্গতে শুরু করেছিলাম তখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার লক্ষ্য ছিল; তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই একাজ করতে ছিলাম; কিন্তু শেষ মটকাটি ভাঙ্গার সময় আমার মধ্যে আত্মগৌরব এসে গিয়েছিল। যে আমি এত বড় কাজ করে ফেললাম? একথা জানার পরেও যে এগুলি খলীফার মাল। কোনই পরওয়া হল না। যখন এ মনোভাব চলে আসল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকল না তাই আমি শেষ মটকাটি আর ভাঙ্গি নাই।

মো'তাজেদ বললঃ যাও আমি তোমাকে মোহতাসেব হিসেবে নিয়োগ করলাম এখন থেকে যে অসৎ কাজই তোমার চোখে পরবে তুমি তার প্রতিবাদ করবে।

আবু হুসাইন নূরী বললঃ জনাব! আমার ইচ্ছা এ ছিল না যে, আমি আপনার পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করব।

মো'তাজেদ বললঃ কেন? কি কারণ?

উত্তরে সে বললঃ প্রথমে তো আমি একাজ করতাম আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর সাহায্য পেয়ে। আর এখন করতে হবে তোমাকে সন্তুষ্ট করানোর জন্য পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাই।

মো'তাজেদ বললঃ যদি তোমার কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তা পেশ কর।

সে বললঃ অক্ষত অবস্থায় আমাকে তোমার এ দরবার থেকে বের হয়ে যাওয়ার বন্দবস্ত কর, আর আমার চলার পথে তোমার লোকেরা যেন বাঁধা না হয়।

মো'তাজেদ হুকুম জারী করলঃ যে কেউ তার জন্য বাঁধা সাধবে না।

আবু হুসাইন নূরী বাগদাদ থেকে বের হয়ে বসরায় অবস্থান নিলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন নিজেকে গোপন রাখার জন্য যাতে করে মো'তাজেদের ব্যাপারে

কোন সুপারিশ না আসে। যখন মো'তাজেদ ইন্তেকাল করল তখন সে আবার বাগদাদে ফিরে আসল। আবু হুসাইন মৃত্যুবরণ করে ২৯৫ হিজরী।[1]

1. সিয়ার আ'লামুন্ নুবালা– ১৪/৭৬, মুয়াসসাসাতুর রিসালাঃ বৈরুত থেকে প্রকাশিত এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ।

এ মাত্র কে আযান দিল?

আবু মাহজুরা অল্প বয়সী ছিল, এখনো গোফ উঠে নাই। তার কণ্ঠ খুবই সুন্দর। তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তখন মক্কা বিজয় হয়ে গেছে। কিন্তু সে ইসলামের নে'য়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল। মক্কার অন্যান্য যুবকদের মত সেও বকরী চড়াত। একদা তার বন্ধুদের সাথে বকরী চড়াতে গিয়েছিল মক্কার এক উপত্যকায়, এদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কোন এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ঐ দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে এক উপত্যকায় তাবু ফেললেন, যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল, তখন বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আযান দিতে লাগলেন, বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু)এর আযান অন্য উপত্যকায় বকরী চড়ানো রত আবু মাহজুরাও শুনল, সে মনযোগ সহকারে তা শুনে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, তার অন্য সাথী চুপ করে থেকে তার আওয়াজ শুনতে ছিল। বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু) আযান দিতে ছিলেন আর আবু মাহজুরা তা শুনে শুনে পুনরাবৃত্তি করতে ছিল। বটে কিন্তু ঠাট্টা ও করতে ছিল যেহেতু এ আওয়াজে সে রাগান্বিত হত। পরে আবু মাহজুরার ভাগ্য খুলে গেল, তার সুন্দর আওয়াজ সরওয়ারে কায়েনাত শুনতে পেল, কণ্ঠ ও সুন্দর লাগল। আযান শেষ হওয়া মাত্র আলী, যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে হুকুম দিলেন যে, ঐ আযান দাতাকে নিয়ে আস। তারা পাহাড়ের পিছনের দিকে গিয়ে যুবককে ধরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

তোমাদের মধ্যে কে এ মাত্র আযান দিল?

তখন তারা খুব লজ্জাবোধ করে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। কারণ সে তো ঠাট্টার স্বরে আযান দিতে ছিল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন একজনকে বললেনঃ তুমি আযান দাও।

সে আযান দিতে লাগল কিন্তু তার আযান সুন্দর ছিল না। তখন অন্য জনকে ইশারা দিলেন, তার কণ্ঠও সুন্দর ছিল না। শেষে আবু মাহজুরার দিকে ইশারা করলেন, আর তার আওয়াজ অত্যন্ত মনপুত হতে লাগল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তুমি এ মাত্র আযান দিয়ে ছিলা?

«أَنْتَ مَنْ أَذَّنَ آنِفًا؟»

সে বললঃ হ্যাঁ।

তখন তিনি তার বরকতময় হাত বের করে আবু মাহজুরার পাগড়ী খুললেন, তার মাথায় হাত রেখে দু'আ করলেনঃ

«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَاهْدِهِ إِلَى الإِسْلَام»

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে বরকতময় কর এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দাও।

এ বরকতময় হাতের স্পর্শের স্বাদ উপভোগ করে তার ভাগ্য খুলে গেল সে বলে উঠলঃ

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ»

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু মাহজুরাকে আরও সুসংবাদ জানিয়ে তার চাকুরী দিয়ে দিলেনঃ

«اِذْهَبْ مُؤَذِّنًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ، أَنْتَ مُؤَذِّنُ أَهْلِ مَكَّةَ»

অর্থঃ যাও তোমাকে মক্কাবাসীর মোয়াজ্জেন নির্ধারণ করা হল। এখন থেকে তুমি মক্কাবাসীর মোয়াজ্জেন। আবু মাহজুরা বললঃ আমি এ চুল গুলো আর কাটাব না যার উপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রিয় হাত রেখেছিলেন।

মক্কা মুকাররামায় কম বেশী ৩০০ বছর পর্যন্ত তার বংশধররা আযান দিয়েছে।

যাকে আল্লাহ রক্ষা করে

আল্লামা কুরতুবী বলেনঃ আমি আন্দালুসের কর্ডোবা এলাকায় ছিলাম। একদিন শত্রুরা আমাকে দেখে ফেলল। আর তারা সংখ্যায় বেশি ছিল পক্ষান্তরে আমি ছিলাম একা। আমি কোন রকমে তাদের কাছ থেকে পলায়ন করে গোপনে গোপনে একদিকে বের হয়ে গেলাম। ঐদিকে শত্রুরাও আমাকে খুঁজতে ছিল। আমি এক খোলা মাঠের মধ্যে চলে গেলাম। হঠাৎ দেখি যে, দু'জন অশ্বারোহী আমাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে। পালানোর মত কোন জায়গাও ছিল না, আমি আর কোন চিন্তা না করে একটু নিচু জায়গায় বসে গিয়ে ইয়াসীন সূরাসহ অন্যান্য সূরা তেলাওয়াত করতে থাকলাম। হঠাৎ করে তারা আমার পাশ দিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল অথচ আমাকে দেখল না। একটু পরেই তারা পুণরায় আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, আমি ওখানেই বসেছিলাম। আমি তাদের কথা-বার্তা শুনতে ছিলাম।

তারা বলাবলি করতে ছিল যে, মনে হয় সে শয়তান না হলে আমাদের সামনেই সে এই খোলা মাঠে ছিল অথচ এখন তাকে দেখছিনা। মূলতঃ আল্লাহ তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অন্ধ করে দিয়েছিল। তারা আমার সামনে দিয়েই গেল আবার ফিরেও আসল, আর জায়গাটিও ছিল খোলা জায়গা সেখানে আড়াল হওয়ার মতও কোন কিছু ছিল না।

আসলে আল্লাহ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই স্বীয় ফজল ও করমে আমাকে বাঁচালেন। আর সত্য কথা তাই রাখে আল্লাহ মারে কে?

সন্তুষ্ট করে দিল

হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালেব (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া[1] বিন আবু তালেবের সাথে কোন বিষয়ে মতনৈক্য ছিল। আর এ মতানৈক্য এতদূর গড়িয়েছিল যে, তারা একে অপরের সাথে কথাবার্তা, যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। যখন বিষয়টি এতদূর গড়াল তখন মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া তার ভাই হুসাইন বিন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট এ চিঠি লিখে পাঠালঃ

«أَبِي وَأَبُوكَ عَلِيٌّ، وَأُمِّي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُنْكَرُ شَرَفُهَا فِي قَوْمِهَا، وَلَكِنْ أُمُّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْفَضْلِ مِنِّي، فَصِرْ إِلَيَّ حَتَّى تَرْضَانِي».

অর্থঃ আমার ও তোমার পিতা আলী বিন আবী তালেব (রাযিআল্লাহু আনহু)। আর আমার মা হানীফা বংশের এক মেয়ে যার মান মর্যাদা তার বংশে কম নয়; কিন্তু হ্যাঁ তোমার মা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কন্যা ফাতেমা যার মর্যাদার সাথে আমার মায়ের কোন তুলনাই চলে না। অতএব তুমি আমার চেয়ে উত্তম। সুতরাং তুমি আমার নিকট আস এবং আমাকে সন্তুষ্ট করাও। (যাতে করে আমারও তোমার মাঝের সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়)

চিঠি পড়ে হুসাইন বিন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় চাদর গুছিয়ে নিয়ে, জুতা পায়ে দিয়ে তার ভাই মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাকে রাজি (সন্তুষ্ট) করাল।[2]

---

1. মুহাম্মাদের মায়ের নাম, খাওলা বিনতে জা'ফর। যে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে ইয়ামামা যুদ্ধের বন্দীদের সাথে বন্দী হয়ে এসেছিল। যাকে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে দান করেছিলেন। (ঐতিহাসিকগণ) একথাও বলেছেন যে, আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে যিল মাজায বাজার থেকে কিনে ছিলেন। (সিয়ার আলামুন নুবালা- ৪/১১০)

2. দামেস্কের ইতিহাসঃ আল-কাবীর লি-ইবনে আসাকিরঃ দার এহইয়াউত তুরাছিল ইসলামী- ২৫৭/৫৭।

সুহাইল বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর বিচক্ষণতা

উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর দরজার সামনে সুহাইল বিন আমর, হারেস বিন হিশাম, আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাযিআল্লাহু আনহুম) সহ কুরাইশদের গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। এ মুহূর্তে সুহাইব রুমী, বেলাল বিন রাবাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সহ কতিপয় ক্রীতদাস যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা সাক্ষাতের জন্য চলে এসেছে। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) দারওয়ানকে ডেকে বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু) ও তার সাথীদেরকে সাক্ষাতের জন্য প্রথমে ভিতরে ডাকলেন।

আবু সুফিয়ান (রাযিআল্লাহু আনহু) এ দেখে উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলেন যে, ক্রীতদাসরা আসা মাত্রই সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে গেল আর আমরা সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় আছি অথচ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত ও করা হল না। সে একথা বলা শেষ না করতেরই সুহাইল বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) যে, সে সময় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি তার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেনঃ

«أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنِّي وَاللهِ! قَدْ أَرَى الَّذِي فِي وُجُوهِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ غِضَابًا فَاغْضَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ».

অর্থঃ আমি তোমাদের চেহারায় রাগ ও অসন্তুষ্টির পরিচয় পাচ্ছি। দেখ! রাগও অসন্তুষ্টি উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর উপর না করে নিজেরা নিজেদের উপর কর।

«دُعِيَ الْقَوْمُ وَدُعِيتُمْ، فَأَسْرَعُوا وَأَبْطَأْتُمْ».

"সত্যের দাওয়াত তারাও পেয়েছে তোমরা ও পেয়েছ; কিন্তু দুর্বল লোকেরাই সাথে সাথে এ দাওয়াত কবুল করেছিল। অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলা। আর তাদের তুলনায় পিছনে ছিলা।"

«أَمَا وَاللهِ، لِمَا سَبَقُوكُمْ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ فَوْتًا مِنْ بَابِكُم هَذَا، الَّذِي تُنَافِسُونَ عَلَيْهِ».

অর্থঃ যে ঈমানী মর্যাদার মাধ্যমে এ ক্রীতদাসেরা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে, তা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া, আজকে তোমাদের এ দরজা দিয়ে প্রথমে প্রবেশের সুযোগ না পাওয়া থেকেও আফসোসজনক! যেখানে অনুপ্রবেশের জন্য এখন তোমরা প্রতিযোগিতা চালাচ্ছ।

তিনি আরও বললেনঃ

«أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَبَقُوكُمْ بِمَا تَرَوْنَ، وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ -وَاللهِ- إِلَى مَاسَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ، فَانْظُرُوا هَذَا الْجِهَادَ فَالْزَمُوهُ، عَسَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَكُمْ شَهَادَةً».

অর্থঃ হে লোক সকল! এ ক্রীতদাসেরা যে নে'য়ামত পেয়ে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে তা তোমরা অবগত আছ। আল্লাহর কসম! তারা তোমাদেরকে যে বিষয়ে অতিক্রম করে গেছে সেখানে তোমাদের পৌঁছা অসম্ভব। (তবে হ্যাঁ) তোমরা এখন থেকে জিহাদকে তোমাদের নিত্য সাথী হিসেবে গ্রহণ কর, হয়তো বা আল্লাহ তোমাদেরকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করাবেন। আর তোমরাও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।[1]

---

1 .আল-ইস্তেয়ার-২/২৩১, উসদুল গাবা- ২/৫৮২, আল আকদুস সামীন- ৪/২৫২ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন জনের ভিন্ন কৌশল

এক বাদশাহ একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল এবং খুবই চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ল। তখন সে তার এক মন্ত্রীকে নির্দেশ দিল যে, রাষ্ট্রে যত স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার আছে সবাইকে ডেকে নিয়ে আস। হুকুমের তা'মীল হল! রাষ্ট্রের সমস্ত বড় বড় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকাররা আসল। তারা সবাই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিল। বাদশাহ তাদের সামনে তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা করল। "আমি দেখলাম যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে আমার ক্ষমতায় বলবৎ আছি। হঠাৎ আমার দাত একের পর এক পরতে লাগল শেষ পর্যন্ত আমার মুখে কোন দাতই অবশিষ্ট থাকল না।"

যখন ব্যাখ্যাকারকরা স্বপ্নের কথা শুনল তখন অধিকাংশ ব্যাখ্যাকাররাই কোন না কোন ব্যাখ্যা পেশ করল। যাতে করে বাদশাহর চিন্তা দূরভীত হয়ে যায়। সবাই তাকে শান্তনা দিতে লাগল কিন্তু এতে সে তৃপ্তি পেল না। ব্যাখ্যা কারদের মধ্যে দু'জন এক কর্ণারে চুপ-চাপ বসেছিল, বাদশাহ লক্ষ্য করলেন যে তারা কোন কথা বলতেছে না। তখন বাদশাহ লক্ষ্য করলেন যে তারা কোন কথা বলতেছেনা। তখন বাদশাহ তাদেরকে সম্বোধন করে বললঃ সবাই ব্যাখ্যা করল তোমরা কিছু বলছনা কেন? তোমরাও এর ব্যাখ্যা কর। তাদের প্রথমজন বলতে লাগলঃ

জনাব! এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে আমার খুব আফসোস হচ্ছে; কিন্তু কি করা যাবে সত্য তো বর্ণনা করতেই হবে।

বাদশাহ বললঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ জলদি বলঃ এর ব্যাখ্যা কি?

মহমান্য বাদশাহ, আপনার নিরাপদ হোক! আপনার সমস্ত সন্তান একেক করে আপনার সামনে মৃত্যুবরণ করবে। নিঃসন্দেহে এতে আপনার খুব চিন্তা ও দুঃখ হবে যার ফলে আপনিও ইন্তেকাল করবেন। বাদশাহ যখন এ ব্যাখ্যা শুনল তখন তাঁর চোখ লাল হতে লাগল। অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় বোধশক্তি হারিয়ে চিল্লিয়ে উঠল যে, এ ব্যাখ্যাকারকে আমার সামনে থেকে সড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দাও।

একটু পরে তিনি শান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকারকে বললঃ তুমি বলঃ আমার স্বপ্নের ব্যাপারে তোমার কি ব্যাখ্যা আছে?

মহামান্য বাদশাহ আপনার নিরাপদ হোক! আপনার দীর্ঘ জীবন হবে, আপনার সন্তান-সন্ততির চেয়ে বেশি হায়াত হবে আপনার। আপনার বংশের সমস্ত সদস্যরা চায় যে, আপনে তাদের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকেন। (এ ব্যাখ্যার ও উদ্দেশ্য ওটাই যা প্রথম ব্যাখ্যাকার বলেছিল। অর্থাৎ পরিবারের সমস্ত সদস্যদের চেয়ে বাদশাহর হায়াত দীর্ঘ হবে এবং সে ব্যতীত অন্যান্য সদস্যরা তার সামনেই ইন্তেকাল করবে। এ ব্যাখ্যা শুনে বাদশার সমস্ত পেরেশানী কেটে গেল, তখন সে মন্ত্রীকে নির্দেশ দিল যে, তাকে শাহী মর্যাদা, মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত কর।

যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে যে উভয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের কারণে বহু বিষয়েই সফল কাম হয়ে যায়।

এতেও সে অসন্তুষ্ট হয় নাই

আহনাফ বিন কায়েস ধৈর্যশীলতায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। সে কখনও রাগান্বিত হয় নাই। আরবদের মাঝে তার এগুণ প্রসিদ্ধ ছিল। একদা তার কিছু বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, যে করেই হোক তাকে রাগাতে হবে। সিদ্ধান্তক্রমে তারা এক যুবককে প্রস্তুত করল। সে আহনাফের বাসায় গেল,

আহনাফ বললঃ তুমি কিভাবে আসলা?

যুবক বললঃ আমি একটি কাজ নিয়ে এসেছি।

আহনাফঃ বল কি কাজ?

যুবকঃ মূলত আমি তোমার মাকে বিয়ে করতে চাই। তাই আমি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আহনাফ মাথা উঠিয়ে ধীর স্থীর ভাবে বললঃ তোমার বংশাবলী তো খুবই ভাল, তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তো কোন বাঁধা নেই; কিন্তু কথা হল এই যে, আমার মা তো বয়স্কা মহিলা সে এখন প্রায় সত্তর বছর বয়সে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে তুমি এক সুন্দর যুবক, তোমার তো এমন এক পাত্রী দরকার যে তোমার সমবয়সী হবে, ভালবাসতে এবং ভালবাসা দিতে জানবে, তোমার সন্তানদের মা হতে পারবে এবং তোমার বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

অতএব যুবককে বললঃ যারা তোমাকে আমার নিকট প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে তাদেরকে বল যে, তুমি আমাকে অসন্তুষ্ট করতে পার নাই।

পছন্দনীয় হাদীসসমূহ

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা সমকালের প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ছিলেন। এক বেদুঈন দীর্ঘদিন তাঁর সংস্পর্শে ছিল। সে তাঁর ক্লাশে বসে হাদীস শুনত। যখন বেদুঈন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে চাইল। তখন ইমাম সুফিয়ান তাকে বললঃ তুমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করলা এখন বলতঃ

«مَا أَعْجَبَكَ مِنْ حَدِيثِي يَا أَعْرَابِيُّ!».

অর্থঃ হে বেদুঈন! আমার (পড়ানো) হাদীসসমূহের মধ্যে তোমার নিকট কোনটি পছন্দনীয় ছিল! বেদুঈন বললঃ শুধু তিনটি হাদীস। তিনি বললেনঃ কোন তিনটি? বেদুঈন বললঃ

প্রথমঃ যার বর্ণনাকারী আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ».

অর্থঃ মিষ্টি এবং মধু পছন্দ করতেন।[1]

«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ».

দ্বিতীয়ঃ যখন রাতের খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে, আর তখন নামাযের ও সময় হয়ে যায় তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।[2]

«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».

তৃতীয়ঃ সফরের অবস্থায় রোযা রাখা সওয়াবের কাজ নয়।[3]

---

1. বুখারী- ৫৫৯৯, মুসলিম-১৪৭৪
2. মুসলিম- ৫৫৮
3. বুখারী- ১৯৪৬, মুসলিম-১১১৫

বাদশাহ ও দারোয়ান

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী তাঁর মুহাজারাতুল উদাবা নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মায়মুন বিন মেহরান একদা উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিঃ) এর নিকট বসেছিলেন। তখন হঠাৎ করে বাইরে কোন আওয়াজ শোনা গেল, তখন উমর (রাহিঃ) তাঁর দারোয়ানকে বললঃ দেখ দরজায় কে এসেছে? উত্তর এল যে এখনই যে লোক তার উট বসিয়েছে, আর সে দাবী করছে সে নাকী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াজ্জেনের ছেলে। নির্দেশ হল যে, তাকে ডাক, যখন সে ভেতরে আসল, নির্দেশ দেয়া হল যে আমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস শুনাও।

বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু) এর ছেলে বলল যে, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ

«مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ، حَجَبَهُ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ».

অর্থঃ যে ব্যক্তি মানুষের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত হল আর সে নিজেকে মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে দূরে থাকবেন। (অর্থাৎ এমন ব্যক্তি আল্লাহর দীদার লাভ করবে না)। তখন উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিঃ) তাঁর দারোয়ানকে বললঃ আজ থেকে আমার তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার বাসায় চলে যাও। এরপর আর তার দরজায় কোন দারোয়ান পরিলক্ষিত হয়নি। মূলতঃ বাদশাহ তাঁর দারোয়ান নিযুক্ত করার চেয়ে প্রজাদের কে কষ্ট দেয়ার মত বড় কোন বাঁধা নেই। দারোয়ানদের কারণে সাধারণ মানুষের উপর রাজা-বাদশাহর ব্যাপারে এক প্রকার ভয় ঢুকে যায়। কেননা যখন সাধারণ মানুষ রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছার মত ক্ষমতা পায় তখন সে যুলম থেকে দূরে থাকে। আর যখন রাজা-বাদশাহরা বুঝতে পারে যে, সাধারণ মানুষ তার নিকটবর্তী হতে পারবে না তখন তাদের যুলম বৃদ্ধি পায়। তাই কোন কোন উলামা বলেছেনঃ রাজা বাদশাহরা দুইটি কারণে সর্বসাধারণের কাছ থেকে দূরে থাকে। (১) ব্যক্তিগত কর্মের দূর্বলতা এবং (২) কৃপণতা।[1]

---

1. তালখীছ আল-হুবায়ের-৪/৩৪৬, আবু দাউদ-২৯৪৮, তিরমিযী-১৩৩২, আহমাদ-৪/২৩১।

যে অপরের জন্য কুঁয়া খুড়ে সে নিজেই ঐ কুঁয়ায় পরে

কোন এক ব্যক্তি এক বাদশাহর খুব বিশ্বাসভাজন ছিল। বাদশাহর নিকট সে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। যখনই সে বাদশাহর কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হত তখনই এ প্রবাদটি বলতঃ

«أَحْسِنْ إِلَى الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، فَإِنَّ الْمُسِيءَ سَيَكْفِيكَهُ إِسَاءَتُهُ».

অর্থঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি তার অনুগ্রহের জন্য উত্তম আচরণ করে, আর খারাপ আচরণকারীর খারাবীই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

রাজ সভার সদস্যদের একজন তার সাথে খুব বৈরী সম্পর্ক রাখত। অনর্থকই তার সাথে শত্রুতা রাখত। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, যে কোন উপায়ে তার ব্যাপারে বাদশাহর একটি খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে কয়েকবার চেষ্টা করেও সে সফলকাম হতে পারে নাই। শেষে সে এক চাল চালাল, সুযোগ বুঝে বাদশাহকে বললঃ এ ব্যক্তি আপনার খুবই বিশ্বাসভাজন, আপনার জুতা বহন করে, মূলতঃ সে আপনার দুশমন। সে আপনাকে মুহাব্বত করে না বরং সে বলে যে, আপনার মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসে।

বাদশাহ বললঃ তোমার এ দাবীর প্রমাণ কিভাবে যাচাই করা যাবে?

হিংসুক বললঃ সন্ধ্যার সময় আপনি তাকে ডেকে আপনার কাছে আসতে বলবেন তখন দেখবেন যে সে সাথে সাথে তার মুখে হাত রেখে দিয়েছে যাতে আপনার দূর্গন্ধ সে না পায়।

বাদশাহ বললঃ যাও আমি নিজেই তা যাচাই করব।

ঐ হিংসুক বাদশাহর নিকট থেকে বের হয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট গেল এবং তাকে খাওয়ার দাওয়াত দিল। ঐ ব্যক্তি হিংসুকের হিংসা ও চাল সম্পর্কে কোনই ধারণা ছিল না। সে তো তাকে বন্ধুই মনে করত আর সবার সাথেই তার ভাল সম্পর্ক ছিল। হিংসুক তাকে যে খাবার দিল তাতে রসুন ও ছিল। খাওয়ার পর সে বাদশাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছল। বাদশাহ বলতে লাগল আর সাথে সাথে সে বাদশাহর জুতা হাতে নিল। আর স্বীয় অভ্যাস মোতাবেক বলতে লাগলঃ

«أَحْسِنْ إِلَى الْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ، فَإِنَّ الْمُسِيءَ سَيَكْفِيكَهُ إِسَاءَتُهُ».

অর্থঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি তার অনুগ্রহের জন্য ভাল আচরণ কর, আর খারাপ আচরণকারীর ধ্বংসের জন্য তার খারাবীই যথেষ্ট।

বাদশাহ তখন তাকে বললঃ একটু আমার কাছে আস। যখন সে বাদশাহর নিকটবর্তী হল তখন তার মুখে হাত রাখল যাতে করে বাদশাহ তার মুখের রসুনের গন্ধ না শুনতে পায়।

বাদশাহ মনে মনে বলল যে, তাহলে আমার রাজসভার সদস্য তো ঠিকই বলছে।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী বলেনঃ বাদশাহর নিয়ম ছিল যে, সে তার নিজ হাতেই শাস্তির ও সাজার কথা লিখত। যখন বাদশাহ স্বচক্ষে দেখল যে, সে আমার একনিষ্ট শুভাকাঙ্খী নয়; বরং ভেতরে ভেতরে আমার বিরোধিতা করে তখন সে তাঁর প্রধান সেক্রেটারীকে এক চিঠি লিখে পাঠাল, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

চিঠি বহনকারী যখন তোমার নিকট আসবে, তখন তাকে কতল করার পর তার চামড়া ছিলে তার মধ্যে ছাই ভরে আমার নিকট পাঠাইবা।

বাদশাহ তাকে এ চিঠি দিয়ে বললঃ যে এটা প্রধান সেক্রেটারীর নিকট নিয়ে যাও। সে ঐ সীলকৃত চিঠি নিয়ে যখন দরবার থেকে বের হল তখন ঐ হিংসুকের সামনে পরল। হিংসুকের ঐ চিঠি দেখে বললঃ

আরে তোমার নিকট এ কিসের চিঠি? আমাকে একটু দেখাও।

সে বললঃ বাদশাহ খুশী হয়ে আমাকে এ উপহার দিয়েছে। হিংসুক জেদ করে বললঃ যে চিঠি আমাকে দিয়ে দাও। সে বললঃ এটা মুক্তির চিঠি তুমি তা নাও এখন তা তোমার হয়ে গেল। সে চিঠি নিয়ে আনন্দ মনে প্রধান সেক্রেটারীর নিকট গেল। সে চিঠি খুলে বললঃ এখানে লেখা আছে যে, আমি তোমাকে মেরে তোমার চামড়া খুলে বাদশাহর নিকট পাঠাব।

হিংসুক বললঃ না, না, এটা আমার চিঠি ছিল না; বরং আমার অমুক বন্ধুর চিঠি ছিল ভুলে আমি তা নিয়ে এসেছি।

প্রধান সেক্রেটারী বললঃ দেখ! এখন তুমি এখান থেকে যেতে পারবা না, এ চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, চিঠি বহন কারীকে কতল করে, তার চামড়া খুলে তার মধ্যে ছাই ভরে পাঠিয়ে দাও। সে বুঝানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল, যে আমাকে একবার বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে দাও। আমার সাথে ধোকাবাজী করা হয়েছে।

প্রধান সেক্রেটারী বললঃ এ চিঠি হস্তগত হওয়ার পর তোমার ফিরে যাওয়ার মত কোন রাস্তা নেই, এখন মৃত্যুই তোমার জন্য সুনির্ধারিত।

শেষে প্রধান সেক্রেটারী তাকে কতল করে দিল এবং নির্দেশ অনুযায়ী তার মৃতদেহ বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিল।

আর বাদশাহর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি তার অভ্যাস মতই দরবারে উপস্থিত হল এবং অভ্যাস অনুযায়ী ঐ প্রবাদ বাক্যটি ও বাদশাহর সামনে পুনরাবৃত্তি করল।

বাদশাহ খুব আশ্চার্যান্বিত হয়ে তাকে বললঃ আমার চিঠি কোথায়? সে উত্তরে বললঃ আমি যখন আপনার চিঠি নিয়ে বের হলাম তখন আমার অমুক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল, তখন সে আমাকে বললঃ যে, এ চিঠি আমাকে দিয়ে দাও। আর আমিও তাকে চিঠি দিয়ে দিলাম।

বাদশাহ বললঃ ঐ ব্যক্তি তো আমাকে বলেছিল যে, তুমি আমার ব্যাপারে নাকি বল যে, আমার মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসে। এ কি সত্য? সে বললঃ কখনও না, আমি এমন কথা কখনও বলি নাই।

বাদশাহ বললঃ আচ্ছা বল, গতকাল যখন আমি তোমাকে ডাকলাম তখন তুমি তোমার মুখে হাত রেখেছিলা কেন?

সে বললঃ বাদশাহ আপনার নিরাপদ হউক। ঐ ব্যক্তি আমাকে খাবার দাওয়াত দিয়েছিল আর সে খাবারের সাথে আমাকে খুব রসুন দিয়েছিল। আমি মুখে হাত এজন্য রেখেছিলাম যাতে করে আপনি ঐ দূর্গন্ধ না পান।

বাদশাহ বললঃ তুমি সত্য বলেছ। তোমার কাজে তুমি বহাল থাক। তোমার কথাই সত্য যে, অন্যায়কারী স্বীয় অন্যায়ের স্বাদ গ্রহণ করবে। যাকে বলেঃ অপরের জন্য কুঁয়া খুড়লে নিজে সে কুয়ায় পতিত হতে হয়।[1]

1. গারায়েবুল আখবার, আহমদ ঈসা আসুর।

বেশি উদার কে?

হিশাম বিন আদী বলেনঃ বায়তুল্লায় বসে তিন ব্যক্তি মতবিরোধ করতে লাগল যে, এ সময়ে সবচেয়ে বেশি উদার কে? একজন বললঃ আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিআল্লাহু আনহু) অপরজন বললঃ কায়েস বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) তৃতীয় জন বললঃ না না আরাবা আওসী (রাযিআল্লাহু আনহু)। তাদের কথাবার্তা দীর্ঘ হতে লাগল এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে দলীল ও পেশ করতে লাগল। এতে করে তাদের কথার আওয়াজ ও উচ্চ হতে লাগল, ফলে কিছু মানুষ ও তাদের পার্শ্বে জমা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন বললঃ ভাইগণ তোমরা কেন উচ্চ বাচ্য করছ? তোমরা এমন কর যে, প্রত্যেকে তার দাবীদারের নিকট গিয়ে কিছু চাও আর যা পাও তা নিয়ে এসে এখানে পেশ কর তাতেই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কে বেশি উদার?

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফরের দাবীদার তাঁর ঘরে গেল এবং বলল যে, হে আল্লাহর রাসূলের ভাতিজা! আমি মুসাফির মানুষ, আমার রাস্তা খরচ শেষ হয়ে গেছে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর তখন ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে বললেনঃ ঘোড়ার পাদানীতে পা রাখ এবং তাতে আরোহণ কর। এখন এটি তোমার, এর মধ্যে একটি ব্যাগও আছে তার মধ্যে কিছু জিনিস আছে তাও তোমার এবং হ্যাঁ তাতে একটি তলোয়ারও আছে তাকে সাধারণ মনে করিও না। এ ছিল আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)এর তলোয়ার।

যখন সে ঐ সুন্দর ঘোড়া নিয়ে সাথীদের নিকট ফিরে আসল এবং ব্যাগ খুলল তখন দেখতে পেল সেখানে চার হাজার দিনার এবং রেশমী চাদর। আর এসব কিছুর চেয়ে মূল্যবান আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)এর তলোয়ার।

কায়েস বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু)এর দাবীদার যখন তাঁর ঘরে গেল তখন তিনি শুয়ে ছিলেন। ক্রীতদাসী বললঃ তুমি কি জন্য এসেছ?

সে বললঃ আমি মুসাফির আমার রাস্তা খরচ শেষ হয়ে গেছে।

ক্রীতদাসী বললঃ তোমার এ সামান্য বিষয়ের জন্য তাঁকে উঠানো ঠিক হবে না। তুমি এ ব্যাগটি নাও এতে সাত শত দিনার আছে এ মুহূর্তে কায়েসের ঘরে এটুকুই আছে। আর বাড়ির সামনে উট বাঁধা আছে তোমার পছন্দমত একটি উট নিয়ে যাও এবং তোমার খেদমতের জন্য একজন ক্রীতদাস ও নিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ পর কায়েসও ঘুম থেকে উঠে বসল ক্রীতদাসী তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করল সে বললঃ আমাকে উঠাতা সেটাই ভাল ছিল, আর আমি নিজে তার প্রয়োজন মিটাতাম। এখন তো বুঝতেছিল না যে, যা তুমি তাকে দিয়েছ তা তার প্রয়োজন মত ছিল কি না। যাই হোক তুমি যে এ ভাল কাজ করলা এর বিনিময়ে আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

এদিকে আরাবা আওসী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর দাবীদার ও তাঁর নিকট গিয়ে পৌঁছল, তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল, আরাবা (রাযিআল্লাহু আনহু) বৃদ্ধ ছিলেন, চোখও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি দুই ক্রীতদাসের কাঁধে ভর করে আস্তে আস্তে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি গিয়ে বললঃ হে আরাবা! আমার কথা কি শুনবা?

তিনি বললেনঃ বল কি কথা? বললঃ আমি মুসাফির আমার রাস্তা খরচ শেষ হয়ে গেছে। আরাবা স্বীয় উভয় হাত ক্রীতদাসদের কাঁদ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাম হাত ডান হাতের উপর মজবূত ভাবে রেখে বললঃ আরাবা তার সমস্ত ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলেছ এখন শুধু এ দুই কৃতদাসই বাকী, তুমি এ দুজনকে নিয়ে যাও। এখন থেকে তারা তোমার।

লোকটি বলল জনাব! একি করে হয়। এরা তো আপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। আমি তাদেরকে নিব না। আরাবা (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ শোন! এখন থেকে এরা তোমার তুমি যদি না নাও তাহলে আমি তাদেরকে আযাদ করে দিব। তুমি যদি চাও তাহলে আযাদ করে দাও আর যদি চাও নিবে তাহলে নিয়ে যাও। একথা বলে সে সামনে গিয়ে দেয়ালের পার্শ্বে গিয়ে তা ধরে ধরে মসজিদের দিকে চলতে লাগল।

ঐ ব্যক্তি তখন তাদেরকে সাথে নিয়ে স্বীয় সাথীদের নিকট পৌঁছল। তিনজন পুনরায় মিলিত হল প্রত্যেকে তার প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করল এবং তাদের তিনজনেরই প্রশংসা করল। নিঃস্বন্দেহে এরা তিনজনই যথেষ্ট উদার এবং

আল্লাহর পথে খরচকারী, তবে সবচেয়ে বেশি দানশীল কে এরা ফায়সালা হলঃ আরাবা আওসী (রাযিআল্লাহু আনহু) কেননা সে নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সমস্ত মাল দান করে দিয়েছে।[1]

1. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ১১/৩৫৬-৩৫৭ পৃষ্ঠা, দারুল হিজর, তারিখ দিমাশক, লিইবনে আসাকির-১৪/৪৫৪ পৃষ্ঠা।

সকল সমস্যায় তাওবা করা

তিনজন লোক হুসাইন বিন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট আসল। তাদের একজন অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে বললঃ যে বহুদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না, তিনি বললেনঃ

«أَكْثِرْ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ».

বেশি করে তওবা কর।

অন্যজন বলল যে, আমার কোন সন্তান নেই আমি সন্তানের আগ্রহী। উত্তরে বললেনঃ বেশি বেশি করে তওবা কর।

তৃতীয় ব্যক্তি অভিযোগ করলঃ যে, এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে না বা প্রয়োজনের তুলনায় কম হচ্ছে। তাকেও তিনি বললেনঃ বেশি বেশি করে তওবা কর।

তাঁর সামনে যারা বসা ছিল তারা তখন বললঃ হে রাসূলের নাতি, তিনজনে তিন ধরনের অভিযোগ করল অথচ আপনি একই উত্তর দিলেন?

তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর বাণী পড় নাই?

﴿ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ۝١٢﴾.

অর্থঃ "স্বীয় প্রভুর নিকট তাওবা কর, নিঃসন্দেহে তিনি তওবা কবূলকারী, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।" (সূরাঃ নূহ ১০-১২)

ইনসাফ পূর্ণ বন্টন

মুসলিম বিন সা'দ বলেনঃ আমি হজ্জের জন্য যাচ্ছিলাম তখন আমার মামা আমাকে দশ হাজার দিরহাম দিল এ বলে যে যখন তুমি মদীনায় পৌঁছবে তখন সেখানকার আহলে বায়েতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব কে তা জেনে তাকে এই আমানত পৌঁছাইবে।

সে মদীনায় পৌঁছার পর মানুষকে জিজ্ঞেস করল যে, আহলে বায়েতের মধ্যে সবচেয়ে গরীবকে?

লোকেরা একটি ঘরের কথা বললঃ যে, তাদের দৃষ্টিতে ঐ ঘরের লোকেরা বেশি গরীব। মুসলিম বিন সা'দ ঐ ঘরের দরজায় নক করল, ভিতর থেকে এক মহিলা জিজ্ঞেস করল কে তুমি?

মুসলিম বিন সা'দ বললঃ আমি বাগদাদ থেকে এসেছি আমার নিকট আমানত স্বরূপ দশ হাজার দিরহাম আছে, আমাকে বলা হয়েছে যে, মদীনার আহলে বায়েতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব যে, তাকে এ আমানত পৌঁছাতে, লোকেরা আমাকে বললঃ এ ঘরের অধিবাসীরা বেশি গরীব, তাই এ আমানত আমি তোমাদেরকে পৌঁছাতে চাই।

সে মহিলা বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! এ দিরহাম দাতা শর্ত করেছে সবচেয়ে বেশি গরীবকে এ আমানত পৌঁছাতে মূলতঃ আমাদের যে প্রতিবেশী আছে তারা আমাদের চেয়ে বেশি গরীব। সুতরাং এ দিরহাম তাদেরকে দাও।

মুসলিম বিন সা'দ বলেনঃ আমি যখন তাদের প্রতিবেশীর দরজায় নক করলাম, তখন ভিতর থেকে এক মহিলা বললঃ হে আল্লাহর বান্দা কে তুমি এবং কি চাও। আমি তাকে ঘটনা খুলে বললাম, যে তোমাদের প্রতিবেশী তোমাদেরকে দেখিয়েছে এবং বলছে যে, তোমরাই এর বেশি হকদার।

সে মহিলা বললঃ হে আল্লাহর বান্দা। মূলতঃ আমরা এবং আমাদের প্রতিবেশি উভয়েই বেশি গরীব। তুমি এ আমানত উভয়ের মাঝে সমানভাবে বন্টন কর।

একে অপরের ভাই

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর খাদেমকে ৪শত বা ৪ হাজার দিনার দিয়ে বললঃ এটা আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) কে দিয়ে আস এবং একটু অপেক্ষা করে দেখ যে, সে তা কোন খাতে ব্যায় করে।

খাদেম দিনার নিয়ে আবু উবায়দা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট গেল, সালাম দিয়ে বললঃ এ দিনার আমীরুল মু'মেনীন আপনাকে দিয়েছে এবং বলেছেন যে প্রয়োজন মত তা খরচ করতে। আবু উবায়দা (রাযিআল্লাহু আনহু) উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর জন্য দু'আ করল, যে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং তাকে সুস্থ রাখুন। অতপর স্বীয় খাদেমকে ডেকে বললঃ এ সাত দিনার অমুককে দাও, এ পাঁচ দিনার অমুককে দাও, এ দশ দিনার অমুককে দাও, এ বিশ দিনার অমুককে দাও, শেষে ওখানে দাঁড়িয়েই সমস্ত দিনার বন্টন করে দিল।

খাদেম ফিরে এসে যা দেখেছে তা উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করল। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে আবার ঐ পরিমাণ দিনার দিয়ে

---

1. এ হল সম্মানিত সাহাবী, আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ বিন হেলাল কুরাশী ফেহরী। সে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। সে বদর, উহুদসহ অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করেছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে বলেছেনঃ

«لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

অর্থঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হল আবু উবায়দা বিন জাররাহ। (বুখারী ৫/২১৮) যে সময় তিনি শাম দেশের আমীর ছিলেন তখন উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) সেখানে গিয়েছিলেন, তার অবস্থা দেখে বলেছিলেনঃ

«كُلُّنَا غَيَّرَتْهُ الدُّنْيَا ، غَيْرَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ».

অর্থঃ হে আবু উবায়দা তুমি ব্যতীত পৃথিবী আমাদের সকলের অবস্থাই পরিবর্তন করে দিয়েছ। তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান মু'আয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু)।

মু'আয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু)[1] এর নিকট পাঠাল এবং তাকে ঐ কথাই বলে দিল যা বলেছিল আবু উবায়দা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট পাঠানোর সময়। খাদেম দিনার নিয়ে তাঁর নিকট চলে আসল এবং তাঁকে সালাম দিয়ে দিনারের ব্যাগটি সামনে দিয়ে বললঃ যে, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) আপনাকে এ হাদিয়া দিয়ে পাঠিয়েছে। সেও উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)এর জন্যে দু'আ করল যে আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তাঁর জান ও মালে বরকত দিন। অতপর স্বীয় খাদেমকে ডেকে বললঃ অমুকের কাছে ৫ দিনার পৌঁছিয়ে দাও। অমুককে দশ দিনার দাও, অমুককে বিশ দিনার দাও, এভাবে হাদিয়া দিতে দিতে ব্যাগ খালি হয়ে গেল, ততক্ষণে তাঁর স্ত্রী এসে বলল যে আমরাও তো মিসকীন, কিছু আমাদেরকেও দাও তখন ব্যাগের মধ্যে মাত্র দুই দীনার বাকী ছিল তা তখন তার স্ত্রীকে দিল। খাদেম ফিরে এসে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ঘটনা বর্ণনা করল, সে অত্যান্ত খুশী হল এবং বললঃ

«إِنَّهُم إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

অর্থঃ তাঁরা একে অপরের ভাই। (আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হউন)

«رضوان الله عليهم أجمعين»

---

1. এ সম্মানিত সাহাবী মু'আয বিন জাবাল বিন আমর বিন আউস আনসারী খাযরাজী। তিনি ঐ সত্তর আনসার সাহাবার অন্তর্ভুক্ত যারা বায়াতে আকাবায় শরীক ছিল। বদর ও উহুদ ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছর। তার বংশের সুন্দর যুবকদের একজন সে ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ইয়ামানের গভর্ণর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন। সাহাবাগণের মধ্য হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত হল মু'আয (রাযিআল্লাহু আনহু) ইবনে মাযাহ-১৫৪, আহমদ-৩/২৮১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে কুরআন সংগ্রহকারীদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

«عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ؛ وَلَوْلَا مُعَاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ».

মু'আয (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মত সু-সন্তান জন্ম দিতে মহিলারা অপারগ হয়েছে, যদি মু'আয (রাযিআল্লাহু আনহু) না থাকত তাহলে উমর শেষ হয়ে যেত। মু'আয (রাযিআল্লাহু আনহু) এর ফযিলত ও মর্যাদা অত্যান্ত বেশি। তাঁর মৃত্যু ও প্লেগ রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে ঘটেছে। আর তা ছিল ১৮ হিজরী সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর।

আমি দাজ্জাল নই?

মুগীরা বিন আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম খুব প্রসিদ্ধ মুজাহিদ এবং উদার ব্যক্তি ছিলেন। যখন মুসলিমা বিন আব্দুল মালেক রোমের কুসতুনতুনিয়ায় আক্রমণ করল তখন সে ও তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ঐ যুদ্ধে তার চোখে আঘাত লাগে যার ফলে সে আস্তে আস্তে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সে যে এলাকাতেই যাইত না কেন ওখানে উট কুরবানী করে মানুষকে খাওয়াত।

একবার সে খাবারের আয়োজন করল আর মেহমানদের মধ্যে এক বেদুঈনও ছিল। বেদুঈন খাওয়া বাদ দিয়ে মুগীরার দিকে দেখতে লাগল।

মুগীরা তখন তাকে বললঃ

«أَلَا تَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؟ مَالِي أَرَاكَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيَّ».

কি ব্যাপারে তুমি খানা খাচ্ছ না কেন? আমি দেখতেছি যে, তুমি আমার দিকে তাক লাগিয়ে তাকিয়ে আছ?

বেদুঈন বললঃ তোমার দস্তরখান খুবই প্রশস্ত আর খাবার ও সুস্বাদু; কিন্তু অন্ধ মানুষ আর মানুষকে খাবার খাওয়াচ্ছ, আমি এক মসজিদে আলোচনায় শুনেছি যে, এটা দাজ্জালের নিদর্শন।

মুগীরা অনিচ্ছা সত্বেও হেসে বললঃ ভাই নিশ্চিন্তায় খাও। আমি দাজ্জাল নই! দাজ্জালের চোখ আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে অন্ধ হবে না।[1]

1. তারিখ দিমাশক আল-কাবীর লি ইবনে আসাকির–৮৮৪৬।

নিষ্ফল পরামর্শ

মুগীরা বিন শো'বা (রাযিআল্লাহু আনহু) কে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বাহরাইনের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কঠোরতার দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিলেন এই কারণে বাহরাইনের লোকেরা তাঁকে পছন্দ করে নাই এবং তাঁকে গ্রহণও করে নাই। তারা চিন্তা-ভাবনা করতেছিল কিভাবে তাঁকে গভর্ণরের পদ থেকে সরানো যায়। পরামর্শ হলো যে, কোন অভিযোগ করা যায়– এখন কি অভিযোগ করা যায়?

যদি অভিযোগের কোন নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে তাঁকেই দ্বিতীয়বার গভর্ণর বানানো হবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সেখানের এক সরদার বললোঃ একটি বুদ্ধি আমার জ্ঞানে আসছে, যদি এই বুদ্ধি ব্যবহার করা যায় তবে দ্বিতীয়বার গভর্ণর করে আর পাঠানো হবে না।

লোকেরা বললঃ বল কি তোমার বুদ্ধি?

সরদার বললঃ আমার নিকট এক লাখ দিরহাম জমা কর। আমি এই এক লাখ দিরহাম নিয়ে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট যাব এবং বলব যে মুগীরা বায়তুল মাল থেকে এক লাখ দিরহাম চুরি করে আমার নিকট রেখেছে। এভাবে তার উপর চুরির অপরাধ লেগে যাবে এবং তাকে গভর্ণরের পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর সে দ্বিতীয়বার গভর্ণর হয়ে আসবে না।

বিরোধী দল এক লাখ দিরহাম একত্রিত করে সরদারের নিকট দিল এবং সরদার এক লাখ দিরহাম নিয়ে মদীনায় আসল।

সরদার উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললঃ হে আমিরুল মোমেনীন! আপনার গভর্ণর বায়তুল মাল থেকে এক লাখ দিরহাম বের করে আমার নিকট জমা রেখেছে, এমনিভাবে সে আমানতের মাল খিয়ানত করেছে।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ডাকেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যক্তি কি বলতেছে? এবং এর উত্তর আপনার নিকট কি আছে?

মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ

«كَذَبَ - أَصْلَحَكَ اللهُ - إِنَّمَا كَانَتْ مِائَتَيْ أَلْفٍ».

আল্লাহ্ আপনাকে ভাল করুক! এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এই লোকের নিকট আমি এক লাখ নয় দুই লাখ দিরহাম রেখেছি।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ তুমি এমন কেন করেছ?

মুগীরা বললঃ পরিবার-পরিজন ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) নেতাকে বললঃ এখন তোমার কি বক্তব্য? সে তো তোমাকে দুই লাখ দিয়েছে তুমি এক লাখের কথা বলছ আরেক লাখ কোথায়? সে তখন লজ্জিত হয়ে বললঃ আল্লাহ আপনার ভাল করুক! মূলতঃ মুগীরা আমাকে কোন টাকা-পয়সা দেয় নাই। না কম না বেশি। মূলতঃ এ ছিল তার বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর দিকে তাকিয়ে বললঃ তুমি কি বললা, আর তুমি একথাই বা কেন বললেঃ যে এ ছিল দুই লাখ?

মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ

«الْخَبِيثُ كَذَبَ عَلَيَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُخْزِيَهُ».

এইবীস আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তাই আমি তাকে অপমাণিত করা পছন্দ করলাম। মূলতঃ আমি তাকে কিছু দেইনি।[1]

---

[1]. সিয়ারু আলামুন নুবালা- ৩/২৭, তারিখ ইবনে আসাকির-১৮/৩৮

এক বেদুঈনের উপস্থিত বুদ্ধি

এক বেদুঈনের ব্যাপারে তার হিংসুকরা অপবাদ দিল যে, সে এক মজলিসে ঐ দেশের বাদশাহর শানে বেমানান কথা বলেছে। তাই তাকে আদালতে পেশ করা হল। বেদুঈন ভাল করেই জানত যে, তার হিংসুকরা তার নামে এ মিথ্যা কেইস সাজিয়েছে তাকে ফাঁসানোর জন্য যাতে সে বন্দীর শাস্তি পায় এবং যাতে করে সে তারা তাকে মনের মত শাস্তি দেয়ার সুযোগ পায়। বেদুঈন খুব সুন্দর করে তার কেইস লিখল এবং তার নির্দোষীতার দিকগুলিও বিস্তারিত লিখল যে, কিভাবে তার বিরোধী পক্ষ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং এ সবই ছিল মিথ্যা অপবাদ। যার কোন সত্যতা নেই।

বেদুঈন যখন হাকিমের কোর্টে উঠল তখন সে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখল সবই তার বিরোধী। সে তার পকেট থেকে বই আকারের তার ঐ লেখাটি বের করে হাকিমকে লক্ষ্য করে বললঃ

এ নাও আমার আমলনামা পড়।

হাকিম প্রথম থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে বসে ছিল। সে ঐ চিঠি না পড়েই ফেরত দিয়ে বললঃ এ কথা কিয়ামতের দিন বলা হবে, পৃথিবীতে নয়। আর এটা একথা বলার স্থান ও নয়।

বেদুঈন সাথে সাথে উত্তরে বললঃ মোহতারাম হাকিম। মূলত আজকের দিনটি আমার জন্য কিয়ামতের দিন থেকেও বড়। কেননা ঐ দিন তো আমার নেকী-বদী উভয়ই পেশ করা হবে এবং সে আলোকে ফয়সালা হবে; কিন্তু আজ শুধু আমার বদীই আপনার সামনে পেশ করা হয়েছে। আর আমার সমস্ত নেকীগুলিকে পিছনে ফেলে দেয়া হয়েছে। তার উত্তরটি হাকিমের খুবই পছন্দ হল এবং সে বেদুঈনের বিরোধী কেইস উঠিয়ে নিল।

চিন্তার ব্যাপার

ইমাম শা'বী (রাহিঃ) কে প্রশ্ন করা হল।

উত্তরে তিনি বললেনঃ আমার জানা নেই।

প্রশ্নকারীঃ আপনি ইরাকের মুফতী ও ফকীহ অথচ আপনি বলছেন যে, আমার জানা নেই এমন উত্তর দিতে কি আপনার শরম হচ্ছে না।

উত্তরে তিনি বললেনঃ ফেরেশতারা তো ঐ সময় শরম পায় নাই যখন তারা বলছিলঃ

﴿لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾

"আমরা তো ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

উতবা বিন মুসলিম বলেনঃ আমি ৩৪ মাস আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর খেদমতে ছিলাম এর মধ্যে কত লোক তাঁকে প্রশ্ন করেছেন। যার উত্তরে তিনি বলেছেনঃ আমার জানা নেই।

প্রসিদ্ধ তা'বেয়ী সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাহিঃ) যখন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন তখন বলতেনঃ

«اللَّهُمَّ، سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي».

হে আল্লাহ! আমাকে ভুল ফতোয়া দেয়া থেকে রক্ষা কর এবং তাদেরকেও ভুল ফতোয়া নেয়া থেকে রক্ষা কর।

একদা ইমাম শাফেয়ী (রাহিঃ) কে প্রশ্ন করা হল। উত্তর দানে তিনি চুপ থাকলেন। বলা হলঃ উত্তর কেন দিচ্ছেন না? বললঃ

«حَتَّى أَدْرِيَ؛ الْفَضْلُ فِي سُكُوتِي أَوْ فِي الْجَوَابِ».

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তর দেই না যতক্ষণ না আমি একথা বুঝতে পারি যে, আমার কল্যাণ কি চুপ থাকার মধ্যে না উত্তর দেয়ার মধ্যে।

ইবনে আবু লাইলা (রাহিঃ) বলেনঃ

আমি একশত বিশ জন আনসারী সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) কে দেখেছি। তাদের যে কোন একজনকে যদি কোন প্রশ্ন করা হত তখন সে তাদের অন্য একজনকে দেখিয়ে দিত। আর দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনকে দেখাত। তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে দেখাত। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ফিরে আসত প্রথম জনের নিকট।

সাহাবায়ে কিরামগণের আমলের পদ্ধতি ছিল এই যে যখন কোন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাকে কোন প্রশ্ন করা হত, তখন সে আপ্রাণ চেষ্টা করত যে, এর উত্তর অন্য কোন একজনে দিক।

আবুল হুসাইন আযদী বলতেনঃ

«إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ، لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ».

মানুষ নিশ্চিন্তায় ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে অথচ যদি মাসআলা উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট পেশ করা হত তাহলে এর উত্তরের জন্য বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে একত্রিত করত।

কাসেম বিন মুহাম্মাদকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আমার এর উত্তর জানা নেই।

প্রশ্নকারী বললঃ আপনার নিকট এসেছি, আপনাকে ব্যতীত অন্য কাউকে চিনিও না, আমার উত্তর পাওয়ার দরকার।

কাসেম বিন মুহাম্মাদ বললঃ আমার আসে-পাশে অনেক লোক জানা আছে। আল্লাহর কসম! "مَا أُحْسِنُهُ" আমি এর সঠিক উত্তর জানি না।

কুরাইশ বংশের এক লোক ঐ প্রশ্নকারীকে বললঃ হে আমার ভাতিজা! কাসেমের সাথেই থাক এ যুগে তার চেয়ে বড় আলেম আর নেই।

কাসেম বলতে লাগলঃ

«وَاللهِ! لَأَنْ يُقْطَعَ لِسَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِمَا لَا عِلْمَ لِي بِهِ».

আল্লাহর কসম! আমার জিহ্বা কেটে দেয়া আমার জন্য উত্তম। তবুও আমি এমন বিষয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না যে ব্যাপারে আমার জানা নেই।

একদা সালমান (রাযিআল্লাহু আনহু) আবু দারদা (রাযিআল্লাহু আনহু) কে এক চিঠি লিখলেন এ বলেঃ

আমি জানি যে, তুমি ডাক্তারের প্রেশক্রিপশনের কাজ করছ একথা স্মরণ রাখবা যে, কখনও যেন এমন না হয় যে, তুমি কোন ধ্যানে পড়ে গিয়ে স্বীয় স্বল্প জ্ঞানের কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করে ফেল।

এ সতর্কতার পর আবু দারদা কোন ফায়সালা করার ব্যাপারে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। বরং কয়েকবার এমন হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন সমস্যা নিয়ে এসেছে। তখন সে তাদের মাঝে ফায়সালা করার পর বলছেঃ এ উভয় দলকে আমার নিকট পুনরায় নিয়ে আস। আমি ধ্যানে পরে গিয়ে ছিলাম। যখন তারা আসল তখন তাদের কাছ থেকে বিষয়টি দ্বিতীয়বার শুনত এবং দ্বিতীয়বার এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করত তারপর ফায়সালা করত।

আল্লাহ আল্লাহ! কত ভয়ে ভীত ছিল তাড়াহুড়ার কারণে যেন তার দ্বারা কোন ভুল ফায়সালা না হয়ে যায়।

আজকের আলেম সমাজ কি এ ব্যাপারে চিন্তা করবে?

মীমাংসা

এক গভর্ণর এবং তার স্ত্রী খাবার খাচ্ছিল। খাওয়ার সময় তাদের সামনে দুই ধরণের মিষ্টি পেশ করা হল। উভয় প্রকারই খুব সুস্বাদু ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দন্দ্ব সৃষ্টি হল যে উভয়ের মাঝে উত্তম কোনটি? একজনে একটাকে পছন্দ করত। উভয়েই প্রমাণাদী পেশ করতে লাগল; কিন্তু দন্দ্ব শেষ হল না।

হঠাৎ করে ঐ সময় গভর্ণরের নিকট তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিচারপতি আসল। গভর্ণর তাকে খাবার খেতে দিল এবং স্ত্রীর সাথে তার মতানৈক্যের ঘটনা বর্ণনা করল এবং আরও বলল যে, আমাদের মাঝে ফায়সালা কর। কাজী মিষ্টির নাম শুনে তার মুখে পানি চলে আসল।

সে বললঃ

আমি অদৃশ্য বিষয়ে ফায়সালা দিতে পারব না।

তখন পুনরায় উভয় প্রকার মিষ্টি এনে কাজীর সামনে রাখা হল।

এদিকে গভর্ণর ও তার স্ত্রী কাজীর ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে ছিল। কাজী তখন স্বীয় হাত বাড়িয়ে যে মিষ্টি গভর্ণরের পছন্দ সেখান থেকে কিছু উঠিয়ে খেয়ে বললঃ খুব উন্নতমানের মিষ্টি, আল্লাহ তোমার শুকর যে তুমি আমাকে তাওফীক দিয়েছে এমন মিষ্টি খেতে!

অতপর সে গভর্ণরের স্ত্রীর পছন্দনীয় মিষ্টি থেকে কিছু উঠিয়ে নিয়ে খেতে লাগল এবং বললঃ খুব উন্নতমানের মিষ্টি। আল্লাহ তোমার শুকর তুমি আমাকে তাওফীক দিয়েছ এমন মিষ্টি খেতে।

এভাবে সে কখনও গভর্ণরের পছন্দনীয় মিষ্টি থেকে থাকল আবার কখনও তার স্ত্রীর পছন্দনীয় মিষ্টি এমন কি খেতে খেতে সে তৃপ্ত হয়ে গেল। গভর্ণর ও তার স্ত্রী তখন তার দিকে তাকাইতে ছিল এবং অপেক্ষা করছিল তার ফয়সালা শোনার জন্যে।

গভর্ণর বললঃ কাজী সাহেব আপনি আপনার ফয়সালা শোনান কোন প্রকার মিষ্টি বেশি মিষ্টি?

কাজী অত্যান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর দিল যে, আমি এ উভয় প্রকার মিষ্টির চেয়ে অধিক ইনসাফ ও সাহিত্য পনা পরায়ণ মিষ্টি আর কখনও দেখিনি। যখনই আমি চাই যে, একে অপরের উপর প্রাধান্য দিব তখনই দ্বিতীয়টি তার প্রমাণাদির ভান্ডার ঢালতে থাকে। এ উত্তর শুনে উপস্থিত সবাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসতে লাগল আর তাদের দন্দ্বও মিটে গেল।

এ ধরনের একটি ঘটনা খলীফা হারুনুর রশীদ এবং তার স্ত্রী যুবাইদা বিনতে জা'ফরের (যে আমিনের মা ছিল) মাঝে ঘটেছিল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতভেদ দেখা দিল যে, বাদামের মিষ্টি বেশি মিষ্টি না ফালুদার মিষ্টি? রানী যুবাইদার কথা ছিল ফালুদা উত্তম, আর খলীফার কথা হল ফালুদার চেয়ে বাদামের মিষ্টি সুস্বাদু। তার উভয়েই এ মর্মে একশত দিনারের বাজীও ধরল। আর এ ফায়সালার জন্য কাজী আবু ইউসুফকে ডাকা হল। কাজীর ফায়সালাও অনেকটা পূর্বের ঘটনার মতই ছিল। খলীফা কাজী সাহেবের ফায়সালা শুনে হাসতে লাগল আর একশত দিনার তাঁকে উপহার দিয়ে ছাড় নিল।

1. অফিয়াতুল আইয়ান, ইবনে খালকান- (২/৩১৬) দারু সাদের বৈরুত।

মৃত্যু

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) নিজের এক মন্ত্রীর সাথে বসে কথাবার্তা বলতে ছিলেন। এমন সময় খুব সুন্দর চেহারা, দামী পোশাক পরিহিত এক লোক এসে মজলিসে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ বসার পর সে চলে গেল। তার যাওয়ার পর মন্ত্রী সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে জিজ্ঞাসা করলঃ

« مَنْ هَذَا الَّذِي كَانَ مَعَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ »

হে আল্লাহর নবী! কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার নিকট একজন লোক ছিল সে কে?

ইরশাদ হলোঃ

« إِنَّ الَّذِي كَانَ مَعِي هُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ »

আমার নিকট যে ব্যক্তি বসেছিল সে মালাকুল মাউত (মৃত্যু ফেরেশতা) ছিল।

যখনই মন্ত্রী মৃত্যুর ফেরেশতার কথা শুনল তখন তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শরীর কাঁপতে লাগল এবং বললঃ

« أَرْجُوكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ تَأْمُرَ الرِّيحَ أَنْ تَحْمِلَنِي إِلَى بِلَادِ الْهِنْدِ.
فَمَا كَانَ لِي أَنْ أَجْلِسَ فِي مَكَانٍ جَلَسَ فِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ».

"হযরত অনুগ্রহ করে বাতাসকে হুকুম দেন সে যেন আমাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছিয়ে দেয়। আমার জন্য অসম্ভব, যে আমি ঐ জায়গায় বসি যেখানে মৃত্যুর ফেরেশতা বসেছে।

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং বাতাসকে আদেশ দেন যে মন্ত্রীকে হিন্দুস্তান পৌঁছিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মৃত্যুর ফেরেশতা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং বললঃ আপনার মন্ত্রী কোথায় গিয়েছে?

ইরশাদ হলোঃ

« حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إِلَى بِلَادِ الْهِنْدِ خَوْفًا مِنْكَ ».

তোমার ভয়ের কারণে বাতাস তাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যুর ফেরেশতা বললঃ কিছুক্ষণ পূর্বে যখন আপনার মজলিসে আসিয়া ছিলাম তখন ঐ মন্ত্রীকে আপনার মজলিসে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। কেননা আমাকে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছিলেন যে অমুক ব্যক্তিকে অমুক সময় হিন্দুস্তানের অমুক এলাকায় জান নেয়ার জন্যে; কিন্তু সেই ব্যক্তি হাজার মাইল দূরে আপনার নিকট বসে আছে।

« سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ الزَّمَانَ وَلاَ الْمَكَانَ ».

"সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ! (ভাগ্যে লিখা) সময় এবং জায়গা পরিবর্তন হয় না।"

সুতরাং আমি নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুস্তান পৌঁছি তখন ঐ ব্যক্তি সেই জায়গায় উপস্থিত ছিল এবং তার জান কবজ করে আপনার নিকট আসলাম।

অনুমান

আবুল আব্বাস সাহল বিন সা'দ সায়েদী (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পাশ দিয়ে এক ধনী ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করছিল তখন তিনি তাঁর খিদমতে নিয়োজিত এক ব্যক্তিকে বললঃ

«مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟»

এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?

সাহাবী বললঃ সে বড় ও সম্মানী ব্যক্তি বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! সে এমন ব্যক্তি যে সে যদি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাব গৃহীত হবে। কোথাও যদি সুপারিশ করে তাহলে তার সুপারিশ গৃহীত হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা শুনে চুপ থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পর ঐ দিক দিয়ে অন্য এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তখন তিনি ঐ সাহাবীকে বললঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সাহাবী বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এমন ব্যক্তি যে, কোথাও যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাব গৃহীত হবে না। আর যদি কোথাও কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তবে তার সুপারিশ গৃহীত হবে না। যদি কোথাও কোন কথা বলে তাহলে তার কথাও কেউ শুনবে না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»

আল্লাহর নিকট এ গরীব লোকটি ঐ ধনী লোকের মত পৃথিবী ভরপুর মানুষের চেয়ে উত্তম।

আসলে ঐ পাল্লা কোনটি, ঐ ওজন করার যন্ত্র কোনটি, আর মানুষের এমন কোন গুণের ফলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে অথবা এমন কি কারণ রয়েছে যার ফলে সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

মূলতঃ সেটা হল "ইসলাম" আল্লাহ তায়ালা ঐ মিজানকে তাকওয়া নাম দিয়েছেন। তাই তিনি এরশাদ করেনঃ

1 . বুখারীঃ কিতাবুর রাক্বায়েক, বাবঃ ফজলুল ফাকর- ৬৪৪৭

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ .

জেনে রেখ! তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে, সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী (আল্লাহ ভীরু)।[1]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহুর) সন্তান মুসআব বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন যে, সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) মনে করতেন যে, গরীব লোকদের উপর তার কোন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং সে তাদের চেয়ে মর্যাদা বান। যখন এ সংবাদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি বললেনঃ

«هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ» .

তোমরা তোমাদের দূর্বল লোকদের বরকতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হও এবং তাদের দু'আর বরকতেই রিযিক পেয়ে থাক।[2] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গরীব ও ফকীর লোকদের ব্যাপারে বলেনঃ

«ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ».

আমাকে দূর্বল লোকদের মাঝে খুঁজ, কেননা তোমরা দূর্বল লোকদের বরকতে রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হও।[3]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এ দু'আও সহীহ সনদে প্রমাণিত আছেঃ

«اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ» .

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন করে বাঁচিয়ে রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দাও, কিয়ামতের দিন মিসকিনদের সাথে হাশর কর।[4]

---

1. সূরা হুজরাতঃ ১৩।
2. বুখারীঃ কিতাবুল জিহাদ, বাব ফীল ইস্তা'আনা বিজ জোয়াফা ওয়াস সালেহীন ফীল হারব- ২৮৯৪।
3. সহীহ আবু দাউদঃ কিতাবুল জিহাদ, বাব ফীল ইন্তেনসার বারাজুল খাইলে ওয়াজ জোয়াফা- ২৫৯৪, নাসায়ী-৩১৮।
4. বায়হাকী, তাবারানী, শেখ আলবানী স্বীয় সহীহ আল জামের মধ্যে হাদীসটি সহীহ বলেছেন- ১২৬১।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কৌতুক

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আরোহণ করানঃ

«يَا رَسُولَ اللهِ! احْمِلْنِي»

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ»

আমি তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে চাড়াব। সে বললঃ

«وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟»

আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করব?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ»

উট কোন মাদী উট থেকে জন্ম নেয়।[1]

সুহাইব রুমী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে রুটি ও খেজুর ছিল। তিনি বললেনঃ «أُدْنُ فَكُلْ» নিকটে আস এবং খাও। আমি খেজুর খেতে শুরু করলাম, আমার তখন চোখ উঠেছিল এবং এক চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার দিকে দেখে বললেনঃ

«تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ!؟».

তুমি খেজুর খাচ্ছ অথচ তোমার চোখ উঠে আছে।

আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি চোখের দিক দিয়ে খাচ্ছি না যা অসুস্থ বরং অন্য দিকে দিয়ে খাচ্ছি। আল্লাহর রাসূল আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন।[2]

1. সহীহঃ আবু দাউদ-৪৯৯৮।
2. হাসান, ইবনে মাজাহ-৩৪৪৩।

এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাত দেন। তিনি বললেনঃ

«يَا أُمَّ فُلاَنٍ! إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ».

হে অমুকের মা! জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করতে পারবে না। বৃদ্ধা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতে লাগল,

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডেকে বললেনঃ

«أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ۝٣٥ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝٣٧﴾

ঐ মহিলাকে বল যে বৃদ্ধা অবস্থায় সে জান্নাতে যেতে পারবে না বরং ওখানে যাওয়ার আগে যুবতী হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "তাদেরকে (হুরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।"[1]

1. সূরা ওয়াকেয়াহ-৩৫-৩৭।

চিন্তার ধরণ

এ ঘটনার বর্ণনাকারী মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম মুহাম্মাদ গাজালী। তিনি তাঁর স্বীয় কিতাব **"তায়াম্মুলাত ফীদদীন ওয়াল হায়া"** বলেনঃ মিসরের এক আমীরের ছেলে চোখে স্বল্প দৃষ্টিতে ভোগতে ছিল। তার চিকিৎসা ও চলছিল কিন্তু ডাক্তারদের সর্বাত্মক চেষ্টার পরেও তার দৃষ্টিশক্তি দিন দিন কমতে ছিল। শেষে এমন হল যে, সে আলো ও অন্ধকারের মাঝেও পার্থক্য করতে পারত না। এতে পিতা-মাতার অন্তর কত মর্মাহত হতে পারে তা পাঠকদের অনুমেয়। ঐ বাচ্চার পিতা এক বৈঠকে বসেছিল, তার আসে পাশে তখন অনেক লোক বসে ছিল, কথাবার্তা হচ্ছিল ছেলের অন্ধত্ব নিয়ে। ছেলের পিতা বললঃ আমি আমার এ ছেলেকে ওয়াকফ করে দিলাম। তাকে এখন কুরআন হিফজ করাও। হেফজের পর দ্বীনি আলেম বানানোর জন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাও। লোকেরা খুব বাহবা দিল যে, দেখ ইসলামের প্রতি তার কত মুহাব্বাত নিজের ছেলেকে ইসলামের খেদমতে ওয়াকফ করে দিল। ছেলের জন্য একজন সুপ্রসিদ্ধ কারীও হাফেজে কুরআনের ব্যবস্থা করা হল যে, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে হেফজ করাত এবং কুরআন শিখাত। অল্প দিনে ছেলে বেশ কিছু সূরা হেফজ করেছে এবং তেলাওয়াতেও ছিল অনন্য। এদিকে আল্লাহর রহমতে তার চোখ ও ঠিক হতে শুরু হল ডাক্তাররা প্রতি যথেষ্ট মনযোগ দিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে ছেলে আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এমন কি চশমাও ব্যবহার করতে হত না।

এদিকে ছেলের পিতা বিভিন্ন চিন্তা করতে লাগল যে, সে তো তার ছেলেকে আল-আযহার ইউনিভার্সিটির নামে এজন্য ওয়াকফ করেছিল যে, সে অন্ধ ছিল। মূলতঃ দ্বীনি শিক্ষার নিয়ত সে করেছিল তাঁর ছেলের অন্ধত্বের কারণে। ঠিক আল্লাহর বানীর অনুকূলেঃ

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾

তারা ঐ বস্তুকে আল্লাহর জন্য দান করে যা তারা পছন্দ করে না।[1]

1. সূরা নাহলঃ ৬২।

এখন সে ভাবতে শুরু করল যে, এখন তাকে কি করা যায়। শেষ তাই হল যা দুনিয়াদাররা করে থাকে। সে তাঁর ছেলেকে মাদরাসা থেকে বের করে এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিল।

শেখ মুহাম্মাদ গাজালী (রহঃ) বলেনঃ মুসলমানদের তার দ্বীনের সাথে সম্পর্ক এবং দ্বীন শিখার আগ্রহ এতটুকুই হয় যে, যা আল্লাহ না খাস্তা অন্ধ, বোবা,ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ তাদেরকেই মাদরাসায় ভর্তি করে। আর যে উপযুক্ত, বুদ্ধিমান, তাকে স্কুলে কলেজে ভর্তি করায়। অথচ জরুরী ছিল যে, বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকে দ্বীনি আলেম বানানো এবং ইসলামের আলোকে আরো বেশি বিস্তার করা।

মতির হার

কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী আনসারী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করতাম। একদা আমার খুব ক্ষুধা পেল; কিন্তু এমন কোন কিছু পাচ্ছিলাম না যা দিয়ে এ ভীষণ ক্ষুধা নিবারণ করব। এমতাবস্থায় আমি একটি রেশমী পরে পেলাম। তার মুখ বন্ধ করা ছিল একটি রেশমী সূতা দিয়ে। আমি নিয়ে ঘরে চলে আসলাম। যখন ব্যাগ খুললাম দেখলাম ভিতরে মতির খুব সুন্দর একটি হার। ইতিপূর্বে আমার জীবনে কখনও এত সুন্দর দেখি নাই। ব্যাগ ঘরে রেখে বাইরে বের হয়ে এসে দেখলাম এক বৃদ্ধলোক পাঁচ দিনার হাতে নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আমার রেশমী ব্যাগ হারিয়ে গেছে, যার মধ্যে মতির হার ছিল, যে ব্যক্তি তা ফেরত দেবে আমি তাকে পাঁচশত দিনার পুরস্কার দিব। আমি তার ঘোষণা শুনে মনে মনে বলতে লাগলামঃ এটা তো আমার খুবই প্রয়োজন আমি এর খুবই মুখাপেক্ষী; কিন্তু হারটি তো আমারও নয়। এর এর উপর আমার কোন অধিকার আছে। সর্বাবস্থায়ই তা আমার ফেরত দেয়া উচিত। হঠাৎ মনে পড়ল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাদীসঃ

«مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِّنْهَا»

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন।

এ হাদীসটি স্মরণ করার পর আমি আমার হিম্মতকে আরো মজবূত করলাম এবং ঘরে গিয়ে ঐ ব্যাগ নিয়ে আসলাম বৃদ্ধ আমাকে ঐ ব্যাগের পরিচয়, ধরন এবং ভিতরের হারে মুতির দানার সংজ্ঞা এমন কি যে সূতা দিয়ে ব্যাগ বাঁধা ছিল তারও পরিচয় দিল। তখন আমি ব্যাগটি বৃদ্ধাকে দিয়ে দিলাম।

বৃদ্ধা ব্যাগ পেয়ে আমাকে পাঁচশত দিনার দিতে চাইল; কিন্তু আমি তা নিতে অসম্মতি জানালাম। ব্যাগটি তার মালিকের নিকট পৌঁছানো আমার দায়িত্ব ছিল, তাই বলে আমি তার কাছ থেকে কোন প্রতিদান গ্রহণ করতে পারি না।

বৃদ্ধা বললঃ তোমাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। সে আমার সাথে বার বার জেদ করতে লাগল তা গ্রহণের জন্য; কিন্তু আমি যখন তা গ্রহণে বার বার অসম্মতি জানালাম তখন সে আমাকে ছেড়ে পথ চলতে শুরু করল।

আমার জীবন যাপনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আমি জীবন যাপনের পাথেয়ের খুঁজে মক্কা থেকে অন্য কোথাও সফরের প্রস্তুতি নিলাম। সমুদ্র পথে সফর শুরু করলাম; কিন্তু হঠাৎ করে আমার নৌকা ভেঙ্গে গেল। যাত্রীরা সব ডুবতে লাগল, নৌকায় যা জিনিসপত্র ছিল সবই সমুদ্রের খোরাকে পরিণত হল। আশ্চার্যজনকভাবে নৌকার একটি কাঠ আমার হাতে চলে আসল। আমি সেখানে বসে গেলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে আমি এদিক সেদিক যেতে লাগলাম। আমার কোন জ্ঞানই ছিল না যে, আমি কোন দিকে যাচ্ছি এবং আমার ঠিকানা কোথায় হবে?

সমুদ্রের ঢেউ আমাকে এমন এক দ্বীপে নিয়ে পৌঁছল যেখানে কিছু জনমানবের আবাস ছিল। আমি দ্বীপে উঠলাম এবং সেখানকার একটি মসজিদে যেয়ে আশ্রয় নিলাম। মসজিদে বসে বসে কুরআন কারীম তেলাওয়াত করতে ছিলাম, দ্বীপের লোকেরা আমার ক্বিরাত শুনে খুশী হল। আমার আসে পাশে জমা হতে লাগল এবং বলতে লাগলঃ আমাদেরকে এবং আমাদের বাচ্চাদেরকেও কুরআন শিখাও। তাই আমি ঐ লোকদেরকে কুরআন শিখাতে লাগলাম। তারা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করতে লাগল।

একদিন মসজিদে পরে থাকা কুরআন মাজীদের কিছু পাতার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল আমি তা কুড়িয়ে নিয়ে লেখতে লাগলাম। লোকেরা বললঃ তুমি কি এত সুন্দর লেখতে পার? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তারা আমার নিকট আবেদন জানাল যে, আমাদের বাচ্চাদেরকে লেখা-পড়া শিখাও।

এরপর তারা তাদের বাচ্চা ও যুবকদেরকে আমার কাছে পাঠাতে শুরু করল আর আমি তাদেরকে লেখা-পড়া শিখাতে শুরু করলাম। এতে করে আমার অনেক টাকা-পয়সা হয়ে গেল এবং এলাকাতেও আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে লাগলাম।

কিছুদিন পর এ লোকেরা আমাকে বলতে লাগল যে, আমাদের এখানে একজন এতীম মেয়ে আছে সে অত্যন্ত সতী-সাদবী, সুন্দরী, তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কিছু ধন-সম্পদও আছে, আমরা চাই তার সাথে তোমার বিয়ের বন্দবস্ত করতে। কিন্তু আমি বিয়ে করতে অসম্মতি জানালাম। তারা বললঃ না, না! আমরা তোমাকে বিয়ে করাবই। তারা আমাকে বাধ্য করাল আমি কিছু ভেবে-চিন্তে সম্মতি দিলাম।

বিয়ের পর যখন স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি দেখতে পেলাম যে, সম্পূর্ণ ঐ মতির হারটি যা আমি মক্কায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তা এ মেয়ের গলায় পরিহিত। আমি তাক লাগিয়ে হারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। লোকেরা আমাকে বললঃ মোহতারাম! আপনি এ এতীম মেয়ের দিকে না তাকিয়ে তার হারের দিকে তাকিয়ে আছেন। এতে তো তার মনে কষ্ট হচ্ছে! আমি তাদেরকে ঐ হারের ঘটনা বিস্তারিত বললাম। তারা আমার কথা শুনে উচ্চস্বরে বলতে লাগলঃ

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার।

আমি বললামঃ কি হল? তারা বললঃ ঐ বৃদ্ধ লোকটি যার হার তুমি পেয়েছিলা সে এতীম মেয়ের পিতা ছিল। সে কখনও কখনও বলতঃ আমি সারা দুনিয়ার মধ্যে একজনই কামেল মুসলমান পেয়েছি আর সে হল ঐ ব্যক্তি যে, মতির হার পেয়ে আমাকে ফেরত দিয়েছিল। তাই সে প্রায়ই তার দু'আয় বলতঃ হে আল্লাহ! আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে একত্রিত করে দাও যাতে করে আমি আমার কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিতে পারি। এখন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার মনবাসনাকে পূরণ করেছে, তুমি নিজেই এখানে এসে পৌঁছেছ।

কাজী আবু বকর বলেনঃ পরে আমি ঐ মেয়ের সাথে যে, আমার স্ত্রী হল এককাল অতিক্রম করলাম। তার ঘরে দু'জন সন্তান হল। শেষে সে মৃত্যুবরণ করল। ঐ হারটি আমার এবং আমার দু'সন্তানের মিরাসে পরিণত হল। কিছুদিন পর আমার ঐ দুবাচ্চা ও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিল। আর ঐ হারটি আমার মিরাস হয়ে গেল।

শেষে আমি হারটি এক লক্ষ দিনারে বিক্রী করে দিলাম। এ যে সম্পদ তোমরা আমার হাতে দেখছ তা ঐ হারেরই বদৌলতে হয়েছে।[1]

1. এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়ায়-৯/৬২১। হায়াতুস সাহাবা- ৪/৫১৫। তারীখ ত্বাবারী-৩/৩৩ ইত্যাদি। আরও দেখুনঃ কিতাবুয যাইল আলা ত্বাবাকাত আল-হানাবেলা-৩/১৯৩। ইবনে রজব হাম্বলী সংকলিত।

বিদ'আতী বনাম হাউজে কাউসার

এ যুগ ফেতনা-ফাসাদের সর্বদিকেই চলছে বিদ'আত ও অপসংস্কৃতিতে সয়লাব। আর দ্বীনের মধ্যে জেনে শুনে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যা মূলতঃ দ্বীনের সাথে মোটেও সম্পৃক্ত নয়। একেই বলা হয় বিদ'আত। ইসলামের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় যে, দ্বীনের মধ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে এমন অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজন করা যা ইসলামে তার কোন ভিত্তি নেই। ব্যাপকার্থে বিদ'আত স্বাভাবিকতাকে পরিত্যাগ করে, অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে ইসলামী লেবেলে কোন কিছু আবিস্কার করা। যার কোন অস্তিত্ব না কুরআনে ও সুন্নায় আছে, না খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে আছে।[1]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু আবিস্কার করা থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণতি হল পথভ্রষ্টতা, (যা জাহান্নামের পথে প্রদর্শন করে)।[2]

দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হল বিদ'আত। কেননা বিদ'আত সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়ে থাকে। তাই বিদ'আতী তা পরিত্যাগ করার কল্পনাও করে না। অথচ অন্যান্য পাপের ক্ষেত্রে এ অনুভূতি থাকে যে, এটা গোনাহর কাজ।

আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ».

আল্লাহ তায়ালা বিদ'আতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন না যতক্ষণ না সে বিদ'আত ত্যাগ করে।[3]

---

1. ইমাম সাত্বেবী, কিতাবুল এ'তেসাম।
2. সহীহ আবু দাউদ- ৪৬০৭, তিরমিযী-২৬৭৬, ইবনে মাজাহ-৪২, ইবনে হিব্বান-৫।
3. ইবনে মাজাহ-৫০

উদাহরণ স্বরূপঃ বিদ'আতীর সমস্ত মেহনত ও কষ্ট ঐ শ্রমিকের ন্যায় যে, সারা দিন কষ্ট করে কোন কাজ করল; কিন্তু দিনের শেষে সে কোন পারিশ্রম পেল না। শুধু সে কষ্ট করল ক্লান্ত হল।

প্রত্যেক ঐ আমলকে বিদ'আত বলে, যা সওয়াব ও নেকী মনে করে করা হয়ে থাকে; কিন্তু শরীয়তে এর কোন ভিত্তি ও প্রমাণ নেই। অর্থাৎ এ কাজ না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে করেছেন, না কাউকে তা' করার নির্দেশ দিয়েছেন না কেউ এ কাজ করলে তা তিনি অনুমোদন করেছেন। আর এমন আমল আল্লাহর নিকট অগ্রহণীয়।

তিনি এরশাদ করেনঃ

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন কিছু আবিস্কার করে যা এ দ্বীনের অংশ নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[1]

বিদ'আতী আল্লাহর নিকট এত অপছন্দনীয় যে, হাউজে কাউসারের নিকট পৌছার পর সেখানে তাকে পানি পান করা থেকে বাঁধা দেয়া হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওখান থেকে ঐ বিদ'আতীদেরকে তাড়িয়ে দিবেন।

সাহাল বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي».

1. মুসলিম-১৭১৮, বুখারী- ২৬৯৭

আমি তোমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাব। যে সেখানে আসবে সে পানি পান করবে। আর যে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। এমন কিছু লোক সেখানে আসবে যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে (যে আমি তাদের রাসূল! অথচ তাদেরকে আমার নিকট আসতে দেয়া হবে না। তখন আমি বলবঃ এরা তো আমার উম্মত, তখন আমাকে বলা হবে; আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পর তারা কত বিদ'আত আবিস্কার করেছে। তখন আমি বলবঃ দূর হও ওদের জন্য যারা আমার পরে আমার দ্বীন পরিবর্তন করেছে।

1. বুখারী-৬৫৮৩-৬৫৮৪। মুসলিম- ২২৯০-২২৯১

পঞ্চাশ মহিলা এক পুরুষ

একদা আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর পার্শ্বে বসা লোকদের বললঃ

«أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ»

হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীসের কথা বলব না যা আমি নিজে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি। হতে পারে যে, আমার পরে তোমরা এমন কোন লোক পাবে না যে, এ হাদীসটি নিজের কানে শুনেছে।

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ»

কিয়ামতের নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি হলঃ

«يُرْفَعَ الْعِلْمُ»

জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। (শেষ হয়ে যাবে)

«وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ»

মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে।

«وَيَفْشُوَ الزِّنَا»

ব্যাভিচার বিস্তার লাভ করবে।

«وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ»

মদ্যপান করা হবে।

«وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ»

পুরুষ শেষ হয়ে যাবে (কমে যাবে)

«وَتَبْقَى النِّسَاءُ»

মহিলা বাকী থাকবে (বৃদ্ধি পাবে)।

«حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ»

এমন কি পশ্চাশ জন মহিলার ভাগে একজন পুরুষ পরবে। (অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ, এক্সিডেন্ট ইত্যাদি কারণে পুরুষের মৃত্যু বেশি হওয়ায় মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এমন কি দেখা যাবে যে, পঞ্চাশজন মহিলার তদারকির জন্য একজন পুরুষ থাকবে।[1]

1. মুসলিম-২৬৭১, বুখারী-৫৫৭৭-৫২৩১, ৮১।

হক কথা

খলিফা হিশাম বিন মালেক হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় আসেন। একদা মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ এ সময়ে যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোন সাহাবা বেঁচে থাকেন তাহলে তার সাথে আমি সাক্ষাত করতে চাই। বলা হল এতদিনে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বলেনঃ তাহলে কোন তাবেয়ী। তখন ত্বাউস বিন কিয়সান ইয়ামানী (রহঃ) মক্কায় ছিলেন, লোকেরা গিয়ে তাঁকে খলিফার নিকট নিয়ে আসল। যখন তিনি খলিফার রুমে প্রবেশ করেন তখন তাঁর জুতা কার্পেটের পার্শ্বে লাগিয়ে খুলেন। তাঁকে আমীরুল মুমেনীন না বলে আসসালামু আলাইকুম বলেনঃ অতপর তাঁর পার্শ্বে গিয়ে বসেন।

হিশামের চেহারায় রাগ পরিস্ফুটিত হল। তখনকার নিয়ম ছিল যে, খলিফাকে যথেষ্ট ইজ্জত-সম্মানের সাথে আমীরুল মু'মেনীন বলে তাঁর উপনামে তাকে ডাকা; কিন্তু ত্বাউস উপনামের পরিবর্তে তাকে বললঃ

«كَيْفَ أَنْتَ يَا هِشَامُ؟».

হে হিশাম তুমি কেমন আছ?

এতে হিশাম আরও রেগে গেল এবং এখান থেকে বের হয়ে বললঃ

«يَا طَاوُوسُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟».

হে ত্বাউস! এ কাজ করার সাহস তুমি কোথায় পেলে?

«وَمَا صَنَعْتُ؟».

আমি কি করেছি?

একথা শুনে খলিফা হিশামের রাগ আরও বৃদ্ধি পেল।

সে বললঃ তোমার প্রথম ভুল তুমি কার্পেটের পার্শ্বে লাগিয়ে তোমার জুতা খুলেছ (এটা আদবের খেলাফ) দ্বিতীয় ভুল তুমি আমাকে আমীরুল মু'মেনীন বলে সালাম দেও নাই এবং আমাকে আমার উপনামে না ডেকে নাম নিয়ে ডেকেছ। সর্বোপরি তুমি বলেছঃ হে হিশাম তুমি কেমন আছে? বল শাসকদেরকে এভাবে ডাকা হয়? এরপরে তুমি আমার অনুমতি ব্যতীতই আমার পার্শ্বে বসে গেছ?

ত্বাউস (রহঃ) উত্তরে বললঃ হ্যাঁ আমি তোমার নিকট আসার আগে আমার জুতা খুলেছি। শুনে রাখ! আমি তো প্রতিদিন পাঁচবার স্বীয় প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়ার সময় জুতা খুলি তিনি তো কখনও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন না।

আর তুমি যা বলছ যে, আমি তোমাকে আমীরুল মু'মেনীন বলে সালাম দেই নাই। কথা হল এই যে, সমস্ত মানুষ তোমার খেলাফতে সন্তুষ্ট নয়। আর সবাই তোমাকে আমীরুল মু'মেনীন হিসাবেও মানে না। তাই তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি তোমাকে আমীরুল মু'মেনীন বলে সম্বোধন করে সালাম করি নাই।

আর তুমি যে বলছ যে, তোমাকে উপনামে কেন ডাকলাম না এবং নাম নিয়ে কেন ডাকলাম? এ ব্যাপারে কথা হল আল্লাহ তায়ালা তার বন্ধু (নবী) গণকে তাদের স্ব স্ব নামে ডেকেছেন যেমনঃ

"ياداود، يايحيىٰ، يا موسىٰ"

হে দাউদ, হে ইয়াহইয়া, হে মুসা!

আর স্বীয় নিকৃষ্ট দুশমনদেরকে উপনামে ডেকেছেন। যেমনঃ

"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ"

আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক।

আর তুমি যে বলছ যে, তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার পার্শ্বে এসে বসে গেছি। শুনঃ আমি আমিরুল মু'মেনীন আলী বিন আবু তালেব (রাযিআল্লাহ আনহু) কে বলতে শুনেছিঃ

«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَانْظُرْ إِلَى رَجُلٍ جَالِسٍ وَحَوْلَهُ قَوْمٌ قِيَامٌ».

তুমি যদি কোন জাহান্নামীর দিকে দেখতে চাও তাহলে ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাও যে বসে আছে। আর তার আশে-পাশে লোকেরা আদবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, তাই আমি না দাঁড়িয়ে বসে গিয়েছি।

খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালেক তখন লা-জওয়াব হয়ে গিয়ে রাগ দমন করে কিছুক্ষণ পর বললঃ

"عِظْنِي"

আমাকে উপদেশ দাও।

ত্বাউস বললঃ

«إِنِّي سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ حَيَّاتٍ كَالْقِلَالِ وَعَقَارِبَ كَالْبِغَالِ تَلْدَغُ كُلَّ أَمِيرٍ لَا يَعْدِلُ فِي رَعِيَّتِهِ».

আমি আমিরুল মু'মেনীন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি যে, জাহান্নামে পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় লম্বা লম্বা সাপ হবে এবং খচ্চরের মত বড় বড় বিচ্ছু হবে যা প্রজাদের সাথে দুর্ব্যবহার কারী শাসকদেরকে ধ্বংস করতে থাকবে।

ত্বাউস ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[1]

1. ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ুন, ইবনে খালকান-৫১০/২ দারুস সাদের বৈরুত।

ফকীরের বেশে মুজাহিদ

ইরানি সিপাহসালার রুস্তমে নেতৃত্বে ৮২,০০০ হাজার সৈন্য ছিল। যখন মুসলিম মুজাহিদের তাদের মুকাবেলার জন্য ইরানের সীমান্তে পৌছল তখন তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাত বা আট হাজার। তখন রুস্তম মুসলমানদের সিপাহসালার সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট এ বার্তা দিয়ে তার দূত পাঠাল যে, তুমি তোমার সৈন্যদের মধ্য থেকে কাউকে প্রতিনিধি করে আমার নিকট পাঠাও যাতে করে আমি তার সাথে মত বিনিময় করতে পারি। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার উত্তরে রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) কে পাঠালেন। সে তখন ২৩ বছর বয়সী এক যুবক ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল সাহাবাগণের একজন ছিলেন। তাকে বললেনঃ যাও তোমার পোশাক কোন পরিবর্তন করবে না। কেননা আমরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। যদি আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে মর্যাদার মাধ্যম হিসেবে খুঁজি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় সিপাহসালার সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) এর উপদেশ শুনে তার সাধারণ ঘোড়া এবং সাধারণ পোশাকে হাতে ছোট্ট একটি বর্শা নিয়ে রওয়ানা হলেন। যখন রুস্তমের নিকট খবর পৌছল যে, মুসলমানদের প্রতিনিধি তার নিকট আসতেছে তখন সে তার আশে-পাশে তার শাসকবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, সৈন্য-সামন্তকে একত্রিত করল। তারা সবাই সারিবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত থাকল যাতে করে তাদের এ চিত্র দেখে মুসলমান প্রতিনিধি আত্মবল হারিয়ে ফেলে এবং ভাল করে কথা না বলতে পারে। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের প্রতিনিধি আগমনের সংবাদ শুনে রুস্তম তার সিংহাসনকে স্বর্ণের তারে নির্মিত গদী, রেশমী এবং মূল্যবান ইয়াকুত, জাওহার দ্বারা সুসজ্জিত তাজ পরে সোনালী সিংহাসনে বসে ছিল। যখন রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) সেখানে পৌছল তখন রুস্তম তার সৈন্য, মন্ত্রী পরিষদকে নির্দেশ দিল যে, তাকে ভিতরে নিয়ে আস।

রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) এর সাধারণ পোশাক, ছোট্ট ঘোড়ায় আরোহণরত অবস্থায় প্রবেশ করছিল এবং রেশমী সিংহাসনকে ঘোড়ার খুরাঘাতে পদদলিত করে সামনে চলতে থাকল শরীলের সাথে হাতিয়ারও ছিল। সৈন্যরা বললঃ তোমার হাতিয়ার খুলে রাখ। রবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ

«إِنِّي لَمْ آتِكُمْ، وَإِنَّمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي، فَإِنْ تَرَكْتُمُونِي هَكَذَا، وَإِلَّا رَجَعْتُ».

আমি তোমাদের দাওয়াত পেয়ে এসেছি। স্বইচ্ছায় আসি নাই। অতএব তোমরা যদি আমাকে এ বেশে প্রবেশ করতে না দাও। তাহলে আমি ফেরত চলে যাব।

একথা শুনে রুস্তম তার সৈন্যদেরকে বললঃ তাকে এভাবেই আসতে দাও।

রবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) সিংহাসনে তার বর্শা দিয়ে আঘাত করতে করতে সিংহাসনকে ছিন্ন ভিন্ন করে প্রবেশ করল, যাতে করে রুস্তম এবং তার সৈন্যরা বুঝতে পারে যে এ পৃথিবী তুচ্ছ ও হীন বস্তু। আল্লাহর নিকট এর কোনই মূল্য নেই এবং তার তুচ্ছ ও হীন হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ এই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি কাফের বান্দাদেরকে দিয়েছেন।

এদিকে মুসলমানদের সিপাহসালার সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের অবস্থা ছিল এই যে, সে বিনা বিছানায় মাটিতেই শয্যা গ্রহণ করতেন।

রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন রুস্তমের সামনে আসল সে বললঃ তুমি বস।

ইবনে আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) বলল আমি তোমার মেহমান হয়ে আসি নাই যে এখানে বসব; বরং দূত হিসেবে এসেছি। তোমার কি কথা আছে তা বল। রুস্তম তার অনুবাদকের মাধ্যমে বলতে লাগলঃ

আরবের অধিবাসী তোমার কি হয়েছে? আমার মা'বূদের কসম! তোমাদের চেয়ে তুচ্ছ ও নিচু জাতি আমরা আর কোথাও দেখি নাই। রোমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, পারস্যদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, গ্রীকদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, হিন্দুস্তানীদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে; কিন্তু আরাবিয়ানরা এক বিবাদ প্রিয় জাতি, উট, বকরীর রাখাল, এখন বল কি নিয়তে তোমরা আমাদের সীমান্তে এসেছ?

রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ হ্যাঁ হে বাদশাহ! আমরা ঐ রকমই ছিলাম যা তুমি বলছ বরং আমরা এর চেয়েও তুচ্ছ ছিলাম। আমরা ছিলাম জাহেল, অসভ্য, মূর্তিপূজারী, বকরীকে পানি পান করানো নিয়ে বিবাদকারী, নিজের নিকট আত্মীয়দেরকেও সামান্য বিষয়ের কারণে হত্যাকারী, কোন নিয়ম-

নীতি সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান ছিল না। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না। একথা বলে, রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর মাথাকে একটু ঝাকি দিয়ে রুস্তমের দিকে তাকিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠলঃ

«وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى
عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ
الْآخِرَةِ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ»

কিন্তু এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তোমাদের নিকট এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী করা থেকে বের করে, আল্লাহর গোলামী পথে নিয়ে আসি। পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে পরকালের উন্মুক্ততার পথে নিয়ে আসতে। বিভিন্ন প্রকার (কথিত) ধর্মীয় যুলম থেকে বের করে ইসলামের শান্তির পথে নিয়ে আসতে।

একথা শুনামাত্র রুস্তম রেগে বলতে লাগলঃ

«وَاللهِ! لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَحْمِلَ تُرَابًا مِنْ بِسَاطِي».

আল্লাহর কসম! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বের হতে পারবে না। যতক্ষণ না আমার দেশের মাটি তোমাদের মাথায় উঠিয়ে নিয়ে যাবে। রুস্তম নির্দেশ দিল যে, তার মাথায় মাটির টুকরা উঠিয়ে দিল। আর সে তা নিয়ে দ্রুত মুসলমানদের ক্যাম্পের দিকে ছুটল। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) তার অপেক্ষায় ছিলেন। দেখতে পেলেন রাবী বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মাথায় মাটির টুকরা।

বললঃ একি?

সে উত্তরে বললঃ আপনার বিজয় হোক, দুশমনরা তাদের দেশের মাটি যুদ্ধের পূর্বেই আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। মুসলমানরা রবী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে দেখে উচ্চ আওয়াজে তাকবীর দিল এতে ক্যাম্প কেঁপে উঠল। উচ্চ কণ্ঠে বেজে উঠল এ মাটির টুকরা বিজয়ের নিশান। পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ ছিল।

সূর্যের কিরণ কুফরীর অন্ধকারকে দূরভীত করার জন্য আলোক উজ্জ্বল হল। মুসলামনদের সিপাহসালার সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) মুজাহিদদের সামনের সারিতে অবস্থান নিলেন। অতপর মুজাহিদে ইসলাম ও দুশমনে ইসলাম মুখোমুখী হল এবং যুদ্ধ শুরু হল। তিন দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মাঝে সাধারণ যুদ্ধ চলতে থাকল। ইতিমধ্যে ভ্রান্তির অন্ধকারে বিভোর ইরানী বাহিনীর মাথাকে যা লা-ইলাহা ইল্লাহর অর্থ বুঝতে অক্ষম ছিল তা মুসলিম মুজাহিদরা পিষতে ছিল এবং তারা লা-ইলাহা ইল্লাহর আলো থেকে বঞ্চিত কাফেরদের মাথাকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুরা পরাজয়ের গ্লানী ভোগ করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

মুসলমানদের তরবারীর ঝংকার আর ছোরার চমকে তারা পরাভূত হল। মুসলমানরা ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করল। চতুর্থ দিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) কিসরার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন যে এক হাজার বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করে ছিল। যখন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) কিসরার প্রসাদকে, স্বর্ণ খচিত করে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখলেন এবং সেখানে হিরা, জাওহারসহ মূল্যবান পাথর ও মতির নক্সা করা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট কান্নায় অশ্রুসজল হয়ে কুরআনে কারীমের এ আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেনঃ

﴿ كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

অর্থঃ "তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এসমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ ও দেয়া হয়নি।[1] (সূরা দুখান-২৫-২৯)

1. এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ৬২১/৯, হায়াতুস সাহাবা- ৫১৫/৪, তারিখ ত্বাবারী- ৩৩/৩ আরোও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে।

শাহজাদাকে মূল্যবান উপদেশ

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ, উসমানী শাসনামলের একজন প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন। তিনি এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, তাঁর শাসনামলে কোসতানতানিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয় হয়। তাঁর পূর্বে কয়েকজন শাসক চেষ্টা করেছিলেন তা বিজয়ের জন্য। কেননা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ বড় আলেম, বাহাদুর, ন্যায় বিচারক মুত্তাকী, অত্যন্ত নম্র ছিলেন। তুমি কি জান যে যখন তিনি কোসতানতানিয়া বিজয় করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। হ্যাঁ ইতিহাস আমাদেরকে এ সাক্ষ্যই শুনাচ্ছে।

যখন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি তাঁর সন্তানকে ডেকে কিছু উপদেশ দিলেন। আস, শোন! এক বাদশাহ তার সন্তানকে কি উপদেশ দিচ্ছে।

হে আমার ছেলে! আমি মৃত্যুর দরজায় দন্ডায়মান যে কোন সময় আমার মৃত্যু হতে পারে; কিন্তু আমি মরব এজন্য আফসোস করছি না এজন্য যে, আমি আমার পরে তোমার মত সন্তানকে রেখে যাচ্ছি।

জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচার, দয়া, অনুগ্রহ পরায়ণ হবে। কোন প্রকার পার্থক্য হীনভাবে সমস্ত জনসাধারণের সাথে সমান আচরণ করবে, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। আর তা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র নায়কের উপর ফরজ।

দ্বীনকে সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিবে। আর এমন ব্যক্তিকে নিজের সংস্পর্শে রাখবে না যে, দ্বীনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে না। ফাহেসা কাজ পছন্দ করে। বিদ'আত ও অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকবে এবং এমন লোক থেকে ও দূরে থাকবে, যারা এ সমস্ত কাজ পছন্দ করে এবং তা করে থাকে।

স্বদেশে জিহাদের ঝান্ডাকে কখনও অবনত হতে দিবা না, বায়তুল মালের সংরক্ষণ করবা, অনর্থক তা থেকে সম্পদের প্রতি লোভ করবে না। তবে ইসলামের নির্দেশক্রমে তা ব্যবহার করবে। গরীব দুঃখীর রুগীর ব্যবস্থা করবে। হকদারদের জন্য খরচ করবে এবং তাদেরকে ইজ্জত দিবে।

একটি হাদীস পড়

প্রিয় ভাই, বোন ও সন্তানেরা! একটি হাদীস পড়ছি যা বুখারী ও মুসলিমে সাহাল বিন সা'দ আস-সায়েদী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর ঘরে এসে দেখলেন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) ঘরে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার চাচার ছেলে কোথায়?

ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেনঃ

«كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، وَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي».

আমার ও তার মাঝে মনমালিন্য হয়েছে তাই সে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে এবং দুপুরে আমার নিকট আরাম করে নাই।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন এক ব্যক্তিকে বললেনঃ

«انْظُرْ أَيْنَ هُوَ».

দেখ সে কোথায়?

লোকটি ঘুরে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গিয়ে দেখলেন আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) মসজিদে শুয়ে আছেন। তাঁর চাদর বাহু থেকে সরে গেছে এবং শরীরে মাটি লেগে আছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ، قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ».

উঠ হে মাটির বাপ! উঠ হে মাটির বাপ!

সাহাল বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় উপাধি ছিল "মাটির বাপ"!

উদারতা

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) ইরাকের "মরু" শহরে অবস্থান করতেন। তিনি বেশি বেশি হজ্ব করতেন। তাঁর প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর সাথে হজ্ব করার জন্য আকাঙ্খা করত। কারণ সে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিল, হজ্বে প্রচুর খরচ করতেন, এক বছর হজ্বের সময় লোকেরা তাঁর নিকট এসে আরয করলঃ হযরত আমরা আপনার সাথে হজ্ব করতে চাই। বললঃ ঠিক আছে তোমাদের পাথেয় আমার নিকট নিয়ে আস। তিনি তাদের পাথেয় নিয়ে একটি সিন্ধুকে তা জমা করে তালা লাগিয়ে রাখলেন। অতপর যান-বাহনে লোক উঠিয়ে "মরু" থেকে বাগদাদে আসলেন। পথিমধ্যে কাফেলার সমস্ত লোকদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হল। উন্নতর ফল এবং মিষ্টি পরিবেশন করা হল। বাগদাদ পৌঁছার পর, পুরো শান-শওকতসহ ওখান থেকে বের হয়ে মদীনা মুনাওওয়ারায় পৌঁছে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, বাড়ি থেকে আসার সময় তোমাকে মদীনাতুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কি উপহার নিতে বলেছে?

লোকেরা বলতে লাগল অমুক, অমুক জিনিস নিতে বলেছে। তখন তিনি তাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস কিনে দিলেন। এমনিভাবে মক্কায় পৌঁছে হজ্বের পর এক এক করে ডেকে বললেনঃ বাড়ির লোকেরা মক্কা থেকে কি কি উপহার নিতে বলেছে তোমাকে? লোকেরা বলল অমুক অমুক জিনিস, তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে তাদের পছন্দনীয় বস্তু কিনে দিলেন। মক্কা থেকে "মরু" পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে খরচ করে চললেন। যখন হজ্ব শেষে মরুতে পৌঁছালেন তখন দু'তিন দিন পর হজ্বের ক্লান্তি কাটার পর তিনি এক বিরাট দাওয়াতের ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত হাজীদেরকে কাপড় উপহার দিলেন। অতপর ঐ সিন্দুক আনিয়ে তা খুলে প্রত্যেকের জমা করা পাথেয় বের করে যার নাম অনুযায়ী তার পাথেয় তাকে ফেরত দিলেন।[1]

এ ছিল আমাদের সালফে সালেহীনদের উত্তম চরিত্র সদাচারণ ও উদারতার দৃষ্টান্ত।

1. সীয়ার আলামুন নুবালা-৮/৩৮৬।

ঘুম এবং মৃত্যু

ইমাম আবু হামেদ গাজালী (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হল যে, হযরত! আমরা উলামাগণের মুখে শুনে থাকি যে মৃত ব্যক্তি তার পাপের কারণে তার কবরে শাস্তি ভোগ করবে। কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি আসে যে, কবরকে দ্বিতীয়বার খোড়া হয়ে থাকে; কিন্তু সেখানে আযাবের কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না। না কোন আগুন চোখে পরে না কোন সাপ না বিচ্ছু এর কারণ কি?

তিনি একটু মাথা ঝুকিয়ে চিন্তা করে বললেনঃ কখনও হয়ত বা তুমি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখেছ যে সে বিছানায় কাত পরিবর্তন করছে, আবার কখনও সে দেখে যে, কোন হত্যাকারী তার পিছু ধরেছে। কখনও দেখে যে কোন সাপ বা বিচ্ছু তাকে দৌড়াচ্ছে। কখনও দেখে যে আগুন লেগে গেছে আর সেখান থেকে পলায়ন করতেছে বা জ্বলতেছে এবং ভয়ে চিল্লাচ্ছে। সে ব্যাথা অনুভব করছে, কখনও কখনও সে চিল্লায়; কিন্তু পার্শ্বের লোক জানতেও পারে না যে তার কি হচ্ছে। কোন সময় কোন ভীতিকর স্বপ্ন দেখার পর সে সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং তখনও যেন সে তার নির্দশন দেখতে থাকে। চেহারা চিন্তান্বিত হয়, পীত বর্ণ হয়ে যায়, ঘামতে থাকে।

এ ঘুম ছোট মৃত্যু তুল্য কবরের ঘুম হবে লম্বা, কবরে আযাব ও কষ্ট অবশ্যই হয়, যে তার হকদার সে তা অনুভব করে চাই তা আমাদের চোখে ধরা পরুক অথবা নাই পরুক।

সহজ প্রাপ্তি

সাধারণত ছেলে সন্তানেররা শৈশব থেকেই মাতা-পিতার সাথে যেমন খুশী তেমন জীবন-যাপন করে। তাদের সুন্দর জীবন যাপনের সময় তারা পরিচালকদের সুদৃষ্টির ছায়ায় থাকে। তাই তখন তারা নিজের মনের চাহিদা অনুযায়ী চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়; কিন্তু যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হওয়া উচিত। আর প্রত্যেককে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তার চলার সাথী যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। জীবনের এ নতুন পর্যায়ে কখনও যদি কোন সমস্যা বা তিক্ততা চলেও আসে তাহলে তা সংশোধনের এক সহজ পদ্ধতি আছে যা অবলম্বনে এ তিক্ততা আনন্দে পরিণত হতে পারে। আর তা হলো একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখা।

আবু দারদা (রাযিআল্লাহু আনহু) একদিন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে বলছেন, যদি আমি কখনও অসন্তুষ্ট হয়ে যাই তাহলে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়ে নিবে। আর কখনও আমি যদি দেখি যে, তুমি মন খারাপ করে বসে আছ, তাহলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করাব। যদি আমরা এমন না করি তাহলে আমরা একসাথে থাকতে পারব না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) যখন একথা শুনলেন তখন তিনি বললেন বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এভাবেই উত্তরোত্তর উন্নত হয়।

আরাবীয়া কিসরা

আমিরুল মু'মেনীন উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) সারা জীবন সাধারণ জীবন-যাপন করেছেন। অথচ তিনি পৃথিবীর এক বৃহত্তর অংশের শাসক ছিলেন। তারপরও পার্থিব সৌখিনতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই। কারণ তিনি তাঁর মনকে যথেষ্ট আয়ত্বে রাখতে পারতেন। তাই সমস্ত গভর্ণর এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতারাও তার অনুসরণ করত।

তিনি তাঁর শাসনামলে শাম দেশে গেলেন। আমীর মুয়াবীয়া (রাযিআল্লাহু আনহু) তখন সেখানের গভর্ণর ছিলেন। তিনি অত্যান্ত ঝাঁকজমক পূর্ণভাবে তাঁকে স্বাগতম জানাতে আসলেন এবং যথেষ্ট সৌখিনতার সাথে। এ দেখে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) খুব আশ্চার্য হলেন এবং অনিচ্ছা সত্বেই বলে ফেললেনঃ

«هَذَا وَاللهِ هُوَ كِسْرَى الْعَرَبِ»

আল্লাহর কসম! এটি আরাবীয়ান কিসরা।

আমীর মুয়াবিয়া (রাযিআল্লাহু আনহু) অসন্তুষ্টও হলেন যে, এ আমি কি দেখছি?

আমীর মুয়াবিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে এর উত্তর দিলেন।

বললেনঃ আমীরুল মু'মেনীন আমরা এমন এক জায়গায় থাকি যেখানে দুশমনদের অনেক গুপ্তচর রয়েছে। হিকমতের দাবী হল তাদের উপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ফুটিয়ে তোলা যাতে করে তারা মুসলমানদেরকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাই আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা আমাদের সৌখিনতা প্রকাশ করি, অস্ত্র-প্রদর্শন এবং সৈন্যদের প্যারেড করাই ইত্যাদি। যাতে করে দুশমনরা আমাদের ব্যাপারে কোন ভুল না বুঝে। এখন আপনার ইচ্ছা যদি আপনি আমাকে নির্দেশ দেন তাহলে আমি এ থেকে বিরত থাকব এবং এরকম করব না। আর যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আমি তা চালু রাখব।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ যদি অবস্থা তাই হয় তাহলে যা তুমি বর্ণনা করেছ তাহলে তোমার উত্তর উত্তম এবং সন্তোষজনক। আর যদি তোমার কথা ঠিক না হয় তাহলে তা হবেঃ

«فَإِنَّهُ لَخُدْعَةُ أَدِيبٍ»

কোন সাহিত্যিকের শব্দের প্যাচ যার মাধ্যমে ধোকা দেয়া।

আমীর মুয়াবিয়া (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ আমিরুল মু'মেনীন তাহলে আমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিন।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

"আমি তোমাকে নির্দেশও দিব না আবার নিষেধও করব না।"

মরুভূমির সন্তান

অনেক দিন আগের কথা রোমের এক আলীশান বাড়ির প্রশস্ত কামরায় বসে জনৈক পাদ্রী এক গোত্রীয় সরদারের সাথে কথা-বার্তা বলতেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক যে, প্রতি নিয়ত তাদের বিরোধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষ ঈসা (আলাইহিস সালাম) নবী হওয়ার কথা অস্বীকার করছে। হঠাৎ করে পাদ্রী জোসের সাথে বলতে লাগল যে,

"আরব দ্বীপের মক্কা শহরে এক নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে আসছে। যে ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে নবী বলে সত্যায়ন করবে এবং মানুষকে যুলুম ও অবিচার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসবে।"

এ আলোচনা তার এক ক্রীতদাস খুব মনযোগ দিয়ে শুনতে ছিল। তখন তার চেহারায় বিশ্বাসের ঢেউ খেলতে লাগল।

তখন যুবকের চেহারায় বুদ্ধিমত্ত এবং গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠল এবং বুঝা যাচ্ছিল যে, সে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের আলোক উজ্জ্বল বর্তিকা। সে ঐ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিল যে, এখানে ফাহেসা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা এবং একে অপরের উপর যুলুম করা ব্যতীত আর কিছুই নেই। সে পাহাড়ে বসে বসে চিন্তা করত যে সে আর কতকাল গোলামীর জিঞ্জির পরে থাকবে? সে ঐ হাজার গোলামের একজন ছিল যাদেরকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রয় করা হয়েছিল। কখনও কখনও অতীতের কথা তার স্মরণ হত। তার মাতৃভাষা ও স্মরণ হত, যা সে আস্তে আস্তে বলতে থাকত। আর রোমীদের ভাষা তার মাতৃভাষার উপর প্রাধান্য পাচ্ছিল। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। তার ভরপুর যৌবন তাকে উৎসাহিত করত যে সে গোলামীর এ জিঞ্জির ভেঙ্গে দিবে। সর্বোপরি সে এক বড় পরিবারের সন্তান ছিল যার পিতা সে এলাকার শাসক ছিল।

সে ঐ স্মৃতির কথাও ভুলতে পারেনি যে, একদিন সে তার পিতার সাথে ভ্রমণের জন্য ফোরাত নদীর তীরে গিয়েছিল। তার পিতা সিনান আন নুমাইরী ইরানের বাদশা কিসরার পক্ষ থেকে ইরাকের এক এলাকার গভর্ণর ছিল এবং আরাবীয়ান বংশদ্ভুত ছিল। তার মাও আরবের প্রসিদ্ধ বংশ তামীম বংশের ছিল। মায়ের মত তার পিতাও তাকে যথেষ্ট আদর করত। গভর্ণরের ছেলে হওয়ায় তার শৈশবকাল অত্যান্ত আরাম আয়েশের সাথে কেটেছে। ছোট থেকেই সে তীর নিক্ষেপে

পারদর্শী ছিল। তলোয়ারের নৈপূণ্য দেখত এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় তার সাথীদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল।

তার বয়স যখন ১৫ ছিল তখন তার সুস্বাস্থ্যের কারণে তাকে আরো বড় মনে হত। তৎকালীন দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। কখনও একজনের দল ভারী হলে পরক্ষণে অন্য জনের। এভাবে একে অপরের এলাকায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে ধন-সম্পদ লুটপাট করত। মহিলাদেরকে বাঁদি এবং ছেলেদেরকে ক্রীতদাস করে রাখত।

এ যুবকেরও অবস্থা এ রকমই হয়েছিল। সে তার এলাকা থেকে কিছু দূরে গিয়েছিল আর তখনই রোমানরা অতর্কিত হামলা করে ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, বহু লোক নিহত হয়। আর বাকীদেরকে গ্রেপ্তার করে ক্রীতদাস করে বানিয়ে যায়। বন্দীদের মধ্যে ঐ যুবকও ছিল যে, অন্যান্যদের সাথে রোমে চলে গিয়েছিল। আর এখনও গোলামীর জিঞ্জির পরে আছে। স্থানীয় ভাষার উপর সে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। আরবী ভাষা আস্তে আস্তে ভুলতে ছিল; কিন্তু যখনই অতীতের কথা স্মরণ হত তখন অনিচ্ছা সত্বেই বলে ফেলত যে, আমি আরাবীয়ান বংশোদ্ভুত মরুভূমির অধিবাসী।

এ যুবক যার কথা আমরা আলোচনা করছি তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবী সুহাইব রোমী (রাযিআল্লাহু আনহু) তার উপাধি ছিল আবু ইয়াহইয়া। তাঁর ব্যাপারে মনে করা হত যে সে রোমের বংশোদ্ভুত। পাদ্রীর মুখে যখন সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর আগমন বার্তা শুনল তখন মক্কায় পলায়ন করার পরিকল্পনা নিল এবং খুব চেষ্টা ও সাধনার পর সে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হল। তার মাথার চুল লাল ছিল রোমের ভাষার উপর তার দক্ষতা আরবীর চেয়ে বেশি ছিল। তাই মক্কাবাসীরা তাঁর নাম দিল সুহাইব রোমী। মক্কার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করল আর খুব দ্রুতই সে বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য হতে লাগল।

ব্যবসার সাথে সাথে সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর মূল ইচ্ছার কথা ভুলে যায় নাই। একবার তিনি ব্যবসার কাজে এক দীর্ঘ সফরে বের হলেন, যখন সফর শেষে ফিরে আসলেন তখন শুনতে পারলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ নবুওয়াতের দাবী করছে। আর সে লোকদেরকে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেয়, সৎপথে আহ্বান

করে, অন্যায় থেকে বাঁধা দেয়, এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে নিষেধ করে।

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ ঐ ব্যক্তিই নাকি যার নাম আল-আমীন বলা হলঃ "হ্যাঁ, সেই" অধিক যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞেস করল। যাকে সত্যবাদী বলা হত লোকেরা বললঃ হ্যাঁ, সেই। তাহলে তাঁর সাথে কিভাবে সাক্ষাত হবে তাঁর ঠিকানাইবা কোথায়? সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) একথা জিজ্ঞেস করলেন।

সে সময়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ের নিচে আরকাম বিন আবু আরকামের ঘরকে ইসলামের দাওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে গোপনভাবে তা ব্যবহার করতেন। কোন একজন কল্যাণকামী তাঁকে ঐ ঠিকানা দিল এবং সাথে সাথে একথাও বলল যে, একটু দেখে শুনে যাবেন, যাতে কুরাইশরা জানতে না পারে। কেননা তারা এ দাওয়াতের ঘোর-বিরোধী বিশেষ করে যাদের বংশাবলী দূর্বল বা ক্রীতদাস তাদেরকে তারা খুব যুলুম করে। অতপর একদিন সুযোগ বুঝে সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) দারে আরকামে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরে ঢুকতেই আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর চোখে পড়ল। জিজ্ঞেস করলঃ "আম্মার তুমি এখানে?" আম্মার জিজ্ঞেস করল "তুমি?" মূলতঃ উভয়ের লক্ষ্য স্থল একই ছিল তাই একে অপরকে দেখে মুচকি হাসি হাসল এবং এক সাথেই নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ওখানে প্রবেশ করল।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়ের সাথে বুক মিলালেন এবং উভয়কে এক সাথে কালিমা পড়ালেন। এ দুই বড় ব্যক্তিত্ব একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

নবী জীবনী পাঠকদের জন্যে মাক্কী যুগের যুলুম ও কষ্টের কথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দূর্বল, ক্রীতদাস, এতীম, নিচু বংশের লোকদের প্রতি কুরাইশরা অকথ্য জোর যুলুম করত। এ পরিণতিতে সুহাইব রোমী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে গ্রাস করেছিল তিনিও যথেষ্ট নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদেরকে প্রথমে হাবশা, পরে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। লোকদেরকে আস্তে আস্তে

প্রয়োজন অনুপাতে হিজরতের অনুমতি দিতেন। এক এক করে মক্কা থেকে হিজরত করতে লাগল, সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হিজরত করবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানের আরো পরীক্ষা করতে চাইলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন তখন মক্কায় থেকে যাওয়া অবশিষ্ট মুসলমানদের জীবন-যাপন আরো কষ্ট হতে লাগল, তাদের মধ্যে সুহাইব রোমী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি সম্পদশালী ছিলেন বটে; কিন্তু তার কোন বংশীয় শক্তি ছিল না। মুশরিকরা তার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রাখল সে যেন হিজরত করতে না পারে। এদিকে সে যে সম্পদের মালিক ছিল তা সোনা-চাঁদীরূপে জমা করে ঘরের এক কর্ণারে মাটির নিচে পুঁতে রাখল।

অতপর এক রাতে তীর ধনুক প্রস্তুত করে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন, তরবারী কাঁধে ঝুলালেন, গুপ্তচরদের চমক লাগিয়ে মদীনার পথে বের হয়ে গেলেন। গুপ্তচরেরা যখন অনুভব করল যে সুহাইব রোমী (রাযিআল্লাহু আনহু) বের হয়ে গেছেন তখন সাথে সাথে তারা তাঁর পিছু ছুটল। ততক্ষণে প্রভাতের আলো উজ্জ্বল হচ্ছিল। এমনকি শেষে তারা সুহাইব রোমী (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ঘিরে নিল, সে চেষ্টা করে একটি টিলার উপর চড়ল এবং নিজের ধনুকের তীর রেখে কুরাইশদেরকে এ বলে সম্বোধন করল যে,

«وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْمَاكُمْ رَجُلًا، وَاللهِ! لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْ هَذِهِ رَجُلًا مِنْكُمْ، ثُمَّ أُقَاتِلَكُمْ بِسَيْفِي حَتَّى أُقْتَلَ».

"আল্লাহর কসম! তোমরা ভাল করেই জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তীর চালনায় পারদর্শী। লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতেও আমি খুব পারদর্শী। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি আমার প্রতি অগ্রসর হতে চাও তাহলে আমি এক এক তীরের আঘাতে তোমাদের এক একজনকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছাব। কেননা তোমরা সবাই আমার তীরের মুখে আছ। এরপরে তোমাদের মধ্যে যে, বেঁচে

থাকবে তাকে আমার তরবারী দিয়ে মোকাবেলা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিহত হব।"

কুরাইশদের একজন বলে উঠলঃ হে সুহাইব কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তুমি তোমার জান-মাল নিয়ে সহীহ সালামতে মদীনায় পৌঁছে যাবে। তুমি তোমার অতীতকে ভুলে গেছ যে তুমি নিঃস্ব হয়ে মক্কায় এসেছিলে? এখানে এসে তুমি বহু কিছু অর্জন করেছ, ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদশালী হয়েছ।

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) তার কথা শুনে একটু চিন্তা করে বললঃ আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই তাহলে কি তোমরা আমাকে মদীনায় যেতে দিবে?

তারা বললঃ হ্যাঁ!

তিনি তার সম্পদ পুঁতে রাখা স্থানের সন্ধান বলে দিল আর তারাও তাঁকে যাওয়ার পথ ছেড়ে দিল।

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) তার সমস্ত জীবনের অর্জিত সম্পদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুহাব্বতে কুরবান করে দিলেন। তিনি মদীনায় যাচ্ছিলেন, তার একমাত্র চিন্তা ছিল যে, কতদ্রুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পৌঁছাতে পারেন। চলার পথে ক্লান্তি অনুভব হলে রাসূলের মুহাব্বতকে মনের মধ্যে জাগাতেন আর নতুন উদ্যোমে পথ চলতেন। তখনও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুবায়ই অবস্থান করছিলেন, আর সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) সেখানেই পৌঁছে গেলেন। তিনি তাঁর এ সাথীকে অন্তরঙ্গ পরিবেশে সুস্বাগতম জানালেন। বুকে বুক লাগালেন এবং তিনবার বললেনঃ

"হে আবু ইয়াহইয়া তোমার ব্যবসা সফল হয়েছে।"[1]

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর চেহারা খুশীতে রক্তিম হয়ে উঠল এবং বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি ব্যতীত এ ঘটনা অন্য কেউ জানে না। নিঃসন্দেহে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আপনাকে জানিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার প্রতি

1. আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ৪/৪৩৬, দারুল হিজর জাহেরা।

অনুগ্রহ পরায়ণ হয়েছেন। আর জিবরীল আমীন আকাশ থেকে ওহী নিয়ে এসেছেনঃ

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾﴾

অর্থঃ "কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যান্ত দয়ালু।" (সূরা বাকারা-২০৭)

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) একজন উঁচু স্তরের সাহাবী ছিলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে খুব মুহাব্বত করতেন। কোন কোন সময় তাঁর সাথে হাসি ঠাট্টাও করতেন। তবে তা হত ইসলামীভাব দ্বারা পূর্ণ স্নেস্পদ ঠাট্টা। একদা সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) চোখে ব্যাথা হল আর তখন তিনি তাজা খেজুর খাচ্ছিলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাস্যউজ্জ্বল দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

«أَتَأْكُلُ الرُّطَبَ وَفِي عَيْنِكَ رَمَدٌ؟»

তুমি খেজুর খাচ্ছ অথচ তোমার চোখ উঠেছে? সাথে সাথে সে বললঃ যে চোখ উঠেছে ঐ চোখের দিক দিয়ে নয় অন্য চোখের দিক দিয়ে খাচ্ছি। (যেভাবে ব্যাথা নেই।)[1]

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) অত্যান্ত সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন রাসূলের প্রেমিক, তাঁর জীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাঁর সাথে থেকেছি। যখন তিনি কারো বায়াত নিয়েছেন আমি সেখানে থেকেছি। কোথাও সৈন্য চালনার প্রয়োজন হলে আমি সেখানে থাকতাম। তিনি কোন যুদ্ধে অংশ নিলে আমি তাঁর ডানে-বামে সর্বদা থাকতাম। মুসলমানদেরকে কোথাও থেকে কোন প্রকার ভয় দেখানো হলে আমি তা নিরসনে অগ্রসর থাকতাম। কখনও এমন হয় নাই যে, দুশমনদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটবর্তী হতে দেই নাই।

---

1. আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া-১০/৬৮০-৬৮১, ইবনে মাজাহ-৩৪৪৩।

সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) এত উদার ছিলেন যে, সম্পদই তার হস্তগত হত তা ন্যায্য অধিকারীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তাঁর দস্তরখানা যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল, মিসকীন, এতীম, বন্দী, মুসাফির সবাই খাবারে অংশগ্রহণ করত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর এই ফরমানের উপর আমল করতেনঃ

« أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ » .

"হে লোক সকল! তোমরা একে অপরকে সালাম দাও এবং লোকদেরকে খানা খাওয়াও।"

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)এর উপর যখন হত্যার জন্য হামলা করা হল তখন তিনি তার নামাযের স্থানে সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) কে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, সুহাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) লোকদেরকে নামায পড়াবে। অথচ তখনও অন্যান্য বড় বড় সাহাবাগণ জীবিত ছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[1]

---

1. মুসনাদে আহমদ-৬/১৬, আল-হুলিয়া-১/১৫৩, আত-তারগীব-২/৬৩।

সৎসঙ্গ

মুসআব বিন আহমদ বলেনঃ আবু মুহাম্মাদ মারওয়ায়ী বাগদাদে আসলেন। তার ইচ্ছা ছিল মক্কা মুকাররমায় যাওয়া, আমারও খুব সখ ছিল যে, তাঁর সাথে সফর করব। আমি তাঁকে বললাম যে, আমাকে আপনার সফর সঙ্গী হিসেবে নিন; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না বললেন অন্য কোন সময় নিব। মূলতঃ আমার হজ্জ করার ইচ্ছা ছিল। আর আমি চাইতে ছিলাম যে, কোন সৎ লোকের সাথে হজ্জ করব। তাই পরের বছর ও আমি তাঁকে বললাম কিন্তু এবারও তিনি রাজী হলেন না। পরের বছর আবার বললামঃ যে আমাকে আপনার সফর সঙ্গী করুন। সে বছর তিনি আমার কথাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সাথে এক শর্তও দিলেন যে, আমাদের মধ্যে একজন আমীরে সফর হবে, আর অন্যজন তার অনুসরণ করবে। আমি বললামঃ তাহলে আপনিই আমীন হন, বললঃ না তুমি আমীর সফর হবে। আমি বললাম না আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় অধীক জ্ঞানবান, মর্যাদাবান, তাই আপনিই আমীর হবেন। বললঃ ঠিক আছে কিন্তু সফরকালে তুমি আমার অনুসরণ করবে, আমি বললাম আপনার শর্ত গ্রহণ হল।

আমাদের সফর শুরু হলঃ খাওয়ার সময় হলে তিনি আমাকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং বাধ্য করতেন, যখনই আমি তাকে প্রশ্ন করতাম বলতেন, আমার শর্তের কথা স্মরণ কর। তুমি ওয়াদা করেছিলা যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এভাবে সর্বস্ত তিনি নিজে কষ্ট করতেন আর আমার জন্য আরামের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি আমি তাতে লজ্জাবোধ করতাম।

একদিন রাস্তায় খুবই বৃষ্টি শুরু হল, শীতের দিন ছিল তিনি বললেনঃ আবু আহমদ বৃষ্টি শুরু হয়েছে একটু দাঁড়াও। তাই আমরা থামলাম। তিনি তখন মোটা একটি চাদর বের করে তা দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন এবং আমাকে বললেন বসে যাও। আমি হুকুম তামীল করে বসে গেলাম। তিনি নিজে ঠাণ্ডা সহ্য করতে লাগলেন এবং বৃষ্টিতে তার কাপড় ভিজে গেল। আমি বার বার বলতে থাকলাম। আর তিনি বলতে থাকলেন যে, তুমি কেন আমার সাথে বের হয়েছ। তিনি নিজেকে কষ্টের মধ্যে রাখলেন এবং মক্কা মুকাররমায় পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আমার এত খেদমত করলেন যে, আমার লজ্জাবোধ করলাম। এছিল আমাদের সলফে সালেহীনদের চরিত্রের ছোট এক নমুনা। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি দয়া করুন।

কে মর্যাদাবান

খলীফা হারুনুর রশীদের দুই ছেলে আমীন ও মামুন। ইমাম কাসায়ীর ছাত্র ছিলেন। একদা শিক্ষক ক্লাশ শেষে উঠছিলেন তখন দু'ভাই দ্রুত ছুটল শিক্ষকের জুতা পরাতে উভয়েই প্রতিযোগিতায় নেমে গেল যে, কে শিক্ষককে জুতা পরাবে।

শেষে উভয়ে একমত হল যে, একজনে এক জুতা পরাবে। হারুনুর রশিদ যখন এ খবর পেল তখন ইমাম কাসায়ীকে ডাকলেন। যখন তিনি আসলেন তখন হারুনুর রশিদ বললেনঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে?

ইমাম কাসায়ী বললেনঃ আমার দৃষ্টিতে আমীরুল মু'মেনীনের চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কে হবে?

খলিফা বললেনঃ মর্যাবাদান তো সে-ই যে ক্লাশ থেকে উঠার পর খলিফার দু'ছেলে তার পায়ে জুতা পরাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ইমাম কাসায়ী ভাবলেন যে, হয়ত বা খলিফা এতে রাগ করেছেন তাই তিনি তার নির্দোষিতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

হারুনুর রশিদ বললেনঃ শুনুন! যদি আপনি আমার সন্তানদেরকে শিক্ষকের এ মর্যাদা থেকে দূরে রাখেন তাহলে আমি আপনার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হব এবং আপনি ক্রোধের শাস্তির অধিকারী হবেন। এতে আপনার ইজ্জত ও সম্মানে কমতি হয়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর লুকায়িত বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যে, তিনি কত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

শুনুন! কোন ব্যক্তি যতই বয়সী, জ্ঞানী, মর্যাদাবান হউক না কেন তিন ব্যক্তির নিকট সে বড় নয়- রাষ্ট্র নায়ক, শিক্ষক এবং পিতা-মাতা।

পাঁচটি জিনিস

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»

আমি পাঁচটি জিনিসপ্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে অন্য কেউ পায়নি।

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»

এক মাসের পথ দূরে থাকতেই দুশমন আমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। এমন শক্তি ক্ষমতা দিয়ে আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি।

«وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ».

পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও পাক করা হয়েছে। তাই আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি যে স্থানে নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায পড়বে।

«وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»

গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল ছিল না।

«وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»

আমাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

পূর্ববর্তী নবীগণ গোষ্ঠী কেন্দ্রীক ছিলেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত মানুষের প্রতি।[1]

1. বুখারী-৩৩৫, মুসলিম-৫২১।

আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর বীরত্ব

আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) অত্যন্ত বাহাদুর, সাহসী এবং যুদ্ধের ময়দানে সামনের সারিতে লড়াইকারী মুজাহিদ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিমাক বিন আউস বিন খারসা। উহুদের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথা ইসলামের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বদর উহুদই নয় বরং এছাড়াও সমস্ত যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟».

এ তরবারী যথাযথভাবে কে ব্যবহার করতে পারবে?

অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে অগ্রসর হল; কিন্তু তিনি তা দিলেন না। ইতিমধ্যে আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) এসে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ

«وَمَا حَقُّهُ؟» -এর যথাযথ ব্যবহার কি?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«أَنْ تَضْرِبَ بِهِ فِي الْعَدُوِّ حَتَّى يَنْحَنِيَ».

তার যথাযথ ব্যবহার হল এই যে, এ দিয়ে শত্রুকে এমনভাবে আঘাত করবে যেন দুশমন বেঁকে গিয়ে দম বন্ধ করে পালায়।

তখন আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) সামনে এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে লাল ব্যান্ডেজ মাথায় বেঁধে সদর্পে শত্রুর মোকাবেলা করতে লাগল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার চলা দেখে বললেনঃ

«إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، مِثْلَ هَذَا الْمَوْطِنِ».

এভাবে হাটা অবশ্যই আল্লাহ অপছন্দ করেন; কিন্তু এখানে নয়। (এ স্থানে তা পছন্দনীয়) আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর পর বেশ কিছু গোত্র ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। আর মুসাইলামাতুল কাযযাব ছিল এদের শীর্ষে। এ মুরতাদরা যাকাত দিতে অস্বীকার করল। আবু বকর সিদ্দীক

(রাযিআল্লাহু আনহু) এদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলেন। মুরতাদদের মোকাবেলার জন্য যে সৈন্যদল বের হল এদের মধ্যে আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। ইয়ামামায় বনী হানিফার বিরুদ্ধে যে, যুদ্ধ হল সেখানে আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ সৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করলেন যা রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর যুগে দেখিয়েছিলেন।

একটি বড় বাগানের কিল্লায় দুশমনরা আশ্রয় নিয়েছিল। তারা কিল্লায় থেকে যুদ্ধ করে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি করে যাচ্ছিল। অত্যান্ত জরুরী হয়ে গিয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি কিল্লায় প্রবেশ করে কিল্লার দরজা খুলে দিবে, যাতে করে মুজাহিদগণ কিল্লায় প্রবেশ করতে পারে।

আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর সাথীদেরকে বললেনঃ যে, তোমরা আমাকে উঁচু করে কোনভাবে কিল্লার ভেতরে নামিয়ে দাও। যাতে আমি দরজা খুলতে পারি। সাথীরা চিন্তা করল যে, তাকে একা কিভাবে দুশমনদের জনশ্রোতে নামানো যায়। আবু দুজানা উচ্চ স্বরে তার দাবীকে পুণরাবৃত্তি করলো। যখন তারা তা করতে অপারগতা দেখাল তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং সাথীদেরকে বাধ্য করলেন যে, তাকে অবশ্যই কিল্লার মধ্যে নামাতে হবে। তখন সিপাহীরা তাকে ধরে কিল্লার মধ্যে নামিয়ে দিল। যখন তিনি দেয়ালের উপর দিয়ে লাফ দিল তখন তার পায়ের নিচের অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল; কিন্তু আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর পায়ের কথা মোটেও চিন্তা করেন নাই। স্বীয় তলোয়ার উন্মুক্ত করে একাই কিল্লার ভেতরে দুশমনদের সাথে লড়াই শুরু করলেন। তিনি লড়াই করে করে শত্রুদেরকে দরজার সামনে নিয়ে আসলেন এবং হঠাৎ করে আশ্চর্যজনকভাবে দরজা খুলে গেল।[1]

এদিকে মুসলমানরা দরজা খোলার অপেক্ষায় ছিল, দরজা খোলামাত্র তারা তুফানের মত ভেতরে ঢুকে গেল। এদিকে আবু দুজানা (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর পায়ের ব্যাথার কথা গোপন রেখে যুদ্ধ করে চলল, যুদ্ধ চলাকালে অতিরিক্ত

1. উসদুল গাবা-৬/৯৩, দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী-৩/২৪৩, সীরাত ইবনে হিশাম-৩/১০, আল- বেদায়া ওয়ান-নেহায়া-৪/১৫।

নড়াচড়ার কারণে তাঁর পা আরো খারাপ হয়ে গেল এবং ব্যাথাও খুব বেশি হতে লাগল।

এদিকে মুরতাদরা তাঁকে লক্ষ্য করছিল, শেষ পর্যন্ত এ বাহাদুর মুজাহিদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে পৃথিবীর ইতিহাসের সোনালী পাতায় নামা লেখালেন।[1]

1. উসদুল গাবা, ইবনে আসীর-১২/৫৫১।

সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূত

সে ছিল খুবই সুন্দর এবং রাজ পরিবারের সন্তান। নতুন পোশাক পরত, কথা-বার্তার মধ্যে এতো মাধুর্যতা ছিল যে, লোকেরা তাঁর কথায় তাক লেগে থাকত। বুদ্ধিমত্তা ও সুমিষ্টি ভাষার কারণে সে হত বৈঠকের মধ্যমণি, লোকেরা সব সময় তার আগমনের অপেক্ষায় থাকত। আর সে বৈঠক বসা মাত্র পিনপতন নিশ্চুপ হযে সব তার প্রতি কর্ণপাত করে কথা শুনত এবং মাথা ঝুকাত। যথেষ্ট দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে কথাবার্তা বলত, তাই কেহ তার কথার খন্ডন করত না। সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকত। সবাই জানত যে, সে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না। সে কাউকে ভয় করত না, তবে এক ব্যক্তি ছিল যাকে সে খুবই ভয় করত। তার সামনে সে বোকা বনে যেত। আর সে ছিল তার মা। একদা সে তার মায়ের নিকট আত্মীয়দেরকে বড়দের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাকে তাকে মারার প্রস্তুতি নিয়েছিল মারতে যাবে তখনই আত্মীয়দের একজন তাকে নিষেধ করল এবং বললঃ যে, আমরা তাকে বুঝাচ্ছি এত বেশি রাগ করনা, সে বুঝবে। কিন্তু এ যুবক তার মাকে ভয় না করে তাদেরকে মিষ্টি স্বরে কুরআন শুনাচ্ছিল। তার মা খান্নাছ বিনতে মালেক তাকে খুব বুঝালো, ভয় দেখাল, প্রলোভন দিল কিন্তু সে কোন কথাই শোনাতে রাজি নয়। সে মক্কার অধিবাসী ছিল, ঐতিহাসিকদের মতে সে ছিল খুবই উন্নমানের আতর ব্যবহারকারী, মুসআব বিন ওমাইর, ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রদূত হওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। যদি কেউ নবী জীবনী গভীর মনোনিবেশের সাথে পাঠ করে থাকে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসংখ্য গুণাবলীর মাঝে একটি এও ছিল যে, তিনি তাঁর সাথীদের মধ্যে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার কাছ থেকে কাজ দিতেন। যার মধ্যে সে ক্ষমতা ছিল তাকে তিনি সে দায়িত্ব দিতেন। অন্যান্য যুবকদের মত মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) ও সত্যবাদী বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে শুনেছে যে, সে একথা দাবী করছে যে, আল্লাহ তাঁকে সমগ্র জাহানের জন্য সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত দার আরকাম ঐ দাওয়াতের মারকাজ। মানুষ সেখানে একত্রিত হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে কুরআন শিখে, নামায আদায় করে, সাহাবাগণ চুপি চুপি এ দাওয়াতের বিস্তার করছে।

ঐ সময় মক্কা খুব বড় শহর ছিল না, তাই কোন নেতা তার কার্যক্রমকে সেখানে গোপন রাখা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখত। একদিন উসমান বিন ত্বালহা মুসআব বিন উমাইরকে দারুল আরকামে প্রবেশ করতে স্বচোখে দেখতে পেল, আবার পরের দিন দেখতে পেল যে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মত নামায পড়তেছে। মুসআবের মা এ খবর পেল। তাই সে তার কলিজার টুকরোকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রহার করল এবং বিভিন্ন ভাবে তাকে নির্যাতন করল, এদিকে মুসলমানরা তখন হাবশায় হিজরত করতেছিল। মুসআব ও তার মাকে ত্যাগ করে ঐ কাফেলায় যোগ দিল। কিছুদিন পর পুণরায় মক্কা আসল, তখন সেখানে জীবন যাপন খুবই কষ্টকর ছিল তাই তারা দ্বিতীয়বার হাবশায় চলে গেল এবং অল্প দিন পরে মক্কায় ফিরে আসল। মায়ের কঠোরতা অপরিবর্তনীয় ছিল এবং সার্বিক সুবিধাদী সে বন্ধ করে দিল। একদিন সাহাবাগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসেছিল এমনি মুহূর্তে মুসআব আসল। আজ তার পোশাক ছিল চটের পোশাক খুব কষ্ট করে সতর ঢেকে রেখে ছিল। কোথায় সেই সুন্দর পোশাক এবং উন্নত আতর ব্যবহারকারী মুসআব আর কোথায় তার বর্তমান অবস্থা। সাহাবাগণ ব্যথীত হলেন তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সাথীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ আমি মুসআবকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও দেখেছি। মক্কায় পিতা-মাতার নিকট আদরের দুলাল তার চেয়ে বেশি কেউ ছিল না। সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আরাম আয়েশ তার হাতের নাগালে ছিল। অথচ এসবই সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানী করে দিয়েছে।

মা দ্বিতীয়বার তাকে বন্দী করার প্রস্তুতি নিল; কিন্তু মুসআব তাঁর মাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল যে, যে কেউ আমার রশি দিয়ে বাঁধার ক্ষেত্রে তোমাকে সহযোগিতা করবে আমি তাকে কতল করব। মা তার সন্তানের অনঢ় সিদ্ধান্তের কথা ভাল করেই জানত, তাই সে অশ্রুসজল হয়ে তার পথ উন্মুক্ত করে দিল।

ছেলে তার বাসস্থানে শেষবারের ন্যায় তাকাল, পরক্ষণেই মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে বললঃ হে আমার প্রাণপ্রিয়া মা! আমি তোমার অত্যন্ত কল্যাণকামী এবং দরদী, তুমি শুধু একবার বলঃ

«لا إله إلا الله محمد رسول الله»

মা অত্যান্ত রাগের সাথে তাকিয়ে বললঃ তারকারাজীর কসম! যতক্ষণ আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান ঠিক থাকবে ততক্ষণ আমি কিছুতেই তোমার দ্বীন গ্রহণ করব না।

এ ধরনের কথা শোনে সন্তানের মন কত খারাপ হতে পারে? করুণ অবস্থা! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এ প্রিয় সাথীকে এমন এক দায়িত্ব অর্পণ করলেন যে, যা ইতিপূর্বে কারো পক্ষেই হাসিল করার সৌভাগ্য হয় নাই। মদীনা মুনাওয়ারার কতিপয় লোক মুসলমান হয়েছিল। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলাম প্রচারের জন্য একজন দূতের প্রয়োজন ছিল। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যে মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বাছাই করা হল। মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) মদীনায় আসআদ বিন যুরারা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং উভয়ে মিলে ইসলামের তাবলীগ শুরু করলেন। প্রথমেই বর্ণনা করেছি যে, মুসআব অত্যান্ত সুন্দর, বুদ্ধিমান উত্তম বাকশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাই সে তাঁর উম্মত চরিত্রের মাধ্যমে বহুলোককে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন। একদিন আসআদ বিন যুরারা সাথে মিলে বনী আব্দুল আসহালের মহল্লায় গিয়ে এক বাগানে প্রবেশ করে “মারক” নামক এক কুপের নিকট বসলেন, ঐ বংশের দু'জন বড় নেতা সা'দ বিন মুআয এবং উসাইদ বিন হুজাইর তখনও মুসলমান হন নাই। সা'দ উসাইদকে বললঃ দেখ! আসআদ বিন যুরারা আমার খালাত ভাই, আমি নিজে যাওয়া উপযুক্ত মনে করছিনা। তারা আমাদের বংশের দূর্বল লোকদেরকে বেকুফ বানাচ্ছে। তুমি গিয়ে তাদেরকে একটু ধমকিয়ে আস।

উসাইদ রাগান্বিত হয়ে ঐ বাগানে এসে বলে উঠলঃ তোমরা কেন এখানে এসেছ? আমাদের দূর্বল লোকদেরকে বেকুফ বানাচ্ছ। স্মরণ রাখ! যদি তোমরা তোমাদের জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে তোমরা আমাদের থেকে দূরে থাক। এ বলে সে তার রাগ প্রদর্শন করল।

এ ধরণের কটুক্তির পর মুসআব (রাযিআল্লাহু আনহু) মুচকি হেসে মুখ খুললেনঃ তুমি না বুঝে আমার প্রতি রাগ করেছ একটু বস, আমাদের কথা শোন, যদি ভাল লাগে তবে গ্রহণ করবে, আর যদি ভাল না লাগে তাহলে বাদ দিবে। আমরা অন্য মহল্লায় চলে যাব।

উসাইদ বললঃ তুমি ভাল কথাই বলেছ, সে বসে গেল, এদিকে মুসআব (রাযিআল্লাহু আনহু) কুরআন কারীম তেলাওয়াত করে তা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এদিকে উসাইদের মন মানসিকতায় পরিবর্তন শুরু হল। কত সুন্দর কথা কত সুন্দর বাণী! মাত্র কয়েক মিনিটে তার চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন হয়ে গেল, ঐ কঠোর কথাগুলো এখন ভালবাসাপূর্ণ কথার মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য কি কি শর্ত? উত্তরেঃ গোসল কর, কাপড় পরিবর্তন কর, শাহাদাতের বাণী পাঠ কর।

অতপর উসাইদ (রাযিআল্লাহু আনহু) নিজেই ইসলামের প্রচারক হয়ে গিয়ে ইসলামের আলো সা'দ বিন মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নিকট পৌঁছালেন সেও ইসলাম গ্রহণ করল।

তখন সমগ্র মদীনায় একটি কথাই গুঞ্জরন হচ্ছিল যে, যদি এ বুদ্ধিমান বুঝদার লোকেরা আমাদের নেতারাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে আমাদের তা গ্রহণে বাঁধা কোথায়? ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু লোক মুসলমান হল। ইসলামের এ প্রথম রাষ্ট্রদূত তার ইখলাস, চরিত্র ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কল্পনাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। পরবর্তী হজ্জের পূর্বে মক্কায় পৌঁছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমস্ত রিপোর্ট পেশ করল বিভিন্ন গোত্র (বংশ)এর অবস্থা এবং মদীনা মুনাওয়ারার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করাল।

ঐ বছরই দ্বিতীয় আকাবার বায়াত সম্পন্ন হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে যাওয়ার পথ স্পষ্ট হল। হিজরতের পর বদরের যুদ্ধ হল যেখানে মক্কার কাফেররা পরাজয় বরণ করল। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী হল। বদরের যুদ্ধের পতাকাবাহী সেই ছিল। এর কিছুদন পরই মক্কাবাসীরা এক শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করল। এমতাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে যুদ্ধের পতাকাবাহী করলেন, আর এ সৌভাগ্যবানদের মধ্যে মুসআব (রাযিআল্লাহু আনহু) ছিলেন। যুদ্ধের পতাকাবাহী হওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা এবং তা সংরক্ষণ করা আরও বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) এ গুরু দায়িত্বের কথা ভাল করে জানতেন। তাই উহুদের যুদ্ধে এ দায়িত্ব তিনি যথাযোগ্যভাবে পালন করলেন। ঐতিহাসিকগণ ঐ

দিনের মুসআব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

উহুদ যুদ্ধে পতাকাবাহী ছিলেন মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) মুসলমানদের যখন রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তখনও তিনি ছিলেন সুদৃঢ়। ইবনে কুম্মা লাইসী এসে তাঁর ডান হাতে আঘাত করে কেটে দিল তখন তিনি বাম হাতে পতাকা সমুন্নত রাখলেন, তখন সে বাম হাতের উপর তরবারীর আঘাত করল, এতে বাম হাত কেটে গেল। তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেনঃ

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾.

"মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একমাত্র রাসূলই ছিলেন, তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রম করেছেন।"[1]

তখন মুসআব (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর উভয় হাতের বাহুর সাহায্যে বুকের সাথে জড়িয়ে যুদ্ধের পতাকাকে সমুন্নত রাখলেন, তখন সে তাঁর বুকের উপর বর্শা দিয়ে আঘাত করল তিনি মুখে তেলাওয়াত করতে থাকলেনঃ

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾.

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একমাত্র রাসূলই ছিলেন, তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিক্রম করেছেন। বুকে বর্শার আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। ফলে পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এসে পতাকা উত্তোলন করলেন। যুদ্ধ শেষ হল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে অন্যান্য সাহাবাগণের সাথে মিলে শহীদগণকে বিদায় জানাচ্ছিলেন আর ঐ শহীদদের মধ্যে মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু)ও ছিলেন।

খাব্বাব বিন আরত (রাযিআল্লাহু আনহু) অশ্রুসজল নয়নে তাকে বিশ্বাসের এ উপহার পেশ করলেন যে, আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাথে হিজরত করেছি, তার প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহ দিবেন। আমাদের মাঝে এমন কিছু লোকও ছিল যারা পৃথিবীতেও

1. সূরা আল-ইমরান-১৪৪।

পেয়েছেন, আবার কিছু লোক ও ছিল যারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কোন প্রতিদান পান নাই। আর তাদের মধ্যে ছিলেন মুসআব বিন উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু)। যখন তাকে দাফন করা হচ্ছিল তখন কাফনের কাপড়ও জুটছিল না। ছোট একটি চাদর ছিল যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা খুলে যেত, পা ঢাকলে মাথা খুলে যেত।

দয়ার নবীকে সংবাদ দেয়া হল, তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ

«مِنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَمَا بِهَا أَرَقُّ حُلَّةً وَلَا أَحْسَنُ لِمَّةً مِنْكَ، ثُمَّ هَا أَنْتَ ذَا، شَعِثُ الرَّأْسِ فِي بُرْدَةٍ!».

মোমেনদের মাঝে কিছু এমন লোক আছে যারা তাদের রবের সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছে। মুসআব! আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। তোমার চাইতে মূল্যবান পোশাক এবং সুন্দর চেহারা সম্পন্ন আর কেউ ছিল না। অথচ এ মুহূর্তে তোমাকে দেখছি তুমি এক সাধারণ চাদর পরিহিত। অতপর তিনি সমস্ত শহীদগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন তোমরা শহীদদের কাতারে উত্থিত হবে। অতপর তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেনঃ

«غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ».

চাদর দিয়ে মুসআবের মাথা ঢেকে দাও, আর দুপা "ইযখির" নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। অতপর কবরে দাফন কর। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[1]

1. বুখারী-৪০৪৭, আবু দাউদ-২৮৭৬, মুসআব (রাঃ) জীবন চরিত্রের ব্যাপারে দেখুনঃ আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া। উসদুল গাবা, আল ইস্তিয়াব, সীয়ারু আলামুন নুবালা ইত্যাদি।

অলৌকিক শক্তি

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক সাহাবীর উপাধি ছিল আবু মি'লাক, সে ব্যবসা করত। স্বীয় সম্পদ খরিদ করত, এতদ্ব্যতীত মানুষের মাল-পত্র বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। যথেষ্ট আবেদ ও পরহেজগার ছিল। একদিন ব্যবসার মাল নিয়ে শহরে যাচ্ছিল পথিমধ্যে এক ডাকাত তাকে আক্রমণ করে বললঃ

«ضَعْ مَا مَعَكَ فَإِنِّي قَاتِلُكَ»

তোমার সাথে যা কিছু আছে সব দিয়ে দাও, নতুবা আমি তোমাকে হত্যা করব।

আবু মি'লাক বললঃ ঠিক আছে তুমি ডাকাত আমান ধন-সম্পদ তোমার প্রয়োজন কিন্তু আমাকে হত্যা করে তোমার কি লাভ হবে। তুমি আমার সম্পদ নিয়ে নাও এবং আমাকে যেতে দাও। ডাকাত হাসতে লাগল এবং বললঃ দেখ মালামাল তো আমি নিবই কিন্তু মালামালের সাথে আমি মালের মালিককেও মেরে ফেলি। আবু মি'লাক তাকে বুঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। তাকে মানাতে চাইল কিন্তু সে মানতে রাজি নয়। শেষে আবু মি'লাক তাকে বললঃ

«إِذْ أَبَيْتَ فَذَرْنِي أُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»

ঠিক আছে তুমি যেহেতু আমাকে হত্যাই করবে তাহলে আমাকে চার রাকআত নামায পড়ার সুযোগ দাও। ডাকাত বললঃ যত খুশী পড় বাঁধা নেই। আবু মি'লাক অযূ করে নফল নামায পড়তে শুরু করল, এদিকে ডাকাত তার মাথার উপর অপেক্ষমান ছিল যে কখন সে নামায শেষ করবে আর সে তাকে হত্যা করবে। শেষ সিজদায় সে আল্লাহর নিকট বিশেষ দু'আ করলঃ

«يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّصِّ. يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي»

হে সর্বাধিক মহব্বতকারী! হে প্রশংসিত আরশের মালিক! হে যা খুশী তা সম্পাদনকারী, আমি তোমার ঐ ইজ্জতের উসীলায় প্রার্থনা জানাচ্ছি যেখানে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব নয় এবং তোমার ঐ সম্রাজ্যের মাধ্যমে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যেখানে জোর-যুলুম নেই এবং তোমার ঐ নূরের উসীলায় প্রার্থনা করছি যা তোমার আরশের আশে-পাশে বেষ্টন করে আছে যে, তুমি আমাকে এ ডাকাতের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা কর। হে আহ্বানকারী শ্রবণকারী তুমি আমার আহ্বানে সাড়া দাও। হে দু'আ কবূলকারী তুমি আমার দু'আ কবুল কর। হে অত্যাচারিতকে সাহায্যকারী আমাকে এ অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা কর।

তিনবার সে এ দু'আ করল এদিকে আল্লাহর রহমত তার জন্য সহায়ক হল। এক অশ্বারোহী তার বর্শাকে প্রস্তুত করে ঐ ডাকাতের সামনে আসল এবং তৎক্ষণাৎ তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলল। অতপর আবু মিলাক ঐ অশ্বারোহীর নিকট গেল এবং বললঃ আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক। তুমি কে? আজ তোমার সাহায্যের উসীলায় আমি বেঁচে গেলাম। অন্যথায় এ ডাকাত তো আমাকে হত্যা করে ফেলত।

অশ্বারোহী বললঃ আমি চতুর্থ আকাশের ফেরেশ্‌তা, যখন তুমি প্রথম দু'আ করছিলে তখন আমি আকাশের দরজায় নক করার শব্দ পাচ্ছিলাম, যখন তুমি দ্বিতীয়বার দু'আ করছিলে তখন আকাশে এক বিকট শব্দ শুনতে পেলাম, আর যখন তুমি তৃতীয়বার দু'আ করছিলে তখন বলা হল যে, এক বিপদগ্রস্ত দু'আ করছে, আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নিকট আবেদন করলাম যে, ঐ দুশমনকে হত্যার দায়িত্ব আমাকে দিন।

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি অযূ করে, চার রাকআত নামায পড়ে। উপরে উল্লেখিত দু'আ পড়ে তখন তার দু'আ কবূল হয়। চাই সে বিপদগ্রস্ত হউক বা না হউক।[1] (আল্লাহই ভাল জানেন)

1. আল-ইস্তিয়াব-৪/৩২৩, উসদুল গাবা-৬/২৮৯।

নিকৃষ্ট মৃত্যু

আব্দুল আযীয বিন আবু রাওয়াদ থেকে ইবনে রজব বর্ণনা করেন, আমি এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাকে কালেমা তাইয়্যেবা «لا إله إلا الله» শিক্ষা দিচ্ছিলাম; কিন্তু তার মুখে কালিমা উচ্চারিত হচ্ছিল না। তার যবানে সর্বশেষ যে কথা উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিল এ কালিমা অস্বীকারের নামান্তর শেষে সে মৃত্যুবরণ করল। আমি তার ব্যাপারে জানতে চাইলাম যে তার জীবন যাপন পদ্ধতি কি ছিল? বলা হল সে মদ্যপায়ী ছিল, শেখ আব্দুল আযীয বলতেনঃ পাপ থেকে বিরত থাক, পাপ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। রাবী বিন সাবুরা বিন মা'বাদ জুহানী থেকে যে বসরার একজন প্রসিদ্ধ আবেদ ছিল, ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, তিনি কয়েক জন লোকের সাথে শাম দেশে ছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় সায়ীত ছিল। তাকে বলা হল «لا إله إلا الله» বল সে বললঃ তুমি ও পান কর আমাকে গ্লাস ভরে দাও। এমনিভাবে অন্য আরেকজনকে বলা হল যে, «لا إله إلا الله» বল সে বললঃ দশ টাকায় দুইটা, দশ টাকায় দুইটা, এ ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করত এবং সব সময় একথা বলতে থাকত।

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) স্বীয় কিতাব জওয়াবুল কাফী নামক গ্রন্থে বলেনঃ যে মৃত্যু শয্যায় শায়ীত এক ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শিক্ষা দেয়া হল সে বললঃ আহ! আহ! আমার মুখে তা আসছে না। অন্য এক ব্যক্তিকে এ কালিমা শিক্ষা দিলে সে দাবার দুইটি গুটির নাম রাখা এবং রুখ বলল। সে বেশির ভাগ সময়ই দাবা খেলত এবং জীবনের শেষ মুহূর্তেও এটাই তার মুখে জারী ছিল।

সর্বশেষ জান্নাতী

সহীহ মুসলিমে এবং মুসনাদ ইমাম আহমদে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মুগীরা বিন শু'বা এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর নিকট জানতে চাইলেন যে, হে আমার রব! জান্নাতে যে ব্যক্তি সবচেয়ে কাম সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে তার অবস্থা কি রকম হবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ জান্নাতে গমনকারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ যখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে তখন সে ঐদিকে তাকিয়ে বলবেঃ

«تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».

ঐ সত্তা অত্যন্ত ইজ্জত ও বরকতময় যিনি আমাকে তোমা থেকে মুক্তি দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের কাউকে দেয়া হয় নাই।

এমতাবস্থায় সে জাহান্নামের কিনারে বসে থাকবে আর হঠাৎ করে দূরে এক বৃক্ষ দেখে সে বলবেঃ

«أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا».

হে আমার রব! আমাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী কর, যাতে করে আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার পানি পান করতে পারি।

আল্লাহ বলবেনঃ

«يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا».

“হে আদম সন্তান আমি যদি তোমাকে এ ব্যবস্থা করে দেই, তাহলে তুমি হয়ত এরপর আমার নিকট আরো কিছু দাবী করবে।”

সে বলবেঃ না না হে আমার রব! আর কোন কিছু দাবী করব না। শুধু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিন। তখন আল্লাহ তাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করবেন যাতে করে সে তার ছায়া গ্রহণ করতে এবং তার ফল খেতে পারে ও পানি পান করতে পারে। তখন এখানে বসে সে ঐ বৃক্ষের চেয়েও আরও সুন্দর বৃক্ষ দেখতে পাবে, তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দ্বিতীয় বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দাও, যাতে করে তার পানি পান করতে এবং ছায়া গ্রহণ করতে পারি। আমি তোমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করছি! এরপর আর অতিরিক্ত কোন কিছু দাবী করব না।

আল্লাহ বলবেনঃ

«يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تَكُنْ تُعَاهِدُنِي أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟».

হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, এ বৃক্ষের পর আর অন্য কিছু দাবী করব না?

সে তখন বলবেঃ আল্লাহ! এটা দিয়ে দাও আর কিছু দাবী করব না। তখন আল্লাহ তাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করবেন। তখন সে এ দুই বৃক্ষের চেয়েও বেশি সুন্দর জান্নাতের দরজার সামনে একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে। সে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করবে কিন্তু কোথায় ধৈর্য! বলবে আমার প্রভু! আমাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দাও। যাতে আমি তার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি। এরপরে আমি আর কোন কিছু দাবী করব না।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা কর নাই যে, এরপর আর কোন কিছু দাবী করব না? অতপর আল্লাহ তাকে ঐ তৃতীয় বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন সে তৃতীয় বৃক্ষের নিচে যাবে তখন সামনে জান্নাত দেখতে পাবে, জান্নাতবাসীদের কণ্ঠ শুনতে পাবে। তাঁর নেয়ামত, স্থান, বাগান সমূহ তার দৃষ্টি গোচর হবে। আর সে তার দেখতে থাকবে কিন্তু শেষে আর ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।

হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ

«يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟»

হে আদম সন্তান! কিসে আমার কাছে দাবী করার থেকে বিরত রাখবে?

বান্দা বলবেঃ

«يَا رَبِّ ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ» .

আমার প্রভু! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ অথচ তুমি সমগ্র পৃথিবীর প্রভু? মূলকথা ঐ বান্দাকে বলা হবে, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর, সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তার মনে হবে, যে পুরো জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তখন সে বলবেঃ

«أَيْ رَبِّ، كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِم؟».

হে আমার প্রভু! একি করে সম্ভব? সমস্ত মানুষই তো স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করে স্ব স্ব অংশ দখল করেছে?

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমার সম্রাজ্য পৃথিবীর বাদশাদের সাম্রাজ্যের সমান হবে, সে বলবে হ্যাঁ হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেনঃ আমি তোমাকে ঐ সাম্রাজ্য দিব এবং সাথে–

"مِثْلَهُ وَ مِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ"

এর অনুরূপ, এর অনুরূপ, এর অনুরূপ, এর অনুরূপ, এর অনুরূপ পাঁচ গুণ বেশি সাম্রাজ্য তোমাকে দিব, সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

আল্লাহ বলবেনঃ

«هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ» .

এর সাথে তোমাকে আরও দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে, সাথে তেমার মন যা চায় এবং তোমার চোখ যা তৃপ্ত করবে তা আমি তোমাকে দিব। অতপর যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন হুরীদের মধ্য থেকে দুজন স্ত্রী তাকে স্বাগতম জানাবে এবং বলবেঃ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ»

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে তোমার জন্য তৈরি করেছেন। অতপর সে বলবেঃ

«مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ»

আমি যা পেয়েছি এমন আর কেউ পায়নি। এ হবে সবচেয়ে নিচু মানের জান্নাতী, মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেনঃ এতো সবচেয়ে নিচু মানের জান্নাতীর অবস্থা তাহলে সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাতীর কি অবস্থা হবে? আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

«أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»

তারা ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আমি বাছাই করেছি, তাদের ইজ্জত ও মর্যাদাকে স্বীয় হস্তে লালন করেছি এবং এর উপর দৃঢ় থাকার ব্যাপারে সীল মোহর করে দিয়েছি। (তাদের জন্য আমি জান্নাতে যে নেয়ামত সমূহ নির্মাণ করে রেখেছি।) তা কোন দিন কোন চোখ দেখে নাই, কোন দিন কোন কান শোনে নাই, কোন অন্তর ঐ ব্যাপারে কোন দিন কোন কল্পনাও জাগে নাই।[1]

উল্লেখিত সর্বশেষ জান্নাতী সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ (কিয়ামতের দিন) যখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মাঝে বিচার কার্জ শেষ করবেন এবং স্বীয় রহমতে কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে চাইবেন তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর যারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করে নাই। যাদের প্রতি আল্লাহ রহম করা পছন্দ

1. এ ঘটনা বিস্তারিত দেখুন মুসলিম- ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯। মুসনাদে আহমদ- ১/৩৮২। ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

করেছেন এবং সে তখন لا إله إلا الله পড়তে থাকবে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে জাহানাম থেকে বের করতে গিয়ে তাদেরকে সিজদার চিহ্ন দেখে

চিনতে পারবেন। কেননা জাহান্নামে আগুন আদম সন্তানকে জ্বালাবে ঠিকই কিন্তু তাদের সিজদার চিহ্নকে মিটাতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা সিজদার নিদর্শন মিটানো জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করেছেন। (জাহান্নাম থেকে বের করার সময়) তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লার মত হয়ে বের হবে। যখন তাদের উপর আবে হায়াত ছিটানো হবে তখন তারা এমন সতেজ হবে যেমন আবর্জনার ভিতর থেকে সুন্দর চাড়া গজায়। যেমন পানি যেখানে ময়লা-আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে সেখানে খুব দ্রুত কোন চাড়া বের হয় এবং তা সবুজ সুন্দর থাকে। এমনিভাবে জাহান্নামীরাও আবে হায়াতের স্পর্শে তরুতাজা হয়ে যাবে। এরপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা শেষ করবেন তখন এক ব্যক্তি বাকী থাকবে যার মুখ জাহান্নামের দিকে থাকবে এবং সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী হবে। সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমার চেহারা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও, এর দুর্গন্ধ আমাকে বহু কষ্ট দিচ্ছে। আর তার অগ্নি শিখা আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এরপর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবে শেষে আল্লাহ বলবেনঃ

«هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ».

আমি যদি তোমার এ দাবী পূরণ করি এরপর আর কোন দাবী করবে না তো? বান্দা বলবে, এরপর আমি আর কোন দাবী করব না। আল্লাহর যা খুশী তিনি তা করবেন, তখন আল্লাহ তার মুখ জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তার মুখ যখন জান্নাতের দিকে করা হবে এবং সে জান্নাত দেখতে পাবে তখন যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে, অতপর সে বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দাও! আল্লাহ তাকে বলবেনঃ

«أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ: أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ؟».

তুমি কি অঙ্গীকার কর নাই যে, এরপর তুমি আর কোন দাবী করবে না, তোমার খারাবী হোক, হে আদম সন্দান তুমি কত বড় ধোকাবাজ! বান্দা বলবে, হে প্রভু! সে তখন আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবে, এরপর আল্লাহ বলবেনঃ যদি আমি তোমার এ চাহিদা পূরণ করি এরপর তো আর কিছু দাবী করবে না? সে বলবেঃ তোমার ইজ্জতের কসম! আমি অন্য কোন প্রশ্ন করব না। তখন আল্লাহ যা চাইবেন সে আলোকে তিনি ওয়াদা অঙ্গীকার নিবেন। এরপরে আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হবে তখন সে জান্নাতের সর্বপ্রকার আরাম আনন্দ, প্রফুল্লতা দেখতে পাবে, অতপর যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চাইবেন সে ততক্ষণ চুপ থাকবে, এরপর বলবেঃ হে প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন! আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে এরপর তুমি আর অন্য কিছু দাবী করবে না? হে আদম সন্তান! তুমি কত বড় ধোকাবাজ? বান্দা বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে দুর্ভাগ্যবান হতে চাই না। অতপর সে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবে। এমনকি তার অবস্থা দেখে আল্লাহ তায়ালা হাসবেন। যখন তিনি হাসবেন তখন তাকে বলবেন। জান্নাতে প্রবেশ কর। বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেনঃ আরো কিছু আকাঙ্খা কর সে আকাঙ্খা করে আল্লাহর নিকট চাইবে, এমনকি শেষে আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, এ জিনিস চাও এ জিনিস চাও, যখন তার আকাঙ্খা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেনঃ

«ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

এগুলি তোমাকে দেয়া হল এর সাথে এর অনুরূপ আরও দেয়া হল।[1]

1. মুসলিম-১৮২, বুখারী-৭৪৩৭।

রাজা ও প্রজা

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর অভ্যাস মুতাবিক রাতে মদীনা মুনাওয়ারায় ঘুরতেছেন। মানুষ ঘুমাচ্ছে আর তাদের আমীর তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ঘুরে ঘুরে দেখতেছেন। তিনি এক ময়দান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন ঐ ময়দানের এক পার্শ্বে একটি তাবু ছিল। তিনি তাবুর ভিতরে এক মহিলা কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ওদিকে গেলেন, তাবুর সামনে এক লোক বসা ছিল, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে সালাম দিলেন এবং বললেন কে সে? সে বললঃ ও এক গ্রাম্য মহিলা শহরে সে অপরিচিতা, সে চাচ্ছে আমীরুল মুমেনীনের সাথে সাক্ষাত করে কিছু সাহায্য নিতে। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) মহিলা সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে সে কে এবং কেন কাঁদছে?

ঐ ব্যক্তি রাগ হয়ে গেল তার জানা ছিল না যে সে আমীরুল মুমেনীনের সাথা কথা বলছে। বললঃ হে আল্লাহর বান্দা তুমি তোমার মত চল যে ব্যাপারে তোমার কোন ক্ষমতা নেই সে ব্যাপারে কেন জিজ্ঞেস করছ?

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) অত্যান্ত মুহাব্বাতের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলঃ বল তোমার সমস্যা কি এমনও তো হতে পারে যে আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি? সে বললঃ মিয়া কি বলব! মূলতঃ আমার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে তার এখন বাচ্চা প্রসবের সময় হয়েছে অথচ তার পার্শ্বে কোন মহিলা নেই যে তাকে এ অবস্থায় সহযোগিতা করবে। উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) দ্রুত বাড়ি ফিরলেন, স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে ফাতেমা (রাযিআল্লাহু আনহা) কে উঠালেন আর বললেনঃ স্ত্রী! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। স্ত্রী বললঃ উমর সওয়াব অর্জনের কেমন সুযোগ হল?

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললঃ যে সে এক মহিলার সাহায্যের অপেক্ষায়। উম্মে কুলসুম সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল, সেখানের প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে নিল এবং স্বামীর সাথে চলতে শুরু করল।

এদিকে উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) ও সাথে সাথে পাতিল, ঘী, কিছু আটা কিছু চাল সাথে নিয়ে উভয়ে মিলে সেখানে উপস্থিত হল।

উম্মে কুলসুম তাবুর ভিতরে চলে গেল এবং নার্সের দায়িত্ব পালন করল। তাবুর বাহিরে আমীরুল মু'মেনীন ঐ গ্রাম্য লোকের সাথে মিলে খাবার তৈরি করতে শুরু করল। আগুন জ্বালানোর জন্য তিনি ফুঁক দিচ্ছিলেন এদিকে ঐ মহিলা বাচ্চা প্রসব করল। উম্মে কুলসুম তাবু থেকে আওয়াজ দিল যে, আমীরুল মু'মেনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে ছেলে সন্তান দান করেছেন। গ্রাম্য লোকটি যখন এ শব্দ (আমীরুল মো'মেনীন) শুনল তখন হতভম্ব হয়ে গেল যে, এ আমীরুল মো'মেনীন যে তার সাথে খাবার তৈরি করছে এবং আগুন জ্বালানোর জন্য ফুক দিচ্ছে। ঐ দিকে এ গ্রাম্য লোকটির স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেল যে, যে মহিলা নার্সের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিল সে আমীরুল মুমেনীনের স্ত্রী আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর কন্যা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাতনী।

বন্ধুত্বের অধিকার

সৌদি আরবের এক এলাকায় একটি স্কুল ছিল। সেখানে ছয়জন শিক্ষক ছিল, আমি (লেখক) সহ সাত জন হয়ে গেলাম। সব শিক্ষকই নামাযী ছিল তবে একজন শুধু ছিল যে, নামায পড়ত না। আর এ কারণে অন্যান্য শিক্ষকরা তার কাছ থেকে দূরে থাকত এবং তাকে অপছন্দ করত। তারা তাকে বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু সে বুঝতে চায় নাই। তাই স্কুলে তার মধ্যে এবং অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে মনমালিন্য ছিল। আমি যখন সেখানে শিক্ষক হিসেবে গেলাম তখন অনুভব করলাম যে, বে-নামাযী শিক্ষকের সাথে অন্যদের সম্পর্ক খুব খারাপ। বিরতির সময় হল তখন দেখলাম যে সে পৃথকভাবে এক জায়গায় বসে আছে। আর অন্যরা এক সাথে বসে বসে খোশ গল্প করছে। আমি তাকে সম্বোধনের জন্য ইচ্ছা পোষণ করলাম। আমি যেহেতু স্কুলে নতুন ছিলাম তাই তার কাছে গেলাম, তার সাথে পরিচয় বিনিময়ের পর তার পার্শ্বেই বসলাম। পরের দিন আর আমি তার নিকট গেলাম। তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম এতে আমি তার সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়ে গেল। আমি বললাম আমার থাকার সমস্যা আছে তুমি যেহেতু একা থাক তাই যতদিন তোমার ফ্যামিলি না আসে ততদিন আমাকে তোমার সাথে রাখ। আমি ভাড়া পরিশোধ করে দিব। এতদ্রুত সেখানে বাসা পাওয়া সহজ ছিল না। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমার কথা মেনে নিল। আমাকে তার সাথে রাখার সম্মতি প্রকাশ করলো। কিন্তু সে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বললঃ দেখ! আমি ভাল লোক নই। আমি নামায পড়ি না এবং ইসলাম থেকেও দূরে থাকি। আমি বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা কিছু দিন এক সাথে থাকব, যদি আমরা একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারি তাহলে তো ভাল অন্যথায় আমি আলাদা কোন বাসা দেখব। পরের দিন থেকে আমি তার সাথে থাকতে শুরু করলাম। আমিই তার খেদমত করা শুরু করলাম, আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ খানা তৈরি করতাম। নিজের কাপড় আয়রন করার সময় তারটাও করে দিতাম। ইতিমধ্যে আমি কখনও তার সাথে নামায এবং দ্বীন নিয়ে কোন প্রকার কথা বলি নাই। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক আরো গভীর হল। আমার আচরণে সে খুবই প্রতিক্রিয়াশীল হল, আমি আরও বেশি তার খেদমত করতে শুরু করলাম। একদিন আসরের সময় আমি চা বানিয়ে ফ্লাক্সে রেখে তা টেবিলের উপরে রেখে তাকে ডাকলাম। আমরা দুজনে চা পান করতে ছিলাম। হঠাৎ পার্শ্বের মসজিদ থেকে আসরের আযান ভেসে আসল। আমি চায়ের

কাপ রেখেই নামাযের জন্য উঠে গেলাম। সে যখন আমাকে উঠতে দেখল, তখন বললঃ তুমি প্রত্যেক দিন পাঁচবার মসজিদে যাও এতে ক্লান্ত হও না? আমি বললাম কখনও না? বরং আমি এতে খুবই শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করি যদি তুমি চাও তাহলে একবার পরীক্ষা করে দেখ। সে বললঃ ঠিক আছে। আমরা তখন মসজিদে গেলাম আমার সাথীর অযূ ছিল না জামাআত শুরু হতে তখনও বাকি ছিল আমি গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে আমার বন্ধুর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে বললামঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দার সাথে কি কি আচরণ করেছি আর আজ তাকে মসজিদে নিয়ে এসেছি হে আমার প্রভু! তাকে হেদায়েত দেয়া তোমার কাজ। নামায শেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটু বলতো তোমার অবস্থা এখন কি? সে বললঃ অতুলনীয় আরাম অনুভব করছি। আমি বললামঃ কিছুক্ষণ পর মাগরিবের নামায আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে তুমি গোসল এবং অযূ কর। সে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝুকাল এবং আল্লাহ তাকে হেদায়েত দিলেন, সে তখন দ্বীনের বিষয়ে মনযোগী হল এবং আমাদের বন্ধুত্ব ও গভীর হল। আমি তখন মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকদেরকে বললাম যে তোমাদের ঐ আচরণ ঠিক ছিল না। দেখ! চরিত্র, হিকমত এবং দু'আর মাধ্যমে আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি তখন সে তা গ্রহণ করেছে। অতপর এই শিক্ষক গতকাল পর্যন্ত নামায পড়ত না সে ইসলামের প্রচারক হয়ে গেছে। সরকার তাকে বেরুন দেশে প্রেরণ করেছে সেখানে তার হাতে বহু লোক মুসলমান হয়েছে। মূলত বহু লোক এমন আছে যারা বন্ধুদের সাথে আচরণ করতে জানে না। তারা যখন দেখে যে তার বন্ধু কোন অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে তখন তার উপর রেগে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ফতোয়া ঝাড়তে থাকে। যার ফলে তারা শয়তানের প্রবঞ্চনায় ভুল সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার শত্রু হয়ে যায়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শিখানো পদ্ধতির আলোকে কোন ব্যক্তিকে ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে আবেগ আপ্লুত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, ধীর সুস্থে চরিত্র মাধুর্যতার মাধ্যমে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ধীরে ধীরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথে দাওয়াত দেয়া উচিত। যাতে করে যাকে দাওয়াত দেয়া হয় সে কোন জটিলতা অনুভব না করে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে সত্য গ্রহণ করে। আর এর বিপরীতে যদি আবেগ আপ্লুত হয়ে চরিত্র মাধুর্যতা ব্যতীত কাউকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তাড়াহুড়া করা হয় তাহলে তার উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে। সে তার অপমান বোধকে

কাজে লাগিয়ে তার অপকর্মে লিপ্ত থাকবে। তার উপদেশ দাতা বন্ধুর সাথে সুসম্পর্ক আস্তে আস্তে তিক্ততার সম্পর্কে পরিণত হবে। যার ফলে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা আস্তে আস্তে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা সাফল্যের নিদর্শন। পক্ষান্তরে তাড়াহুড়া করা বিফলতার নিদর্শন। যেমন কোন গাড়ি চালক প্রথমেই গাড়িকে চতুর্থ গিয়ারে ফেলে চালানোর জোড় চেষ্টা চালাতে শুরু করল অথচ চতুর্থ গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে ১ম ২য় ৩য় গিয়ারের পরে গিয়ে।

খেদমতের উপকার

তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তির চার ছেলে ছিল। যখন সে মৃত্যুর রোগে রোগাক্রান্ত হল তখন তার এক ছেলে স্বীয় ভাইদেরকে বললঃ যে হয় তোমরা বাবার খেদমত কর এবং তোমরা তার সম্পদ থেকে কিছু পাবে না। অথবা শুধু আমি তার খেদমত করব তার সম্পদ থেকে কিছু নিব না।

ভাইদের জন্য এটা ছিল সৌভাগ্য যে খেদমতও করবে না আর সম্পদও পেয়ে যাবে। এমন কি এক ভাই তার অংশ ও নিবে না (সেটাও তারা পেয়ে যাবে)। তাই তারা বললঃ আমাদের কোন আপত্তি নেই যে তুমি বাবার খেদমত করবে এবং তার সম্পদ থেকে কিছু নিবে না। যেমন তুমি নিজেই এ প্রস্তাব পেশ করেছ।

তাদের ভাই পিতার খেদমত করতে থাকল, সে বৃদ্ধ মানুষ ছিল একদিন আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী সে ইন্তেকাল করল। অঙ্গীকার অনুযায়ী তার ভাই সম্পদের কোন অংশই নিল না, এদিকে রাব্বুল ইযযত তাকে পিতার খেদমতের প্রতিফল এভাবে দিলেন যে, একদিন সে স্বপ্নে দেখল যে কেউ তাকে বলছেঃ অমুক জায়গায় যাও সেখানে তুমি একশ দিনার পাবে, সে বললঃ এতে কি বরকত আছে? বলা হল না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বললঃ স্ত্রী বললঃ যাও একশ দীনার নিয়ে আস তা দিয়ে আমরা আমাদের কাপড় সিলাই করব এবং সুন্দর জীবন যাপন করব। কিন্তু সে অস্বীকার করল।

পরের দিন আবার সে স্বপ্নে দেখল যে কোন ব্যক্তি তাকে বলছে যে অমুক জায়গায় যাও তুমি সেখানে দশ দিনার পাবে, সে বললঃ এতে কি বরকত আছে? বলা হল না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বললঃ তার স্ত্রী তাকে বাধ্য করল এবং বললঃ যাও এবং তা থেকে উপকৃত হও; কিন্তু সে অস্বীকার করল। কেননা এতে বরকত নেই।

একদিন সে আবার স্বপ্নে দেখল যে কেউ তাকে বলছে যে অমুক জায়গায় যাও সেখানে তুমি এক দীনার পাবে, সে বললঃ এতে কি বরকত আছে? বলা হল হ্যাঁ।

সকালে সে তাই করল ওখানে গেল এবং সত্যিই এক দিনার পেল। পথে সে কোন বাজার পেল এক ব্যক্তিকে দেখল সে মাছ বিক্রি করছে সে বললঃ কত উত্তরে বললঃ এক দীনার সে ঐ মাছ ক্রয় করল এবং বাড়ি এসে যখন তা কাটল তখন দেখল দুটি মাছের পেটে একটি করে মতি যা এতো সুন্দর এবং মূল্যবান ছিল যে, তা অনেক কম লোকেই দেখেছ। সে তা খুব চড়া দামে বিক্রি করল এবং এর ফলে সে আমীর হয়ে গেল।

সে তার পিতার খেদমতের বদলা পেয়ে গেল সে পৈতৃক সম্পদ নেয় নাই; কিন্তু আল্লাহ তাকে রিযিকের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন।

এক অভাবী বাদশাহর গল্প

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর শাসন আমল ইসলামী ইতিহাসের এক সোনালী যুগ ছিল। রাজা ও প্রজার মাঝে ছিল গভীর সম্পর্ক। রাজা তার প্রজাদের কথা খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। বিভিন্ন স্থানে বিজয় লাভের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি উত্তর উত্তর বিস্তার লাভ করছিল। বিজয়ী অঞ্চলসমূহে কেন্দ্র থেকে আল্লাহ ভীরু ও যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে গভর্ণর করে পাঠানো হত। উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) জন সাধারণের প্রতি সুনজর রাখতেন। তাই যে কোন অঞ্চলের জন্য গভর্ণর নির্বাচন করার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করতেন। শাম (সিরিয়া অঞ্চল) বিজয়ের পর হিমস শহরে সাঈদ বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) কে গভর্ণর করে পাঠালেন। তখন থেকে বায়তুল মালে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। যখন বায়তুল মালে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন জনগণের সমস্যার প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টি রাখা হল। কেন্দ্র বিভিন্ন এলাকা থেকে গরীব দুস্থদের তালিকা আনাত এবং বায়তুল মাল থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হত। এ তালিকা তদারকি উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) নিজে করতেন এবং উপযুক্তদেরকে প্রয়োজন মত সাহায্যের পরিমাণ তিনিই নির্ধারণ করতেন।

হিমস বাসীদের একটি দল এক সময় মদীনায় আসল উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাদের মধ্যে কিছু গ্রহণযোগ্য ও বিশস্ত লোকদেরকে বললেনঃ যে তোমাদের অঞ্চলের অভাবী লোকদের একটি তালিকা আমাকে দাও যাতে করে তাদেরকে সাহায্য করা যায়। ঐ অঞ্চলের অভাবী লোকদের তালিকা উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি গভীরভাবে নামগুলো দেখছেন। হঠাৎ তাঁর সামনে সাঈদ বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) এর নাম দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ সাঈদ বিন আমের কে? তারা বললঃ আমাদের গভর্ণর। তিনি বললেনঃ তোমাদের গভর্ণর অভাবী মানুষ? তারা বললঃ আল্লাহর কসম! হ্যাঁ। কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তার চুলায় আগুন জ্বলে না।

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) অনিচ্ছা সত্বেই কাঁদতে শুরু করলেন কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজে গেল। ঐ দলকে এক হাজার দিনার দিলেন এবং বলনে আমীরুল মুমেনীন এ উপহার প্রেরণ করেছেন যাতে করে আপনি আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন।

এ দল হিমস পৌঁছে স্বীয় গভর্ণরের সাথে সাক্ষাত করল, উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) এর পয়গাম ও আমানত হস্তান্তর করল। আর সাঈদ বার বার বলতে থাকলেনঃ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।"

স্ত্রী হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলঃ তোমার কি বিপদ হল। এমন তো হয় নাই যে, আমীরুল মুমেনীন ইন্তেকাল করেছেন? বললঃ না এর চেয়েও বড় বিপদ। বললঃ কি কোথাও মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে? বললঃ না এর চেয়েও বড় বিপদ হয়ে গেছে? বললঃ সম্পদ আমার পরকার বিনষ্ট করতে চায়? ঘরে ফেতনা সৃষ্টিকারী প্রবেশ করেছে? স্ত্রী বললঃ তাহলে এ থেকে মুক্ত হয়ে যাও। ঘরের লোকদের তো জানা নেই যে, এ সমস্যার সম্পর্ক সম্পদের সাথে। বললঃ স্ত্রী! তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। সে বললঃ হ্যাঁ! কেননা। তাই সে সমস্ত দীনার সমূহ গরীব দুঃখীদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছে। এ ঘটনার কয়েক দিন পরই উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) হিমস গমন করলেন।

ঐ সময়ে তাকে ছোট কুফা বলা হত কারণ হিমসবাসীরা গভর্ণরের বেশি বেশি অভিযোগ করত। আর কুফাবাসীদেরকে তো এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হত।

তিনি এলাকাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ গভর্ণর সম্পর্কে তোমাদের অভিমত ও অভিযোগ কি? তার উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে ৪টি অভিযোগ পেশ করা হল।

প্রথমঃ সে বেলা প্রখর হলে মানুষের সাথে সাক্ষাত করে এর পূর্বে তার সাথে সাক্ষাত করা কষ্টকর হয়। উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) সাঈদ বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দিকে তাকালেন এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ আমীরুল মুমেনীন! আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম না; কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল এই যে, আমার কোন খাদেম নেই, আমার স্ত্রী অসুস্থ থাকে আমি নিজে আটা তৈরি করি এরপর তা খামীর করি এরপর রুটি তৈরি করি। ইতিমধ্যে এশরাকের সময় হয়ে যায় তখন আমি নফল নামায আদায় করি। এরপর ঘর থেকে বের হই।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ কি? বললঃ সে রাতে কারো সাথে সাক্ষাত করে না।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ হ্যাঁ সাঈদ এর কারণ? বললঃ জনাব আমি তা বলতে চাচ্ছিলাম না। মূলতঃ আমি সমস্ত দিনই মানুষের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আর রাত আমার প্রভুর জন্য ওয়াকফ করেছি।

জিজ্ঞেস করলেনঃ তৃতীয় অভিযোগ কি? মাসের মধ্যে একদিন এমন হয়ে যায় যে, সে ঘর থেকে বেরই হয় না।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) সাঈদ বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দিকে তাকালেন তিনি।

উত্তরে বললেনঃ আমীরুল মু'মেনীন! আমার কোন খাদেম নেই আমার পরিধানের মত এক জোড়া কাপড়ই আছে মাসে একদিন নিজেই তা ধৌত করি এবং তা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করি। আর এভাবে বের হতে হবে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের চতুর্থ অভিযোগ কি? বললঃ প্রায়ই সে সংজ্ঞাহীন থাকে এর কারণ কি?

বললেনঃ আমি ঐ লোকদের মাঝে ছিলাম যারা মক্কায় খুবাইব ইবনে আদী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে শূলীতে চড়াতে দেখেছিলাম তখন আমি মুশরিক ছিলাম। কুরাইশরা তার শরীর বর্শার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করছিল আর বলছিলঃ

«أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ» .

"তুমি কি চাও তোমার স্থানে মুহাম্মাদ হোক।"

খুবাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«وَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنِّي فِي أَهْلِي وَوَلَدِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِيكَ بِشَوْكَةٍ» .

আল্লাহর কসম! আমি এও চাই না যে, তাঁর শরীরে কোন কাঁটা ফুটুক আর আমি আমার পরিবার বর্গের মাঝে আনন্দে থাকি।"

ঐ অন্যায় কাজে আমি তখন মুশরিকদেরকে সহযোগিতা করছিলাম। যখন ঐ দৃশ্য আমার চোখের সামনে আসে তখন লজ্জা-শরমে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাই। আমার চিন্তা হতে থাকে যে কিয়ামতের দিন আমার প্রভু আমাকে না জানি জিজ্ঞেস করে ফেলে। আফসোস! আমি যদি ঐ সময় মুসলমান হতাম খুবাইব (রাযিআল্লাহু আনহু) কে সাহায্য করতাম, কাফেরদেরকে বাঁধা দিতাম অথবা নিজেও খুবাইব (রাযিআল্লাহু আনহু)এর সাথে শহীদ হয়ে যেতাম।

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন এ সমস্ত উত্তর শুনলেন তখন বললেনঃ

«الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَفِلْ فِرَاسَتِي».

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা আমি যাকে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করেছি সে দূর্বল নয়।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে আরও এক হাজার দিনার দিল যাতে করে সে তার ঘরের প্রয়োজন মিটাতে পারে। সাঈদ (রাযিআল্লাহু আনহু) স্ত্রী যখন তা দেখল তখন বললঃ এ দিয়ে আমরা আমাদের চলাচলের জন্য কোন যান বাহন এবং খাদেমের ব্যবস্থা করতে পারব।

সাঈদ (রাযিআল্লাহু আনহু) স্ত্রীকে বললঃ এর চেয়ে উত্তম জিনিস কোন গ্রহণ করব না। বললঃ তা কি? বললঃ এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাঁর কাছ থেকে এর প্রতিদান নিব। তার নেককার স্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে বললঃ ভাল কথা। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিন।

নিজের পরিবারের কোন একজনকে ডাকল এবং বললঃ এ দীনার গুলি নিয়ে গিয়ে অমুক এতীমকে এত দিবে, অমুক মিসকীনকে এত দিবে, অমুক বিধবাকে এত দিবে, অমুক অভাবীকে এত দিবে। এভাবে পুরা অংকই ঐ বৈঠকে শেষ করে দিল। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হউন।[1]

1. হুলইয়াতুল আউলিয়া- ১/২৪৫-২৪৭, তারিখ দিমাশক আল-কাবীর-২৩/১১৫।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ এক লোক অন্য কোন স্থানে কোন পরিচিত লোককে দেখতে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা রাস্তার মাঝে এক ফেরেশতাকে বসিয়ে দিয়েছেন। যখন ঐ লোক ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন ফেরেশতা তাকে থামিয়ে বললঃ

«أَيْنَ تُرِيدُ؟».

তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ?

সে বললঃ

«أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ».

এ গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখতে যাব, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল সে কি তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছিল যার প্রতিদান দেয়ার জন্য বা স্থায়ী করার জন্য যাচ্ছ?

সে বললঃ

«هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا».

না শুধু এ জন্য যে, আমি আল্লাহর জন্য তাকে ভালবাসী। ফেরেশতা বললঃ

«فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».

আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, যাতে করে তোমাকে এ খবর দেই যে, আল্লাহ তোমাকে ঐ রকমই ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে ভালবাস।[1]

---

1. মুসলিম-২৫৬৭, মুসনাদে আহমদ-২/২৯২।

মুসলমানের গোপনীয়তা রক্ষা

উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা)এর সাথে অভ্যাস অনুযায়ী রাতে ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা দেখছিলেন। রাতের অন্ধকারের মধ্যে তার কাছে হঠাৎ আলোর মত মনে হল তখন তিনি আলোর দিকে চলতে থাকলেন। সামনে একটি ঘর দেখতে পেলেন যে, তার ভিতর থেকে আলো বাহিরে আসছে। হঠাৎ উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) ঘরের আঙ্গীনায় প্রবেশ করে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন। এক বৃদ্ধ তার হাতে পান পাত্র আর সামনে এক গায়িকা, অর্ধরাতের সময় উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে উচ্চস্বরে ডাকলেনঃ

«مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ مَنْظَرًا أَقْبَحَ مِنْ شَيخٍ يَنْتَظِرُ أَجَلَهُ».

আমি আজ রাতে এ বৃদ্ধের চেয়ে অধিক খারাপ লোক এবং এর চেয়ে লজ্জাস্কর দৃশ্য আর দেখি নাই যে, মৃত্যু তার অপেক্ষা করছে আর সে মদ্যপানে মত্ত হয়ে কঠিন পাপের বোঝা স্বীয় মাথায় তুলছে।

ঐ বৃদ্ধ বলতে লাগলঃ আমীরুল মুমেনীন! ডনঃসন্দেহে আমি যে কাজ করতেছি তা খারাপ; কিন্তু একটু চিন্তা করুন যে কাজ আপনি করেছেন তা এর চেয়েও অধিক খারাপ। আপনি গোয়েন্দাগিরি করেছেন অথচ ইসলাম তা থেকে নিষেধ করেছে। আর আপনি আমার ঘরে আমার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করেছেন অথচ তা নিষেধ। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ তুমি সত্য বলেছ। অতপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেলেন এবং নিজে নিজে বলতে লাগলেনঃ

«ثَكِلَتْ عُمَرَ أُمُّهُ إِنْ لَّمْ يَغْفِرْ لَهُ رَبُّهُ، يَجِدُ هَذَا - كَانَ يَسْتَخْفِي بِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَيَقُولُ: الآنَ رَآنِي عُمَرُ فَيَتَتَابَعُ فِيهِ».

“উমরকে তা মা খুঁজে না পাক, তাকে যদি তার প্রভু ক্ষমা না করে, সে তো তার ঘরের লোকদের সাথে চুপে চুপে পাপ করছিল, এখন সে বলবে, যে উমর আমাকে দেখে ফেলেছে এবং বার বার এ পাপে লিপ্ত হবে।”

এ ঘটনার পূর্বে এ ব্যক্তি উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বৈঠকে প্রতিদিন উপস্থিত থাকত, এখন সে ভয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া বাদ দিয়েছে। কিছুদিন পর একদিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় বৈঠকে বসেছিলেন এমতাবস্থায় দেখলেন যে, ঐ বৃদ্ধ চুপে চুপে ঐ বৈঠকে প্রবেশ করেছে। বৈঠকে অনেক লোক বসে ছিলেন, এ ব্যক্তি বৈঠকের শেষ প্রান্ত বসে গেছে। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে দেখেছেন, তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ঐ বৃদ্ধকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। ঐ লোক পেরেশান হয়ে গেল যে, আমি তো এটাই ভয় করছিলাম। যাই হোক লোকেরা বললঃ যাও উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) তোমাকে ডেকেছে। সে ভয়ে ভয়ে কাছে এসে বসল, তিনি তাকে আরো কাছে ডাকলেন। সে কিছুটা নিকটবর্তী হলে তাকে বললেনঃ আরো কাছে আস। এভাবে তাকে নিজের খুব নিকটে বসালেন, অতপর বললেনঃ তোমার কান আমার কাছে আন অতপর তার কানের কাছে বললঃ

«أَمَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ رَسُولًا ! مَا أَخْبَرْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بِمَا رَأَيْتُ مِنْكَ ، وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ مَعِي».

শোন! ঐ সত্ত্বার কসম! যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য সহকারে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। ঐ দিন আমি যা কিছু দেখেছি তা কাউকে বলি নাই। এমন কি ইবনে মাসউদকে ও না। অথচ সে আমার সাথেই ছিল।

ঐ ব্যক্তি বললঃ আমীরুল মু'মেনীন! আপনার কান আমার নিকটবর্তী করেন। অতপর তিনি বললেনঃ

«وَلَا أَنَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ رَسُولًا ، مَا عُدْتُ إِلَيهِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسَ هَذَا».

ঐ সত্ত্বার কসম! যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য সহকারে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। ঐ দিন থেকে নিয়ে আজকে এ বৈঠকে বসা পর্যন্ত আমি দ্বিতীয়বার ঐ কাজে লিপ্ত হয় নাই। উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু) একথা শুনে এত খুশী হলেন যে, তিনি উচ্চ কন্ঠে বললেনঃ "আল্লাহু আকবার" লোকেরা মোটেও বুজতে পারে নাই, যে কেন উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলল।

1. হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৯, কান্জুল উম্মাল-২/১৪১।

জানতে পারে নাই

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। শাম দেশের তারসুস নগরীতে প্রায়ই তিনি যাতায়াত করতেন। বেশির ভাগ সময় রোকা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। ওখানকার এক যুবক তার নিকট আসত, তার খেদমত করত, তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিত এবং তার কাছ থেকে হাদীসের দারস নিত। এভাবে তার সাথে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একবার তিনি আসলেন কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। তার একটু তাড়াহুড়া ছিল তাই সাথীদের সাথে বের হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর পুণরায় আসলেন এসেই লোকদেরকে ঐ যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা বলল যে, ঐ যুবক ঋণগ্রস্ত ছিল। যখন সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই, তখন ঋণদাতা তার নামে কেইস করেছে তাই সে এখন জেলে। জিজ্ঞেস করল যে, কত টাকার ঋণ ছিল। বললঃ দশ হাজার দিরহাম। আব্দুল্লাহ বিন মোবারক ঐ ব্যক্তিকে খুঁজতে লাগলেন যার কাছ থেকে এ যুবক ঋণ নিয়েছিল। রাত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল। তাকে ডেকে পৃথকভাবে বললঃ আমি তোমাকে ঐ যুবকের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিব। কিন্তু এক শর্তে সে বললঃ কি শর্ত? বললঃ যতদিন আমি বেচে থাকব ততদিন তাকে বলবা না যে, তার ঋণ কে পরিশোধ করেছে। সে বললঃ আমার কোন বাঁধা নেই, আমি ওয়াদা করছি কাউকে বলব না।

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) তাকে দশ হাজার দিরহামদ দিয়ে দিলেন। আর তখন যেহেতু রাত ছিল তাই যুবককে পরের দিন ছাড়া জেলখানা থেকে বের করার উপায় ছিল না। আর আব্দুল্লাহ বিন মোবারক ঐ রাতেই ঐ শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। পরের দিন যুবক জেল থেকে বের হয়ে জানতে পারল যে, আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) এখানেই ছিলেন এবং তার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তখন সে তার মুহাব্বতে উস্তাদকে খুঁজতে লাগল এবং জিজ্ঞেস করে করে সামনের শহরে তাঁকে পেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ যুবক তুমি কোথায় ছিলা, আমি তোমাদের শহরে ছিলাম তোমাকে দেখলাম না। সে বললঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম তাই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। আব্দুল্লাহ মুবারক (রহঃ) বললেনঃ কিন্তু বল কি করে তুমি জেল থেকে মুক্তি পেলে? যুবক বিস্তারিত বললঃ যে কোন নেক বান্দা সহযোগিতা করেছে; কিন্তু আমি তাকে চিনি না। সে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে আর এতে আমার

কেইস শেষ হয়ে গেছে এবং আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি। আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) বললেনঃ হে আমার প্রিয়! ঐ ব্যক্তির জন্য দু'আ কর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি তোমাকে জেল থেকে মুক্ত করেছেন। ঐ যুবককে তিনি অনুভব করতে দেন নাই যে তার ঋণ তিনিই পরিশোধ করেছেন। জেল থেকে মুক্তির রহস্য সে তখনই উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল যখন আব্দুল্লাহ বিন মোবারক এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।[1]

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নেক বান্দাগণ গোপন ভাবে মানুষের সাহায্য করেন এবং এ হাদীসের আলোকে নিঃসন্দেহে সে তার সওয়াব পাবে, কিয়ামতের দিন সাত প্রকার লোক আরশের ছায়া লাভ করবে। যেদিন অন্য আর কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিও থাকবে যে, গোপনভাবে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারবে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে।[2] ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) এ হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে এ কাজ করেছিলেন।

1. সিয়ার আলামুন নুবালা-৮/৩৮৬ তারিখে বাগদাদ-১০/১৫৯।
2. বুখারী-৬৬০, মুসলিম-১০৩১।

সবচেয়ে বড় ভুল

সাকীফ বংশীয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় যুলুম, হত্যা, লুটপাট ইত্যারি জন্য ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। একদিন সে তার দরবারে বসেছিল তার আশে পাশে কিছু ইরাকী চাটুকার বসেছিল। হঠাৎ সেখানে এক খারেজী বাচ্চাকে নিয়ে আসা হল। তার বয়স মোটামুটি বার তের বছর হবে। এখনও তার গোফ উঠে নাই; কিন্তু তার চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল। ছেলেটি উপস্থিত লোকদেরকে কোন পরোয়া না করে দরবারের আসবাব পত্রের প্রতি চোখ ঘুরাতে থাকল সে মোটেও অনুভব করতে পারে নাই যে, এটা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দরবার। সে কখনও কখনও নিজের গর্দানকে ডানে বামে ফেরাতে থাকল অবশ্য বিভিন্ন জিনিস দেখে তার চেহরায় আশ্চার্য হওয়ার ছাপ ছিল। সম্ভবত এই প্রথম সে কোন দরবারের সাজ-সজ্জা দেখছিল। হঠাৎ সে কানে হাত রেখে উচ্চ স্বরে পড়তে লাগলঃ

﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾﴾ (1)

"তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করেছ নিরর্থক, আর তোমরা প্রসাদ-নির্মাণ করেছ এমন করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা শু'আরাঃ ১২৮-১২৯)

হাজ্জাজ টেক লাগিয়ে বসেছিল, ছেলেটির কথা শুনে দ্রুত উঠে বসে বললঃ এই ছেলে এদিকে এস! তোমার চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। তুমি কি কোরআন মুখস্ত করেছ?

"أَحفظتَ القرْآن؟"

উত্তরে ছেলেটি শাব্দিক অর্থে বললঃ

«أَوَخِفْتَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّيَاعِ حَتَّى أَحْفَظَهُ، وَقَدْ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى».

তুমি কি কোরআন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছ যে তাকে আমি সংরক্ষণ করব? তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিয়ে রেখেছেন।

হাজ্জাজঃ তুমি কি কোরআন একত্রিত করেছ?

«أَفَجَمَعْتَ الْقُرْآنَ؟»

(তার উদ্দেশ্য পূর্বের কথাই যে তুমি কি কোরআন মুখস্ত করেছ?)

ঐ বুদ্ধিমান ছেলে শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বললঃ

«أَوَ كَانَ مُفَرَّقًا حَتَّى أَجْمَعَهُ؟»

কোরআন কি বিক্ষিপ্ত ছিল যে আমি একত্রিত করব?

এতে হাজ্জাজ কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললঃ

«أَفَأَحْكَمْتَ الْقُرْآنَ؟»

তুমি কি কোরআন কণ্ঠস্থ করেছ?

ছেলেটি উত্তরে আবার শাব্দিক অর্থে বললঃ

«أَلَيْسَ اللهُ أَنْزَلَهُ مُحْكَمًا»

আল্লাহ কি তা সুরক্ষিত করে অবতীর্ণ করেন নাই?

হাজ্জাজ বললঃ

«أَسْتَظْهَرْتَ الْقُرْآنَ؟»

তুমি কি কোরআনের কিছু অংশ মৌখিকভাবে মুখস্থ করেছ? ছেলেটি আবারও শাব্দিক অর্থে উত্তরে বললঃ

«مَعَاذَ اللهِ! أَنْ أَجْعَلَ الْقُرْآنَ وَرَاءَ ظَهْرِي»

আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কোরআন কারীম থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়া থেকে (শুধু মৌখিক মুখস্থ থেকে)।

হাজ্জাজ যখন কোন উত্তর পাচ্ছিল না তখন রাগান্বিত হয়ে বললঃ তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। আমি কি বলতেছি, তুই বল আমার কি বলতে হবে?

ছেলেঃ ধ্বংস ও মৃত্যু আমার নয় বরং তোমার এবং তোমার কাওমের জন্য।

তোমার বলা দরকার ছিলঃ

«أَوَعَيْتَ الْقُرْآنَ فِي صَدْرِكَ»

তুমি কি তোমার বুকে কোরআন হেফজ করেছ।

হাজ্জাজঃ আচ্ছা কোরআন পাকের কিছু অংশ তেলাওয়াত কর। ছেলেটি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে কোরআন কারীম তেলাওয়াত শুরু করলঃ

«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ - يخرجون من - دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ②﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি দেখবে যে দলে দলে লোক দ্বীন থেকে বের হচ্ছে।

হাজ্জাজ তোমার ক্ষতি হোক কোরআনে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশের কথা আছে আর আয়াতটি হল এইঃ

﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ②﴾

ছেলেঃ এক সময় ছিল যখন দলে দলে মানুষ দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিন্তু আজ দলে দলে লোক দ্বীন থেকে বের হচ্ছে।

হাজ্জাজঃ কেন?

ছেলেঃ মানুষের সাথে তোমার খারাপ আচরণের কারণে।

হাজ্জাজঃ তোমার ধ্বংস হোক তুমি কি জান কার সাথে কথা বলছ?

ছেলেঃ হ্যাঁ, আমি সাকীফ বংশের শয়তান হাজ্জাজের সাথে কথা বলছি।

হাজ্জাজঃ তোমার অকল্যাণ হউক! তোমাকে কে লালন-পালন করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে?

ছেলেঃ যে তোমাকে লালন করেছে।

হাজ্জাজঃ তোমার মা কে?

ছেলেঃ যে আমাকে জন্ম দিয়েছে।

হাজ্জাজঃ তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছ?

ছেলেঃ জঙ্গলে।

হাজ্জাজঃ কোথায় লালিত পালিত হয়েছ?

ছেলেঃ মরুভূমিতে।

হাজ্জাজঃ তুমি কি পাগল তোমার চিকিৎসা করাব?

ছেলেঃ যদি আমি পাগল হতাম তাহলে তোমার দরবারে আসার সুযোগ হত না এবং তোমার সাথে এভাবে কথাবার্তাও বলতে পারতাম না; বরং অন্যান্য উপস্থিতিদের ন্যায় হাতে হাত রেখে তোমার সামনে দন্ডায়মান থাকতাম যাতে আমিও কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারি। অথবা শাস্তির ভয়ে তোমার সামনে দূর্বল রোগীর ন্যায় পরমুখী দৃষ্টি নিয়ে দন্ডায়মান থাকতাম।

হাজ্জাজঃ আমীরুল মু'মেনীনের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?

ছেলেঃ আল্লাহ তায়ালা আবুল হাসান আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর প্রতি রহম করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস তথা উচ্চ মর্যাদা দিন।

হাজ্জাজঃ আমার উদ্দেশ্য তা নয় যা তুমি বুঝেছ। আমি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের কথা বলছি।

ছেলেঃ ওহ! ওর কথা বলছ! সে তো ফাসেক, ফাজের, তার উপর আল্লাহর লা'নত।

হাজ্জাজঃ তোমার ক্ষতি হোক! তুমি আমীরুল মোমেনীনকে লা'নতের উপযুক্ত কেন মনে করলে?

ছেলেঃ সে এমন এক ভুল করেছে যা জগতের সবচেয়ে বড় ভুল।

হাজ্জাজঃ কোন্ ভুল?

ছেলেঃ সে তোমার মত যালেমকে জনপ্রতিনিধি করেছে। আর তুমি মানুষের ধন-সম্পদ অন্যানভাবে দখল করছ এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাত করছ। একথা শোনামাত্র হাজ্জাজ অগ্নিশর্মা হয়ে উপস্থিতিদের দিকে তাকিয়ে বললঃ বল এ বেআদব ছেলের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা?

দরবারের উপস্থিত লোকেরা বললঃ এ ছেলেকে হত্যা করা হউক। তাকে কতল করা মোবাহ। কেননা সে আনুগত্য এবং নির্দেশ না মানার দন্ডে লিপ্ত হয়েছে এবং সরাসরী গাদ্দারী করেছে।

ছেলেঃ হে হাজ্জাজ! তোমার দরবারে উপস্থিত এবং চাটুকাররা তোমার ভাই ফেরআউনের দরবারে উপস্থিত লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট; বরং এদের চেয়ে ওরা উত্তম ছিল। যখন ফেরআউন তাদের নিকট মূসা ও হারুন (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে পরামর্শ চাইল তখন তারা বললঃ

أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

তাকে এবং তার ভাইকে সুযোগ দাও। আর এরা তোমাকে আমাকে কতল করার পরামর্শ দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! যখন তুমি আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের দরবারে উপস্থিত হবে, তখন তোমার নিকট কোন দলীল এবং পথ থাকবে না। আর তুমি ভাল করেই জান যে, ঐ দিন যালেম ও অহংকারীরা বর্ণনাতীত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

হাজ্জাজঃ ছেলে শোন! মুখ সামলিয়ে কথা বল এবং বড়দের সাথে কথা বলা শিখ, আমি তোর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোকে চার হাজার দিরহাম দেয়া হবে।

ছেলেঃ আমি আপনার ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নই।

«بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ وَأَعْلَى كَعْبَكَ».

আল্লাহ তোর মর্যাদা বৃদ্ধি করুক। এটা বাহ্যিক দু'আ ছিল মূলতঃ সে এর মাধ্যমে তার অকল্যাণ কামনা করেছে।

হাজ্জাজ তার দরবারে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললঃ তোমরা কি জান যে, তার

«بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ وَأَعْلَى كَعْبَكَ».

এর উদ্দেশ্য কি? তারা বললঃ আপনিই বলুনঃ

আল্লাহ তোমার চেহারাকে সাদা করুন থেকে তার উদ্দেশ্য হলঃ

(بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ)

কুষ্ঠ রোগ এবং অন্ধ হওয়ার বদ্‌দু'আ এবং

(أَعْلَى كَعْبَكَ)

আমাকে শূলে চড়ানো উদ্দেশ্য। অতপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ বল আমি যা বললাম তা কি সঠিক, না সঠিক নয়?

ছেলেঃ আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, তুমি কত সূক্ষ্ম জ্ঞানী, নিঃসন্দেহে আমার কথার যে ব্যাখ্যা তুমি করেছ তা সত্য এবং এটাই আমার উদ্দেশ্য।

হাজ্জাজঃ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তার দিকে তাকাল রাগে তার শরীর কাঁপতে ছিল। বে আদব ছেলে! তোর এত বড় সাহস, তুই আমার সামনে এ ধরণের খারাপ ভাষা ব্যবহার করলি। যাও তাকে নিয়ে গিয়ে কতল কর!

দরবার নীরব হয়ে গেল। বার তের বছরের এক মা'সুম বাচ্চা, জ্ঞান বুদ্ধি, বাহাদূরীতে অতুলনীয়। নিহত হয়ে যাবে, উপস্থিত লোকদের করুণা হল। রোকাশী নামী একজন সে হাজ্জাজের খুব স্নেহভাজন ছিল। সে আরজ করল! আমীরের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাক, এ ছেলে কে আমার দিয়ে দাও।

হাজ্জাজঃ আচ্ছা তুমি যদি চাও তাহলে আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব; কিন্তু শোন! একথা ঠিক যে, এখন থেকে সে তোমার তবে আমি দু'আ করি এর মাধ্যমে তোমার যেন কোন বরকত না হয়।

ছেলেঃ আমি বুঝতেছি না, তোমাদের উভয়ের মাঝে কে বড় আহমক, যে আমাকে ছেড়ে দিল না যে আমাকে গ্রহণ করল?

রোকাশী বলতে লাগল, ছেলেঃ তুমি আজীব লোক,আমি তোমাকে হত্যা থেকে রক্ষা করলাম আর তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ আর আমাকেই পরিহাস করছ!

ছেলেঃ আল্লাহর কসম! আমি চাই আমি শহীদ হই! আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাওয়া নিজের পরিবারে ফিরে যাওয়ার চেয়ে কতইনা উত্তম।

হাজ্জাজঃ ছেলে! আমি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম পুরস্কার হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি, তুমি যে কটুবাক্য ব্যবহার করেছ তা আমি এজন্য ক্ষমা করে দিয়েছি যে, তুমি এখনও ছোট, তোমার মস্তিষ্ক পরিস্কার, তুমি আল্লাহর উপর ভরসাকারী, আর দেখ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি কখনও ক্ষমতাসীন লোকদের সাথে এমন আচরণ করবে না। হতে পারে যে, সে তা সহ্য করবে না। যেভাবে আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি সে হয়ত এভাবে ক্ষমা করবে না।

ছেলেঃ মূলতঃ ক্ষমা তো আল্লাহর হাতে তোমার হাতে নয় এবং কৃতজ্ঞতাও তোমার নয় বরং আল্লাহর জন্য। আর আমি দু'আ করি যে, আমি আর তুমি যেন দ্বিতীয়বার কোথাও মিলিত না হই।

ছেলেটি একথা বলে যখন দরবার থেকে বের হচ্ছিল তখন সিপাহীরা তাকে ধরে ফেললঃ কিন্তু হাজ্জাজ তাদেরকে বললঃ যে তাকে ছেড়ে দাও। আমি জীবনে কখনও এর চেয়ে সুসাহিত্যিক, বাকপটু, বাহাদুর ছেলে দেখি নাই। আর ভবিষ্যতেও হয়ত দেখব না। আমার মন বলছে যে, এ ছেলে বেঁচে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে বড় মানুষ হবে এবং সে সমকালের আশ্চার্য বিষয় হবে। ঐতিহাসিকগণ বলেনঃ এ ছেলে বেশি দিন বেঁচে ছিল না, হয়ত বা হাজ্জাজের নির্দেশক্রমে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়েছে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

খাদেমের উদারতা

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর তৈয়ার (রাযিআল্লাহু আনহু) উদারতায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা কোন বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সেখানে এক খাদেমকে দেখতে পেলেন সে বাগানে খেজুর জমা করছে। সাথে সাথে অন্যান্য ছোট খাট কাজও করছে। ছেলেটিকে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর খুব পছন্দ করলেন। আর তার চাল চলন লক্ষ্য করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে বাগানের মালিকের ছেলে এসে পৌঁছল। তার হাতে দুইটি রুটি ছিল। সে খাদেমকে রুটি দিল আর সে একটু সরে গিয়ে রুটি খেতে বসল।

সে দেখল একটি কুকুর তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং লেজ নড়াচ্ছে, ছেলেটি একটি রুটি কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করল আর কুকুর দ্রুত রুটি খেয়ে ফেলল এবং আবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে লেজ নড়াতে শুরু করল। ছেলেটি দ্বিতীয় রুটিও কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করল এবং নিজে উঠে গিয়ে কাজে লেগে গেল।

তার এ আচরণ প্রত্যক্ষ করে আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর আশ্চার্যান্বিত হল। তার নিকটবর্তী হল এবং বললঃ হে ছেলে! তোমার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা কি?

ছেলেটি বললঃ এই তো যা আপনি দেখলেন।

আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ তুমি তোমার দু'টি রুটি কেন কুকুরকে দিয়ে দিলে?

ছেলেটি বললঃ জনাব! আমাদের এ এলাকায় কুকুর নেই আমার মনে হয় ক্ষুধার তাড়নায়ই এ কুকুরটি এখানে এসেছে। তাই আমি তাকে আমার চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের রুটি তাকে দিয়ে দিয়েছি।

আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলঃ তুমি আজ রাত কিভাবে কাটাবে?

সে বললঃ আজ রাতে ক্ষুধার্তই থাকব। আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) নিজে নিজে বললঃ

লোকেরা আমার উদারতা দেখে বলে যে, সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উদারতা প্রকৃতপক্ষে এ ছেলে আমার চেয়েও অনেক বেশি উদার।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিআল্লাহু আনহু) এ খাদেমের মালিকের নিকট গিয়ে বললঃ ভাই এ খাদেম আমার নিকট বিক্রি করে দাও।

খাদেমের মালিক বললঃ জনাব! আপনি তাকে কেন খরিদ করতে চাচ্ছেন?

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললঃ তাই আমার মন চায় যে আমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেই এমন কি এ বাগানও খরিদ করে তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেই। যাতে করে সে আরামে জীবন-যাপন করতে পারে।

এ ছেলের মালিক বলতে লাগলঃ জনাব, আপনি তার একটি মাত্র গুণ দেখে তার উপর দয়া পরবশ হয়ে গেলেন, আমরা তো প্রতিদিনই তার অসংখ্য গুণাবলি প্রত্যক্ষ করি। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ খাদেমকে মুক্ত করে দিলাম। আর এ বাগান এও আমার পক্ষ থেকে তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলাম।

অক্ষম মূর্তী

ইয়াস্রিবে (মদীনায়) তখনও ইসলামের প্রাথমিক পর্যায় ছিল। তখন মূর্তী পূজার রমরমা অবস্থা ছিল। আমর নিব জুমুহ বনু সালমার একজন সরদার ছিলেন। তার মূর্তীও নাম ছিল "মানাত" এ মূর্তী অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সুদক্ষ কারিগররা তার সুন্দর করার কোন প্রকার ক্রুটি করে নাই। আমর প্রতিদিন শরীরে সুগন্ধি মাখাত। তার সেবা যত্ন করত। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখত। সকাল-বিকাল তার জিয়ারত করত। যতদূর সম্ভব তার জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করত। সে তার মুহাব্বতে অন্ধ ছিল।

একদা আমর বিন জুমুহ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মানতের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তার খুব প্রশংসা করল। তার ফযীলত বর্ণনা করল। অতপর বলতে লাগল মানাত! তুমি তো জান যে, আমাদের এখানে নতুন দ্বীন নিয়ে এক দূত এসেছে। সে ইসলামের প্রচার প্রপাগান্ডা শুরু করেছে, তার একান্ত ইচ্ছা যে, সে আমাদেরকে তোমার কাছে আসা থেকে বাঁধা দিবে। সে আমাদের অন্তর থেকে তোমার মুহাব্বত মুছে দিতে চায়। আমি তার সাথে যুদ্ধ করতে চাই এবং আমার ইচ্ছা যে, এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই। কিন্তু প্রথমে তোমার সাথে পরামর্শ করা ভাল মনে করলাম এরপরে তার সাথে কথা বলব। দয়া করে তুমি আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমার কি করা উচিত।

মানাত তার কথার কোন উত্তর দিল না। আমর পুনরায় খুব বিনয়ের সাথে বলতে লাগল মনে হচ্ছে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ, আমি তো কোন ভুল কথা বলি নাই। যা তোমার কাছে খারাপ লাগতে পারে। আচ্ছা যদি তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে থাক তাহলে ঠিক আছে, আমি কয়েকদিন পর তোমার নিকট আসব যাতে করে তোমার রাগ মিটে যায়।

এদিকে আমরের ছেলে মুয়াজ বিন আমর মুসলমান হয়ে গেছে। মানাতের প্রতি তার পিতার মুহাব্বতের কথা সে জানত। সে তার একান্ত বন্ধু মুয়াজ বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইল। তারা উভয়েই বনী সালমার যুবক ছিল। তারা উভয়ে মিলে একটি সিদ্ধান্ত নিল, রাতে তাকে কাঁধে উঠিয়ে বনি সালমার কুপে নিক্ষেপ করল। এ ছিল একটি পরিত্যক্ত কুপ বনি সালমা বংশের লোকেরা এ কুপে ময়লা আবর্জনা ফেলত।

প্রভাতে আমর তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী বরকত হাসিলের জন্য মানাতের নিকট আসল মানাতকে না দেখতে পেয়ে তার খুব চিন্তা হল সে উচ্চ স্বরে বললঃ কে ঐ দুর্ভাগা যে, আমার মা'বূদের সাথে আজ রাতে যুলুম করেছে? তার ছেলে স্বীয় পিতার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল, শুয়ে শুয়ে সে তা দেখতে পাচ্ছিল; কিন্তু উত্তর দেয়া সে ভাল মনে করে নাই।

আমর তার প্রিয় মূর্তীর খোঁজে বের হয়ে গেল। রাগে কাঁপতে ছিল। উত্তেজিত হচ্ছিল, ভর ভর করে মনে মনে কথা বলতে এবং মূর্তী খুজতে থাকল ডানে বামে দেখে; কিন্তু মানাত চোখে পরছে না। পাগল হয়ে সামনে গিয়ে দেখছে মানাত দূর্গন্ধযুক্ত কুপে উপুর হয়ে পরে আছে। তাড়াতাড়ি করে তাকে ওখান থেকে বের করে ধুয়ে সুগন্ধি মেখে আবারও যথাস্থানে স্থাপন করল।

পরের দিন ও মুয়ায বিন আমর এবং মুয়াজ বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহুমা) অন্যান্য যুবকদের সাথে মিলে মানাতের সাথে পূর্বের আচরণ করল। প্রভাতে স্বীয় অভ্যাস মুতাবিক আমর মানাতের পূজার এবং সালাম জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তার রুমে গেল; কিন্তু দেখল যে মানাত সেখানে নাই। কুয়ার দিকে ছুটে গিয়ে দেখছে তার প্রিয় মানাত দূর্গন্ধময় পানিতে পরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তার দুঃখও হল এবং খারাপও লাগল; কিন্তু এরপরও তার মা'বূদ ছিল। তাই তার অন্তরে মূর্তীর মুহাব্বত ছিল। তাই সে দূর্গন্ধযুক্ত কুপ থেকে তাকে বের করল, গোসল করাল এবং সুগন্ধি লাগাল, আবারও যথাস্থানে স্থাপন করল। তখন সে মানাতের কাঁধে তলোয়ার লটকিয়ে বললঃ মানাত সাহেব। এরপর যদি তোমার নিকট কেউ আসে এবং তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তখন এই তরবারীর সাহায্যে নিজেকে হেফাযত করবে।

পরের দিন ঐ যুবকরা নতুন প্রোগ্রাম করল। তারা মানাতকে উঠিয়ে এক মৃত কুকুরের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে তলোয়ার উঠিয়ে রাখল। আর তাকে আবারো দুর্গন্ধযুক্ত কুপে নিক্ষেপ করল। পরের দিন সকালে বৃদ্ধ আমর উঠে সরাসরি মানাতের রুমে গিয়ে দেখছে রুম পূর্বের ন্যায় ফাঁকা তখন সে ঐ কুপের দিকে গিয়ে দেখছে মানাত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় দূর্গন্ধের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার সাথে তলোয়ার ও নেই। তখন আমরের মাথা ঠিক হল, যখন তার প্রিয় মানাতকে দূর্গন্ধের মাঝে কুকুরের সাথে হাবুডুবু খেতে দেখল তখন সে উচ্চস্বরে বললঃ

«وَاللهِ! لَوْ كُنْتَ إِلَهًا لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسَطَ بِئْرٍ فِي قَرَنٍ».

আল্লাহর কসম! তুমি যদি মা'বূদ হইতা তাহলে কুকুরের সাথে দূর্গন্ধযুক্ত কুপে এক সাথে হাবুডুবু খাইতা না।

এতক্ষণে আমর অলসতার তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হল। ঈমানের নূরে অন্তর আলোকিত হল। প্রকৃত সত্য সামনে দেখল সে তখন তার সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। এরপর মানাতের নিকট গিয়ে তাকে স্বীয় পায়ে পদদলিত করল। তাকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলল। সে চিন্তা করল যে, আমি কত পথভ্রষ্ট ছিলাম যে, এক কাঠের লাকড়ীর পূঁজা করতাম। আমার জীবন কত অন্ধকার ছিল। এখন সে সীরাতে মুস্তাকীমের পথিক হল। ইসলামের সাহায্যকারী, তার সামনে অতীতের অলসতা দূর করার একটাই রাস্তা থাকল যে, ইসলামের উপর অটল থাকা। আমর তার জান, মাল সন্তান ইসলামের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।[1]

1. এ ঘটনা বিস্তারিত দেখুন উসদুল গাবা-৪/১৯৫, সীয়ারে আলামুন নুবালা-১/২৫৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

থাপ্পর মারার প্রতিফল

ইমাম বুখারী এ ঘটনাটি স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে দু'আ করতেছে এবং বলছেঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না।

আমি তাকে বললামঃ হে আল্লাহর বান্দা! চিন্তা করে দেখ যে তুমি বায়তুল্লায় কি বলছ, তুমি এমন কি পাপ করেছ যে, তুমি আল্লাহর নিকট নিরাশ হচ্ছ?

বললঃ শোন! আমি উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর শত্রুদের একজন। আমি বিদ্রোহীদের সাথে ছিলাম। তাই আমি নিয়ত করেছিলাম যে, আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মুখে (আল্লাহ মাফ করুন) থাপ্পর মারব। তার জীবদ্দশায় আমি তা করার সুযোগ পাই নাই। তবে যখন তাকে শহীদ করা হল তাকে কাফন দিয়ে ভেতরে রাখা হল, তখন মানুষ রুমে এসে তার চেহারা দেখতেছিল। আমি চেহারা দেখার ভান করে রুমে ঢুকলাম, তখন রুমে কেউ ছিল না। আমি সুযোগ পেয়ে তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে তাকে থাপ্পর মারলাম। তখন আমার ডান হাত শুকিয়ে গেল।

ইবনে সিরীন বলেনঃ আমি ঐ দুর্ভাগারত হাত দেখেছি তা লাকড়ীর মত শুকনা ছিল।

হাদীস অন্বেষণ

আজকে হাদীসসমূহ যেভাবে গ্রন্থাকারে আছে মূলতঃ এটা মুহাদ্দেসীনগণের কঠোর সাধনার ফল। মুহাদ্দেসীনগণ যেভাবে দূর দূরান্ত সফর করে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাদীসসমূহকে একত্রিত করেছেন পৃথিবীর মানব ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেনঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি একটি হাদীস শিখার জন্য কয়েক দিন ব্যাপী লম্বা সফর করেছি।

আবু আলিয়া রফিউদ্দিন বিন মেহরান যে ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা বসরার অধিবাসী, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসসমূহ লোক মুখে শুনেছি, আমাদের খুব আগ্রহ ছিল যে, হাদীস সরাসরি সাহাবা থেকে শুনব তাই আমরা বসরা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফর করেছি এবং সরাসরি সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) থেকে হাদীস শুনেছি।

আবু আইমান আলেমী হাম্বলী তার "মানহায আহমদ" নামক গ্রন্থে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) সম্পর্কে বলেনঃ যে, ইমাম সাহেব ১৬ বছর বয়সে হাদীসের জ্ঞান অর্জন শুরু করেছেন। ১৮৩ হিজরীতে কুফা আগমন করেন অতপর ঐ বছর তিনি ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়াইনার নিকট ইলমে হাদীস শিখার জন্য মক্কা মুকাররামায় সফর করেন এবং প্রথমে হজ্জও করেছেন। অতপর ১৮৭ হিজরীতে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য সানয়া (ইয়ামান) অভিমুখে রওয়া করেন। এ সফরে ইয়াহইয়া বিন মুঈন ও তার সাথে ছিল। (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।)

কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে একটি পরামর্শ

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হল যা সব সময় করা হয় যদিও তা পরিমাণে কম হয়।[1]

নিচে একটি পরামর্শ দেয়া হল চেষ্টা করুন এর উপর আমল করার জন্য।

পবিত্র কুরআন ত্রিশ পারা। আর প্রত্যেক মাসে ত্রিশ দিন। তাই যদি আমরা প্রতিদিন এক পারা করে তেলাওয়াত করি তাহলে প্রত্যেক মাসে কুরআন কারীম একবার খতম করা হবে।

এক পারায় মোটামুটি ২০ পৃষ্ঠা যদি আপনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে চার পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করেন তাহলে প্রথমে আপনি তাকবীর উলা পাবেন। মসজিদে আগে ভাগে যাওয়ারও অভ্যাসে পরিণত হবে। আর এক পারা খতম করতে কোন কষ্ট হবে না।

আমি এক ভাল লোককে দেখেছি তার টেবিলে কোরআন মাজীদ রাখা আছে। যখন সে এক অফিসে আসে তখন সমস্ত ব্যস্ততা রেখে সে চেয়ারে বসামাত্রই প্রথমে এক দুই পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করে। অতপর কোরআন মাজীদ সসম্মানে এক জায়গায় রেখে তার কাজ শুরু করে মেহমানদের দিকে মনযোগী হয়। এভাবে যদি আমরাও এ অভ্যাসে পরিণত করি যে, প্রত্যেক দিন অবশ্যই পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করব। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের আমল নামায় অসংখ্য নেকী সংগ্রহ করতে পারব এবং আমাদের তা অনুভবও হবে না। এর অনুভব তখনই হবে যখন ন্যায় পরায়ণের পাল্লায় আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং আমরা জান্নাতের টিকিট পাব।

1. বুখারী-৫৮৬১, মুসলিম-৭৮২।

একথা স্মরণ রাখুন ঃ

«إِنَّ قَلِيلًا دَائِمًا خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مُنْقَطِعٍ».

নিশ্চয় অল্প কাজ যা সব সময় করা হয় তা ঐ আধিক্যের চেয়ে উত্তম যা মাঝে মাঝে করা হয়।

ত্রিশ হাজার দীনারের সন্তান

মদীনাতুর রাসূলে অবস্থানকারী, জিহাদের জন্য সীমাহীন আগ্রহী, আন্তরিক ছিল তার নাম ফাররুখ। ঘটনাটি বনি উমাইয়া যুগের খোরাসানের সীমান্তসমূহে জিহাদ চলছিল। ফাররুখ জিহাদে যাওয়ার নিয়্যত করেছে। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছে নেককার স্ত্রী বললঃ তুমি তো যাচ্ছ কিন্তু তোমার তো অবশ্যই জানা আছে যে, অল্প দিন পরই তুমি পিতা হতে যাচ্ছ? ফাররুখের জিহাদের আকর্ষণে আকর্ষিত ছিল। সে কয়েকবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে তার স্ত্রীকে জেহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা শুনিয়েছিল এবং বললঃ জীবন-যাপনের জন্য ত্রিশ হাজার দীনার তোমায় দিয়ে গেলাম আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এ তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।

ফাররুখ জিহাদে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল বার বার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে; কিন্তু জিহাদের কার্যক্রম দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। সময়টি ছিল ইসলামের বিজয়ের যুগ। মুসলমানরা সমরকন্দ, বুখারা বিজয় করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করারও সুযোগ ছিল না। মদীনা থেকে বের হওয়ার পর তাদের মোটামুটি সাতাইশ বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল।

শেষে একদিন ফাররুখ মদীনায় ফিরল সে তখন অশ্বারোহী ছিল হাতে ছিল বর্শা। এ অবস্থায় ঘরে এসে দরজা নক করল এবং ঘোড়াসহ ঘরের এক প্রান্তে চলে আসল। ভিতর থেকে এক যুবক বের হয়ে এক অপরিচিত লোককে এ ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললঃ হে আল্লাহর দুশমন। বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে কিভাবে প্রবেশ করতে চাচ্ছ? ফাররুখ বললঃ আমি তো আল্লাহর দুশমন নই বরং তুমিই আল্লাহর দুশমন। তুমি আমার ঘর ও স্ত্রীর নিকট এসেছ। ঘোড়া থেকে নেমে যুবকের জামার কলার ধরে চিল্লাতে শুরু করল এবং যুবককে ধিক্কার দিতে থাকল। গন্ডগোল শুনে ইতিমধ্যে তার প্রতিবেশিরা এসে জমা হলে গেল। বললঃ কি হয়েছে? উভয়কেই জিজ্ঞেস করল। কোন একজন গিয়ে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) সহ আরো কয়েক জন আলেম কে সংসাদ দিল যে, এভাবে ঝগড়া হচ্ছে। খবর শুনে তারা দৌড়িয়ে আসল।

এ যুবক যাকে রক্ষার জন্য উলামা মাশাখেয়গণ ছুটে এসেছেন তার নাম ছিল রাবিয়া আর রায়ী এবং অনেক বড় মাপের আলেম ছিল। মসজিদে নববীতে তিনি

মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। সেখানে বড় বড় উলামাগণ অংশগ্রহণ করতেন। রাবীয়া বললঃ আমি তোমাকে অবশ্যই বাদশাহ নিকট নিয়ে যাব। এদিকে ফাররুখ ও বলতেছিল যে, আল্লাহর কসম! তোমার ফায়সালা এখন বাদশাহর নিকটই হবে। তুমি আমার স্ত্রীর নিকট অবস্থান করছ। গন্ডগোল বৃদ্ধি পেতে থাকল; কিন্তু ফাররুখের রাগ ছিল না।

ইতিমধ্যে ইমাম মালেক (রহঃ) এসে পৌঁছে গেল। মানুষ তার সামনে এদিক সেদিক চলে গেল। তিনি সামনে এসে বয়স্ক লোকটিকে বললঃ এ ঘর নিঃসন্দেহে তোমার নয়। তোমার ঘর অন্য কোথাও হবে। ফাররুখ বললঃ না, এটাই আমার ঘর আমার নাম ফাররুখ ইতিমধ্যে তার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর কণ্ঠ চিনতে পারল এবং ভিতর থেকে বের হয়ে আসল ও বললঃ ওহে! এতো আমার সম্মানিত স্বামী। আর এ রাবীয়া তার ছেলে। সে জেহাদে যাওয়ার কয়েক মাস পর এ ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। সে তো তার ছেলেকে দেখেও নাই। এখন যখন উভয়ে বুঝতে পারল যে, তারা বাপ-বেটা তখন একে অপরের সাথে কোলা-কুলি করল এবং অজ্ঞাত স্বরে আনন্দে কাঁদতে লাগল।

এরপর সে ঘরে প্রবেশ করে বসল এবং বার বার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে থাকলঃ এই আমার ছেলে? ওহে! এতো বড় হয়ে গেছে। স্ত্রী বললঃ হ্যাঁ এই তোমার ছেলে কলিজার টুকরা। একটু বিশ্রাম নিয়ে সমস্ত খবরা-খবর নেয়ার পর ফাররুখ তার স্ত্রীকে বললঃ তোমার কি স্মরণ আছে যে, আমি সফরে যাওয়ার সময় তোমাকে কিছু সম্পদ দিয়ে গিয়েছিলাম? তা কোথায় বা কোথায় খরচ করেছ। তার স্ত্রী বলতে লাগলঃ আমি তা মাটির নিচে রেখে দিয়েছি। কয়েক দিন পর্ বের করব।

কিছুক্ষণ পর রাবীয়ার মা তার স্বামীকে বললঃ যাও মসজিদে রাসূলে গিয়ে নামায পড়ে আস। ফাররুখ তখন মসজিদে এসে নামায আদায় করে। মসজিদের এক পার্শ্বে দেখল ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য তৎকালীন সময়ের বড় বড় উলামাগণ বসে আছেন আর এক যুকব তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। ফাররুখ ঐ স্থানে এসে দাঁড়াল এবং যুবককে দেখতে থাকল। ঐ দিন রাবীয়া তার অভ্যাস বহির্ভুতভাবে মাথাকে বেশি ঢেকে রেখে ছিল টুপি এমনভাবে পড়াছিল যে, চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। তার পিতা ফাররুখ সন্দেহের মধ্যে পরে গেল যে, একি আমারই ছেলে নাকি? সে যাচাইয়ের জন্য ওখানে বসা এক লোককে জিজ্ঞেস করলঃ এ যুবক যে পড়াচ্ছে কে সে? সে বললঃ এ হল রাবীয়া বিন আবু আব্দুর রহমান। ফাররুখ তখন বলতে লাগল।

আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমার ছেলেকে এত মর্যাদা দিয়েছেন। খুশীতে আটখানা হয়ে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললঃ আমি তোমার ছেলেকে এ মর্যাদায় দেখেছি যেখানে খুব কম জ্ঞানীগণই পৌঁছতে পারে। রাবীয়ার মা বললঃ সত্য করে বলঃ তোমার নিকট তোমার ত্রিশ হাজার দীনার প্রিয় না নিজের এ ছেলের জ্ঞানের মর্যাদা বেশি প্রিয়? ফাররুখ বললঃ কখনও নয়! মূল মর্যাদা তো জ্ঞানের স্ত্রী বললঃ অতএব আমি তোমার সমস্ত সম্পদ এ ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার পিছনেই ব্যয় করেছি। ফাররুখ বললঃ

«فَوَاللهِ! مَا ضَيَّعْتِهِ».

"আল্লাহর কসম! তুমি তা নষ্ট কর নাই।"

আল্লামা যাহাবী ইবনে সা'দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাবীয়া আর রায়ী মদীনা মুনাওয়ারায় ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

1. সিয়ারু আলামুন নুবালা-৬/৯৩ পৃষ্ঠা।

প্রথম নবজাতক

মদীনার ওলি-গলিতে অস্বাভাবিক ভীড় ছিল। সাহাবাগণের একদল খুব জোড়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছিল। একে অপরকে মোবারকবাদ দিতে দিতে মসজিদে নবুবীর দিকে যাচ্ছিল, আর তাদের অগ্রনায়ক ছিল আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! সে দিন তাদের সমস্ত কল্পনা বিফলে পর্যবসিত হয়েছিল। তারা পরস্পরে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) আজ অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তিনি ছিলেন সে দিন মানুষের মধ্যমণি। আজই তিনি প্রথমবারের মত নানা হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন।

মসজিদে নববীতে পৌঁছার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারাও খুশীতে হাস্যোজ্জ্বল ছিল। এদিকে আসমা (রাযিআল্লাহু আনহা) স্বীয় নবজাতককে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তুলে দিলেন।

তিনি খেজুর চেয়ে নিয়ে স্বীয় মুখে নিয়ে তা চিবালেন অতপর বাচ্চার মুখে নিজের থুতু দিলেন আর এ বাচ্চার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। এভাবেই ঐ বাচ্চার পেটে সর্বপ্রথম যা প্রবেশ করেছিল তা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থুতু মোবারক। সচরাচর তো বহু সন্তানই জন্মগ্রহণ করে এবং আনন্দ উল্লাস করা হয়; কিন্তু ঐ বাচ্চার এদিক থেকে বিশেষত্ব লাভ করেছিল যে, হিজরতের পর সেই ছিল প্রথম মুসলমান নবজাতক।

যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন ইহুদীরা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, তাদের জ্যোতিষীরা মুসলমানদের উপর যাদু করেছে। ফলে তাদের কোন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে না। আর আল্লাহর কি ইচ্ছা যে, এতদিন পর্যন্ত কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। আর যদি দু একজন হয়েছে তাও তা মৃত্যুবরণ করত। এতে করে ইহুদীদের আনন্দ করারও একটি সুযোগ হয়ে গেল।

সে সময় আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মেয়ে আসমা হিজরতের কষ্ট স্বীকার করে মক্কা থেকে কোবায় এসে পৌঁছলেন। তিনি তখন সন্তান সম্ভাবনা ছিলেন। কোবায় পৌঁছার পর তার গর্ভ থেকে এক সুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এ সন্তান জন্মগ্রহণের পর অস্বাভাবিক আনন্দ সেখানে উদযাপিত হয়েছিল।

আল্লাহু আকবার ধ্বনি এত জোরে উচ্চারিত হতে লাগল যে মদীনা কেঁপে উঠল। কেননা এর মাধ্যমে ইহুদীদের প্রচার প্রপাগান্ডা নিষ্ফল হয়ে গেল।[1]

আসুন হিজরতের পর প্রথম নবজাতক সম্পর্কে কিছুটা অবগত হই। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, বংশ ধারা হলঃ

যুবাইর বিন আওয়াম বিন খুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই। উম্মুল মুমেনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাযিআল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহর (রাযিআল্লাহু আনহু) পিতা যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিআল্লাহু আনহু) এর আপন ফুফী ছিল। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফী সাফীয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মা এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর দাদী ছিলেন।

যিনি প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ও অনেক সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) মা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহা) ছিলেন। সে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ কারিনী এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তা মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরতের ঘটনায় তার ভূমিকার কথা সকলেরই জানা। তার খালা উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং নানা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) যে নবীগণের পর উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এত উন্নত বংশে জন্ম নেয়ার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকেই সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিআল্লাহু আনহা) তাকে খুবই মুহাব্বত করতেন যখন সে একটু বড় হয়েছে তখন তাকে স্বীয় বোনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন এবং নিজেই তার লালন-পালন করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথানুযায়ী নিজেকে উম্মে আব্দুল্লাহ বলে ডাকতেন। আর এই হল আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) সে বুদ্ধিমত্ত্বা, বক্তা, উপস্থিত বুদ্ধি, আল্লাহ ভীরুতা, তীরান্দাজ, তলোয়ার চালনা এবং বাহাদূরীতে ছিলেন অন্যান্য। উসমান বিন ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) তিনটি বিষয়ে অতুলনীয় ছিলেনঃ (১) সাহসীকতা (২)

1. সিয়ার আলামুন নুবালা-৩/৩৬৫ পৃষ্ঠা।

ইবাদত ও (৩) সাহিত্যিকতা। সুবক্তা ছিলেন আর কেনইবা এমন হবে না তার পেটে প্রথম খাবার ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখের থুথু মোবারক। উপস্থিত বুদ্ধি এত তীক্ষ্ম ছিল যে, একবার বাচ্চাদের সাথে খেলতেছিলেন আর ঐ দিক দিয়ে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) অতিক্রম করছিলেন। অন্যান্য বাচ্চারা তাঁকে দেখে দ্রুত পালিয়ে গেল কিন্তু সে তার যথা স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন। তুমি অন্যদের মত কেন চলে গেলে না? আব্দুল্লাহ উত্তরে বললেনঃ আমি কোন অন্যায় করি নাই যে, আপনার ভয়ে পালিয়ে যাব। আর রাস্তা ও সংকীর্ণ নয় যে, আপনার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। তখনও সে ছোটই ছিল।

এক বর্ণনানুযায়ী স্বীয় পিতার কথায় মদীনার বাচ্চাদেরকে একত্রিত করে বললঃ বড়রা যেমন আল্লাহর রাসূলের হাতে বায়াত করছে আমরা ছোটরা কেন করব না? সে অন্যান্য বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে নবুবীতে প্রবেশ করল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্নেহ সুলভ দৃষ্টিতে তাকালেন; সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমরা আপনার নিকট বায়াত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। অন্যান্য বাচ্চারাতো দূরে সরে গেছে অথচ সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেনঃ তোমার হাত বাড়াও, আর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর নানার হাতে হাত রাখল তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের এবং স্নেহের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেনঃ

"أَنْتَ ابْنُ أَبِيكَ" এর শাব্দিক অর্থ হয় তুমি তোমার বাপের বেটা মূলতঃ উদ্দেশ্য হলঃ তোমার মধ্যে তোমার বাবার গুণাবলি পুরোপুরি রয়েছে। আর পিতাই বা কে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফুর ছেলে। রাসূলের হওয়ারী (বিশেষ সহচর), জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে একজন। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল, হামামাতুল মাসজিদ (মসজিদের কবুতর) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) জীবনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে; কিন্তু তার পরিচালনা শক্তি তখন স্পষ্ট হয়েছে যখন উসমান বিন আফফান (রাযিআল্লাহু আনহু) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সেনানায়ক করে আফ্রিকায় পাঠালেন। সে সময় সেনানায়ক ছিলেন উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ বিন সা'দা বিন আবু সারহ (রাযিআল্লাহু আনহু)।

প্রত্যেক দিন সকালে লড়াই হত উভয় দল মুখামুখী হত এবং দুপুর পর্যন্ত লড়াই চলত ততক্ষণে উভয় প্রান্তের যুদ্ধারাই ক্লান্ত হয়ে যেত তখন যুদ্ধ আগামী দিনের জন্য মুলতবী করা হত। আবার পরের দিন নতুন করে যুদ্ধ শুরু হত। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) বয়স তখন ২৭ বছর ছিল। প্রধান সেনাপতির কক্ষে গ্রুপ লিডারদের মিটিং চলছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পরামর্শ দিচ্ছে। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর পালা আসলে তিনি বললেনঃ

আমি আপনার কর্মপদ্ধতির সাথে একমত হতে পারছি না যে, আপনি অর্ধ দিবস যুদ্ধ কেন করেন? পূর্ণ দিবস যুদ্ধ হওয়া দরকার।

তিনি উত্তরে বললেনঃ সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে যায়, তাদের আরামের প্রয়োজন হয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ কখনও নয়। দুশমনকে ক্লান্ত হতে দিন, তাদের উপর পূর্ণ দিবস আক্রমণ করুন যাতে করে তারা পরাজিত হয়ে যায়।

প্রধান সেনাপতি বললেনঃ আপনার কি চিন্তা?

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করা হউক এক দল সকাল বেলা যুদ্ধ করবে এবং দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে, আর অন্য দল তখন আরাম করবে। দুপুরের সময় কল্পনাতীত ভাবে সতেজ সৈন্যদল অগ্রসর হবে এবং ক্লান্ত সৈন্যরা পিছনে চলে আসবে। এভাবে একদিনেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

প্রধান সেনাপতি কামান আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাতে দিয়ে দিল, পরের দিন কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হল, শত্রুরা দুপুরের সময় ফিরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ করে সতেজ সৈন্য দল অগ্রসর হয়ে দুশমন বাহিনীকে পদদলিত করে রেখে দিল।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সাহসী বাহাদূর নির্ভীক ছিলেন। শরীর অত্যান্ত শক্তিশালী ছিল। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিঙ্গা লাগালেন, রক্ত একটি বাটিতে জমা ছিল। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) পার্শ্বেই ছিলেন তিনি বললেনঃ আব্দুল্লাহ! এই রক্তটা বাহিরে এমন স্থানে পুঁতে রেখ যেখানে কেউ তা দেখতে পাবে না।

সে পেয়ালা নিয়ে ঘর থেকে বের হল হাতে পেয়ালা নিয়ে চিন্তা করছিল যে এ হল আল্লাহর রাসূলের পবিত্র রক্ত, এটা মাটিতে ফেলে দিব? না তা হতে পারে না। আর সে তখন হঠাৎ করে এক আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্ত নিল যে, পেয়ালা মুখে লাগিয়ে তা পান করে নিল। ফেরার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ আব্দুল্লাহ! রক্ত কোথায় ফেলেছ?

বললঃ আল্লাহর রাসূল! এমন স্থানে রেখেছি যেখানে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তা দেখতে পাবে না। বললেনঃ মনে হচ্ছে তুমি তা খেয়ে নিয়েছ? সে ইতিবাচক মাথা ঝুকাল।

এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। যার রক্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রক্ত মিশে গেছে তার বাহাদূরী, সাহসীকতা, বীরত্ব কেমন হতে পারে। তার প্রকাশ তিনি আফ্রিকায় এমনভাবে করেছেন যে, সুবাইত্বালার[1] যুদ্ধে খ্রিস্টানদের দুর্বল আত্মাসম্পন্ন এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল।

এদের বিপক্ষে মুসলমান ছিল মাত্র বিশ হাজার। দুশমনদের পরিচালনায় ছিল বাদশাহ জুরজীর। যুদ্ধ শুরু হল সংখ্যার দিক থেকে শত্রুরা খুব শক্তিশালী ছিল। উভয় দিকের বাহাদূররা ময়দানে আছে। বর্শা, তলোয়ার, তীর, ঘোড়ার পদধ্বনি শব্দের মাধ্যমে দুশমন বাহিনীকে তাদের বাদশাহ উৎসাহিত করছিল। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) চিন্তা করল যে যদি একে খতম করা যায় তাহলে সৈন্যরা শক্তি হারিয়ে ফেলবে।

প্রধান সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট গিয়ে স্বীয় পরিকল্পনা ব্যক্ত করল এবং বললঃ আমার কিছু সাহসী মৃত্যুকে মনে নেয়ার মত যুবক প্রয়োজন যারা আমার সাথে থাকবে। যাতে করে আমি তাদের বাদশাহকে হত্যা করতে পারি। বাহ্যত প্রস্তাবটি ছিল আজীব। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় সাথীগণকে নিয়ে অগ্রসর হল। দুশমন বাহিনী মনে করল যে, তারা হয়ত বা সন্ধি করার জন্য বাদশাহর নিকট যাচ্ছে তাই তারা রাস্তা ছেড়ে দিল।

---

1. সুবাইত্বালাহ আফ্রিকার একটি শহরের নাম। ঐতিহাসিকগণ বলেনঃ এ ছিল রোমের বাদশাহ জুরজীরের শহর।

এদিকে বাদশাহ জুরজীর ঘোড়ায় চড়ে দাসীদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল দুই দাসী তাকে ময়ূরের পাখা দিয়ে বাসাত করছিল হঠাৎ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) সামনে আসল, বাদশাহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হয়ে ঘোড়াকে উত্তেজিত করল; কিন্তু তার সামনে ছিল ইবনে যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) সে বর্শা নিক্ষেপ করল আর তা গিয়ে লাগল তার পিছনে ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর সে লাফ দিয়ে চোখের পলকে তার গলা কেটে বর্শায় লাগিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর দিল। এদিকে তার সাথীরা দুশমনদেরকে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিল। তারা বর্শায় তাদের বাদশাহর মাথা দেখে সাহস হারিয়ে ফেলল এবং ময়দান আল্লাহর সিংহদের দখলে চলে আসল।

ঐতিহাসিকগণ জরজীর বাদশাহ সম্পর্কে লিখেন যে, সে যুদ্ধের পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিল যে, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের প্রধান সেনাপতির অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন সা'দকে কতল করে তার মাথা এনে দিবে, আমি তার সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দিব এবং তাকে এক লক্ষ দিনার পুরস্কার দিব।

এ ঘোষণার পর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) হেফাজতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল; কিন্তু যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) সূক্ষ্ম বুদ্ধি এ পরামর্শ দিল যে, সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হউক যে, যে ব্যক্তি জরজীরের মাথা এনে দিবে তার সাথে ওর মেয়েকে বিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে পুরস্কার হিসেবে এক লক্ষ দিনার দেয়া হবে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জরজীরকে হত্যা করার পর প্রধান সেনাপতি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করতে চেয়ে ছিল; কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ করেছি পার্থিব লোভে নয়। ধন-সম্পদ আমার দরকার নেই। তিনি আফ্রিকা বিজয় ব্যতীত আন্দুলুস, কুসতুন তুনিয়ার বিজয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ইতিহাস এমন একদিনও প্রত্যক্ষ করেছে যে, ইয়াজীদ বিন মুআবিয়া (রাযিআল্লাহু আনহু) মৃতুর পর সে তার ছেলে ২য় মুআবিয়াকে খলীফা নির্ধারণ করে। সে তখন ১৮ বছর বয়সের এক দুর্বল বালক ছিল এবং খুব দ্রুত কাউকে খলীফা নির্ধারণ করা ব্যতীত ইন্তেকাল করে। এ মুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের জন্য ময়দান খালী ছিল। মক্কার লোকেরা যখন বায়াত করলো তখন হেজাযের অধিবাসীরাও তা মেনে নিল। এদিকে এ খবর মদীনায় পৌঁছলে ওখানকার অধিবাসীরাও তার

নেতৃত্ব মেনে নিল। তিনি উমাইয়া যুগের প্রতিনিধিদেরকে হটিয়ে নিজের বিশ্বস্ত লোকদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) রাষ্ট্র পরিচালনা বেশি দিন চলে নাই। শাম দেশে তখনও উমাইয়াদের সরকার ছিল। তারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করতে থাকল। অতপর মিশরবাসীকে সাথে নিয়ে ইরাকে হামলা করল। এদিকে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর ভাই মুসআবের স্থলে তাঁর ছেলে হামযাকে ইরাকের গভর্ণর বানালেন। উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ হল। উমাইয়ারা বিজয়ী হল এবং মুসআব শহীদ হল। এরপর আস্তে আস্তে হেজায ব্যতীত অন্যান্য এলাকা উমাইয়ারা নিজেদের দখলে নিতে লাগল। অতপর তারা মক্কা মুকাররমাকে হস্তগত করার জন্য ৭২ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দুই হাজার সৈন্য সাথে করে নিয়ে আসল। সে মানুষকে লোভ দেখানো ছাড়াও ধমক ও শক্তি দেখাতে লাগল এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথীগণ আস্তে আস্তে হাজ্জাজের সাথ দিতে লাগল। এমন কি পবিত্র কা'বার দিকেও কামান তাক করানো হল। আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) কে তার (হাজ্জাজের) অনুসরণের জন্য বাধ্য করা হল। তাঁর সম্মানিত মা আসমা (রাযিআল্লাহু আনহা) ৯২ বছর বয়স্কা ছিলেন তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের পরামর্শ চাইলেন তখন তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে খচিত হয়েছে।

ইবনে যুবাইর আরয করল আম্মা! আমার আত্মীয় স্বজন এবং প্রিয়জনরা আমার সাথে ধোকাবাজী করেছে। তারা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখন সামান্য কয়েকজন আছে পরাজয় নিশ্চিত আমি কি করতে পারি?

আসমা (রাযিআল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেনঃ আমার প্রিয় সন্তান! যদি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে থাক এবং বুঝ যে, তুমি সত্যের উপর আছ তাহলে তোমার শহীদ সাথীদের সাথী হও এবং দুশমনের সামনে মাথা নত করবে না। আর যদি তুমি দুনিয়া প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করে থাক তাহলে তোমার মত ভ্রান্ত আর কেউ নেই যে, নিজের সাথীদেরকে অন্যায় ভাবে মেরেছ। আর যদি তুমি বল যে, আমি সত্যের উপর ছিলাম; কিন্তু সাথীরা শহীদ হয়ে যাওয়ায় এবং আমার সাথে ধোকাবাজী করে আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমি দূর্বল হয়ে গেছি তাই স্বীয় ভূমিকা পরিবর্তন করছি। তাহলে তা দ্বীনদার লোকদের পরিচয় নয়। এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যু পথের যাত্রী হওয়া অনেক উত্তম।

একথা শুনে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) মায়ের সাথে গলা লাগিয়ে তাঁর মাথায় চুমু খেল এবং বললঃ আম্মাজান! আমার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করবে। আমি জেনে শুনে কখনও অন্যায় ও ফাহেসা কাজ করি নাই। কোন মুসলমানের উপর অত্যাচার করি নাই। আর না কোন করদাতাকে হত্যা করেছি। সর্বসময় আল্লাহর হক ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করেছি।

মায়ের দু'আ নিয়ে বিদায় নিল এবং সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে পদাঘাত করে ১৪ই জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরীতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে এ পবিত্র লাশ শূলীতে চড়ানো হয়েছিল। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর।[1]

1. আল-ইসাবা- ৪৭০০, আল-ইস্তিয়াব-১৫৫৩, হুলিয়াতুল আউলিয়া-৩২৯-৩৩৭, বেদায়া ওয়ান- নেহায়া- ১৮৬/১২, উসদুল গাবা-৩/২৪১।

আঙ্গুরের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব

কেউ যদি আঙ্গুরের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তাকে আপনি কেমন মনে করবেন? ওহ! মন্ত্রীত্ব কতইনা সহজ লভ্য! কিন্তু সত্য ঘটনা হল এই যে, এক ব্যক্তি আঙ্গুরের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব লাভ করেছে। তবে ঘটনার পিছনে রয়েছে সততা, উদারতা, আল্লাহ ভীরুতা।

ঐ মন্ত্রীর নাম আউন উদ্দীন আবুল মুজাফফর ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন হুবাইরা সাইবানী। সে বাগদাদের নিকটবর্তী আদদূর গ্রামে ৪৯৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উন্নতি লাভ করতে করতে আব্বাসীয় খলীফা মোক্তাফা লি আমরিল্লাহ এবং তাঁর ছেলে মুস্তানজেদ বিল্লাহর সময় মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীত্ব লাভের পূর্বে সে তার জীবনে অত্যন্ত দারিদ্র সীমায় ও অপরিচিতভাবে জীবন-যাপন করেছেন। তিনি খুবই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে তার সময় অতিবাহিত করতেন। সে সময়ে অনেকেই তার প্রতি যুলুম করেছে; কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পর সে তার দুশমনদের কাছ থেকে প্রতিশোদ নেননি। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সততা ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ করেছে।

মন্ত্রীত্ব লাভের পর একদিন পুলিশ এক ব্যক্তিকে হাত কড়া লাগিয়ে তার নিকট নিয়ে আসল সে হত্যার অপরাধে দন্ডিত ছিল। বাদীও সাথে ছিল, সে হত্যাকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আসামীর দিকে তাকিয়ে চিনে ফেললেন যে, এ ব্যক্তি তাঁর গ্রাম আদদূরের অধিবাসী। আর সে এ ব্যক্তিকে কি করেই বা ভুলবে, লাখ মানুষের মাঝেও তাকে চিনে ফেলত। তিনি বাদীকে নিজের পক্ষ থেকে মুক্তিপন দিয়ে সন্তুষ্ট করল এবং পরিপূর্ণ আদালতে তার হাত করা খুলে তাকে মুক্ত করে দিল। অতপর তিনি আসামীকে পঞ্চাশ দিনার দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ঐ ব্যক্তি মন্ত্রীর জন্য দু'আ করতে করতে বের হয়ে গেল। অতপর আবুল মুজাফফর তার আশ-পাশের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলঃ

«هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عَيْنِيَ الْيُمْنَى لَا أُبْصِرُ بِهَا ؟».

তোমরা কি জান যে আমি ডান চোখে কিছু দেখতে পাই না? লোকেরা বললঃ আমাদের তো তা জানা নেই। সে বললঃ মূলত আমার ডান চোখ অন্ধ আর এর কারণ হল এই যে, এ ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে আমি মুক্তিপণ আদায় করে তাকে

মুক্ত করালাম এবং সম্মান করলাম। সে একদিন আমার গ্রাম আদদূরের এক রাস্তায় বসেছিলাম আমার হাতে ফিকহের একটি বই ছিল যা পাঠে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম তখন এ ব্যক্তি একটি বাহুর অংশ নিয়ে এসে আমাকে বললঃ এটা বহন করে আমার সাথে চল, আমি তাকে বললামঃ আমি শ্রমিক নই, আর আমি কোন ভারী কাজও করি না। একথা শুনে সে স্বজোরে আমার মুখে এক থাপ্পর মারল যার ফলে আমার চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল। আমি তাকে এই দুরাবস্থায় দেখে বদলা না নিয়ে অনুগ্রহ করলাম।

একদিন এক তুর্কী সিপাহী তাঁর অফিসে প্রবেশ করল তখন তিনি তাঁর বডিগার্ডদেরকে বললেনঃ তাকে বিশ দিনার দিয়ে বাহির থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দাও। দেখ সে যেন দ্বিতীয়বার আমার অফিসে প্রবেশ করতে না পারে। অতপর তিনি তার আশে পাশে বসে থাকা লোকদেরকে বললেনঃ একদা আমার গ্রাম আদদূরে এক ব্যক্তি নিহত হল তখন তুর্কী সিপাহীরা এসে আমাকে সহ সমস্ত গ্রাম বাসীকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। এ যে সিপাহী এখনই গেল আমরা তার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। সে আমাদের হাত পিছনে বেঁধে নিজে ঘোড়ায় আরোহণ করে আমাদেরকে তার আগে চলার নির্দেশ দিল। পথিমধ্যে আমার সাথীরা তাকে টাকা দিতে লাগল, যে টাকা দেয় সে তাকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু আমার নিকট নিজেকে মুক্ত করানোর মত কিছু ছিল না। সে তখন আমাকে নির্দয়ভাবে মারল আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল, আমি নামাযের জন্য অনুমতি চাইলাম তাতো পেলামই না বরং উল্টো গালি শুনতে হল। আর আজ অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে, আল্লাহ আমাকে তার উপর বিজয়ী করেছেন। আমি চাইলে তার কাছ থেকে বদলা নিতে পারি; কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

মন্ত্রী হওয়ার ঘটনা ছিল এমন যে, সে অন্ত্যন্ত নিরীহ ও দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যার অবস্থা ছিল আদ্‌দূর গ্রামে, বংশের লোকেরা কৃষি কাজ করত। কৃষিকাজের মাধ্যমে যা কিছু পেত তা দিয়েই হাসি-খুশীভাবে সময় কেটে যেত। জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান দানের আগ্রহী লোক সেখানে তেমন ছিল না; কিন্তু ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন হুবাইরার অবস্থা ছিল আলাদা, সে শৈশবকাল থেকেই বুদ্ধিমান ছিল, জ্ঞান অন্বেষী ছিল, আলেম উলামাদের সাথে চলত তাদের সাথেই বেশির ভাগ সময় কাটাত, তাদের মুখে যা শুনত তা স্মরণ রাখত এবং লিখে রাখত। মুখস্ত শক্তি ছিল প্রখর, অত্যন্ত ভদ্র ছিল। কবিতা ও সাহিত্যিকতায়ও তার যথেষ্ট

দখল ছিল। নিজে কবি ছিলেন, অন্য কবিদের কবিতাও মুখস্ত ছিল। উলামাদের বৈঠক তার জ্ঞানে বাড়তি সংযোজন ছিল। সে হাম্বলী ফিকাহে উস্তাদ হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য সে শৈশবে স্বীয় গ্রাম ছেড়ে বাগদাদে চলে এসে ছিল। এখানকার অবস্থা ভাল ছিল না এবং জীবন-যাপনের বিশেষ কোন ব্যবস্থাও ছিল না তাই সে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর দরখাস্ত করা শুরু করলেন; কিন্তু চাকুরীর জন্য যেখানেই যেত ওখান থেকে উত্তর চলে আসত। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাফী লি আমরিল্লার অফিসে চাকরীর জন্য দরখাস্ত দিল। যখনই সে তার দরখাস্তের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিত তখনই উত্তর আসত যে এ মুহূর্তে কোন পোস্ট খালি নেই। জোড়ালো চেষ্টার পরও তিনি চাকুরী পেলেন না। তার নিকট যতটুকু দিরহাম ছিল তাও প্রায় শেষ হয়ে আসছে চাকুরী পাওয়ার আশা শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি তার গ্রাম আদদূরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিলেন। বাগদাদে সে তার সর্বশেষ দিরহামটি খরচ করে স্বীয় গ্রামের দিকে রওয়ানা হলেন। যেহেতু রাস্তা খরচ শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই পায়ে হেটে চলতে শুরু করলেন। একটু যাওয়ার পরই আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন যে, হয়ত কোন মসজিদ চোখে পড়বে আর সেখানে গিয়ে আসরের নামায পড়বেন। রাস্তা থেকে একটু দূরে গিয়ে একটি পুরাতন অনাবাদি মসজিদ দেখতে পেয়ে সেখানে গেলেন। এক পার্শ্বে কারো কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। নামায শেষে ঐ দিকে গেলেন দেখলেন যে মসজিদের এক কোণায় এক রুগী শুয়ে আছে তিনি যখন রুগীর শরীরে হাত দিলেন তখন দেখতে পেলেন যে সে জ্বরে কাঁপছে, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে বললঃ আমার সমস্ত শরীরে প্রচন্ড ব্যাথ্যা, পৃথিবীতে তার কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব নেই। সে বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগিহীন তাই জনবসতির বাহিরে মসজিদে এসে জীবনের শেষ সময় কাটাচ্ছে। ইবনে হুবাইরা তাকে শান্তনা দিল এবং তাকে বলল, তার কি ভাল লাগে? রুগী তার দিকে তাকিয়ে বললঃ যে যদি একটু আঙ্গুর পেতাম কারণ আমার মনের চাহিদা যে মৃত্যুর পূর্বে মন ভরে আঙ্গুর খাই। ইবনে হুবাইরা তার মনের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলেন যে আঙ্গুর খাওয়ার আশা করছে; কিন্তু আঙ্গুর কোথায় পাওয়া যাবে? আমরা তো জনবসতি থেকে অনেক দূরে, বাজারও দূরে, আর আমার নিকট কোন দীনার নেই; কিন্তু এই রুগী এবং তার মনোবাসনা। সে মনে মনে বললঃ আঙ্গুর পেতে একটু চেষ্টা করতে বাঁধা কোথায়। শেষ সময়ে এক ব্যক্তির মনোবাসনা হতে পারে যে এর দু'আর বরকতে আমার

সমস্যা ও পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। এক ফকীর ও অপচিরিত ব্যক্তির সাথে সদাচারণ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তির কাছ থেকে কোন প্রতিদান বা সুবিধা মিলবে না; কিন্তু আল্লাহর নিকট তা অত্যন্ত প্রিয় হবে। আমি এর জন্য অবশ্যই চেষ্টা করব। সে রুগীকে বললঃ আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আমি এখন গিয়ে তোমার জন্য আঙ্গুর নিয়ে আসব। ইবনে হুবাইরা দ্রুতগতিতে জনবসতির দিকে যেতে লাগল যাতে সন্ধ্যার পূর্বে আঙ্গুর নিয়ে আসতে পারে। যখন সে ফলের দোকানে প্রবেশ করল তখন সেখানে কিছু আঙ্গুর লটকানো অবস্থায় দেখতে পেল। সে আঙ্গুরের একটি ছড়ার দিকে ইশারা করে বললঃ এর দাম কত? দোকানী বললঃ এর দাম আধা দীনার। ইবনে হুবাইরা বললঃ এ সময়ে আমার নিকট এর মূল্য নেই, তাই আমি আমার আলখেল্লা তোমার নিকট বন্ধক রাখলাম। যখন আমি তোমাকে আধা দীনার দিতে পারব তখন তা ফেরত নিব। দোকানী তার কথায় রাজী হল, তাই ইবনে হুবাইরা স্বীয় আলখেল্লা বন্ধক রেখে আঙ্গুর নিল এবং দ্রুত পদে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল। যখন সে মসজিদে পৌঁছল তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘনিভূত হচ্ছিল, সে অযূ করে মাগরিবের নামায আদায় করল। এরপর আঙ্গুর পানি দিয়ে ধুয়ে রুগীর সামনে দিল। রুগী আঙ্গুর দেখে খুব খুশী হল এবং সমস্ত আঙ্গুর খেয়ে নিল। বললঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে, মৃত্যুর পূর্বে আঙ্গুর খাওয়ার বাসনা পূর্ণ হল। অনেক দিন থেকে আমার আশা ছিল যে মন ভরে আঙ্গুর খাব; কিন্তু টাকা পয়সা না থাকায় নিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই।

এরপর সে ইবনে হুবাইরার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ শুন আমার ছেলেঃ মনে হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে আমার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার নিকট বস যাতে করে আমি মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আমার জীবনি শোনাতে পারি। আমার অনুভব হচ্ছে যে, আজকের এ রাতটি আমার জীবনের শেষ রাত।

ইবনে হুবাইরা তার নিকট বসল এবং স্বীয় জীবনি বর্ণনা করতে থাকল। আমি খোরাসানের অধিবাসী, আমার নাম আহমদ, আমি মরদ শহরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলাম। আমার ছোট ভাই মাহমুদও আমার মত ব্যবসায়ী ছিল। প্রায় এক বছর পূর্বে আমি এবং আমার ভাই বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছা করলাম যাতে করে ওখান থেকে ব্যবসার পণ্য খরিদ করে তা মরদে বিক্রি করা যায়। একটি কাফেলা বাগদাদে যাচ্ছিল, আমি অনেক পণ্য খরিদ করলাম যাতে তা বাগদাদে বিক্রি করা

যায় এবং ওখান থেকে অন্য পণ্য খরিদ করে নিয়ে আসব যাতে তা মরদে বিক্রি করা যায়।

আমার ভাই মাহমুদ ওখান থেকে কোন পণ্য খরিদ করে নাই তার নিকট নগদ এক হাজার দীনার ছিল সে তা একটি বেল্টে যত্নসহকারে রেখেছে, আমি যেহেতু বয়সে বড় ছিলাম এবং জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকেও আমি জ্ঞানী ও হুশিয়ার ছিলাম তাই সে এই বেল্টটি আমার কাছে রাখল যাতে আমি তা আমার কোমরে বেঁধে তা সংরক্ষণ করি।

কাফেলা বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল, সেখানে যথেষ্ট লোক ছিল, ব্যবসার পণ্য ও ছিল অনেক। কাফেলার সংরক্ষণের জন্যও একদল যুবক ছিল যারা ধারাবাহিকভাবে সামনে পিছন থেকে তা পাহারা দিত। খোরাসান থেকে বাগদাদের দূরত্ব ছিল অনেক; কিন্তু আমরা সহীহ্ সালামতে সফর করে বাগদাদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলাম। মাত্র দুই মাইল দূরে ছিলাম। পাহারাদাররা কোন হুশিয়ার সংকেত দেয় নাই। হঠাৎ করে একদিন আসরের পর সশস্ত্র একদল লোক আমাদের কাফেলার উপর হামলা করল এ হামলা এত অসতর্ক ও শক্তিশালী ছিল যে, কারো প্রস্তুত হওয়ার মত কোন সুযোগ ছিল না। অনেক লোক মারা গেল এবং অনেকে আহত হল আর কিছু ভেগে গেল। হামলাকারীরা পণ্যসমূহ লুটপাট করে ভেগে গেল আশে-পাশে বহু আহত ও নিহত ছিল। আমি নিজেকে গুছিয়ে কোন রকমে রাত কাটালাম, পরের দিন আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য কিছু লোক আসল। আমি আমার ভাই মাহমুদকে খোঁজলাম; কিন্তু তাকে আহতদের মাঝে দেখতে পেলাম না এবং নিহতদের মাঝেও না। আমি ভাবলাম সে হয়ত বাগদাদে পৌঁছে গেছে। আমি মারাত্মকভাবে জখমী ছিলাম তাই এক কাফেলার সাথে আমি বাগদাদ পৌঁছলাম এবং নিজের চিকিৎসা করতে লাগলাম। আমার নিকট যা পুঁজি ছিল তা লুট হয়ে গিয়েছিল। শেষে আমার ভাইয়ের এক হাজার দীনার আমার নিকট ছিল যা ছিল আমানত। এছাড়া আরও সামান্য কিছু দীনার পকেটে ছিল এর মধ্যে কিছু গেছে চিকিৎসার পিছনে আর কিছু পকেট খরচ। যদি কখনও কোন কাজ পেতাম তাহলে তা করতাম। আর এর বিনিময়ে যা পেতাম তা দিয়ে পেট চালাতাম ঐ সময়ে আমি আমার ভাই মাহমুদকে খোঁজার জন্যও খুব চেষ্টা করেছি; কিন্তু তাকে পাই নাই।

ঐ আমানত আজও আমার নিকট ব্যাগের মধ্যে আছে, আমার মনে হচ্ছে যে, আজ রাতে আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, দেখ! যদি আমি মরে যাই তাহলে আমাকে তুমি গোসল দিয়ে এখানেই দাফন করবে। আর আমানতের ব্যাগটি তুমি নিয়ে নিবে। চেষ্টা করবে আমার ভাইকে পাওয়ার জন্য, যদি পেয়ে যাও তাহলে তা তাকে দিয়ে দিবে। আর যদি না পাও তাহলে এ ব্যাগ এবং এতে যা কিছু আছে তা তুমি তোমার ইচ্ছামত খরচ করবে।

ইবনে হুবাইরা নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলল যে, আমি রাতে তার নিকট শুয়ে গেলাম। রাতে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে কালেমা শাহাদাতসহ অন্যান্য দু'আসমূহ পড়তে শুনলাম, তার কণ্ঠে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসল, আমি তার নাড়ীতে হাত রেখে দেখলাম সে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি তাকে গোসল দিলাম এবং তার জানাযা পড়ে তাকে দাফন করে ব্যাগটি সাথে নিয়ে সফর শুরু করলাম। এখন আমি আমার গ্রাম আদদূরে না গিয়ে বাগদাদমূখী চলতে শুরু করলাম। আমার পকেটে এ মুহূর্তে এক হাজার দীনার ছিল সর্বপ্রথম আমি আঙ্গুরের দোকানে গেলাম, তাকে এক দীনার দিলাম সে আমাকে আমার আলখেল্লা ফেরত দিয়ে বাকী দীনারও ফেরত দিল।

আমি তখন দজলা নদীর কিনারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কিছু নৌকা দাঁড়িয়ে ছিল তারা মানুষ পারাপার করত। আমি একটি নৌকায় গিয়ে উঠলাম। আধা ঘন্টার রাস্তা ছিল এ সময় কাটানোর জন্য আমি নৌকার মাঝির সাথে কথাবার্তা শুরু করলাম। কথাবার্তার মাঝে, আমি অনুভব করলাম যে, সে বাগদাদের অধিবাসী নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ি কোথায়? সে বললঃ আমি খোরাসানের মরদ শহরের অধিবাসী। আমি বললাম তোমার নাম কি? সে বললঃ মাহমুদ, আমি বললামঃ এখানে তুমি কি করে আসলা? সে বললঃ এ এক লম্বা কাহিনী আর তুমি তা শুনে কি করবা! আমি তাকে কসম করে বললামঃ তুমি অবশ্যই আমাকে তোমার ইতিহাস শুনাবে, যদি বিস্তারিত না হয় তাহলে সংক্ষেপে হলেও শোনাবে। বলতে লাগলঃ যে আমি মরদ শহরের একজন ব্যবসায়ী ছিলাম, আমার বড় ভাই ছিল তার নাম আহমদ সেও ব্যবসায়ী ছিল। আমরা বাগদাদে যেতে চাইলাম, যাতে করে ওখান থেকে পণ্য খরিদ করে মরদ শহরে আনতে পারি। আমার নিকট এক হাজার দীনার ছিল, আমি তা একটি ব্যাগে রেখে আমার বড় ভাইকে দিলাম হেফাজতের জন্য। একটি কাফেলা বাগদাদে আসতে ছিল

আমরাও তাদের সাথে শরীক হলাম। যখন আমরা বাগদাদের নিকটবর্তী হলাম, তখন হঠাৎ করে ডাকাতরা কাফেলার উপর আক্রমণ করল। কাফেলার বহু লোক এতে নিহত হল এবং অনেক লোক আহতও হল। আমি সুযোগ পেয়ে ওখান থেকে পলায়ন করলাম।

পরের দিন আমি আবার ঘটনাস্থলে আসলাম সেখানে অনেক লাশ পরে ছিল, আহতরা ব্যাথ্যায় কাতরাচ্ছিল আমি আমার ভাইকে নিহত এবং আহতদের মাঝে খুঁজলাম; কিন্তু পেলাম না। মনে হল যে, এক হাজার দিনার তাকে বেঈমানী করে ফেলেছে। আমার বড় ভাইয়ের এ আচরণ আমি বুঝতে পারলাম না। একথা স্পষ্ট যে এতে আমার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে আমার সব কিছু হারিয়ে গেল। আমাকে দারিদ্র গ্রাস করল। আমি বাগদাদে তাকে অনেক খুঁজলাম; কিন্তু তাকে পেলাম না। একদিন আমি নদীর পাড়ে পেরেশান হয়ে বসেছিলাম। এ নৌকার মালিক আমাকে দেখে দয়া পরবশ হয়ে আমার নিকট এসে বসল এবং আমার হৃদয় জয় করল আমার আবস্থা জানতে চাইল আমি তখন আমার করুণ কাহিনী শুনালাম। সে বললঃ তাহলে তুমি আমার নিকট কাজ করছ না কেন? আমার নিকট এ নৌকাটি আছে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমার কোন ছেলে সন্তানও নেই। আর একাজও কষ্টের কাজ।

তখন আমি তার নিকট কাজ করা শুরু করলাম। আমার পরিশ্রম এবং ধর্মভীরুতায় সে এত প্রক্রিয়াশীল হল যে, তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করল। আর আমি তার ঘরে থাকতে শুরু করলাম। কয়েক মাস যেতে না যেতেই সে ইন্তেকাল করল।

ইবনে হুবাইরা বর্ণনা করেন যে, আমি তাকে তার ঐ ব্যাগের পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। তখন দেখলাম সে হুবহু ঐ ভাবেই বর্ণনা করল যা আমার ব্যাগের সাতে মিলে গেল। যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, এ ব্যাগের প্রকৃত মালিক এই মাঝিই তখন আমি ঐ ব্যাগ তার সামনে পেশ করলাম। যখন মাহমুদ দীনারের ব্যাগ দেখল তখন সে খুশীতে বেহুশ হয়ে গেল। আমি তার মাথায় পানি দিলাম যখন সে হুশ হল তখন বললঃ তুমি এ ব্যাগ কোথায় পেয়েছ? আমি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনালাম এবং বললামঃ যে তোমার ভাই তোমাকে বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে খুঁজেছে এটা তোমার ধারণা মাত্র যে সে বেঈমান হয়ে গেছে এবং সে দুনিয়া নিয়ে ভেগে গেছে।

মাহমুদ ব্যাগ পেয়ে অপরিসীম খুশী হল এবং বার বার ব্যাগ দেখছিল। অতপর যখন সে দীনার গণনা করল দেখল সেখানে ৯৯৯ এক দীনার কম হওয়ার কারণ আমি তাকে বললাম যে এ থেকে তোমার ভাইয়ের জন্য আঙ্গুর খরীদ করেছি, সে বলল সমস্যা নেই। বরং আরো দশ দীনার আমার হাতে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। এখন যখন দ্বিতীবার আমি বাগদাদে আসলাম এবং আমার নিকট খরচের পয়সাও হল তখন আমি দ্বিতীয়বার ওখানে থাকা এবং কাজ খুঁজার ইচ্ছা করলাম।

পরের দিন চিন্তা করলাম যে এখন আরেকবার আমার সরকারী চাকুরীর ওখানে যাওয়া দরকার হতে পারে এখন ওখানে আমার কোন কাজ থাকতে পারে। যখন আমি ওখানে গেলাম তখন তারা আমাকে দেখামাত্র বললঃ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা তোমাকে খুঁজতে ছিলাম। তোমার জন্য এখন কাজ আছে। এ আঙ্গুর আমার জন্য বাগদাদে ফিরত আসার কারণ হিসেবে দাড়াল। আমি ধারাবাহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে খুব দ্রুত খলীফা মুক্তাফী লি আমরিল্লাহর ট্রেজারী অফিসার হয়ে গেলাম। এরপর সেক্রেটারীয়েটে পৌঁছলাম এবং খলীফার সাথে কাজ করতে থাকলাম। খলীফা যখন আমার আমানতদারী, চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করল তখন ৫৪৪ হিজরীতে আমাকে তার মন্ত্রী বানাল। এরপর খলীফার মৃত্যুর পর তার ছেলে মুস্তানজেদ বিল্লাহ খলীফা হল সেও আমাকে মন্ত্রীত্বের পদে বহাল রাখল।

ইবনে হুবাইরা ৫৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মন্ত্রী হিসেবেই বহাল ছিলেন।[1]

1. সাজারাতুজ জাহাব ফী আখবারে মান জাহাব (৫৬০ সাল) ইবনুল হাম্মাদ হাম্বলী, আল-মুন্তাজেম (৫৬০ সাল) ইবনুল জাওযী, ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খালকান-৬-২৩০, কিতাবুজ জাইল আলা ত্বাবাকাতিল হানাবেলা, ইবনে রজব-৩/২৫১-২৯১ পৃষ্ঠা। দারুল মা'রেফা।

বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণকে বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

«التَّواضُعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِفْعَةً».

বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

«فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللهُ».

সুতরাং তোমরা বিনয়ী ও নম্র হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

«الْعَفْوُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا».

ক্ষমা মানুষের ইজ্জত বৃদ্ধি করে।

«فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللهُ».

অতএব ক্ষমা কর আল্লাহ তোমাদেরকে ইজ্জত দিবেন।[1]

«وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَزِيدُ الْمَالَ إِلَّا نَمَاءً».

এবং সাদকার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

«فَتَصَدَّقُوا يَزِدْكُمُ اللهُ».

সুতরাং দান কর আল্লাহ তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দিবেন।

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেনঃ

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَازَادَ اللهُ عَبْدًا مِنْ عَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ».

সদকার মাধ্যমে সম্পদে কমতি করেনা। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার মাধ্যমে বান্দার ইজ্জত ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যখনই কোন বান্দা আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দেন।

1. মুসলিম-২৫৮৮।

জীবন দান

খলীফা মো'তাসেম বিল্লাহ যখন খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্টি না অসৃষ্টি) ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহঃ)-এর রায় পরিবর্তনের চেষ্টা করে বিফল হল তখন তার উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতে থাকল, শাস্তির জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হল,অত্যাচারী ও জল্লাদ নির্ধারণ করা হল তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এবং কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। জল্লাদের কঠিন নির্যাতনে ইমাম সাহেবের কাঁধ আলগা হয়ে গেল পেট থেকে রক্ত বের হতে থাকল।

খলীফা মো'তাসেম সামনে এসে বললঃ

«يَا أَحْمَدُ، قُلْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَأَنَا أَفُكُّ عَنْكَ بِيَدِي، وَأُعْطِيكَ وَأُعْطِيكَ».

হে আহমদ তুমি শুধু বলে দাও যে, কুরআন সৃষ্টি তাহলে আমি নিজ হাতে তোমার বাঁধন খুলে তোমাকে মুক্ত করে দিব এবং তোমাকে এত এত ধন-সম্পদ দান করব। উত্তরে ইমাম আহমদ (রহঃ) শুধু বললঃ

«هَاتُوا آيَةً أَوْ حَدِيثًا»

কুরআনের কোন আয়াত বা কোন একটি হাদীসের দলীল এ ব্যাপারে পেশ কর। তাহলে সাথে সাথে আমি আমার রায় পরিবর্তন করব। খলীফা মো'তাসেম দাত কামড়িয়ে জল্লাদকে বললঃ সে আমার কথা মানছে না তোমার হাত ভেঙ্গে যাক তুমি তার উপর আরো কঠোরতা প্রয়োগ কর। আরও বেশি মার। জল্লাদ পূর্ণ শক্তি দিয়ে নতুন ভাবে মানতে থাকল ইমাম সাহেবের শরীরের গোশ ফেটে গেল রক্তের ফোয়ারা বইতে থাকল। খলীফার সভাসদ এক আলেম বলে উঠল। আহমদ বিন হাম্বল! আল্লাহ কি বলেন নাইঃ

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾

অর্থঃ "তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে কতল কর না।

এর কেন তুমি অনর্থক খলীফার কথা না মেনে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন?

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেনঃ

বাহিরে বের হয়ে দরজার সামনে গিয়ে দেখ কি অবস্থা?

সে আঙ্গিনায় একে একটু বাহিরের দিকে ঝুঁকে দেখল অসংখ্য মানুষ কাগজ কলম হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে? সভাসদ আলেম তাদেরকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কি জন্য অপেক্ষা করছ? তারা বললঃ

আমরা অপেক্ষা করি যে, খালকে কুরআনের ব্যাপারে ইমাম আহমদ কি উত্তর দিচ্ছে তা লেখার জন্য। এ সভাসদ আলেম এসে যখন ইমাম আহমদ (রহঃ) কে সংবাদ দিল তখন তিনি বললেনঃ

আমি কি তাদের সবকে পথভ্রষ্ট করব? নিজে নিজেকে কতল করা মেনে নেয়া যায়; কিন্তু তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা মেনে নেয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর প্রতি আল্লাহ অসংখ্য রহম করুন।

তাওবা করে নিয়েছে

বনী ইসরাইলের যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দীর্ঘ দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল না, লোকেরা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট গেল এবং বললঃ হে কালিমুল্লাহ! আল্লাহ তায়ার নিকট দু'আ করুন যাতে তিনি বৃষ্টি দেন।

তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) লোকদেরকে সাথে নিয়ে দু'আ করার জন্য আবাস ভূমি থেকে বের হয়ে আসলেন। তারা প্রায় সত্তর হাজার লোক ছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ শুরু করলেন।

«إِلٰهِي، أَسْقِنَا غَيْثَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ...وَارْحَمْنَا بِالْأَطْفَالِ الرُّضَّعِ وَالْبَهَائِمِ الرُّتَّعِ وَالشُّيُوخِ الرُّكَّعِ».

হে আমার প্রভু! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদের প্রতি আপনার রহমত বর্ষণ করুন। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চা, বাকহীন প্রাণী, বৃদ্ধ, অসুস্থ তারা তোমার রহমতের আকাঙ্ক্ষী, তুমি তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে আমাদেরকে তোমার রহমতের দ্বারা আবৃত কর। দু'আ চলতে থাকল কিন্তু বৃষ্টির কোন আলামত দেখা গেল না; বরং সূর্য আরো তেজোদীপ্ত হল।

মূসা (আলাইহিস সালাম) খুব আশ্চর্য হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন অহী নাযিল হলঃ

«إِنَّ فِيكُمْ عَبْدًا يُبَارِزُنِي بِالْمَعَاصِي مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَنَادِ فِي النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، فَبِهِ مَنَعْتُكُمْ..».

তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছে যে গত চল্লিশ বছর পর্যন্ত একাধারে আমার নাফরমানী করে চলেছে এবং গোনাহর কাজে লিপ্ত রয়েছে। তুমি মানুষের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, সে যেন এখান থেকে বের হয়ে যায়। কেননা তার কারণে বৃষ্টি বন্ধ আছে এবং যতক্ষণ সে বের হবে না ততক্ষণ বৃষ্টি হবে না।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার এক দূর্বল বান্দা আমার আওয়াজ ও দূর্বল, এখানে প্রায় সত্তর হাজার লোক আছে আমি তাদেরকে কিভাবে এ আওয়াজ শোনাব?

উত্তর আসলঃ

«مِنْكَ النِّدَاءُ وَمِنَّا الْبَلَاغُ».

তোমার কাজ আওয়াজ দেয়া আর আমার কাজ পৌছানো। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির মাঝে ঘোষণা দিল যে,

«أَيُّهَا الْعَبْدُ الْعَاصِي الَّذِي يُبَارِزُ اللهَ بِالْمَعَاصِي مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً... اخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَبِكَ مُنِعْنَا الْمَطَرَ».

হে আল্লাহর গোনাহগার বান্দা যে গত চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্বীয় রবকে অসন্তুষ্ট করে রেখেছ তাকে জানানো যাচ্ছে যে, তুমি আমাদের মাঝ থেকে বের হয়ে যাও। তোমার কারণে আমরা রহমত হতে বঞ্চিত হচ্ছি।

ঐ গোনাহগার ব্যক্তি ডানে বামে তাকিয়ে দেখল যে কোন লোকই তার স্থান থেকে নড়ছে না। সে বুঝল যে, তাকেই সম্ভোধন করা হয়েছে। সে চিন্তা করল যে, আমি যদি এ বিশাল জন সমুদ্র থেকে বের হই তাহলে বর্ণনাতীত লজ্জা পেতে হবে, আর আমাকে দেখে মানুষ হাসবে। আর আমি যদি বের না হই আমার কারণে সমস্ত মানুষ বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

এ ভেবে সে তার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে তার অতীত কর্মের জন্য লজ্জিত হল এবং দূ'আ করলঃ হে আমার প্রভু! তুমি কত দয়ালু এবং ধৈর্যশীল যে, আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানী করছি আর তুমি আমাকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছ। এখন তো তোমার আনুগত্য স্বীকার করে এখানে এসেছি। তুমি আমার তাওবা কবূল কর এবং আমাকে ক্ষমা কর আজকের এ অপমান থেকে রক্ষা কর!

তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) আবারও আরয করল হে আল্লাহ! তুমি কি করে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলে ঐ নাফরমান বান্দা তো এ জনসমুদ্র থেকে বের হয় নাই?

আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে মূসা! যার কারণে আমি বৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছিলাম এখন তার কারণেই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করেছি কেননা সে তাওবা করেছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললঃ হে আল্লাহ! ঐ ব্যক্তির সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও যাতে তাকে আমি দেখতে পারি? বললেনঃ

«يَا مُوسَى، إِنِّي لَمْ أَفْضَحْهُ وَهُوَ يَعْصِينِي، أَأَفْضَحُهُ وَهُوَ يُطِيعُنِي».

হে মূসা যখন সে নাফরমানী করতেছিল তখনই আমি তাকে অপমানিত করি নাই, আর যখন সে আমার অনুগত হল তখন আমি কি করে তাকে অপমাণিত করব?

সে এক গোনাহগার অবাধ্য ব্যক্তি ছিল তার কারণে বৃষ্টি বন্ধ ছিল। আর যখন সমস্ত মানুষই পাপে লিপ্ত তখন অবস্থা কি হতে পারে? সূরা জ্বীনের ১৬নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কতই না সুন্দর করে বলেছেনঃ

﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾﴾

তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। (সূরা জ্বিনঃ ১৬)

স্ব স্ব কামনা

আমীর মুআবিয়ার খেলাফত কালে একদিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং তাঁর দুই ভাই উরওয়া বিন যুবাইর এবং মুসআব বিন যুবাইর ও আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের সাথে মক্কায় হারামে একত্রে বসেছিল। কথাবার্তা শুরু হল একে অপরকে বললঃ হারামে বসে আছি, চল যার যার কামনা ব্যক্ত করি, মুসআব বিন জুবাইর বললঃ আমার কামনা যে আমি ইরাক ও শামের পরিচালনা করব এবং হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মেয়ে সকীনা এবং ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু)এর মেয়ে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কে বিয়ে করব। কারণ এরা উভয়েই কুরাইশ বংশের। একদিকে ছিল তাদের মান-ইজ্জত অন্য দিকে সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদ।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ আমার কামনা হল যে, আমি খলীফা হব এবং হারামাইন শরীফাইনে আমার পরিচালনা চলবে। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বললঃ আমার কামনা হল এই যে, আমি আমীর মুআবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হব এবং দুনিয়া আমার হুকুমতে চলবে।

শেষে উরওয়া বিন জুবায়েরের পালা আসল তিনি আরয করলেন যে যে বিষয় গুলির তোমরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছ এর কোন একটিতেও আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি আল্লাহর নিকট এ কামনা করি যে, তিনি আমাকে দ্বীনী ইলমে ভরপুর করেন আর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাত দান করেন।

এর কিছু দিন পরই তারা তিনজন হারামে বসে যে কামনা প্রকাশ করেছিল তা পূর্ণ হয়েছে।

মুসআব বিন জুবাইর শাম ও ইরাকের গভর্ণর হলেন এবং সকীনা বিনতে হুসাইন ও আয়েশা বিনতে ত্বালহাকে বিয়ে করেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ও খলীফা হন হিজাজ, ইরাক, মিশর, শাম পর্যন্ত তার প্রতিনিধিত্ব চলেছে। দামেশক ও বিজয় হতে যাচ্ছিল; কিন্তু ভাগ্যে ছিল না এবং বনি উমাইয়্যার সাথে টান পোড়ন শুরু হয়। ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইতিহাস এ অবলোকন করেছে যে, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান আমীর মুআবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং সমস্ত ইসলামী হুকুমত তার অধীনস্থ ছিল।

একদিন সে উরওয়া বিন যুবায়েরকে দেখে হারামের ঘটনা মনে পড়ল তখন সে লোকদেরকে বললঃ যার মন চায় সে যেন উরওয়াকে দেখে নিক নিঃসন্দেহে তার কামনা আমাদের চেয়ে উত্তম ছিল।

ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্ত

ইসলামের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল বিভিন্ন বংশ ও এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে সময়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষমান ছিলেন যে কখন মক্কা বিজয় হবে। হিজরতের অষ্টম বছর চলছে, মক্কার কুরাইশরা তখনও মূর্তী পূজায় লিপ্ত ছিল। যদিও সত্য স্পষ্ট ছিল, পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মূর্তী লাভ ক্ষতির ক্ষমতা রাখেনা এ শুধু পাথর মাত্র। মানুষের নিজের হাতের তৈরি বস্তু।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর একদিন সে পবিত্র দিনের আগমন ঘটল যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তখন ছিল পবিত্র রমযান মাস। বিশ রোযার পর আল্লাহর রাসূল মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। কুরাইশদের দাম্ভীক নেতা এবং তাদের সহযোগীদেরকে দেখছিলেন যে আজ তারা কিভাবে অপদস্ত হয়ে জানের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন অত্যাচারই তারা করে নাই। আজ তারা সবাই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল্লায় প্রবেশ করলেন, যেখান থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ শুরু করলেন যে, ঘরে তারা ৩৬০টি মূর্তী রেখেছে। কাবা মূর্তীর ঘরে পরিণত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেনঃ

﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ (بنی اسرائیل:٨١)

সত্য সমাগম হয়েছে আর বাতিল দূরভীত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল দূরভীত হওয়ারই বিষয়। (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৮১)

মূর্তীসমূহ ভেঙ্গে তছনছ করা হচ্ছিল সাথে সাথে কুরাইশদের দাম্ভীকতাও ধূলিসাৎ হচ্ছিল। আজ থেকে আল্লাহ তায়ালাকে মান্যকারীদের শাসনকাল শুরু হল। যারা শুধু আল্লাহকে মান্য করে। যার কোন শরীক নেই, যিনি একমাত্র বাদশাহ, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। আজ কাবার দেয়ালসমূহ আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে প্রকম্পিত হচ্ছে। বেলাল (রাযিআল্লাহু আনহু)এর সুমধুর কণ্ঠের ধ্বনি পাহাড়সমূহের চূড়ায় গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আজ মক্কার অলি-গলি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দিচ্ছে। আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মর্যাদার জয়গান চলছে। তিনি আনন্দে আট রাকআত (নফল) নামায আদায় করলেন। একক শক্তির অধিকারীর সামনে বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে।

মক্কাবাসীদের চক্ষু দৃষ্টি আজ মাটির দিকে যে, আজ আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে?

ঘোষণা দেয়া হল যে, আজ আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে, যে বায়তুল্লায় প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা পাবে, যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, সেও নিরাপত্তা পাবে।

ঘোষণা আসলঃ হে মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা পাবে।

খালেদ বিন ওয়ালিদকে নির্দেশ দেয়া হল যে, সে যেন "আল-লাইত" নামক রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। তার সাথে ছিল আসলাম, গাফফার, মোজাইনা এবং জুহাইনা বংশের বাহাদূরগণ। বিভিন্ন বংশের লোকদেরকে ঝাঁকজমকভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু পৃথিবী দেখল বিরল ঘটনা যে, এক বিজয়ী তার ঘোড়ার পিঠে বসে নিজেকে স্বীয় রবের নিকট সঁপে দিল। পাগড়ী দিয়ে চেহারা ঢেকে নিল। আজ মক্কা বিজয় হচ্ছে তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রবের প্রশংসা করা হচ্ছে। মক্কা বিজয়ী এ শহরে পুণরায় প্রবেশ করল যেখান তেকৈ আট বছর পূর্বে তাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। অতপর তিনি কাবার দরজার নিকট এসে তার পবিত্র যবানে উচ্চারণ করলেনঃ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَاشَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

এক আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি তার অঙ্গীকার সমূহকে সত্যে পরিণত করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত দলকে তিনি এককভাবে পরাজিত করেছেন। এরপর পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে ঘোষণা হল যে, আজ সমস্ত ধন-সম্পদ ইজ্জত, অহংকার, রক্তপাত সবই আমার পায়ের নিচে। তবে হ্যাঁ এ ঘরের চাবি (কা'বা) এবং লোকদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব যার হাতে ছিল সেই তা পালন করবে।

অতপর কুরাইশদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟».

হে কুরাইশরা আমি তোমাদের সাথে আজ কি আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলঃ

«خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ».

তোমার নিকট আমরা ভাল কামনা করি, তুমি অনুগ্রহকারীর ভাই এবং অনুগ্রহকারীর ছেলে।

বললেনঃ

«فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ».

আমি তাই বলব যা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন, "আজ তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই যাও তোমরা সবাই আজ মুক্ত।"

মক্কাবাসী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যবানে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা পেল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা ঘরে সাত চক্কর (ত্বাওয়াফ) করলেন। অতপর বায়তুল্লায় ঢুকে (নফল) নামায আদায় করলেন।

ঐ দিন মুসলমানদের দুইজন লোক শাহাদাত বরণ করেছিল। একজন ছিল, খুজাআ বংশের হুবাইশ বিন আশআর বিন মুনকিজ বিন রাবীয়া এবং দ্বিতীয়জন হল কারজ বিন জাবের বিন হেল ফেহরী কুরাইশী (রাযিআল্লাহু আনহুমা) পক্ষান্তরে কাফেরদের মধ্য থেকে মারা যায় ১৩ জন।

হাম্মাস বিন কায়েস, মক্কার একজন মুশরিক ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সকালে স্বীয় স্ত্রীকে বললঃ আজ আমি মুহাম্মাদের সাথীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে

তোমার জন্য গোলাম বানিয়ে নিয়ে আসব। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে বললঃ স্ত্রী! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর। স্ত্রী ঠাট্টার স্বরে বললঃ আরে! তোমার গোলাম কোথায়?

সে বললঃ

إِنَّكِ لَوْ شَهِدْتِّ يَوْمَ الْخَنْدَمَه   إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرِمَه

وَاسْتَقْبَلْنَا بِالسُّيُوفِ الْمُسَلَّمَه   يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَه

ضَرْبًا فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَه   لَهُمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهَمَه

لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَه

যদি তুমি খান্দামা যুদ্ধের অবস্থা দেখতা যখন সাফওয়ান এবং ইকরামা ভেগে গেল আর শানিত তরবারী দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল, যারা সমস্ত উচু নিচুকে এমনভাবে কতল করছিল যে সেখানে হট্টগোল এবং প্রাণীর কণ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তাহলে তুমি আজ এত নিচু ভাষায় তিরস্কার করতা না।

ঐদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন যে, নয় ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই হত্যা করতে হবে। যদিও সে কা'বার গিলাফ ধরে আশ্রয় চায় না কেন? এদের মধ্যে আবু জাহেলের ছেলে একরামা এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা বিন খালফ ও ছিল। অবশ্য তাদেরকে পরবর্তীতে ক্ষমা করা হয়েছিল।

হুয়াইরেস বিন নকীদ বিন ওহাব ঐ বদবখত ছিল যে মক্কায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কষ্ট দিত, যখন ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুম (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হিজরতের সময় আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) উটে আরোহণ করে মদীনাতুর রাসূল গমনের উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন এ যালেম বাঁধ হয়ে দাড়াল এবং উট জোরে তাড়াল ফলে তারা উভয়ে উটের পিঠ থেকে পরে গেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তার রক্তপাত হালাল বলে ঘোষণা দিলেন তখন সে আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাতের নাগালে চলে আসল আর তিনি তাকে জাহান্নামের খোরাকে পরিণত করলেন।

অতপর এ দৃশ্য মানুষ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখল যা চোখে ভাসছে। এরপর নবুওয়াতের প্রাণকেন্দ্র আমীর হামযা (রাযিআল্লাহু আনহু) হত্যাকারী ওয়াহসী বিন হারব আসল সে মক্কা বিজয়ের দিন তায়েফের দিকে চলে গিয়েছিল; কিন্তু বংশের লোকদের সাথে এমন এক পর্যায়ে এসে সাক্ষাত করল যখন তার মুখে কালেমা তাইয়্যেবা জারী ছিল এবং সে নিরাপত্তা চাচ্ছিল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ ওয়াহসী এসেছে?

বললঃ হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল!

বললেনঃ আচ্ছা বলত আমার প্রিয় চাচাজানকে তুমি কিভাবে হত্যা করেছিলা?

যখন সে ঘটনা বর্ণনা করল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোখে অশ্রুসজল হয়ে গেল। বললেনঃ ওয়াহসী! তোমার চেহারাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখ! চাচাজানের প্রতি গভীর মুহাব্বাত থাকা সত্ত্বেও রহমতের নবী স্বীয় চাচার হত্যাকারীকে ইসলাম গ্রহণ করা মেনে নিয়ে তাকে সাধারণ ক্ষমা করে দিলেন। ইতিহাসে ক্ষমার এ দৃষ্টান্ত আছে কি?

ঐ দিন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মহিলারাও আসল তাদের সাথে চুপে চাপে হিন্দা বিনতে উতবাও ছিল। তাকেও হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হামযা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর লাসের সাথে খারাপ আচরণ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুঃখ কষ্ট দেয়াই ছিল তার জীবনের একমাত্র টার্গেট। এ ছিল ভীষণ অন্যায়; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে তাও ক্ষমা করে দেয়া হল। এ ছিল মানব ইতিহাসে ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার নযীর এ পৃথিবীতে আর মিলবে না।

হিন্দা বিনতে উতবা তার মুহাব্বাত ঘৃণায় পরিণত হল। মূর্তীর ব্যাপারে তার ভ্রান্তি দূর হল, ইসলামের বদৌলতে গ্রহণ করে ঘরে ফিরে মূর্তীকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল এবং তা ভাঙ্গতে শুরু করল, মূর্তী ভাঙ্গ ছিল আর বলছিলঃ হায়! তোমাদের ব্যাপারে আমি কত ভুল ধারণা নিয়েছিলাম। হাদীয়া স্বরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট দুইটি বকরীর বাচ্চা পাঠাল। বললঃ আমাদের বকরী বাচ্চা কম দিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'আর বরকতে বকরী বেশি বেশি বাচ্চা দিতে লাগল। গরীবদেরকে বকরী দিত আর

বলতঃ এ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দু'আর বরকতে হয়েছে। আল্লাহর শুকর যে তিনি আমাকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন।

মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঐদিন আল্লাহ ইসলামকে ইজ্জত দিয়েছেন কুফর ও শিরকে নিপাত করেছেন। বায়তুল্লায় আল্লাহর কালেমা ধ্বনিত হল এবং মুশরিকদের হাত থেকে আল্লাহর ঘর মুক্ত হল। সাথে সাথে ঐ দিন ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যার পুনরাবৃত্তি করতে ইতিহাস অক্ষম।

আশ্চর্যজনক ফায়সালা

যুদ্ধের ইতিহাসের এক অসাধারণ ও অনন্য ঘটনা হল এই যে, ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ত্বাবারী এবং বালাজুরী বর্ণনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলী সামারকন্দ বিজয় করেন। কিছু কিছু লোক অপবাদ দিল যে এ বিজয় ছিল অবৈধ এবং ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে।

কিছুদিন পর যখন উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) সোনালী যুগ আসল তখন সমরকন্দ বাসীরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য মামলা পেশ করল। মামলার বিষয় ছিল যে, সমরকন্দকে অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। অতএব এ শহর যেন দখল মুক্ত করা হয়।

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) এ মামলা শুনানীর এক কাজীর হাতে ন্যাস্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, বাস্তব সত্য এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের আলোকে সঠিক ফায়সালা পেশ করতে। যে সমরকন্দ বাসীর অভিযোগ কতটা সত্য।

কাজী সমরকন্দের মসজিদে আদালত বসালেন। বাদী-বিবাদীরা আসল। তারা সবাই সেনানায়ক ছিলেন। আদালতে সবাই হাজির হল উভয় পক্ষের সাক্ষী শোনা হল উন্মুক্ত যাচাই হল। প্রমাণাদী ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর কাজী এমন এক ফায়সালা দিলেন যে, যা নিয়ে সমস্ত ইসলামী আদালত গৌরব করতে পারে। শহর (সমরকন্দ) থেকে দখল উঠিয়ে নেয়া হল। এ বিজয় ছিল অবৈধ। সমরকন্দ বাসীর দাবীই সত্য। নিঃসন্দেহে বিজয় ছিল অবৈধ। ইসলাম যুদ্ধের ময়দানে দুশমন বাহিনীকে যে অধিকার দিয়েছে এ দখল তার বিরোধী।

মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তারা যেন এতদিনের মধ্যে শহর ছেড়ে দেয়। এত তারিখের পর এ শহরের মুসলমানদের কোন দখল থাকতে পারবে না। শহর দখল মুক্ত হওয়ার পর দুশমনদেরকে দ্বিতীয়বার আল্টিমেটাম দেয়া হবে। এরপর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হবে। তখন যদি মুসলমানরা তা দখলে নিতে পারে তবে তা সঠিক বলে গণ্য হবে।

কাজীর ফায়সালাকে উভয় দল সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল। নির্দিষ্ট সময়ের পর মুসলমানরা শহরে দখল ছেড়ে দিতে লাগল। সমরকন্দবাসীরা দ্বিতীয়বার মাথা

চাড়া দিয়ে উঠল তারা তাদের শক্তিও দেখাল। তাদের যুলম ও ভিত্তিক শাসন সর্বসাধারণের সামনে ছিল সাথে সাথে মুসলমানদের ন্যায় পরায়ণতা ও তারা পরিলক্ষিত করেছে। উভয় প্রশাসনের মধ্যে যথেষ্ট যাচাই-বাচাই হল যে, নিজেদের এ প্রশাসন উত্তম না মুসলমানদের ন্যায় পরায়ণতা পূর্ণ প্রশাসন উত্তম।

সামারকন্দবাসী সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের সোনালী শাসন নিজেদের যুলুম ও নির্যাতন পূর্ণ শাসনের চেয়ে বহুগুণে ভাল। কাজীর নিকট দরখাস্ত করা হল যে, আমরা আমাদের মোকদ্দমা উঠিয়ে নিলাম আমাদের জন্য ইসলামী প্রশাসকের পরিচালনায় জীবন-যাপন করা অনেক ভাল।

কিসরার স্বর্ণ নির্মিত বলয়

ইতিহাসের পাঠকগণ এমন এক স্থানের কথা অবশ্যই পাঠ করেছেন যা চতুর্দিক থেকে পাহাড় দ্বারা আবরিত, সংকীর্ণ একটি উপত্যাকা, যেখানে না কোন বৃক্ষ তরুলতা আছে না কোন বাগান। এ স্থানে কোন ঝর্ণা ও পানির ব্যবস্থা নেই এখানকার আবহাওয়া প্রচন্ড গরম। এখানকার অধিবাসীরাও আশ্চর্যজনক অভ্যাসে অভ্যস্ত। ছোট খাট বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শুরু হয়ে যেত। আর বংশানুক্রমে এর জের চলতে থাকত যুগ যুগ ধরে। এখানে অজ্ঞতার সয়লাব রয়েছে কোন কেন্দ্রীয় সরকার নেই। কেউ কারো নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের কোন ধর্ম ও মতাদর্শও নেই। বাপ-দাদার আদর্শই তাদের একমাত্র আদর্শ। জ্ঞানের এতই কমতি ছিল যে, নিজের হাতে মূর্তী তৈরি করে তার পূঁজা করত। তাদের যদি কোন গৌরব থেকে থাকে তাহলে ছিল তাদের মাতৃভাষা আর আরবী কবিতার। জ্যোতিষী ও যাদুকরের কথা তাদের উপর খুবই প্রভাব ফেলত তারা এদেরকে খুবই গুরুত্ব দিত এবং তাদের কথাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করত। আর সে স্থানটি হল মক্কা যার অধিবাসীরা আরব। ঐ স্থানের ১৯ বছরের এক যুবক গলির ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে কা'বার পার্শ্বে হুবল নামক এক মূর্তীর সামনে মোনাজাত করেছে এবং নিজের মনোবাসনা পেশ করেছে। এ যুবক দেখতে ছোট হলেও সুঠাম দেহের অধিকারী, শরীরে প্রচুর পশম, চাল-চলন ও বেশ-ভূসায় বাঘের বাচ্চার মত মনে হয়, নাম তার সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস।

সে সময়ে মক্কা মুকাররমায় এক ব্যক্তি ছিল যে, যৌবনকাল শেষে বার্ধেক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ যুবক তার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখত, তাকে সম্মান করত তার সব কথা পালন করত। একদিন এ ব্যক্তি ঐ যুবককে রাস্তায় থামিয়ে নিজের প্রতি ইশারা করে তাকে ডাকল। কানে কানে তাকে কিছু কথা বলে উভয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এক ঘরের দিকে যেতে লাগল, ওখানে গিয়ে এ যুবক এক নতুন দ্বীন গ্রহণ করল, সে সহ তখন ঐ দ্বীন গ্রহণ কারীর সংখ্যা দাঁড়াল সাতে।

এই সাত জনের মধ্যে একজন ছোট্ট বাচ্চাও ছিল আর ঐ সৌভাগ্যবান হল এমন যে আজও আল্লাহর সাথে কুফরী করে নাই। তার নাম আলী বিন আবী তালেব (রাযিআল্লাহু আনহু) এ ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাত ভাই।

এ সাত ব্যক্তির উপর পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব অর্পিত হল। আর তারাও এ ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের চেষ্টার ফলে কিছু

দিনের মধ্যেই এ সংখ্যা চল্লিশে উন্নীত হয়েছে। হঠাৎ করে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি হল যে ছিল অত্যন্ত শক্তিধর, বাহাদুর, এক সময়ে যার শক্তির যথেষ্ট স্বীকৃতি ছিল, শুধু মুখের ভাষাই নয় বরং কাজেও।

ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির পর এ চল্লিশ জন তাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ করতে চাইল, যা ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম শক্তি প্রদর্শন। আর এর ধারাবাহিকতা শুধু সাফা পাহাড় থেকে কা'বা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা বিস্তার লাভ করেছে শহরসমূহ, উপত্যকা, মরুভূমি, জঙ্গল, বাহরে জুলুমাতসহ সমস্ত পৃথিবীতে।

এরপর ইতিহাসের পাঠকদের সামনে একদিন ঐ যুবক কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী বিরাট যুদ্ধের ইতিহাস তৈরির জন্য বাছাইকৃত হতে দেখেছে।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অনুসারীদেরকে সুসংবাদ দিল যে, একদিন কিসরা, কায়সার তাদের পদানত হবে। তাদের শক্তি ও সম্পদ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, কুরাইশরা একথা শুনে তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিল। কেউ কেউ উপহাস করল, কেউ কেউ বললঃ পাগলের প্রলাপ শুনেছ! কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একথা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের ন্যায় সত্য ছিল।

আল্লাহর শক্তির ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তার বিশ্বাস ছিল এ দাওয়াতের শক্তির ব্যাপারে যে পথে সে ডাকছে। যদিও মানুষের নিকট কিসরা ও কায়সার বিজয় করা অসম্ভব বলে মনে হত, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখা পাগলের প্রলাপের চেয়ে বড় কিছু মনে হত না।

অথচ একদিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে চুপে চুপে রাতের অন্ধকার এক গুহায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে আশ্রয় নিলেন, এখান থেকে বের হয়ে খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ এক ভূমি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেখানে একদল অঙ্গীকার পূরণকারী লোক তাঁদের অপেক্ষায় ছিল।

এদিকে ১০০শত উট পাওয়ার লোভে সুরাকা বিন মালেক তাঁর পিছু ধরল। সে তাঁদেরকে গ্রেফতার করতে চাইল। আউজুবিল্লাহ! সে তাঁদের রক্ত পিপাসু ছিল, ঠিক এ মুহূর্তে তার কানে এক বিকট শব্দ ভেসে আসল।

«كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ، إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَ كِسْرَى؟».

হে সুরাকা কেমন লাগবে তোমার সেদিন যেদিন তুমি কিসরার মাল্য পরিধান করবে?

সুরাকা একথা শুনে আগ্রহী তো হয়েছে বটে; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল না তার মনে হল যে, এজন্যই মনে হয় কুরাইশরা তাকে পাগল বলে, যেহেতু সে এ ধরণের কথা বলে।

কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী টান পোরন এতদিনে পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়েছে, এ যুবক যার কথা এতক্ষণ বলা হল সে এমন এক সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাবান যে, তার পূর্বে কেউ এ সম্মানে ভূষিত হতে পারে নাই।

ইসলামের পক্ষ থেকে প্রথম বর্শা নিক্ষেপকারী ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) অতপর সে আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের সম্মান পেল, সে বার বার তীর নিক্ষেপ করছিল আর কানে এ সুসংবাদ শুনছিল যে,

«ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

সা'দ তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক।

ইতিহাসে এ সম্মানটুকু শুধু সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) লাভ করেছিলেন, অন্য কেউ এ সম্মান লাভ করতে পারে নাই।

সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ এক বিরাট যুদ্ধের সেনাপতিত্ব করার সুযোগ দেন যে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইরাকের দ্বারপ্রান্ত ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং ইসলামের আলো ইরানের সীমান্ত থেকে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের পাঠকগণ সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবে যে, পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ছে, আরব দ্বীপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। গোত্রগুলোর দীর্ঘ মেয়াদী শত্রুতা ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। সমস্ত আরবরা ইসলামের পতাকা তলে তাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করছে। হেরা গুহা থেকে প্রবাহিত ঝর্ণা সমগ্র আরবকে সিক্ত করেছে। তার বরকতকে মানুষ পুরোপুরি ভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর ন্যায় পরায়ণতা এবং হেদায়েতের আলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবীগণ ইরাকের সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছে যাতে করে সেখানকার অধিবাসীরা এর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে; কিন্তু তাদের এক পুরনো শত্রু পারস্য যা কিসরা নামে পরিচিত সে তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে তাদেরকে বাঁধা দিতে লাগল। এদের উভয়ের মাঝের দ্বন্দ্ব ছিল

অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, সেখানে ছিল না সিংহাসনের লোভ, না ছিল কর্তৃত্ব করার প্রলোভন, না ছিল ভূমি দখলের চিন্তা না ছিল রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধির পাগলামী। মূলতঃ তাদের দ্বন্দ্ব ছিল মতাদর্শ নিয়ে। একদল চাচ্ছিল এক আল্লাহর নিকট মাথানত করতে হবে। আর অন্য দল চাচ্ছিল মিথ্যা প্রভূর পূঁজা করতে। একটি আদর্শ হল শুধু এক আল্লাহর যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী যিনি উপকার ও অপকারে সক্ষম, সমস্ত শক্তির কেন্দ্র বিন্দু যিনি এক যার কোন শরীক নেই। যিনি সর্বপ্রকার প্রশংসার হকদার, সর্বময় কল্যাণের একচ্ছত্র মালিক, একটি পক্ষ শুধু তারই দিকে আশ্রয়ের জন্য হাত উত্তোলনকারী। অন্য দিকে বাপ-দাদা মিরাসের উপর গর্বকারী, অগ্নী পূঁজক, এ উভয় দল কাদেসিয়ার ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, একদিকে মুহাম্মাদের অনুসারীরা শাহাদাতের পিপাসায় জিহাদের জযবায় স্বইচ্ছায় এখানে এসেছে কোন প্রকার জোর জবরদস্তির স্বীকার হয়ে নয়।

তাদের ধন-সম্পদ অল্প; কিন্তু ঈমানী জযবা পরিপূর্ণ। তারা এমন মুহাজিদ যাদের দিন কাটে ঘোড়ার পিঠে আর রাত কাটে স্বীয় প্রভূর দরবারে সিজদার মাধ্যমে। এ দলের পুরুষদের সাথে কিছু মহিলারাও এসেছে। তারা তাদের পিতা বা স্বামীর সাথে এসেছে, আহতদের সেবা সুশ্রূষা করার জন্যে। বীর যোদ্ধাদের সাহস যোগাতে, তারা অত্যান্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা। এ দলের অবস্থা খুবই আশ্চর্যজনক। তারা প্রত্যেক যুগেই স্বীয় প্রভূর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কুফরকে পরাজিত করতে ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়েই যুদ্ধ করত। ক্লান্ত হলেও যুদ্ধ করত, অসুস্থ হোক, মরুভূমিতে হোক, মাঠে হোক, জঙ্গলে হোক, গরম হোক, বরফ আবরিত উপত্যকা, প্রচন্ড ঠান্ডা হোক, এশিয়ায় হোক আর ইউরোপে, আফ্রিকায় হোক আর আমেরিকায়, গভীর জঙ্গল বা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কালেমাকে বুলন্দ করতে তারা অগ্রসর হত। যুবক হোক আর বৃদ্ধ সকলের একই আশা শাহাদাত ---- শাহাদাত।

এভাবে এ সমস্ত শহীদগণ পৃথিবীর সর্বত্র নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে এমন কি অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদে আরাবীর ঝান্ডা উড্ডীন করেছে। তাদের বিপক্ষে ছিল অন্য দল যাদের সংখ্যা ছিল চার গুণ বেশি। এক লক্ষ বিশ হাজার, তারা ছিল সুসজ্জিত, প্রত্যেক সিপাহীর জন্য ছিল খাওয়ার ব্যবস্থা। পোশাক এবং অস্ত্র, পার্থিব ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ, পার্থিব ধন-ভান্ডার তাদের সাথেই ছিল। লোকদেরকে তাদের বশ্যতা স্বীকারে আনতে অর্থ ছড়ানো হত। সব কিছুই ছিল তাদের হাতের নাগালে, সর্বপ্রকার সহযোগিতা তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। সব ধরণের নেয়ামত ও তাদের

সামনে ছিল। তবে শুধু একটি জিনিসই ছিল না। স্বীয় রবের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না আর রবেরও তাদের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

পারস্যবাসীদের পক্ষ থেকে সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট আবেদন করা হল দূত পাঠানোর জন্যে। যাতে করে তাদের সাথে কথা বলে, আমাদেরকে বল যে তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ? তোমাদের কি উদ্দেশ্যে? একজনকে বাছাই করা হল আর তিনি হলেন মুগীরা বিন শো'বা (রাযিআল্লাহু আনহু)।

পারস্যরা চেহারার পর্দা সরিয়ে মুগীরাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাবুসমূহ সাজাতে লাগল। মূল্যবান চাদর ও পর্দা দিয়ে সাজাতে লাগল, কার্পেট, সুসজ্জিত খাদেম প্রস্তুত করা হল। এদিকে মুগীরা বিন শোবা (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় সাধারণ পোশাকে কোষহীন তরবারী যা কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল তা নিয়ে আসলেন।

দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান নুতন পোশাক দিতে চাইল এবং তরবারী নিজের কাছে রাখতে চাইল, তিনি বললেনঃ যে বেশে আমি এসেছি এ বেশেই আমি তোমাদের বাদশার সাথে সাক্ষাত করব। আমি আমার পোশাক পরিবর্তন করব না, না তরবারী তোমাদের নিকট জমা রাখব। যদি সাক্ষাত করতে হয় তাহলে এভাবেই করব। এছিল সম্পূর্ণ দুনিয়া বিমুখ মুজাহিদ।

রুস্তম বললঃ সে যেভাবে আসতে চায় তাকে সেভাবে আসতে দাও। সে তার তরবারীর ফলা কার্পেটে বিদ্ধ করতে করতে অত্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রুস্তমের সিংহাসনে গিয়ে এলোমেলো হয়ে বসে গেলে সভাসদরা পরস্পরে কানা-কানি শুরু করল যে, কত অভদ্র তার ভদ্রতা জানা নেই। জাহেল আরবরা এমনই। তাদের কোন আদব-কায়দা নেই। সোরগোল শুরু হল। মুগীরা বিন শো'বা (রাযিআল্লাহু আনহু) রুস্তমের দিকে তাকিয়ে সভাসদদেরকে সম্বোধন করে বললঃ হে অনারবরা! আমরা তোমাদের ব্যাপারে খুব সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, হুশিয়ার, চিন্তাশীল ব্যক্তি কিন্তু আজ তোমাদের নিকট এসে দেখলাম যে তোমাদের বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। তোমরা নেতাদের গোলামী পছন্দ কর। অথচ আমাদের নিকট রাজা-প্রজার মাঝে কোন তফাৎ নেই; বরং আমাদের রাজাতো অত্যন্ত ব্যস্ত এবং সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে চলেন। আমাদের নিকট প্রশাসক হওয়া একটা অতিরিক্ত বোঝা এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ সেখানে আরাম-আয়েশ, ভাগ্যবান হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ ধরণের নির্বিকতা রুস্তমের জন্য আশ্চর্যজনক ছিল। এ পর্যন্ত যে সমস্ত আরবদের সাথে সে সাক্ষাত করেছে তারা তার লেবার হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় কাজ করত।

আরবদের বাদশা নো'মান তার নিকট এসেছিল সে তার নিকট খাদ্য সামগ্রী চেয়েছিল সে এসে ছিল রুস্তমের নিকট সোনা চান্দি চাইতে। তার ধারণা ছিল যে, এ আরবরা ক্ষুধার্ত, দুর্বল, এদেরকে সামান্য সম্পদ কিছু লোভ দেখিয়েই খরিদ করা যাবে।

রুস্তম মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) কে লক্ষ্য করে বললঃ তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবগত আছি যে, তোমাদের দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশ। তোমরা অসহায় সম্বলহীন ক্ষুধার্ত মানুষ তোমাদের পোশাক, সাজ-সজ্জা ও বেশ ভুষাই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমি তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের প্রত্যেক যুবককে শস্য, আটা, খেজুর যথেষ্ট পরিমাণে দেয়ার জন্য ঘোষণা করছি। প্রত্যেক উট যতটুকু বহন করতে পারে ততটুকু করে দেয়া হবে। আর তোমরা আমাদের মোকাবেলা করার যে দুঃসাহস দেখিয়েছ তা আমরা ক্ষমা করে দিলাম।

মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেনঃ হে বাদশা! তুমি আমাদের অভাব ও অবস্থা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ তা পরিপূর্ণই ঠিক ও বাস্তব। আমরা অভাবী জাতি ছিলাম, নিঃসন্দেহে আমরা ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত ছিলাম ফলে যা মিলত তাই আমরা খেতাম, আমরা মুর্খতা ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, নিজেদের গণ্যমান্যদেরকে হত্যা করতাম, তাদের সম্পদ লুট করতাম; কিন্তু এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং কল্যাণের পথে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। ফলে আমাদের অন্তরে হিংসার পরিবর্তে মুহাব্বত স্থান দখল করেছে।

রুস্তম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দিকে তাকিয়ে তার তরবারীর দিকে ইশারা করে বললঃ এর উপর ভরসা করছ? যার খাপ পর্যন্ত নেই। সভাসদদের প্রতি ইশারা করে বললঃ তাকে মূল্যবান পাথর খচিত একটি তরবারী নিয়ে এসো এবং তাঁকে বললঃ এর পরিবর্তে এটি নাও। মুগীরা (রাযিআল্লাহু আনহু) তার তরবারীকে ঘুরাল যা বিজলীর মত চমকাল তা দিয়ে ইরানী তরবারীর উপর সজোরে আঘাত করল ফলে মূল্যবান পাথর খচিত তরবারী দুই টুকরা হয়ে গেল। অতপর রুস্তমকে সম্বোধন করে বললঃ তোমাদের সামনে এখন তিনটি রাস্তা, (১) ইসলাম কবুল করবে, (২) স্বইচ্ছায় কর প্রদান করবে (৩) অথবা আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা হবে যুদ্ধের মাধ্যমে।

রুস্তম কর প্রদান করার কথা শুনে নাক ফুলিয়ে স্বীয় সভাসদদের দিকে তাকাল অতপর অহংকারের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললঃ তুমি বেয়াদবী করছ যদি তুমি

দূত না হতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম; কিন্তু শোন! আগামী দিন আমি তোমাদের সবাইকে নিঃশেষ করে ফেলব।

পরের দিন যুদ্ধ শুরু হল, ইরানীরা তাদের সাথে হাতি নিয়ে এসেছিল, যেমন বর্তমানে ট্যাংক তেমনি ছিল সে যুগে হাতী।

তারা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করছিল। তারা চিন্তা করল কি করে এদেরকে ঠেকানো যায়। উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। হাতীর সূর তরবারীর মাধ্যমে কাটতে লাগলেন হাতী চিল্লিয়ে পিছনে যেতে লাগল। ইরানীরা হাতীর পদাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পরল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইরানীদের চক্রান্ত বিফল হতে লাগল। আল্লাহর অঙ্গীকার সত্যে পরিণত হল।

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদঃ ৭)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ দিন পায়ের ব্যাথ্যায় আক্রান্ত ছিলেন তাই চলা ফেরা করতে অপারগ ছিলেন। একটি উঁচু স্থানে হেলান দিয়ে বসেছিলেন আর যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা দেখছিলেন এবং নির্দেশনা লিখে লিখে কমান্ডারদেরকে দিচ্ছিলেন। প্রতিপক্ষও খুব আক্রমণ করছিল। হটাৎ তাঁর দৃষ্টি পরল এক অশ্বারোহীর উপর সে কাফেরদের সারিসমূহ ভেদ করে চলেছে, কখনও ডানে কখনও বামে, কখনও সামনে শত্রুদের সারিসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কে এ? দেখে তাকে আবু মেহজানের মত মনে হচ্ছে; কিন্তু সে তো বন্দী, সে মদপান করেছিল তাই তার সাজা হিসেবে আবু মেহজানকে বন্দী করে রেখেছিল। যুদ্ধের শুরুতে সে ওখানেই ছিল; কিন্তু বন্দী অবস্থায় জানালা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকিয়ে সে আর সহ্য করতে পারছিল না, জিহাদের জযবা তাকে বন্দী থাকতে দেয়নি। সামনে কাফের বাহিনী যাদের মোকাবেলায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য মুসলমানরা তাদের সর্বশক্তি কোরবান করেছে। সে অসহায় হয়ে বললঃ আমি তো শৃঙ্খলিত হায় আফসোস! আমি যদি তাদের সাথে শামিল হতে পারতাম। সে চিন্তা করছিল কিভাবে বের হবে, কে বের করবে কে আমাকে গ্রহণ করবে? সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) তার স্ত্রীকে ডেকে বললঃ দেখ! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমাকে মুক্ত করে দাও, আমি জিহাদে

অংশগ্রহণ করতে চাই, যদি বেচে থাকি তাহলে ফিরে এসে নিজে নিজের হাতে হাত কড়া পড়াব, আর যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রীর করুণা হল, একজন মুজাহিদ অথচ শৃঙ্খলিত? সে তার পা থেকে বেড়ি খুলে দিল, তাকে তার ঘোড়া দিল অতপর এক মুজাহিদ কমান্ডার ইন চীফের বেশে ঘোড়ায় আরোহণ করে তার দায়িত্ব পালন করতে লাগল। সা'দ ঐ যুবকের বাহাদূরী বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল, আরে! এতো আবু মেহজানই এত বড় বাহাদূর এত সাহসী, আচ্ছা! এরপর আর তাকে বন্দী করে রাখাব না। এদিকে আবু মেহজান বলছেঃ আজ থেকে আর কখনও মদ স্পর্শ করব না। অতপর যুদ্ধের ময়দান মুসলমানদের দখলে চলে আসল।

এ বিজয় কোন সাধারণ বিজয় ছিল না। গণীমতের মাল জমা করা হল এবং তা মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করা হল। বায়তুল মালের অংশ মদীনায় প্রেরণ করা হল। গণীমতের মাল এত বেশি ছিল যে, যা কল্পনাও করা যায় না। এর মধ্যে একটি কার্পেট ছিল যার দৈর্ঘ ৬০ হাত এবং প্রশস্তও ঐ রকমই। এর মধ্যে খুব সুন্দর বাগান, নদী, ফুল অংকিত ছিল এ সমস্ত দৃশ্য অংকিত করা ছিল রেশম দিয়ে। এতে আরো ছিল খাটি স্বর্ণ এবং মূর্তীর মত মূল্যবান পাথরের তৈরি বৃক্ষের দৃশ্য। গণীমতের মালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ ছিল। এর মধ্যে বিশেষ মূল্যবান ছিল কিসরার তাজ এবং এর সাথে তার বালা যা কিসরা তার হাতে ব্যবহার করত। মসজিদে নববীতে গণীমতের মাল স্তুপ দেয়া হল। মানুষ আশ্চর্য হয়ে তা দেখছিল। উমর ফারুক মুসলমানদের আমানত ও দ্বীন দারীতে আশ্চর্য হলেন। এত অধিক ধন-সম্পদ এত আমানতদারীর মাধ্যমে তা এখানে পাঠানো হয়েছে। কিসরার তাজ ও বালা উমর ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাতে ছিল, তিনি উল্ট পাল্ট করে দেখছিলেন। মসজিদে হঠাৎ আওয়াজ ধ্বনিত হলঃ সুরাকা কোথায়?

হ্যাঁ সুরাকা (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ ব্যক্তি যে হিজরতের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছপা হয়েছিল, সে উপস্থিত হল, তার হাতে ঐ বালা এবং মাথায় তাজ পরানো হল। চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে গেল, কোমল স্বরে বলে উঠলঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি এ সম্পদসমূহ কিসরা বিন হারমুজ থেকে ছিনিয়ে এনে বনি মুদলেজের এক গ্রাম্যের মালিকানায় দিয়ে দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী সত্যে পরিণত হল। রুস্তমের ধমক ধুলিসাৎ হয়ে গেল। সে মুসলমানদেরকে শেষ করতে চেয়েছিল অথচ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে তারই নাম নিশানা মিটে গেল। কিসরার দরবারের একটি পাতাও তার অনুমতি

ব্যতীত নড়ত না অথচ আজ সে চিরতরে শেষ হয়ে গেল। শান-শওকত সম্পন্ন বালাখানা আজ শিক্ষনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

এ ছিল কাদেসীয়ার যুদ্ধ যা মুসলমানদের জন্য ইরাকের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আর এ যোদ্ধাদের সীপাহসালার ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিআল্লাহু আনহু)।

মুসলমান জ্বিন

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম মালেক, হিসাম বিন যাহরার গোলাম আবু সায়েব থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর ঘরে গেলাম, তখন তিনি নামায পড়তে ছিলেন। আমি তাঁর নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। ইতিমধ্যে ঘরের এক কর্ণারের একটি চার পায়ার নিচে নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম ওখানে একটি সাপ। আমি দ্রুত তা মারার জন্য সামনে আসলাম; কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) ইশারায় আমাকে বসতে বললেনঃ তাই আমি বসে গেলাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ এ ঘরে আমাদের একজন যুবক থাকত, তার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছিল। যখন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খন্দক (পরিখা) খননের জন্য বের হয়েছিলাম। তখন এ যুবক বাড়ি যাওয়ার জন্য দুপুরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অনুমতি চাইত এবং অনুমতি পেয়ে সে ঘরে ফিরত। একদিন অভ্যাস অনুযায়ী সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ».

তুমি তোমার হাতিয়ার সাথে নিয়ে যাও কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, বনী কুরাইজা তোমার উপর হামলা করবে। যুবক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ তামীল করল। নিজের হাতিয়ার নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। ঘরে এসে দেখতে পেল যে তার স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তার মর্যাদাবোধ জেগে উঠল, তাই সে তার স্ত্রীকে মারার জন্য বর্শা হাতে নিল। স্ত্রী দ্রুত বললঃ

«اُكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي».

তাড়াহুড়া করনা। বর্শা সংরক্ষণ কর, ঘরে প্রবেশ করে দেখ যে, কিসে আমাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করেছে। যুবক ঘরের ভেতর প্রবেশ করে দেখল যে একটি বিরাট সাপ পেচিয়ে বিছানায় বসে আছে। সে বর্শা বের করে তা দিয়ে সাপের উপর আক্রমণ করল এরপর এ বর্শা নিয়ে বের হয়ে এসে তা ঘরে পুতে রাখল। এদিকে ঐ

সাপও তার উপর হামলা করল ফলে যুবক মৃত্যুবরণ করল। আমাদের জানা নেই যে প্রথম কার মৃত্যু হয়েছে, সাপের না যুবকের?

পরে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, অতপর আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ ঘটনা শুনিয়ে বললাম আল্লাহর নিকট তার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেনঃ

«اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ».

তোমাদের সাথীর জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা কর।

অতপর তিনি বললেনঃ

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

মদীনার কিছু কিছু জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে, যদি কোন সাপ তোমাদের চোখে পড়ে তাহলে তিনদিন পর্যন্ত তোমরা তাকে মুখে সতর্ক কর এবং তাকে মারবে না। (বলঃ যে তুমি জ্বীন হলে চলে যাও, সাপ হলে থাক) এরপর যদি না যায় তাহলে তাকে মেরে ফেল। কেননা সে শয়তান।[1]

1. মুসলিম-২২৩৬, মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুল ইস্তেজান, বাব-১২।

একটি বৃক্ষের জন্য

ইয়াসরিবের (মদীনার) অঞ্চল ছিল খেজুর বৃক্ষ পল্লবিত অঞ্চল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর তাকে মদীনাতুন নাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনার চতুর্পাশ্বে ছিল বাগান আর বাগান, আর তা ছিল বিভিন্ন জনের মালিকানাধীন। এ বাগান সমূহের মধ্যে এক এতীম বাচ্চার একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে অন্য এক লোকেরও একটি বাগান ছিল। আর বাগানে গাছসমূহ অঙ্গাঅঙ্গীভাবে একে অপরের সাথে মিলিত ছিল। বৃষ্টির কারণে যদি কোন খেজুর নিচে পরে যেত তখন নির্ণয় করা মুসকিল হয়ে যেত যে এটা কোন গাছের খেজুর। এতীম চিন্তা করল যে, আমি একটি দেয়াল দিয়ে বাগানটি আলাদা করে নেই। যাতে করে প্রত্যেকের অংশ স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন দেয়াল দিতে শুরু করল তখন তার প্রতিবেশির খেজুর গাছ মাঝে পরল যার কারণে দেয়ালটি সোজা হচ্ছিল না। তাই সে তার প্রতিবেশির নিকট গিয়ে বললঃ আপনার বাগানে অনেক খেজুর গাছ, আমি একটি দেয়াল দিতে চাচ্ছি কিন্তু আপনার একটি খেজুর গাছের কারণে দেয়ালটি সোজা হচ্ছে না। ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দিন তাহলে আমার দেওয়ালটি সোজা হয়ে যাবে; কিন্তু সে অস্বীকার করল। বাচ্চাটি বললঃ ঠিক আছে তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে তার মূল্য নিয়ে নিন। যাতে করে আমি আমার দেয়ালটি সোজা করতে পারি। সে বললঃ আমি তা বিক্রিও করব না। এতীম খুব বুঝাতে চাইল। প্রতিবেশির অধিকারের কথা বললঃ কিন্তু সে ছিল দুনিয়া মুখী, তাই সে না এতীমের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করল না প্রতিবেশির অধিকারের প্রতি। এতীম বললঃ তাহলে কি আমি দেয়াল দিব না এবং তা সোজা করব না? প্রতিবেশি বললঃ এটা তোমার ব্যাপার, তুমি জান তুমি কি করবে, তোমার দেয়াল সোজা করবে না বাঁকা করবে। আমার এতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু আমি খেজুর গাছ বিক্রি করব না। এতীম যখন পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হল তখন সে চিন্তা করল যে এমন একজন ব্যক্তি আছে যদি সে সুপারিশ করে তাহলে হয়ত বা আমার কাজ হতে পারে। একথা মনে আসা মাত্রই সে মসজিদে নববীর দিকে পা উঠাল।

একটি আশ্চর্য ঘটনা যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবাগণের কত বেশি মুহাব্বাত ছিল। তাঁর কথা তাদের নিকট কত মূল্যায়ন হত। ঐ এতীম মসজিদে নববীতে এসে সোজা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে আরজ করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাগান অমুক ব্যক্তির বাগানের সাথে মিশে আছে। আর আমি এর মাঝে দেয়াল দিতেছি; কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত দেয়াল

সোজা হচ্ছে না যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশির একটি খেজুর গাছ আমার দখলে আসবে। আমি তার মালিককে বলছি যে এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি তাকে যথেষ্ট বুঝানোরও চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য তার নিকট একটু সুপারিশ করুন যাতে করে সে আমাকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়! তিনি বললেনঃ যাও! তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ঐ এতীম তার নিকট গিয়ে বললঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে ডাকছেন। সে মসজিদে নববীতে আসল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমার বাগান থেকে তার বাগান পৃথক করতে চায়। তোমার একটি খেজুর গাছের কারণে সে তা পারছে না। তুমি তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও।

ঐ ব্যক্তি বললঃ আমি দিব না। তিনি আবার বললেনঃ তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের জিম্মাদার হলাম। ঐ লোকটি এত বড় একটি কথা শুনেও বলছে না। আমি তা দিব না। তিনি তখন চুপ হয়ে গেলেন, এর চেয়ে বেশি তিনি তাকে আর কি বলতে পারেন!

সাহাবাগণ চুপ থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। মদীনায় তার খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুর গাছ ছিল। এর খেজুরের কারণে বাগানটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এর খেজুর খুব উন্নতমানের ছিল। বাজারে তার খুব চাহিদা ছিল মদীনার বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ কামনা করত যে, হায়! এ বাগানটি যদি আমার হত। আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে স্বীয় ঘর নির্মাণ করেছিলেন। স্বপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কুপ এ বাগানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন রাসূলের কথা শুনছিলেন তখন মনে হল যে, এ দুনিয়া কি? আজ নয় তো কাল মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরপর শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন হয় আরাম আয়েশ পূর্ণ না হয় দুঃখে ভরপুর। যদি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ মিলে যায় তাহলে আর কি চাই! সামনে এসে বললঃ আল্লাহর রাসূল! যে কথা আপনি বললেন এটাকি শুধু তার জন্যই নাকি যদি আমি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ খেজুর গাছ কিনে এ এতীমকে দিয়ে দেই তাহলে আমিও কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হব?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমার জন্যও আমি জান্নাতে খেজুর গাছের জিম্মাদার হব। আবু দাহদাহ ভাবতে লাগল যে, এমন কি জিনিস আছে যে তা আমি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে

দিব। পরে আশ্চর্যজনক এক সিদ্ধান্ত নিল। ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললঃ শোন! তুমি আমার বাগান সম্পর্কে অবগত আছ, যেখানে ৬০০ খেজুর গাছ আছে, সাথে ঘর ও কুয়াও আছে? সে বলল মদীনাতে এমন কে আছে যে ঐ বাগান সম্পর্কে জানে না? বললঃ তাহলে তুমি এমন কর যে, আমার ঐ সম্পূর্ন বাগান তোমার একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে নিয়ে নাও। ঐ ব্যক্তি তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু)এর দিকে ফিরে তাকাল, অতপর লোকদের দিকে তাকিয়ে বললঃ শোনছ আবু দাহদাহ কি বলছে? আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর কথাকে পুনরাবৃত্তি করল। লোকদেরকে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানাল। তাকে এক খেজুর গাছের বিনিময়ে সম্পূর্ণ বাগান, কুয়া এবং ঘরও দিয়ে দিল। যখন সে ঐ খেজুর গাছের মালিক হয়ে গেল তখন ঐ এতীমকে বললঃ এখন থেকে ঐ খেজুর গাছ তোমার।

আমি তা তোমাকে উপহার হিসেবে দিলাম, এখন তোমার দেয়াল সোজা কর এখন আর কোন বাঁধা নেই। এরপর রাসূলের দিকে তাকিয়ে নিবেদন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এখন কি আমি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হলাম? তিনি বললেনঃ

«كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ».

আবু দাহদার জন্য জান্নাতে এখন কতই না খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে।[1]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ এ শব্দটি তিনি এক, দুই, বা তিনবার বলেন নাই বরং খুশী হয়ে বারংবার একথাটি বলেছেন। শেষে আবু দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) ওখান থেকে বের হলেন। জান্নাতে বাগানের সুসংবাদ পেয়ে নিজের বর্তমান বাগানের দিকে বের হলেন, মনে মনে বললেনঃ নিজের ব্যবহারিক কিছু কাপড় এবং কিছু জরুরী জিনিসপত্র তো ওখান তেকে নিব। তিনি বাগানের দরজায় এসে ভিতরে বাচ্চাদের কণ্ঠ শুনতে পেলেন, স্ত্রী ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। বাচ্চারা খেলতে ছিল, মনে হল যে ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে সংবাদ দেই; কিন্তু তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন। হে উম্মে দাহদাহ!

উম্মে দাহদাহ অত্যন্ত আশ্চর্য হল যে, আজকে আবু দাহদাহ বাগানের বাহিরে দরজায় কেন দাঁড়িয়ে আছে? ভিতরে আসছে না কেন? আবারও আওয়াজ আসল! উম্মে

1. আহমদ- ৩/১৪৬, হাকেম-৩/২০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৯/৩২৪, আল ইসাবা-৯৪৬৭।

দাহদাহ? উত্তর আসলঃ আমি উপস্থিত হে আবু দাহদাহ! বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আস। আমি এ বাগান বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ তুমি তা বিক্রি করে দিয়েছ, কার নিকট বিক্রি করেছ? কে খরীদ করেছে কত দিয়ে খরীদ করেছে? বললঃ আমি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ আল্লাহু আকবার।

رَبِحَ الْبَيْعُ يَا اَبَا الدَّحْدَاحِ

তুমি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছ। বাগানে প্রবেশ করবে না। বড় লাভজনক ব্যবসা হয়েছে। জান্নাতের একটি বৃক্ষ যার নিচে অশ্বারোহী সত্তর বছর পর্যন্ত চলার পরেও তার ছায়া শেষ হবে না। উম্মে দাহদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বাচ্চাদেরকে ধরে তাদের পকেট হাতিয়ে সেখানে যা কিছু পেল সব বের করে বললঃ এগুলি এখন আল্লাহর জন্য আমাদের নয় এবং শুন্য হাতে বাগান থেকে বের হল।

আবু দাহদাহ এবং উম্মে দাহদাহর এ ভূমিকা কোন সাধারণ ভূমিকা নয়। আল্লাহর রাসূলের আশা পুরণের জন্য নিজের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়া। স্বীয় বাসস্থান, বাগান, কুপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেলেন। একেই বলা হয় সত্যিকার মুহাব্বত, আল্লাহর রাসূলের সাথে মুহাব্বতকারী। আবু দাহদাহ এবং উম্মে দাহদাহ তোমাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন, তোমরা কতইনা ত্যাগ স্বীকার করেছ। নিঃসন্দেহে তোমাদের একাজ ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে।

মৃত্যুর দৃশ্য

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর সময় আমি তার পার্শ্বে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আমর সেখানে আসল, আমর বিন আস স্বীয় সন্তানকে বললঃ আব্দুল্লাহ! ঐ সিন্দুকটি নিয়ে যাও।

আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বললঃ আমার ঐ সিন্দুকের প্রয়োজন নেই।

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ এই সিন্দুকটি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ।

আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ আমার এ সিন্দুকের দরকার নেই।

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«لَيْتَهُ مَمْلُوءٌ بَعْرًا»

আফসোস! এই সিন্দুকটি যদি বিষ্টা দিয়ে পরিপূর্ণ হত।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি বলতেন যে আমার মন চায় যে, আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাকে দেখব এবং জিজ্ঞেস করব যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা তুমি কেমন অনুভব করছ? এখন আপনি আমাদেরকে বলেন যে, মৃত্যু যন্ত্রণা আপনি কেমন অনুভব করছেন?

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«كَأَنَّمَا أَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْتِ إِبْرَةٍ»

আমার মনে হচ্ছে আমি কোন সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি। এরপর বলেনঃ

«اللَّهُمَّ خُذْ مِنِّي حَتَّى تَرْضَى»

হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে যা খুশী তা নিয়ে নাও এবং আমার প্রতি খুশী থাক। এরপর স্বীয় উভয় হাত তুলে বললঃ

«اللَّهُمَّ أَمَرْتَ فَعَصَيْنَا وَنَهَيْتَ فَرَكِبْنَا، فَلَا بَرِيءٌ فَأَعْتَذِرَ وَ لَا قَوِيٌّ فَأَنْتَصِرَ وَلَكِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

হে আল্লাহ! তুমি নির্দেশ দিয়েছ; কিন্তু আমরা তা অমান্য করেছি, তুমি নাফরমানী থেকে নিষেধ করেছ; কিন্তু আমরা নাফরমানী করেছি, তুমি ব্যতীত কোন মুক্তিদাতা নেই যে, আমি তার সামনে ওজর পেশ করব। আর না কোন শক্তিধর আছে যার নিকট সাহায্য চাইব। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই। (তাই তোমারই নিকট হাত বাড়াচ্ছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর।)

একথা তিনি তিনবার বললেনঃ এরপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা জাহাবী ত্বাবাকাত ইবনে সা'দে (৪/২৬০ পৃষ্ঠায়) বলেনঃ আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলতেনঃ

«عَجَبًا لِّمَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوتُ وَعَقْلُهُ مَعَهُ، كَيْفَ لَا يَصِفُهُ؟».

আশ্চর্য কথা যে, মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেউ মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করে না। কিন্তু আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যুর শয্যায় সায়িত তখন তার সন্তান যখন তাকে মৃত্যুর দৃশ্যের কথা জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বললেনঃ

«يَا بُنَيَّ، الْمَوْتُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، وَلَكِنْ سَأَصِفُ لَكَ أَجِدُنِي كَأَنَّ جِبَالَ رَضْوَى عَلَى عُنُقِي، وَكَأَنَّ فِي جَوْفِي الشَّوكَ، وَأَجِدُنِي كَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ».

হে বৎস! মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এরপরও আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব যে, মনে হচ্ছে যেন রাযওয়া পাহাড় (রাযওয়া মদীনার বাহিরে ইয়াম্বু থেকে একদিনের রাস্তা) আমার কাঁধে ঝুলে আছে, আর আমার পেটে কাটা বিদ্ধ করা হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে যে, আমার শ্বাস সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে বের হচ্ছে।[1]

1. সিয়ারু আলামুন নুবালা-(৩/৭৫)

অঙ্গীকার পালন

আন্দালুসের দুই প্রশাসক হারেস বিন আব্বাদ এবং আদী বিন আবি রাবীয়ার মাঝে যুদ্ধ চলছিল। হারেস বিন আব্বাদ কে আদী বিন রাবীয়া খুজতে ছিল। তাদের উভয়ের মাঝে কখনও সাক্ষাত হয় নাই। আর না তারা একে অপরকে চিনত।

হারেস বিন আব্বাস আদীর কাছ থেকে পুরনো শত্রুতার জের ধরে প্রতিশোধ নিতে চাইল। এখনও যুদ্ধ শুরু হয় নাই। এরপরও হারেসের সৈন্যরা একজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে তাকে হারেস বিন আব্বাদের সামনে পেশ করল।

তখন সে বন্দীকে জিজ্ঞেস করলঃ আদী বিন রাবীয়া কোথায় আছে বল। সে তার চেহারা দেখে নাই।

বন্দী বললঃ আমি যদি আদীর ব্যাপারে তোমাকে বলি তাহলে কি তুমি আমাকে মুক্তি দিবে?

হারেস বললঃ হ্যাঁ! আমি অঙ্গীকার করছি যে তোমাকে মুক্তি দিব।

বন্দী বললঃ তাহলে শোন, আমিই আদী বিন আবি রাবীয়া, হারেস বিন আব্বাদ তাকে স্বীয় অঙ্গীকার মোতাবেক মুক্ত করে দিল।

পিতা-মাতার মর্যাদা

আমর বিন মুররা জুহানী (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত কুজায়া বংশের এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, মালের যাকাত দেই, রমযানের রোজা রাখি, আমার সওয়াব কতটুকু হবে?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ أُصْبُعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ».

এ কাজ করে যে মৃত্যুবরণ করল সে কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা গণের সাথে এমনভাবে থাকবে এ বলে তিনি দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। তবে এর জন্য শর্ত হল সে যেন পিতা-মাতার নাফরমানী না করে। এ হাদীস থেকে অনুমান করুন যে, পিতা-মাতার মর্যদা কত বেশি।[1]

1. সহীহ ইবনে হিব্বান– (৩৪২৯), ইবনে খুজাইমা– (২২১৩) মাজমাউয যাওয়ায়েদ– (৮/১৪৭)।

তাকওয়ার সুফল

শাম দেশের প্রসিদ্ধ আলেম শেখ তানতাবী তার স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যে, একটি ছেলে খুব ভালো ও সৎ ছিল। সে তাকওয়াবান ছিল। অবশ্য জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে সে ততটা আগ্রহী ছিল না। সে একটি দ্বীনি মাদ্রাসায় পড়ত। তার উস্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করত। উস্তাদের সাথে থেকে থেকে যখন সে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে নিল তখন তাঁর উস্তাদ তাকে এবং তার সাথীদেরকে উপদেশ দিল যে,

«لَا تَكُونُوا عَالَةً عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ الْعَالِمَ الَّذِي يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى أَبْنَاءِ الدُّنْيَا لَا يَكُونُ فِيهِ خَيْرٌ، فَلْيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَلْيَشْتَغِلْ بِالصَّنْعَةِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ يَشْتَغِلُ بِهَا وَلْيَتَّقِ اللهَ فِيهَا».

মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না, কেননা দুনিয়াদারদের নিকট হাত পাতে এমন আলেম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা দুনিয়াদার যা কিছু বলে এবং করে, আলেম তা প্রত্যাখ্যান করার মত ক্ষমতা রাখে না। কেননা সে তার অনুগ্রহ পরায়ণ। তাই তোমাদের প্রত্যেক ছাত্র এখন থেকে গিয়ে স্বীয় পিতার পেশা গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে জীবন-যাপন করবে। পেশা গত কাজে আল্লাহ ভীতি ও উস্তাদের কথা শোনে ঘরে ফিরে আসল এবং মাকে জিজ্ঞেস করল যে, মা! আমাকে বলতো আমার আব্বাজান কি কাজ করত। তার পেশা কি ছিল।

ছেলের প্রশ্ন শোনে মা ঘাবরিয়ে গেল এবং বলল ছেলে তোমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে অনেক দিন হয়ে গেল এখন তোমার পিতার পেশার কি দরকার লাগল। কেন তা জানতে চাচ্ছ?

ছেলে নাছোর বান্দা হয়ে বাবার পেশা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, আর মা বিভিন্নভাবে এ ব্যাপারে উত্তর দেয়া থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যখন ছেলে আর ছারছেই না তখন মা তার অনিচ্ছা সত্বেও বলল যে, যখন তুমি বার বার তোমার বাবার পেশা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ তখন বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হচ্ছে। যদি কোন ভাল পেশায় তোমার বাবা কাজ করে থাকত তাহলে তা বলতে আমার এভাবে পাশ কাটানোর প্রয়োজন হত না। যখন তুমি জিদ করছো তা জানতে তাহলে শোন! তোমার বাবা চোর ছিল! চুরি করা তার পেশা ছিল।

ছেলে তার মায়ের উত্তর শোনে বললঃ মা সম্মানিত উস্তাদ সমস্ত ছাত্রদেরকে বলেছে যে যাও তোমরা তোমাদের পিতার পেশায় লিপ্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

মা বললঃ তোমার ক্ষতি হোক! চুরির মধ্যে তাকওয়া! এ কেমন কথা?

ছেলে বললঃ মা সম্মানিত উস্তাদ একথাই বলেছে যা আমি তোমাকে শোনালাম। এরপর ঐ যুবক চুরির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল, চুরির উপর প্রশিক্ষণ ও নিল। এ জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করল। একদিন ঐ সময়ও চলে আসল যখন তার প্রশিক্ষণ শেষ হল এবং সে তখন চুরি করার উপযুক্ত হল।

সে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল যে, আজ থেকে তার পিতার পেশায় লিপ্ত হবে। এশার নামায আদায়ের পর সে মানুষের ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল এবং চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল তখন সে সর্ব প্রথম এক প্রতিবেশির ঘরে চুরির সূত্রপাত করতে চাইল। যখন প্রতিবেশির ঘরে ঢুকতে চাইল তখন উস্তাদের উপদেশ তার স্মরণ হয়ে গেল, যে পেশাগত কাজে তাকওয়ার প্রতি খেয়াল রাখা। সে মনে মনে বললঃ প্রতিবেশির ঘরে চুরি করা তাকে কষ্ট দেয়া এতো পুরোপুরি তাকওয়ার বিপরীত। এতে আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সে প্রতিবেশির ঘর ছেড়ে সামনের ঘরের দিকে গেল, সেটা ছিল এতীম বাচ্চাদের ঘর। সে বললঃ এতীম বাচ্চাদের ঘর, এখানে চুরি করা তাকওয়ার খেলাফ, কেননা আল্লাহ তায়ালা এতীমের মাল খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তখন সে এ ঘরও ছেড়ে সামনে গেল।

এভাবে যখনই কোন ঘরের সামনে আসে এবং চুরি করতে চায় তখনই কোন না কোন কথা তার স্মরণে চলে আসে যাকে সে তাকওয়ার বিরোধী বলে বাদ দিয়ে সামনে যায়।

শেষে এক ব্যবসায়ীর ঘর সামনে পড়ল, এ ব্যবসায়ী রাজপুত্র ছিল। তার শুধু একটাই মেয়ে ছিল। হ্যাঁ এই ঘরে চুরি করা যাবে। সে অনেক গুলি চাবি বের করল যা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা ছিল এবং এ দিয়ে দরজা খুলল। যখন ঘরে ঢুকল তখন দেখল বিরাট ঘর এবং ভিতরে অনেক গুলি রুম। সে ঘরে ঘুরতে লাগল মনে হচ্ছে না সে চোর। বরং মেহমান।

শেষে যেখানে ধন-সম্পদ রাখা হয় সেখানে তার দৃষ্টি পড়ল। সিন্দুক খুলেই দেখল যে তা স্বর্ণ, রূপা, টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। চোর সিন্দুক থেকে তা বের করতে চাইল;

কিন্তু তখনই তার উস্তাদের উপদেশ মনে পড়ল, বলতে লাগল যে উস্তাদ তো তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলেন; কিন্তু আমার তো জানা নেই যে, এ ব্যবসায়ী তার সম্পদের যাকাত দিয়েছে না দেয় নাই। তাহলে প্রথমে তার যাকাতের হিসাব করে নেই।

এভেবে সে ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা খুলল, সাথে নিয়ে আসা ছোট লাইট দিয়ে খাতা দেখতে শুরু করল, হিসাব-নিকাসে সে খুব পারদর্শী ছিল, তাই সে দ্রুত সমস্ত সম্পদের হিসাব করল এবং তার যাকাতের অংশ বের করল। হিসাব-কিতাব নিয়ে সে এত ব্যস্ত ছিল যে, সময়ের প্রতি তার মোটেও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সে অনুভব করল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে। তখন সে মনে মনে বললঃ যে, তাকওয়ার দাবী হল আগে ফজরের নামায পড়া এবং এরপর নিজের কাজ করা।

সে ঘরের আঙ্গিনায় এসে পানি নিয়ে অযূ করে নামাযের জন্য একামত দিতে থাকল, ঘরের মালিক একামত শুনে হতভম্ব হয়ে ঘুম থেকে উঠল, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে ছোট একটি লাইট জ্বলছে, সিন্দুক খোলা আর সামনে এক যুবক নামাযের জন্য একামত দিচ্ছে।

মালিকের স্ত্রী ও ঘুম থেকে উঠল, এ দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল এগুলি কি? মালিক বললঃ আল্লাহর কসম আমি কিছু বুঝতেছি না। পরে সে ঘরের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে এসে ঐ যুবকের নিকট গেল এবং বললঃ তোমার অকল্যাণ হোক কে তুমি? আর একি করছ?

চোর বললঃ

«الصَّلَاةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْكَلَامُ».

আগে নামায পড় পরে কথা হবে। মালিক হতভম্ব হয়েছিল, যুবক নির্দেশ দিল যে, দ্রুত অযূ করে আস, সে অযূ করে আসল,

তখন যুবক তাকে বললঃ চল জামাআত কর,

সে যুবককে বললঃ না তুমি ইমামত কর।

যুবক বললঃ তুমি ঘরের মালিক তাই ইমামতের সর্বাধিক অধিকার তোমার, ঘরের মালিকের ন্যায় অন্যায়ের কোন পাত্তা ছিল না সে তার জীবন বাচানোর চিন্তায় ছিল, সেই নামায পড়াল, নামায কিভাবে পড়িয়েছে? আল্লাহই ভাল জানে! ভয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।

নামায শেষে মালিক বললঃ বল তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ?

যুবক বললঃ আমি চোর এবং চুরি করার জন্য এসেছি? কিন্তু তুমি বল যে তোমার সম্পদের যাকাত কেন দাও না? আমি তোমার খাতা চেক করেছি তুমি ছয় বছর থেকে যাকাত দাওনি। এ আল্লাহর অধিকার এবং তা ফরয। আমি হিসাব করে যাকাতের মাল আলাদা করে দিয়েছি। যাতে করে তুমি তা তার উপযুক্ত অধিকারীদের হাতে পৌঁছাতে পার।

একথা শুনে বাড়ির মালিক আশ্চার্য হয়ে বললঃ তুমি ঐগুলি কি বলছ, তুমি পাগল নাকি?

সে বললঃ আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ্য।

বাড়ির মালিক বললঃ তাহলে তুমি চুরি করতেছ কেন?

এর উত্তরে যুবক চোর তার জীবনী ব্যবসায়ীকে শোনাল, যখন ব্যবসায়ী যুবকের এ সরলতা সুন্দর আকৃতি এবং হিসাব-নিকাশের পারদর্শীতা লক্ষ্য করল এবং স্ত্রীর নিকট গিয়ে যুবক চোর সম্পর্কে সবকিছু খুলে বললঃ তুমি তোমার কন্যার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলে, আল্লাহ তায়ালা ছেলে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে সম্মতি দিল।

তখন সে ঐ যুবকের নিকট এসে বললঃ দেখ! চুরি করা বড় অন্যায়। তুমি ধন-সম্পদ চাও। যদি চাও তাহলে আমি আমার সম্পদে তোমাকে অংশীদার করতে পারি। যুবক বললঃ তা কিভাবে?

ব্যবসায়ী বলতে লাগলঃ আমার একটি মাত্র মেয়ে, আমি তোমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিব। আমি তোমাকে আমার চীফ একাউন্টেন্ট বানাতেও প্রস্তুত আছি। বাসস্থানের জন্য তোমাকে ঘর দিব এবং সম্পদও। এখন তুমি তোমার মায়ের সাথে পরামর্শ করে নাও।

যুবক এতে রাজী হল, তার মাও এ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করল, পরের দিন ঐ ব্যবসায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঐ যুবকের সাথে তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করল।

প্রিয় পাঠক! এ হল তাকওয়া (আল্লাহ ভীরুতার) সুফল।

ফেরেশতা মুসাফাহা করবে

হানযালা উসাইদী (রাযিআল্লাহু আনহু) যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ একদা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল, তিনি বললেনঃ

«كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟».

হে হানযালা তুমি কেমন আছো?

«نَافَقَ حَنْظَلَةُ»

আমি বললামঃ হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«سُبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟»

সুবহানাল্লাহ! কি বলছ তুমি?

আমি বললামঃ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন মনে হয় জান্নাত ও জাহান্নাম আমাদের চোখের সামনে আর আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এবং এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসও আছে; কিন্তু যখন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে উঠে আসি তখন ছেলে মেয়ে সংসার ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, অধিকাংশ কথাই ভুলে যাই।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমারও এ অবস্থাই। অতপর আমি এবং আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ

«وَمَا ذَاكَ؟»

(এ কেমন কথা?)

আমি বললামঃ আমরা যখন আপনার নিকট থাকি এবং আপনি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন তখন মনে হয় যে, তা এখন আমাদের সামনে;কিন্তু যখনই আপনার

নিকট থেকে উঠে যাই, ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আপনি যা বলেন তার অনেক কিছু আমরা ভুলে যাই।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً».

ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা সর্বদা ঐ রকম থাকতে যেমন আমার নিকট আসলে থাক এবং আল্লাহর যিকিরের সময় যেমন থাক, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত; কিন্তু হে হানযালা! কিছু সময় নির্ধারণ কর নিজের কাজকর্মের জন্য আর কিছু সময় নির্ধারণ কর আল্লাহর জন্য।

একথা তিনি তিনবার বললেন।[1]

1. মুসলিমঃ কিতাবুত তাওবা, বাবু ফাজলি দাওয়ামি যিকরি ওয়াল ফিকরি- ২৭৫০।

রাখালের আল্লাহ ভীতি

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর গোলাম নাফে' বর্ণনা করেন যে, একদা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) মদীনার উপকণ্ঠে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর কিছু সাথীরাও ছিল। সাথীরা খাবারের জন্য দস্তর খানা বিছাল, তখনই ঐদিক দিয়ে এক রাখাল অতিক্রম করছিল। ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) তাকে বললঃ

«هَلُمَّ يَا رَاعِي - هَلُمَّ، فَأَصِبْ مَنْ هَذِهِ السُّفْرَةِ».

হে রাখাল! এসো আমাদের সাথে বসে তুমিও কিছু খাও পান কর।

রাখাল বললঃ

«إِنِّيْ صَائِمٌ»

আমি রোযাদার,

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বললেনঃ

«أَتَصُومُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَومِ الْحَارِّ شَدِيدٌ سَمُومُهُ،
وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ تَرعَى هَذَا الْغَنَمَ!؟».

এমন প্রচন্ড গরমের দিনে তুমি রোযা রাখছ যখন আবহাওয়া অত্যন্ত গরম এবং এ পাহাড়ে তুমি বকরী চড়াচ্ছ। (এমতাবস্থায় রোযা রাখা তো নিজে নিজেকে কষ্টের মধ্যে পতিত করা!)

রাখাল বললঃ হ্যাঁ আমি ঐ শুন্য দিনের প্রস্তুতি নিচ্ছি যখন আমল করার সুযোগ থাকবে না, তাই এ জীবনে আমল করছি।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) রাখালের আল্লাহভীতি পরীক্ষা করার জন্য তাকে বললঃ তুমি তোমার এই বকরীর পাল থেকে একটা বকরী বিক্রি করবে? আমরা নগদ মূল্যে তা কিনব উপরন্ত তোমার ইফতারের জন্য এখান থেকে গোশতও দিব।

রাখাল বললঃ এ বকরীর পাল তো আমার নয়, যে আমি তা থেকে বিক্রি করব; বরং তা আমার মালিকের। তাই আমি এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারব না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বললেনঃ তোমার মালিক যদি কোন বকরী কম পায় তাহলে বলবে একটি বকরী হারিয়ে গেছে। তখন সে আর কিছু বলবে না। কেননা পাল থেকে দু'একটি বকরী পাহাড়ে হারিয়ে থাকে।

একথা শোনা মাত্র রাখাল আব্দুল্লাহ বিন উমরের (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর নিকট থেকে বের হয়ে গেল এবং স্বীয় আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে বললঃ

আল্লাহ কোথায়?

যখন রাখাল চলে গেল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এ বাক্যটি বার বার বলতে লাগলেনঃ

আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়?

যখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) মদীনায় ফিরত আসলেন তখন রাখালের মালিকের নিকট নিজের লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে ঐ বকরীর পাল এবং রাখাল কিনে নিলেন আর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বকরীর পাল তাকে দান করে দিলেন।[1]

1. শুআবুল ঈমান, বায়হাকী- (৫২৯১), উসদুল গাবা- (৩০৮৬), মাজমাউজ যাওয়ায়েদ- (৯/৩৪৭) আল-মু'জাম আল কাবীর লিত তাবারানী- (১৩০৫৪) ঘটনাটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ)-এর চিঠি

মুসলমান আলেমগণের অভ্যাস ছিল যে তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে শাসকদের দরজায় যেতেন না। তবে শাসকদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করানোর জন্য অবশ্যই তাদের নিকট যেতেন। সেখানে গিয়ে তারা এ সমস্ত মাজলুম, দুর্বল লোকদের সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় পেশ করতেন। যাদের কথা ওখানে বলার মত কেউ ছিল না। বহু উলামা এমনও ছিলেন যারা নিজেদেরকে শুধু ঘর ও মসজিদের মাঝে সীমিত রাখতেন এবং ওয়াজ নসীহত ও সাধারণ মানুষকেই করতেন। কেননা শাসকদের ভিন্ন পথ অবলম্বন ও দ্বীনের প্রতি অনীহাভাব তাদের জন্য সত্য গ্রহণে বাঁধা হয়ে থাকত। আল্লাহও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন থেকে তাদের অন্তর খালি ছিল। যে কারণে তাদের দরবারে অন্যায় ও নাজায়েয কর্মকান্ডের আলাপ-আলোচনা হত। অবাধ্যতা ও পাপের বাজার গরম থাকত। সেখানে সত্য গ্রহণের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ থাকত।

ঐ সমস্ত উলামাগণের একজন ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকীহ, বুযুর্গ আলেমে দ্বীন ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) যার ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে লিখা হয়েছে যে,

হালাল ও হারামের ব্যাপারে সুফিয়ান সাওরী সর্বাধিক অবগত ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী হারুন-উর-রশীদের শাসনামলে ছিলেন, যখন হানুর-উর-রশীদ খেলাফত লাভ করলেন এবং খলীফা হল তখন বহু উলামা স্বপরিবারে তাকে মোবারকবাদ জানানোর জন্যে গিয়েছিল; কিন্তু ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) নিজেকে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন। অথচ হারুন ও তাঁর মাঝে পূর্ব থেকেই জানা শোনা ও দেখা সাক্ষাত ছিল। খলীফা হারুন-উর-রশীদ তার বৈঠকে সুফিয়ান সাওরীকে দেখতে না পাওয়াতে নিজের কাছে অন্য রকম মনে হল তাই সে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ)-এর নামে আমীরুল মো'মেনীন হারুন-উর-রশীদের পক্ষ থেকে দ্বীনি ভাই সুফিয়ান সাওরীর নামে-

আমার ভাই! আপনি ভাল করেই জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে ভাই ভাই করেছেন। ইসলাম ভ্রাতৃত্বকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে তাই আমি আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভাই বানালাম, আমি এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে কাদা লাগাতে দিব না আর না কখনও আপনার সাথে মুহাব্বাত ও সম্পর্ক ছিন্ন করব। আমি আপনার

জন্য আমার অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান রাখব; কিন্তু এ ঘটনায় আমার আফসোস! লাগছে যে, যখন আমাকে খেলাফত দেয়া হল তখন আমার এবং আপনার ইসলামী ভাইগণ (উলামা) আমার সাক্ষাতে এসেছে এবং আমাকে শাসন কার্য গ্রহণে মোবারক বাদ দিয়েছে। অথচ সেদিন আমার চোখ আপনাকে দেখা থেকে বঞ্চিত ছিল। আমি ঐ উলামাগণের জন্য দানের দরজা উন্মুক্ত রেখেছি। এতে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি। আমার চক্ষু ও তৃপ্তি লাভ করেছে। দেরীতে হলেও আমি আপনার আগমনের আশাবাদী যা আমার আনন্দের কারণ হবে। আমি আমার পক্ষ থেকে এ চিঠি লিখছি যাতে করে আপনি আমার মুহাব্বাত ও আন্তরিকতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আবু আব্দুল্লাহ! আপনি এও অবগত আছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক মুসলমানকে যিয়ারত করা এবং সম্পর্ক বজায় রাখার কি ফযিলত, তাই আমার এ চিঠি আপনার হস্তগত হওয়া মাত্র যত দ্রুত সম্ভব আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য চেষ্টা করবেন।

চিঠি লিখে হারুন-উর-রশীদ ইবাদ নামী এক সভাসদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন যাতে যত দ্রুত সম্ভব তা সুফিয়ান সাওরীর (রাহিঃ) হাতে পৌছে।

ইবাদের বর্ণনা অনুযায়ী সে হারুন-উর-রশীদের চিঠি নিয়ে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হল, তখন সুফিয়ান সাওরী মসজিদে যাচ্ছিলেন, যখন সে আমাকে দেখল তখন সাথে সাথে এ বলে দাঁড়িয়ে গেলেন যে,

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

আমি ঘোড়া থেকে মসজিদের দরজায় নামলাম, সুফিয়ান সাওরী আমাকে দেখে নামায পড়তে লাগলেন অথচ তখনও কোন নামাযের সময় হয় নাই। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম; কিন্তু তার ছাত্রদের মধ্যে থেকেও কেউ আমার প্রতি তাকাল না আমি চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম, কেউ আমাকে বসতেও বলল না। আমি খুব ভয় পেতে থাকলাম। আমি হারুন-উর-রশীদের চিঠি সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ)-এর নিকট দিলাম, সুফিয়ান সাওরী যখন চিঠি দেখলেন তখন তিনি কেঁপে উঠলেন এবং একটু দূরে সরে গেলেন। মনে হচ্ছিল এ যেন কোন চিঠি নয় বরং সাপ যা মেহরাব থেকে বের হয়ে আসছে। সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) রুকু সিজদা শেষ করে সালাম ফিরালেন এবং জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে এ চিঠি দ্রুত তাঁর পিছনে বসা এক ছাত্রের নিকট দিয়ে তা খুলে পড়তে বললেন। আমি এমন বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট

আশ্রয় চাই যে, আমার হাত এমন কিছু স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকে যা কোন অত্যাচারীর হাত স্পর্শ করেছে।

এক ছাত্র চিঠি খুলল এর অবস্থাও ঐ রকমই ছিল সে, চিঠি খোলার সময় কাঁপতে ছিল। এরপর সে চিঠি পড়তে শুরু করল, সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) পড়া শুনে আশ্চার্য হলেন। যখন ছাত্র চিঠি পড়া শেষ করল তখন তিনি বললেন যে, এ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখ! উপস্থিত লোকদের কেউ বলে উঠল যে, আবু আব্দুল্লাহ! এটি খলিফার চিঠি, কোন পরিস্কার কাগজে উত্তর লিখলে সুন্দর হবে।

সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) বললেনঃ না, এ যালেমের চিঠির উত্তর ঐ চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লিখ। যদি এ কাগজটি হালাল উপার্জনের হয় তাহলে সে এর বদলা পাবে, আর যদি হারাম উপার্জনের হয় তাহলে এর সাথে সেও জ্বলবে। আর আমার কাছে এমন কিছু রাখা সম্ভব নয় যা কোন যালেমের হাত স্পর্শ করেছে। কেননা এতে আমার ধর্মভীরুতায় কমতি দেখা দিতে পারে।

বলা হলঃ এর উত্তরে আমি কি লিখব?

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আমার সাগরে ডুবন্ত হারুনুর রশীদের নামে, যে ঈমানের স্বাদ ও কুরআন তেলাওয়াতের শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আমি তোমার চিঠির উত্তরে স্পষ্ট করে বলছি যে, আমি তোমার মুহাব্বাত ও সম্পর্কের রশি গর্দান থেকে খুলে ফেললাম, আর তোমার ভ্রাতৃত্বের অভিনয় তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের বায়তুল মালে যে হস্তক্ষেপ করেছ এবং লৌকিকতার জন্য তোমার সাথে সাক্ষাত কারীদেরকে পুরস্কার দিয়েছ এটা সরাসরি নাজায়েয যে ব্যাপারে তুমি আমার নিকট চিঠি লিখে স্ববিরোধী সাক্ষী বানিয়েছ। আমি আমাকে এবং তোমার এ চিঠির শ্রবণকারীদেরকে তোমার বিরোধী সাক্ষী হিসেবে পেশ করছি। পরকালেও আল্লাহর সামনে তোমার বিরোধী সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াব। যেখানে ন্যায় পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না।

হে হারুন! তুমি মুসলমানদের অজ্ঞাতস্বরে তাদের বায়তুল মালে হস্তক্ষেপ করেছ। তোমার এ কাজে কি তারা সন্তুষ্ট আছে। যাদের অন্তর জয়ের জন্য (নও মুসলিম) আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মালের অংশ নির্ধারণ করেছেন? যাকাত ও কর উসূল কারীরা কি তোমার একাজে সন্তুষ্ট আছে? মুসলিম মুজাহিদগণ যারা এ মালের সর্বাধিক হকদার তারা কি একাজে খুশী আছে? মুসাফিরদের হক নষ্ট করে তুমি বায়তুল মালে

যে বিনা প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করেছ মুসাফিররা কি এতে সন্তুষ্ট আছে? কুরআনের কোন ধারক ও কোন আলেমে দ্বীন কি তোমার একাজকে সমর্থন করবে? এতীমরা কি তোমার একাজে সমর্থন দিবে? বিধবারা কি এটা মানবে? যে তাদের হকের সম্পদ তুমি যেখানে খুশী সেখানে খরচ করবে? না তোমার একাজে তোমার প্রজারা খুশী আছে না কখনও নয়!

হারুন! তুমি যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছ এজন্য তুমি কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নাও আল্লাহর নিকট এর উত্তর দিতে। আর হ্যাঁ যে বিপদ আসবে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ কর। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর এমন এক মহা শক্তিধরের সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে যে ন্যায় পরায়ণ, তাঁর সামনে বিন্দু পরিমাণে ও টাল বাহানা চলবে না।

হারুন! যখন তুমি জ্ঞান চর্চা, কুরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহ ওয়ালাদের বৈঠক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছ এবং এর বিপরীতে নিজেকে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত করেছ। যালেমদের শিরমণি সেজেছ, অতএব আল্লাহর নিকট জবাব দিহিতার জন্য ভাল করে প্রস্তুতি নাও। আল্লাহকে ভয় কর! হারুন খাটে বসে রেশমী কাপড় পরে আনন্দ উল্লাস করছ এবং নিজের দরজার সামনে বাঁধা দানকারী নিযুক্ত করেছ এতদ্ব্যতীত তোমার অত্যাচারী সৈন্যদেরকে তোমার দরজার বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেছ যারা মানুষের উপর বর্ণনাতীত যুলুম করে। ইনসাফ তাদের ধারে কাছেও স্থান পায় না।

মদ পান তোমার সৈন্যদের নিদর্শন অথচ কোন সাধারণ মানুষ তা করলে তার উপর লাঠি চার্জ করা হয়। নিজেরা ব্যভিচারী অথচ প্রজাদের কেউ এ কাজ করে ধরা পড়লে তাকে পাথর মারা হয়। নিজেরা চুরির বাজারকে মাতিয়ে রেখেছে তা দেখার কেউ নেই; কিন্তু প্রজাদের কেউ চুরি করলে সাথে সাথে তার হাত কাটা হয়। নিজেরা হত্যা রাহাজানি করে কিন্তু সর্বসাধারণের খুন খারাবী করলে সে মামলায় আটকে যায় এবং তার বদলা নেয়া হয়। এ শারয়ী বিধান সর্বসাধারণের উপর বাস্তবায়নের পূর্বে তোমার উপর বাস্তবায়ন হওয়া উচিত নয়? তোমার জন্য এক আইন আর প্রজাদের জন্য অন্য আইন? নাকি তুমি অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে উর্দ্ধে যে তুমি বিনা বাঁধায় সব কিছু করবে, আর সাধারণ মানুষকে যখন খুশী তখন অপরাধী বানিয়ে সাজা দিবে?

হারুন! একটু চিন্তা কর, বুঝে শুনে কাজ কর, হুশিয়ার হও! কাল কিয়ামতে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে যালেম ও তাদের সহচরদেরকে একত্রিত কর তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি আল্লাহর নিকট আসামী হিসেবে উপস্থিত হবে।

হারুন! আমি জানি তুমি নিজে নিজের কাঁধে মুসীবতের পাহাড় স্থাপন করেছ। তুমি তোমার নেক আমলসমূহ অন্যের পাল্লায় রাখছ আর অপরের পাপসমূহ স্বীয় পাল্লায় উঠাচ্ছ। এ যেন মন্দের উপর মন্দ অন্ধকারের উপর অন্ধকার!!

হারুন! প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহকে প্রজাদের মধ্যে চালু কর। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, তুমি আজ যে শাসকের চেয়ারে বসে আছ খুব শীঘ্রই তা অন্যের হস্তগত হবে। আর এ দুনিয়ার ও একই অবস্থা যে কখনও কেউ তার মালিক বনে যায় আবার কখনও সে কারো দাসীতে পরিণত হয়। অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সমাবেশে বসে অঙ্গীকার রক্ষার বুলি আওড়াচ্ছে যারা সুযোগ পাওয়া মাত্র অপরের বাহু বন্ধনে চলে যেতে মোটেও লজ্জা করে না। এ চেয়ারে বসে বহু লোক ন্যায় পরাণয়তার সাথে কাজ করেছে এবং সুদৃঢ়ভাবে এর মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করেছে। আবার বহু মানুষ এ চেয়ারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে যার ফলে তার ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করেছে। হ্যাঁ হে হারুন! তুমি আর কখনও কোন অবস্থাতেই আমাকে কোন চিঠি লিখবে না। কেননা এরপরে আমি আর তোমার কোন পত্রের উত্তর দিব না? ওয়াস সালাম।

হারুন-উর-রশীদের দূত ইবাদের বর্ণনা যে, সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) সীল মোহরহীন চিঠিটি বিনা খামে আমার দিকে নিক্ষেপ করল। আমি চিঠি নিয়ে কুফা বাজারে আসলাম, তখন উপদেশের মাধ্যমে আমার অন্তর মুগ্ধ ছিল, তাই আমি উচ্চস্বরে বললামঃ কুফাবাসী! তোমাদের মধ্যে কে এমন ব্যক্তিকে খরীদ করবে যে পাপের ভয়ে আল্লাহর পথে ছুটে চলছে? এ আওয়াজ শোনা মাত্র বহু লোক আমার দিকে টাকা-পয়সা নিয়ে ছুটে চলে আসল। আমি তাদেরকে বললামঃ আমার ধন-সম্পদের কোন দরকার নেই তবে আমাকে শুধু সাধারণ একটি জামা ও একটি চাদর দাও! কেননা আমি এর প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করছি। একজনে আমার চাহিদা মিটাল। অতপর আমি আমার আগের জামা কাপড় জুতা ফেলে এ চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে হারুন-উর-রশীদের দরবারে উপস্থিত হলাম। দারোয়ান আমাকে দেখে ঠাট্টা করল। অতপর আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। আমাকে এ সাধারণ পোশাকে দেখে হারুন-উর-রশীদ দাঁড়িয়ে গেল এরপর বসে নিজের মাথা ও চেহারায় হাত মারছে আর বলছে। আমার পাঠানো দূত মূল্যবান বাজার করেছে অথচ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। পার্থিব ক্ষমতা আমাকে কি কোন উপকার করে দিবে? এত খুব দ্রুত আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে!

এরপর তার দিকে সুফিয়ান সাওরীর চিঠি নিক্ষেপ করলাম যেমন তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। হারুন যখন চিঠি পড়তে ছিল তখন চোখের পানি তার চেহারা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আর সে ফুফাতে লাগল এ দেখে তাঁর সহচরদের একজন বলে উঠলঃ আমীরুল মোমেনীন! সুফিয়ানের এ সাহস যে সে আপনার ব্যাপারে কথা বলেছে! আপনি কাউকে পাঠান যাতে করে সে সুফিয়ানকে লোহার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ছেঁছড়িয়ে নিয়ে আসবে। আর আপনি তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করে ভয়ানক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবেন যা অন্যের জন্য শিক্ষাযোগ্য হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ খলীফা ও শাসকদের নিকট এ ধরণের স্বার্থন্বেসী অকল্যাণকামী পরামর্শ দাতারাই থাকে যারা নিজেদের আখের গুছাতে এবং চাটুকারীতার জন্য তাদেরকে খারাপ পরামর্শ দিয়ে নিজেরাও আল্লাহর শাস্তির হকদার হয় এবং তাদেরকেও জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করে। সর্বকালেই এ ধরনের খারাপ লোকদের সংখ্যা অসংখ্য ছিল। আর এখন এই রোগ ছোট বড় কোম্পানীসমূহে এমন কি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহেও ঢুকেছে। যেখানে ন্যায় পরায়ণতার জানাযা হয়ে গেছে এবং সত্যের আওয়াজ মুমূর্ষ অবস্থায় সময় কাটাচ্ছে। বহু কমসংখ্যক মালিক ও দায়িত্বশীল রয়েছে যারা বাস্তব সত্যকে পছন্দ করে কামিয়াব হতে পারে।

মূলকথাঃ যখন এ অকল্যাণকামী পরামর্শদাতা সুফিয়ান সাওরীর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিল এবং হারুন-উর-রশীদকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইল তখন হারুন-উর-রশীদ তার কথার কারণে তাকে সতর্ক করল এবং তার চাটুকারীতার ফাঁদে মোটেও দৃষ্টি দেন নাই। কেননা সুফিয়ান সাওরীর উপদেশ তার মন মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া করেছে তাই সে বলে উঠলঃ

«اتْرُكُوا سُفْيَانَ وَشَأْنَهُ يَا عَبِيدَ الدُّنيَا، الْمَغْرُورُ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ
وَالشَّقِيُّ وَاللهِ! مَنْ جَالَسْتُمُوهُ، إِنَّ سُفْيَانَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ».

হে দুনিয়ার কৃত দাসরা! সুফিয়ানকে তার অবস্থায় থাকতে দাও। (তাঁর ব্যাপারে বে-আদবী মূলক কোন কথা বল না) অহংকারী মূলতঃ সেই যার উল্টো-সিদা প্রশংসা করে তোমরা তাকে অহংকারের পোশাক পরিয়েছ। আল্লাহর কসম! মূলতঃ দূর্ভাগা তো সে-ই তোমরা যার সভাসদ হয়েছ। সুফিয়ান তো একা এক জাতি! অতপর হারুন-উর-রশীদের অবস্থা এ দাঁড়াল যে, প্রত্যেক নামাযের পর সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) চিঠি পড়তেন এবং ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ অভ্যাস

জারী ছিল। সুফিয়ান সাওরী (রাহিঃ) কর্কষ শব্দের এই উপদেশের ফায়দা এ দাঁড়িয়েছে যে, খলীফা হারুন-উর-রশীদের জীবনে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। এখন সে তার অভ্যাসে পরিণত করেছে যে, সে এক বছর পবিত্র হজ্জ পালন করবে আর অন্য বছর মুজাহিদদের সাথে সীমান্ত এলাকায় জিহাদে যাবে। এরই উপর সে অটল ছিল এমন কি তাঁর শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্য এত প্রশস্ত হয়েছিল যে, সূর্য তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্ত ত্যাগ করতে পারত না। না বিজলীর চমক তার সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে পারত। তাই ঐতিহাসিকগণ লিখেছেনঃ

«وَأَصْبَحَتِ الدَّولَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي عَهْدِهِ لَا تَغِيبُ عَنْهَا الشَّمْسُ وَلَا يَتَخَطَّاهَا الْبَرْقُ».

হ্যাঁ এই হল ঐ খলীফা যার সাম্রাজ্য এত প্রশস্ত হয়েছিল যে, সে একদা বাদলের গর্জন শোনে হাসতে হাসতে বলেছিলঃ

যেখানেই বর্ষন কর না কেন তোমাদের কর আমার কাছেই আসবে। হে আল্লাহ! আমাদের শাসকদেরকে ভাল পরামর্শদাতা দান কর। তাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞান বুদ্ধিতে পরিণত কর। আমীন!

নেতৃত্বের হকদার

আসমা বিন খারেজা আল ফাযারী। কুফার অধিবাসী ছিলেন, সে অত্যন্ত উদার এবং স্বজাতির সরদার ছিলেন। তাঁর সুশাসন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। একদা সে খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এসেছিল, সে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি মানুষের উপর কিভাবে সরদারী কর?

আসমা বিন খারেজা বললঃ এ প্রশ্ন আপনি অন্য কারো নিকট কেন করলেন না?

আব্দুল মালেক বললঃ তোমার কতিপয় ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি, তাই তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে চাই।

আসমা বিন খারেজা বললঃ আপনি যখনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে তাহলে শুনুনঃ যখন কেউ আমার নিকট কোন প্রয়োজনের কথা বলে তখন আমি মনে করি সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করল। যখন কাউকে আমার সাথে খাবার খেতে ডাকি তখন মনে হয় সেও আমার প্রতি অনুগ্রহ করল। যখন কোন ব্যক্তি আমার নিকট কোন প্রয়োজন নিয়ে আসে তখন আমি তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য সদা চেষ্টা করি। আমি কাউকে গালি দেই নাই। আর কেউ যদি আমাকে গালি দেয় তাহলে আমি তার উত্তর দেই না। কেননা গালি দাতা দুই প্রকার মানুষের কোন এক প্রকার হতে পারে। হয়ত ভদ্র, তাহলে এটা হবে তার বাক চাতুরী, আমি তখন ক্ষমা করি, আর যদি তা না হয় তাহলে অভদ্র হবে, তখন তার থেকে আমার মান-ইজ্জত রক্ষা পাবে। আব্দুল মালেক একথা শুনে বললঃ

«حَقٌّ لَكَ أَنْ تَكُونَ سَيِّدًا شَرِيفًا»

নিঃসন্দেহে তুমি নেতৃত্বের হকদার ও ভদ্র।

হাজ্জাজ ও বেদুঈনের কথোপকথন

সাঈদ বিন উরওয়া বর্ণনা করেনঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ[1] একদা মক্কায় যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে রাস্তায় তাবু ফেলল, আর নিজের দারোয়ানকে বললঃ দেখ যদি কোন বেদুঈন পাও তাহলে তাকে নিয়ে আসবে যাতে সে আমার সাথে খাবারে অংশ নেয়। হাজ্জাজের এ অভ্যাস ছিল যে, যখন খেতে বসত তখন অন্য কাউকে সাথে বসাত।

দারোয়ানের দৃষ্টি পড়ল এক বেদুঈনের উপর যে দু'টি চাদর জড়িয়ে শুয়ে ছিল। সে বেদুঈনকে সম্বোধন করে বললঃ গভর্ণরের দাওয়াত গ্রহণ কর।

যখন ঐ বেদুঈন হাজ্জাজের নিকট আসল তখন হাজ্জাজ বললঃ কাছে আস এবং আমার সাথে খাবার খাও।

বেদুঈন বললঃ

«إِنَّهُ دَعَانِي مَنْ هُوَ أَكْرَمُ مِنْكَ»

আমাকে এমন এক সত্তা দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন যে তোমার চেয়ে মর্যাদাবান।

হাজ্জাজ কে ঐ সত্তা?

বেদুঈন আল্লাহ আমাকে রোযা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন তাই আমি রোযা রেখেছি।

হাজ্জাজঃ এ কঠিন গরমের মধ্যে তুমি রোযা রেখেছ?

বেদুঈনঃ জী হ্যাঁ, আমি ঐ দিনের আরামের জন্য রোযা রেখেছি যে দিন এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি গরম হবে। হাজ্জাজ ঠিক আছে, আজকে খেয়ে নাও আগামী দিন রোযা রাখিও।

বেদুঈনঃ

«عَجِبْتُ لَكَ يَا حَجَّاجُ! أَتَضْمَنُ لِيَ الْبَقَاءَ إِلَى غَدٍ؟»

---

১. এ হল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন আবু আকীল বিন মাসউদ বিন আমের আসসাকাফী। তার জন্ম হয়েছিল ৪১ হিজরীতে। সে পূর্ণ যুবক ছিল, সাহিত্যে তার পূর্ণ দখল ছিল, কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিল, কোন কোন পূর্বসূরী বলেনঃ হাজ্জাজ প্রতি রাতে কুরআন তেলাওয়াত করত; কিন্তু কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিল, জ্ঞানীদের ঘোর বিরোধী ছিল। সে বহু আলেমকে হত্যা করেছে। সে ছিল একজন রক্ত পিপাসু। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তাকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিল। সে যথেষ্ট খারাপ লোক ছিল। তার মৃত্যুর সময় এক লক্ষ লোক তার বন্দীশালায় বন্দী ছিল।

তোমার কথায় আমি আশ্চর্যবোধ করছি হে হাজ্জাজ! আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার গ্যারান্টি কি তুমি দিতে পার?

হাজ্জাজঃ এটা আমার ক্ষমতার বাহিরে।

বেদুঈনঃ তাহলে কেন তুমি আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রাখতে বলছ যার অধিকার তোমার হাতে নেই।

হাজ্জাজঃ ভাই এটা খুবই উত্তম ও সুস্বাদু খাবার।

বেদুঈনঃ আসলে তুমি এ খাবারকে সুস্বাদু করতে পার নাই আর না এটা এ বাবুর্চির কৃতিত্ব; বরং সুস্থ্যতাই এ খাবারকে সুস্বাদু করেছে। যদি সুস্থ না থাকতা তাহলে কোন সুস্বাদু খাবারই সুস্বাদু মনে হত না।

হে হাজ্জাজঃ আমি তোমাকে এবং তোমার খাবার ত্যাগ করছি। তুমি আমাকে আমার প্রভূর সাথে ছেড়ে দাও। এ বলে বেদুঈন বের হয়ে গেল এবং হাজ্জাজের সাথে আর খাবার খেল না।

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কানা ঘোষা

মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর নিকট চুপি চুপি বললঃ হে আল্লাহ! তোমার চেহারা কোন দিকে? উত্তরে না দক্ষিণে? যাতে করে আমি ঐদিকে মুখ করে তোমার ইবাদত করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট অহী পাঠালেনঃ হে মূসা! তুমি আগুন জ্বালাও এরপর এর চতুর্পার্শ্বে চক্কর লাগাও এবং দেখ আগুনের রুখ কোন দিকে।

মূসা (আলাইহিস সালাম) আগুন জ্বালিয়ে তার চতুর্পার্শ্বে চক্কর লাগিয়ে দেখছে যে চতুর্পার্শ্বে আগুনের আলো একই রকমের।

তখন সে আল্লাহর নিকট আরজ করলঃ হে আল্লাহ! আমি চতুর্পাশ্বে আগুনের রুখ একই রকম দেখেছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ হে মূসা! আমার উদাহরণ ও ঐ রকমই।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললঃ হে আল্লাহ তুমি শোও কি না?

আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অহী পাঠালেনঃ হে মূসা! পানি ভরপুর একটি বাটি তোমার উভয় হাতে রেখে আমার সামনে দাড়াও এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না।

মূসা (আলাইহিস সালাম) তাই করল। আল্লাহ তাকে সামান্য তন্দ্রা দিলেন সাথে সাথে পেয়ালা তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল এবং পানি পড়ে গেল। মূসা চিল্লিয়ে উঠল এবং ঘাবড়িয়ে গেল।

অতপর আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে মূসা! আমি যদি চোখের এক পলক ঘুমিয়ে যাই তাহলে এ আকাশ ও যমীন দহরম মহরম হয়ে যাবে। যেমনঃ তোমার পেয়ালা মাটিতে পড়ে গেল। আর এরই ইঙ্গিত বহন করে আল্লাহর বাণীঃ

অর্থঃ "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থান চূত্য না হয়। ওরা স্থানচূত্য হলে তিনি ব্যতীত কে এতোদুভয়কে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা ফাতিরঃ ৪১)

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললঃ হে আমার প্রভু! তুমি কেন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছ তোমার তো তাদের কোন প্রয়োজন নেই?

আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ আমি এদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমাকে চিনতে পারে, আমার নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে। আর আমি তাদের প্রয়োজন মিটাব। আর আমার নাফরমানীর পর ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আমি তাদেরকে ক্ষমার ঘোষণা দিব। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেনঃ হে প্রভূ! তুমি কি এমন কোন জিনিস সৃষ্টি করেছ যা শুধু তোমার ইবাদতেই মগ্ন থাকে? আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হ্যাঁ মোমেনের অন্তর যা একনিষ্টভাবে শুধু আমারই কথা স্মরণ করে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললঃ হে আল্লাহ এ কেমন করে? আল্লাহ তায়ালা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বললেনঃ যখন মোমেন বান্দা আমাকে ভুলতে পারে না তখন তার অন্তর আমার স্মরণে ব্যস্ত থাকে আর আমার বড়ত্ব তাকে ঘিরে রাখে। আর যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথী হয়ে যাই।

পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান

ইমাম মালেক বিন আনাস মালাকুল মাউতকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মালাকুল মাউত, আমি আর কতদিন বাঁচব?

মালাকুল মাউত তাঁকে পাঁচ আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা করলেন।

ইমাম মালেক জিজ্ঞেস করলেনঃ এ পাঁচ আঙ্গুলের কি অর্থ? পাঁচ দিন, না পাঁচ সপ্তাহ, না পাঁচ মাস না পাঁচ বছর? মালাকুল মাউতের কাছ থেকে উত্তর শোনার পূর্বেই ইমাম মালেকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ইবনে সীরীনের নিকট গেলেন যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইমাম মালেক তাকে বললঃ আমি স্বপ্নে মালাকুল মাউতকে দেখেছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি আমার হায়াত আর কতদিন বাকী?

মালাকুল মাউত তার পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আমার প্রতি ইশারা করেছে আমি বুঝতে পারলাম না যে, এ থেকে কি পাঁচ দিন না পাঁচ সপ্তাহ না পাঁচ মাস না পাঁচ বছর উদ্দেশ্য?

ইমাম ইবনে সীরীন উত্তরে বললেনঃ হে ইমাম দারুল হিজরা! এ পাঁচ জিনিসের উদ্দেশ্য পাঁচ বছর, পাঁচ মাস, পাঁচ সপ্তাহ, পাঁচ দিন নয় বরং এ থেকে মালাকুল মাউতের উদ্দেশ্য হল ঐ পাঁচটি গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয় যার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ রাখে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤﴾

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। জরায়ুতে কি আছে এ সম্পর্কে তিনিই অবগত আছে, কেউ জানেনা যে আগামী দিন সে কি অর্জন করবে? না কেউ অবগত যে সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। স্মরণ রাখ! আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লোকমানঃ ৩৪)

কল্যাণময় সমাপ্তি

একজন মুসলমান খ্রিস্টানদের হাতে গ্রেপ্তার হল, তাকে তারা পাদরীর খেদমতে নিয়োগ করল। সে সেখানে তাদের খেদমত করত সাথে সাথে কুরআন ও তিলাওয়াত করত। পাদরীরা তার কুরআন তেলাওয়াত শুনে তাদের অন্তর নরম হয়ে গেল এবং তারা কাঁদতে লাগল এমনকি পাদরীরাও ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু এই মুসলমান খ্রিস্টান হয়ে গেল।

পাদরীরা তাকে বললঃ তুমি তোমার প্রথম দ্বীনে ফিরে যাও কেননা সেটাই উত্তম; কিন্তু এই দূর্ভাগা ইসলামে ফিরে আসল না এবং খ্রিস্টান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল। আমরা আমাদের শেষ পরিণতি যেন ভাল হয় এজন্য দু'আ করছি।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেনঃ আমি এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে বলতে দেখেছিঃ হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দাও, হে আল্লাহ আমরা চার ভাই, আমার তিন ভাই ইন্তেকাল করেছে এবং মৃত্যুর সময় তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। শুধু আমিই বাকী আছি, জানিনা শেষ সময়ে আমার কি হবে!

নিয়তের ফল

কোন দুই সহোদর ভাই ছিল তাদের একজন ছিল ইবাদতকারী এবং অন্য জন ছিল গোনাহগার উভয়ে একই ঘরে বাস করত। ইবাদতকারী উপর তলায় থাকত এবং ওখানেই ইবাদতে ব্যস্ত থাকত। নিচে কমই আসত, অপর ভাই নিচ তলায় থাকত, তার নিকট জীবন-যাপনের পাথেয় ছিল সে খুব আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকত, এভাবে দুইজন দুইজনের স্ব স্ব জীবন-যাপন করছিল।

একদা ইবাদতকারী মনে মনে বললঃ যে জীবনের বেশির ভাগ সময়ই আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছি, কিছু সময় কেন প্রভৃত্বির অনুসরণে কাটাব না পরে তওবা করে নিব এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসব। আল্লাহ তায়ালা তো ক্ষমাকারী। তিনি ক্ষমা করে দিবেন। তাই সে মনে মনে চিন্তা করল যে, নিচ তলায় নেমে গোনাহগার ভাইয়ের নিকট যাবে, সেখানে তার সাথে কিছু সময় ব্যয় করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। এরপর জীবনের বাকী অংশ আল্লাহর নিকট তওবা করে নিব এবং অভ্যাস অনুযায়ী বন্দীগি শুরু করব। এমন ভাব নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল।

এদিকে তার গোনাহগার ভাইয়ের মনে হল যে জীবনের বেশির ভাগ সময় আল্লাহর নাফরমানিতে কাটিয়েছি অথচ আমার ভাই বড় আবেদ। সে জান্নাতের হকদার অথচ আমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করব। উপরের তলায় আমার ইবাদত গুজার ভাইয়ের নিকট যাব। তার সাথে বাকী জীবন ইবাদত বন্দীগির মাধ্যমে কাটাব। হতে পারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

তাই গোনাহগার ভাই একনিষ্ঠ নেক নিয়্যত নিয়ে উপরে আর উপর থেকে আবেদ খারাপ নিয়তে নিচে আসতে লাগল, যাতে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। ভাগ্যক্রমে আবেদ হোচট খেয়ে নিচের ভাইয়ের উপর এসে পড়ল যে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে ছিল।

অবশেষে উভয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। পুনরুত্থানের সময় আবেদকে তার বদ নিয়তের উপরে উঠানো হল, আর গোনাহগারকে তওবার নিয়তে উঠানো হল, সহীহ মুসলিমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী উঠবে, যে নিয়তের উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে।[1]

1. মুসলিম (২৮৭৮)

জাহান্নামী হয়ে গেল

আল্লামা ইবনে জাওযী এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলেনঃ তার এক বন্ধুর ভাই দ্বীন থেকে দূরে ছিল। বাতিল ও কুফরী মতবাদের প্রচারক ছিল। তার বন্ধু নিজের পথভ্রষ্ট ভাইকে পথে আনার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছে; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বরং নাস্তিকতাবাদে সে আরো বেশি মগ্ন হয়েছে। কিছু দিন পর ঐ বেদ্বীন ভাই ক্যান্সারে আক্রান্ত হল এবং বিছানায় পরে গেল। তার ভাই তাকে দেখতে আসত, তার সাথে কথা বার্তা বলত, তার হেদায়াতের আশা রাখত, তাকে বুঝাত, হয়ত বা আল্লাহ আমার ভাইয়ের শেষ পরিণতি ভাল করবে। একদিন রোগী তার ভাইকে বললঃ আমাকে কুরআন দাও। একথা শুনে খুশীতে আটখানা হয়ে গেল, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তার অসুস্থ্য ভাইকে সুস্থ্য করেছেন। যখন সে কুরআন নিয়ে তার ভাইয়ের নিকট আসল তখন সে তা দেখেই বললঃ

এটা কুরআন?

ভাই বললঃ হ্যাঁ!

ঐ বদবখত নিজের দিকে ইশারা করে বললঃ এ বান্দা ঐ কুরআন অস্বীকারকারী। এ বলেই সে মৃত্যুবরণ করল। নাউযু বিল্লাহ

এক দূর্ভাগা

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও আল-ইমরান পড়ত। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাতেবে অহী (কুরআন লিখত) কিছু দিন পর সে মুরতাদ হয়ে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল।

সে বলতঃ মুহাম্মাদ তাই জানে যা আমি তার জন্য লিখেছি।

তার মৃত্যুর পর খ্রিস্টানরা তাকে মাটিতে পুতে দিল; কিন্তু সকালে গিয়ে দেখেছে সে মাটির উপর পরে আছে। খ্রিস্টানরা বললঃ এটা মুহাম্মাদ এবং তার সাথীদের কাজ, আমাদের এ লোক তাদেরকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল তারা (মনে ব্যাথ্যা পেয়েছিল) তাই এখন তারা রাতে এসে আমাদের এ লোকের কবর খুঁড়ে তাকে বের করে ফেলেছে, তখন তারা গভীরভাবে কবর খুড়ে সেখানে তাদের সাথীকে রাখল; কিন্তু সকালে এসে দেখেছে সে আবার মাটির উপর পরে আছে। তারা আবারও ঐ কথাই বললঃ যে এটা মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ। তারা আবারও এ সাথী তাদেরকে ত্যাগ করে চলে আসার (প্রতিশোধ) হিসেবে তার কবর খুঁড়ে লাশ বাহিরে বের করেছে। তাই তারা তখন তাদের সাধ্য মত মাটি খুঁড়ে গভীর কবর বানাল এবং সেখানে তাকে দাফন করল; কিন্তু সকালে এসে দেখছে সে কবরের বাহিরে পরে আছে। এবার তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের এ সাথী মানুষ নয় (অর্থাৎ ভাল মানুষ নয়; বরং খারাপ মানুষ তাই তার এ সাজা হচ্ছে যে যমীন তাকে গ্রহণ করছে না।) তখন তারা তাদের সাথীকে ঐভাবেই ছেড়ে ছিল।[1]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমাদের মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যার সম্পর্ক ছিল নাজ্জার বংশের সাথে। সে সূরা বাকারা এবং আল-ইমরান তেলাওয়াত করত, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লেখকও ছিল। কিছু দিন পর সে পলায়ন করে আহলে কিতাবদের সাথে গিয়ে মিশল। তারা তার অতিরিক্ত প্রশংসার জন্য বললঃ যে, আমাদের এ সাথী মুহাম্মাদের লেখক ছিল। আর এতে করে সে খুব খুশী হত। কিছু দিন পর আল্লাহ ঐ মুরতাদকে মৃত্যু দিলেন। আহলে কিতাবরা, তার কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল, সকালে গিয়ে দেখছে সে মাটির উপর উপুর হয়ে পরে আছে। দ্বিতীয়বার তারা কবর

1. বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিব, বাব আলামাতুন নুবুওয়াহ ফিল ইসলাম (৩১৭)।

খুঁড়ে সেখানে তার লাশ দাফন করল; কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালেও তার লাশ মাটির উপরই পাওয়া গেল। পরে তারা লাশকে ঐভাবেই ফেলে রাখল।[1]

১. মুসনাদ ইমাম আহমদ (২২২/৩) ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন রাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন ওয়া আহকামিহিম (১৪)।

ঈমান বিক্রি

মুসলমানগণ রোমানদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে উঁচু শির ছিল। এ ছিল ঐ যুগের কথা যখন ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। মুজাহিদদের সাথে একজন চরিত্রহীন লোক ছিল তার নাম ছিল আব্দুহ বিন আব্দুর রহমান, সে কুরআন কারীম মুখস্ত করেছিল এবং খুব সুলোলিত কণ্ঠে কুরআন পড়ত।

মুসলমানরা রোমের কোন এক শহর ঘেরাও করে রেখেছিল। শহরটি বিজয় হচ্ছিল না, হঠাৎ আব্দুহুর নযর পড়ল এক সুন্দরী রমণীর উপর। ঐ রমণী অন্যান্য মহিলাদের সাথে ঐ কেল্লায় আটক ছিল। আবদুহু তার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ঐ রমণীকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। তাকে প্রস্তাব দিল আর সেও সম্মতি দিল, আবদুহু জিজ্ঞেস করল সাক্ষাতের মাধ্যম কি? উত্তর দিল তোমার দ্বীন ত্যাগ কর এবং দেয়ালের উপর উঠ আমি তোমাকে নামিয়ে নিব। এ চরিত্রহীন স্বীয় ঈমানও দ্বীন ঐ রমণীর জন্য কোরবান করে দিয়ে বিপক্ষ দলে চলে গেল।

মুসলমানরা এ ঘটনা তখন জানতে পেরেছিল যখন সে ভেগে গিয়ে ঐ রমণীর সাথে জীবন-যাপন শুরু করেছিল। এদিকে মুজাহিদরা কোনভাবে পরবর্তীতে তাকে হাতের নাগালে পেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল যে, হে অমুক! তোমার কুরআন তেলাওয়াত, নামায, রোযা এবং জিহাদের কি খবর?

সে বললঃ শোন! আমি সমগ্র কুরআন ভুলে গিয়েছি এ মুহূর্তে আমার আরম আয়েশ ধন-দৌলত বহু হয়েছে। আমার এখন শুধু আল্লাহর এ বাণী স্মরণ আছে-

﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۝٢ ذَرْهُمْ
يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٣﴾

অর্থঃ "কখনও কখনও কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, যে তারা যদি মুসলমান হত! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক তারা অনুভব করবে। (সূরা হিজরঃ ২-৩)

২৮৭ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়েছিল।[1]

---

1. আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া (১৪/৬৪০)।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর আল্লাহ ভীতি

উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর এক খাদেম ছিল যে, তাঁর কর উসূল করত আর তিনি তার উসূলকৃত সম্পদ ভক্ষণ করতেন।

একদা সে কোন একটি জিনিস এনে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)এর খেদমতে পেশ করল, আর তিনি তা গ্রহণ করলেন।

খাদেম আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলঃ

"أَتَدْرِىْ مَا هٰذَا؟"

তুমি কি জান এটা কি?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ না, কি এটা?

খাদেম বললঃ

«كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ».

আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে এক ব্যক্তির জন্য ভবিষ্যত বাণী করেছিলাম, অথচ আমি এ কাজে পারদর্শী ছিলাম না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম, এখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে সে আমাকে এ জিনিস দিয়েছে যা আপনি খেয়েছেন।

একথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় হাত মুখে ঢুকিয়ে পেটে যা কিছু ছিল তা বমি করে বের করে ফেললেন।[1]

1. বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিবিল আনসার (৩৮৪২)।

সুপারিশ

একদিন এক মহিলা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আমার ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, আমি চাই আপনি পুলিশ স্টেশনে সুপারিশ করুন যাতে আমার ছেলেকে মার ধর না করা হয়। একথা শোনে ঐ লোক দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগল এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়ল, এদিকে মহিলা তা দেখে কাঁদতে লাগল যে আমি বললাম সুপারিশ করতে আর সে নামায পড়তে শুরু করেছে?

যখন বুযুর্গ নামায শেষ করল তখন মহিলা বললঃ আমি সুপারিশ চাইতে এসেছিলাম আর আপনি সুপারিশ না করে নফল নামায আদায় করতে শুরু করলেন।

সে উত্তরে বললঃ মহিলা আমি তোমার সুপারিশই তো করতে ছিলাম, আমি রাব্বুল আলামীনের নিকট তোমার সন্তানের মুক্তির জন্য দু'আ করেছি। আর এটাই সবচেয়ে বড় সুপারিশ।

এ বুযুর্গ জায়নামায থেকে উঠে না দাঁড়াতেই অন্য এক মহিলা এ মহিলাকে ডাকতে ডাকতে এসে বললঃ বোন! তোমার বরকত হোক, তোমার ছেলেকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে এবং সে এখন ঘরে চলে এসেছে। একথা শোনা মাত্রই ঐ মহিলা ঘরে ফিরে আসল।

জী হ্যাঁ! বিপদের সময় বিপদ থেকে মুক্তির ব্যাপারে নামাযের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই। নামায আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাঁর নিকট এবং তার সাথে কথপোকথনের সুযোগ হয়? সেজদাই তো একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

মুসলিম ভাইগণ! এরপর আর কি ভাবছ, কিসের অপেক্ষা? উপরে আল্লাহ নিচে তোমরা, তিনি দু'আ কবূলের মালিক, আর তোমরা তার ইবাদতকারী বান্দা। তোমাদের পক্ষ থেকে সিজদা আর উপর থেকে দু'আ কবূলের ঘোষণা জারি হবে। আস সিজদায় বেশি বেশি করে দু'আ কর, হয়তো বা তোমাদের দু'আ কবূল হবে এবং তোমরা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যাবে। যাকে সমস্যায় ঘিরে নিয়েছে তার উচিত স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য নত স্বরে কান্নাকাটি করবে, যাতে করে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটায়। কেননা তাঁরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা, তাঁরই দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে মানুষের অন্তর যেমন খুশি তেমনভাবে তিনি তা উলট-পালট করেন। যেমনঃ হাদীসে আছেঃ

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ».

আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ তায়ালার দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তরের মত। তিনি যেমন খুশী সেভাবে তা উলট-পালট করেন।[1] তাই মুসলিম বান্দার উচিত নামাযের মাধ্যমে তার সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য চেষ্টা করা, আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে কলমে এর শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে বলতেনঃ

« كان ﷺ إذا حزبه أمرٌ صلّى ».

হে বেলাল! উঠ আযান দাও! নামাযের মাধ্যমে আমাকে তৃপ্তি দাও।[2]

1. মুসলিম-২৬৫৪।
2. মুসনাদে আহমদ-৫/৩৭১।

ওয়াসেক বিল্লাহর বুদ্ধিমত্তা

ওয়াসেক বিল্লাহর নিকট এসে এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ আমীরুল মো'মেনীন! আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ! প্রতিবেশির প্রতি অনুগ্রহ কর। বংশের লোকদের সাথে উত্তম আচরণ কর এবং তাদেরকে সাহায্য কর।

ওয়াসেক বিল্লাহ বললঃ কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না, না আমি তোমাকে কখনও দেখেছি?

সে বললঃ জনাব! আমি তোমার দাদা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান।

ওয়াসেক স্বীয় খাদেমকে ডেকে বললঃ তাকে এক দিরহাম দান কর।

সে বললঃ আমীরুল মো'মেনীন! আমি তা দিয়ে কি করব?

ওয়াসেক বিল্লাহ! দেখ! আমি তোমাকে এক দিরহাম দান করেছি, যদি আমি বায়তুল মাল থেকে তোমার দাদার সমস্ত সন্তানদের জন্য দান করি, তাহলে তোমার ভাগে গমের একটি দানাও পাবে না।

ঐ ব্যক্তি বললঃ আমীরুল মো'মেনীন! তুমি ভাল থাক, তুমি কত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার।

ওয়াসেক বিল্লাহ তাকে দান করার নির্দেশ দিল আর এ ব্যক্তি তাঁর জন্য দু'আ করতে করতে বের হয়ে গেল।

দূরদর্শীতা

ইমাম ত্বাবরানী আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের একটি সৈন্যদল তার সিপাহ সালারীতে বের হল, আর সমস্ত মুসলিম মুজাহিদরা ইস্কান্দারীয়ায় গিয়ে তাঁবু ফেলল। ইস্কান্দারীয়ার বাদশাহ তাদের সাথে মত বিনিময়ের পর এভাবে মত ব্যক্ত করলঃ তোমাদের পয়গাম্বরের কথা সত্য তোমাদের পয়গাম্বরের মত আমাদের নিকটও পয়গাম্বর আসত। আমরা হুবহু তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলতাম; কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের মাঝে এমন সব বাদশাহরা এসেছে যারা আম্বীয়াগণের শিক্ষাকে বিস্মৃত করে দিয়ে নিজেস্ব কামনাসমূহ পূরণ করাকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছে। ফলে আমাদের সুখ্যাতি বিস্তার করার পরিবর্তে লাঞ্ছনার সাগরে নিপতিত হয়েছে। আর অন্য জাতি আমাদের উপর চড়ে বসেছে।

অতএব তোমরা যদি তোমাদের পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিক নির্দেশনা সমূহকে তোমাদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি পরাজিত হবে। আর তোমরা তাদের উপর বিজয়ের ঢঙ্কা বাজাতে থাকবে এবং যে, তোমাদের উপর আঘাত হানতে চাইবে তার মুকুট তোমাদের জুতার সৌন্দর্য বর্দ্ধন করবে। কিন্তু যখন তোমরা ও তোমাদের পয়গাম্বরের নিকট নির্দেশনা সমূহ বিস্মৃত হয়ে যাবে তখন আমাদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের মতই প্রভৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। তখন আমাদের এবং তোমাদের মাঝের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আর তখন তোমরা মুসলমানরা না সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি থাকবে আর না খাদ্য সামগ্রীতে এবং শক্তিতে। মুসলমানদের সীপাহ সালার আমর বিন আস (রাযিআল্লাহু আনহু) একথা শুনে বললেনঃ

«فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلاً أَذْكَرَ مِنْهُ - أَيْ أَدْهَى مِنْهُ -» .

আমি এর চেয়ে অধিক দূরদর্শী ব্যক্তির সাথে কখনও কথা বলি নাই।[1]

1. হায়াতুস সাহাবা- ৩/৬৯৪।

রাগে ধৈর্যধারণ

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণের সাথে বসেছিলেন, ইতিমধ্যে যায়েদ বিন সা'না[1] নামী এক ইহুদী আলেম তাঁর বৈঠকে প্রবেশ করে, সাহাবাগণকে ভেদ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার কলার শক্ত করে ধরে কর্কষ ভাষায় বললঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি আমার কাছ থেকে যে ঋণ নিয়েছ তা পরিশোধ কর। তোমরা হাশিম বংশের লোকেরা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে টালবাহানা কর।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ ইহুদী থেকে কিছু দিরহাম ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন; কিন্তু তখনও ঋণ পরিশোধের সময় বাকী ছিল। ইহুদীর এ বেয়াদবী পূর্ণ আচরণ দেখে উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) তলোয়ার উন্মুক্ত করে বললঃ

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি বেয়াদবীর পরিণামে তার গর্দান উড়িয়ে দেই?

রহমতের নবী উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বললেনঃ

«مُرْهُ بِحُسْنِ الطَّلَبِ، وَمُرْنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ».

উমর! এ ইহুদী ঋণ দাতাকে বল সে যেন উত্তমভাবে তার হক দাবী করে। আর আমাকে নির্দেশ দাও আমিও যেন তা উত্তমভাবে পরিশোধ করি।

একথা শুনে ইহুদী বলতে লাগলঃ কসম ঐ সত্ত্বার যে তোমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে। আমি তোমার নিকট ঋণ আদায় করতে আসি নাই। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি ভাল করেই জানি যে, ঋণ পরিশোধের সময় এখনও হয় নাই; কিন্তু আমি তোমার গুণাবলি সম্পর্কে তাওরাতে যা কিছু পাঠ করেছিলাম, তা পরিপূর্ণ সত্য হিসেবে পেয়েছি। তবে দু'টি গুণ আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল।

---

1. যায়েদ বিন সা'না একজন ইহুদী আলেম ছিল। সে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উজ্জ্বল চেহারা দেখতে পেল তখন নবুয়তের সমস্ত নিদর্শনসমূহ চিনতে পারল। অবশ্য দু'টি গুণ সম্পর্কে অবগত হতে পারে নাই। (১) তাঁর ধৈর্যশীলতা তার রাগের উপর বিজয়ী থাকবে। (২) তাঁর সাথে যতদূর আচরণ করা হবে তিনি তত সদাচরণ করবেন। যখন যায়েদ বিন সান'আ এ উভয় গুণ সম্পর্কে অবগত হতে পারল তখন কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করল এবং পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে গেল। সে তাবুকের যুদ্ধে, যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে।

তার একটি হলঃ যে রাগের সময় তোমার ধৈর্যশীলতা, অন্যটি তোমার সাথে যতদূর ব্যবহার করা হবে তুমি তত তার সাথে সদাচরণ করবে। আজকে আমি তোমার ঐ প্রশংসিত গুণসমূহ পরিলক্ষিত করলাম। অতএব আমি সাক্ষী দিচ্ছিঃ

«فَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ- مُحَمَّدٌ- رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ».

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর তুমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

তোমার সাথে আমার যে পাওনা ছিল তা আমি গরীব মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম।[1]

1. বিস্তারিত দেখুনঃ উসদুল গাবা (১৮৪১) সুনানে বায়হাকী- (৬/৫২) মুস্তাদরাক হাকেম- (৩/৬০৫) ইত্যাদি।

জীবন্ত শহীদ

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমর তাইমী, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন। তিনি ঐ আট জনের একজন যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঐ পাঁচজনের একজন যারা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন। তিনি ঐ ছয়জনের একজন যারা পরামর্শ মেম্বার ছিলেন।

আবু বকর ও ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে নওফল বিন খুওয়াইলিদ যাকে "কুরাইশদের শের" অর্থাৎ কুরাইশদের বাঘ বলা হত, সে ধরে নিয়ে যায় এবং একই রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। এজন্য আবু বকর আর ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে কারাগারের সাথী বলা হয় এবং কিছুদিন পর দু'জনেই মুক্তি পান।

হিজরতের সময় রাস্তায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে দেখা হয়, ঐ সময় তিনি শাম দেশ থেকে ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে মক্কায় আসতে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে চাদর উপহার দেন এবং বলেন মদীনাবাসী আপনাদের অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় যেতে আরও দ্রুত করলেন। এদিকে ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কার দিকে পা বাড়ালেন এবং মক্কায় এসে তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ সেরে আবার মদীনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হন।

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যবসায় আল্লাহ তায়ালা অনেক বরকত দান করেন। তিনি শাম ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতেন। ব্যবসার সাথে সাথে উনার দান ও অনেক বেশি ছিল। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "জাওয়াদ" অর্থাৎ উদার মনের অধিকারী ও "ফাই-ইয়াজ" অর্থাৎ দানবীর নামে অভিহিত করেন।

কাবীসা বিন জাবের বলেনঃ "আমি ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহর মত এত দানবীর লোক দ্বিতীয়টি আর দেখিনি।"

একবার ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক খন্ড যমীন বিক্রয় করলেন (৭,০০০০০) সাত লক্ষ দিরহামে। এই টাকা নিয়ে যখন ঘরে ফিরলেন, তখন বললেন আমি এই

টাকা নিয়ে কিভাবে আরামে শুয়ে যাব যেহেতু আমার জানা নেই যে সকাল পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব কি না?

তিনি কর্মচারীকে ডাকলেন এবং বললেন, এই টাকা নিয়ে যাও মদীনায় যাকে অভাবী দেখবে তার অভাব পূরণ করে দিবে। সকাল হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ টাকা বণ্টন হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূলের সাথে কতটুকু মুহাব্বাত ও ইখলাস ছিল তার প্রমাণ উহুদের যুদ্ধে পাওয়া যায়। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'টি দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়, চেহারা মোবারকে জখমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় এবং বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। ঐ মুহূর্তে ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের কোলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উঠালেন এবং শত্রুদের সাথে তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধ করতে থাকলেন অবশেষে সংরক্ষিত ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

এ যুদ্ধে ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শরীরে ৭৫টি জখমের চিহ্ন ছিল। হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, চেহারা জখম হয়ে গিয়েছিল, পায়ের রগও কেটে গিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«أَوْجَبَ طَلْحَةُ».

অর্থঃ "ত্বালহা নিজের উপর জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।"

তিনি আরও বলেনঃ

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي على وَجْهِ الأَرْضِ،
فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ».

অর্থঃ "কেউ যদি জীবন্ত শহীদ দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহকে দেখে নেয়।"

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়জনদের একজন ছিলেন। রাসূলের পিছনে জামা'আতের নামায তার কখনও ছোটত না। তার একটি মাত্র কাপড় ছিল যা পরে তিনি তার সম্ভ্রম রক্ষা করতেন, আর তাও খুব পুরাতন হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার তাকবীরে তাহরীমা ছোটত না।

একদিন নামাযের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ত্বালহার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে চাইলেন, তখন সে বললেনঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নিজ বাড়িতে পাঠালেন যেন তাঁর জামা এনে ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে পরিয়ে দেয়া হয়।

আর সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামা এনে ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে পরিয়ে দিল। যখন ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ স্বীয় ঘরে ফেরত আসলেন তখন ঐ জামার উপর স্ত্রীর দৃষ্টি পরল, স্ত্রী বলল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গায়ের জামা, সে তার স্বামীকে বলতে চাইল যে, "তুমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কি বলেছ?

তুমি কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করেছ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা থেকে তোমার বিরত থাকা উচিত।

ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু) তার স্ত্রীকে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি কোন অভিযোগ করি নাই।

স্ত্রী বললঃ তাহলে কি কারণে জামা গ্রহণ করলা?

ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু) স্ত্রীকে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি জামাটি এজন্যই নিয়েছি যেন এটা আমার কাফনের কাজে আসে। আর কবরে ফেরেশতা যখন আমাকে প্রশ্ন করবে, ঐ ব্যক্তি কে যে তোমাদের মাঝে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল?

তখন আমি এ উত্তর দিতে পারব যে সে এই জামার মালিক যা আমি কাফন হিসেবে পরেছি।

ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চারটি বিয়ে করেছিলেন, এ চার স্ত্রীর বোনেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে ছিল। উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর সিদ্দীক আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহার) বোন ছিল, হামনা বিনতে জাহাস যায়নাব (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, কারেআ' বিনতে আবু সুফিয়ান উম্মে হাবীবা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, রুকাইয়া বিনতে আবু উমাইয়্যা উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর বোন ছিল, উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন ৩৬ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহরের চাবি

হিজরী ১৫ সালে উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) ইসলামী সৈন্য দলের সেনা নায়কদের মধ্যে আমর বিন আস, সোরাহবিল বিন হাসানা এবং আবু উবাইদাহ (রাযিআল্লাহু আনহুম) কে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনের শাসক বর্গের নিকট পাঠান, যাতে করে তারা ঐ শহরের চাবি তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসে; কিন্তু সেখানকার শাসক পাদরী জা'ফর ইউনুস শহরের চাবি তাদেরকে দিতে অস্বীকার করে এবং বলেঃ আমরা আমাদের মাযহাবের গ্রন্থসমূহে ঐ ব্যক্তিদের গুণাবলি সম্পর্কে যা পেয়েছি যাদের নিকট এই শহরের চাবি হস্তান্তর করা হবে তাদের সাথে তোমাদের মিল নেই। সুতরাং তোমাদেরকে আমরা চাবি দিব না।

একথা শুনে মুসলিম সেনা নায়কগণ উমর বিন খাত্তাব আল-ফারুক (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে এ সংবাদ জানালেন যে, হে আমিরুল মো'মেনীন! আপনি নিজে আসুন কেননা এ পবিত্র ভূমির শাসকরা শহরের চাবি আমাদের নিকট হস্তান্তর করতে অসম্মতি জানাচ্ছে। আর আমরা চাই না যে, আপনার অনুমতি ব্যতীত আমরা তাদের সাথে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেই।

অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) স্বীয় খাদেমকে সাথে নিয়ে সফরে বের হলেন। রাস্তায় পালাক্রমে কখনও নিজে উটের পিঠে আরোহণ করতেন আর কখনও খাদেম উটের পিঠে আরোহণ করত আবার কখনও উভয়েই পায়ে হেটে চলত যাতে করে উটের ক্লান্তি দূর হয়।

সফরের অবস্থায় শামের সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী আসার পর দেখলেন যে সামনে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা কাদাযুক্ত। আর এ কর্দমাক্ত রাস্তা পার হওয়ার মত কোন ব্যবস্থাও তাদের নিকট ছিল না।

ইমাম হাকেম ত্বারেক শিহাব (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) শামের দিকে রওয়ানা হলেন, এদিকে আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ কাদাযুক্ত পথে আমীরুল মো'মেনীনকে সহযোগীতা

১। সোরাহবিল বিন হাসানা মুসলমানদের মধ্যে একজন সাহসী সেনা নায়ক ছিল, আবু বক্কর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর শাম বিজয়ের জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন, আর উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) শামের চতুর্থাংশের গণীমতের মালের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব তাকে দেন। তিনি এবং আবু উবাইদা বিন জাররাহএকই দিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

করার জন্য আসলেন। উমর বিন খাত্তাব উটের উপর ছিলেন; কিন্তু যখন কর্দমাক্ত রাস্তা দেখলেন তখন উট থেকে নেমে গেলেন। স্বীয় জুতা খুলে কাঁধে রেখে উটের লাগাম ধরে কাদাযুক্ত রাস্তা চলতে লাগলেন।

আবু উবাইদা এ দৃশ্য অবলোকনে বললেনঃ আমীরুল মো'মেনীন আপনিই একাজ করছেন? জুতা কাঁধে, উটের লাগাম হাতে নিয়ে এ কর্দমাক্ত রাস্তা চলছেন? আমার কাছে তা ভাল লাগছেনা, কেননা শামদেশের অধিবাসীদের সামনে আপনি উপস্থিত হতে যাচ্ছেন।

উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) একথা শুনে বললেনঃ

«أَوَّه! لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ».

ওহ! হে উবায়দাহ! তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি একথা বলত তাহলে তাকে আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শিক্ষার বস্তুতে পরিণত করতাম! আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত ছিলাম, আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন। আবার যদি আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ইজ্জত কামনা করি, তাহলে আমরা লাঞ্ছিত অপমানিত হব।[1]

এরপর উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) উটের পিঠে চড়ে বসলেন এবং কিছু দূর যাওয়ার পর নিজের পালা শেষ হওয়া মাত্র উটের পিঠ থেকে নেমে গেলেন এবং খাদেমকে সেখানে বসালেন। ইসলামী সেনানায়কদের ইচ্ছা ছিল যে, যখন তিনি ফিলিস্তীনের শাসকগণের নিকট পৌঁছবে তখন আরোহণের পালা উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হবে; কিন্তু তা হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সফরের শেষ মুহূর্তে এসে আরোহণের পালা আসল খাদেমের তাই খাদেম আরোতি হয়ে আর আমীরুল মো'মেনীন পায়ে হেটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন।

যখন এই বরকতময় কাফেলা পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনের শাসকদের দরবারে উপস্থিত হল তখন তারা উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর পোশাক গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করতে

1. মুস্তাদরেকে হাকেম- (১/৬১-৬২) সহীহ সনদে তা বর্ণিত হয়েছে।

লাগল এবং অত্যন্ত ধীর সুস্থ্যে শহরের চাবি তাঁর নিকট হস্তান্তর করল। অতপর উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)কে সম্বোধন করে বললঃ হ্যাঁ তুমিই ঐ ব্যক্তি যার গুণাবলী আমরা আমাদের গ্রন্থসমূহে পড়েছি। আমাদের কিতাবসমূহে লেখা আছে যে, ঐ ব্যক্তি যে ফিলিস্তীনের চাবির মালিক হবে সে ঐ দেশে পায়ে হেটে প্রবেশ করবে, আর তখন তার খাদেম আরোহী অবস্থায় থাকবে আর তার পোশাকে ১৭টি তালি লাগানো থাকবে।

উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন চাবি হাতে পেলেন তখন সেজদায় লুটে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন, তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ

«أَبْكِي لِأَنِّي أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَيُنْكِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيُنْكِرَكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ».

আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার ভয় হচ্ছে যে, পৃথিবী তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা একে অপরকে ভুলে যাবে তোমাদের মাঝে কোন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে না। তখন আল্লাহ তায়ালাও তোমাদেরকে দূরে ঠেলে দিবেন।

উত্তম গুণাবলীসমূহ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন যোহরের নামাযের পর সাহাবাহগণকে
জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি রোযা রেখেছি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ
কোন মিসকীনকে দান খয়রাত করেছে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে আজকে কোন
অসুস্থ্যকে দেখতে গিয়েছে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি এক অসুস্থকে দেখতে গিয়েছি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে আজ কে কোন
জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ আমি একটি জানাযায় অংশগ্রহণ
করেছি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কি এমন
কেউ আছে যে, আজ কোন দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করেছে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) আমি দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করেছি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যে মোমেন উল্লিখিত কাজসমূহের
মধ্যে একটি করবে, কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজা
তাকে সম্বোধন করে বলবে যে আমার দিকে আস এবং আমার মধ্য দিয়ে অতিক্রম
করে জান্নাতে যাও।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি কোন মানুষ এ সমস্ত ভাল কাজ করে তাহলে তার কি হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজাসমূহ আহ্বান করবে যে, আমার দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর, আর হে আবু বকর তুমি এদের অগ্রনায়ক। মূলতঃ উদ্দেশ্য হল যে কোন এক দরজা দিয়েই অতিক্রম করে জান্নাতে যাওয়া; কিন্তু এমন সৌভাগ্যবানও আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজাসমূহ আহ্বান করবে, আমাকে এ মর্যাদায় অভিভূত কর, আমার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর, আবু বকর সিদ্দীক ঐ সৌভাগ্যবানদের অগ্রনায় যারা এ মর্যাদায় ভূষিত হবে যে জান্নাতের সমস্ত দরজাসমূহ তাকে আহ্বান করবে যে আমাদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ কর। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

1. তিরমিযী-৩৬৭৪, মুসনাদে আহমদ-২/২৬৮, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৪১৯।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিকমতপূর্ণ দিক নির্দেশনা

একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের সাথে ছিলেন ইতিমধ্যে এক যুবক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে ব্যভীচার (জিনা করার) অনুমতি দিন।

সেখানে উপস্থিত সাহাবাগণ যখন যুবকের কথাবার্তা শুনল তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে গেল।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণকে চুপ থাকতে বললেন। আর ঐ যুবককে কাছে ডেকে বললেনঃ বল তুমি কি চাও?

যুবক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ব্যভীচার করার অনুমতি দিন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যুবক! তুমি যে কাজের অনুমতি চাচ্ছ তুমি কি চাইবে যে তোমার মায়ের সাথে একজা করা হোক?

যুবক বললঃ কোরবান হোক হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কিছুতেই নয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের বোনের সাথে একাজ করতে কি তুমি রাজি আছ? এমনিভাবে তিনি নিজের চাচী, ফুফুর কথাও উল্লেখ করলেন।

যুবক প্রত্যেকের উত্তরে বললঃ কোরবান হউক কখনও নয়।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এমনিভাবে কোন ব্যক্তিই এটাকে মেনে নিবে না কেননা যে মেয়ের সাথেই ব্যভীচার করা হবে সেও কারো মা, বোন মেয়ে, চাচী, ফুফু এবং খালা হবে।

এরপর ঐ যুবক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বুকে হাত রেখে তার জন্য তিনটি দু'আ করলেনঃ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ».

হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, তার অন্তর পাক কর, তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর।

বর্ণনাকারী বলেনঃ

«فَلَمْ يَكُنْ - بَعْدَ ذَلِكَ - الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ».

অতঃপর ঐ যুবক কোন খারাপের প্রতি কখনও দৃষ্টি দেয় নাই। যুবকের বর্ণনাঃ এরপরে আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে এমনভাবে বের হলাম যে, পৃথিবীর বুকে আমার নিকট রাসূলের চেয়ে অন্য কেউ অধিক প্রিয় ছিল না।

1. মুসনাদে আহমদ-৫/২৫৬, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ লিল-হাইসামী-১/১২৯।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

ইমাম আবু হানিফা নো'মান বিন সাবেত (রহঃ) একদা মসজিদে বসে ছিলেন, এমন সময় খারেজীদের একটি গ্রুপ উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবকে ঘিরে নিল এবং তাদের মাঝে নিম্নোক্ত কথোপকথন হলঃ

খারেজীঃ আবু হানিফা! আমরা আপনাকে দুইটি প্রশ্ন করব, যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে ঠিকই আছে। অন্যথায় আমরা আপনাকে কতল করে ফেলব।

ইমাম আবু হানিফাঃ তোমাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ কর, কেননা ঐ দিকে চোখ পড়লে আমি ঐ ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকব।

খারেজীঃ আমরা আমাদের তলোয়ার কখনও কোষবদ্ধ করব না। এটাতো আপনার রক্ত পিপাষু।

ইমাম আবু হানিফাঃ ঠিক আছেঃ জিজ্ঞেস কর।

খারেজীঃ দরজায় দুইটি জানাযা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল ঐ ব্যক্তির যে মদ পান করে চোখ বন্ধ করেছে এবং মাতাল অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। দ্বিতীয়টি ঐ মহিলার যে, ব্যভীচারের মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে এবং ঐ অবস্থায় তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেছে। এরা দু'জন মোমেন না কাফের?

খারেজীদের এ গ্রুপ যারা ইমাম আবু হানিফার নিকট প্রশ্ন করতে এসেছে, তাদের বিশ্বাস মোতাবেক কবীরা গোনাহগার কাফের, এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা যদি তাদেরকে মোমেন বা মুসলমান বলে ফতোয়া দিতেন তাহলে তাদের দৃষ্টিতে তিনি হত্যার উপযুক্ত হয়ে যেতেন। তাই ইমাম সাহেব তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বল তারা কি কোন মাযহাব মানত না ইয়াহুদী ছিল?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে কি নাসারা (খ্রিস্টান) ছিল?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে অগ্নিপূজক?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ মূর্তীপূজক?

খারেজীঃ না।

ইমাম আবু হানিফাঃ তাহলে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিল?

খারেজীঃ মুসলমান ছিল।

ইমাম আবু হানিফাঃ তোমরাই বলছ যে তারা মদ খোর ও ব্যভীচারী, মুসলমান ছিল, তাহলে যে মুসলমান তাকে তোমরা কিভাবে কাফের বলবে?

খারেজীদের গ্রুপঃ তারা কি জান্নাতী না জাহান্নামী?

ইমাম আবু হানিফাঃ আমি তাদের ব্যাপারে ঐ কথাই বলব যা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন যে, এদের চেয়েও বড় গোনাহগার ছিলঃ

আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত। আর কেউ যদি আমার অবাধ্য হয় তাহলে আপনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ইবরাহীম-৩৬)

সাথে সাথে আমি ঐ কথাও বলব যা বলেছিল রূহুল্লাহ ঈসা (আলাইহিস সালাম) এদের চেয়ে বড় গোনাহগারের ব্যাপারেঃ

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে ওরা তো তোমার বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদাহঃ ১১৮)

একথা শুনে খারেজীরা তাদের তরবারী কোষ বদ্ধ করে ফিরে চলে গেল এবং তারা ইমাম সাহেবের কোন ক্ষতি করল না।

স্বল্পে তুষ্ট

হারুনুর রশীদ[1] যখন মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করলেনঃ সেখানে গিয়ে ইমাম মালেকের উপর তার দৃষ্টি পড়ল।[2] যিনি সেখানে শিক্ষকতায় নিমগ্ন ছিলেন।

তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ ইমাম মালেক! আমার ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে মন চায়, আমি আপনার নিকট ইসলামী জ্ঞান অর্জন করব? আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে যে, আপনি আমার ঘরে এসে আমাকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

ইমাম মালেকঃ

«يَا هَارُونُ، إِنَّ الْعِلْمَ لَا يَأْتِي وَلَكِنَّهُ يُؤْتَى إِلَيْهِ».

হে হারুন! জ্ঞান কারো নিকট যায় না; বরং জ্ঞানের নিকট আসতে হয়।

হারুনুর রশীদঃ আপনি সত্য বলেছেন হে দারুল হিজরার ইমাম! আমি খুব শীগ্রই মসজিদে নববীতে আপনার নিকট ছাত্র হব।

ইমাম মালেকঃ হারুনুর রশীদ! যদি আপনি আসতে দেরী করেন তাহলে মসজিদে বিদ্ধমান ছাত্রদেরকে ভেদ করে সামনে এসে বসার অনুমতি থাকবে না।

---

1. তাঁর নাম ছিল হারুনুর রশীদ বিন মাহদী মুহাম্মাদ মানসুর আবু জা'ফর। তাঁর বংশধারা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সাথে গিয়ে মিলেছে। তাঁর মায়ের নাম ছিল খায়জরান। তাঁর জন্ম তারিখ ছিলঃ শাওয়াল মাসে ১৪৮ হিজরীতে। তিনি বিয়ে করেন তারই চাচাতো বোন আবু জা'ফরের মেয়ে উম্মে জা'ফর যুবাইদার সাথে। যার গর্ভে এসেছিল আমীন! তার মৃত্যু হয় জমাদিউস সানী ১৯৩ হিজরীতে।

2. ইমাম মালেক বিন আনাস চার ইমামের একজন, তাঁর জন্ম হয় মদীনা মুনাওয়ারায় ৯৩ হিজরীতে। যেখানে তিনি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। ইমাম মালেক (রহঃ) লালিত-পালিত হন এক জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে যেখানে ইতিহাস, হাদীস ও সাহাবাগণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। তাঁর দাদা মালেক বিন আবু আমের বড় মাপের একজন তাবেয়ী ছিলেন এবং উঁচুমানের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন ইমাম মালেক (রহঃ) ফিকহ ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করলেন তখন মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানে ও ফতোয়া প্রদানের কাজে নিযুক্ত হলেন। মসজিদে নববীর ঐ স্থানে বসে তিনি শিক্ষা দিতেন যেখানে বসে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) পরামর্শ ও বিচার ফায়সালা করতেন। ইমাম মালেক (রহঃ) ৯০ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।

হারুনুর রশীদঃ ইমাম সাহেব! আপনার নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিলাম। ইমাম সাহেব পরের দিন আসরের নামাযের পর পড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল হারুনুর রশীদের উপর যে, মসজিদে রক্ষিত একটি চেয়ারে বসেছিল, এদেখে তার আলোচনার মোড় ঘুরে গেল তিনি বললেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ»

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নত হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।[1]

হারুনুর রশীদ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, চেয়ার পিছানোর জন্য নির্দেশ দিলেন এবং মাটিতে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে বসে গেলেন।

এরপর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কপালে চুমু খেলেন এবং তাঁকে চারশ' দিনার উপহার দিলেন।

ইমাম মালেক (রহঃ) বললেনঃ আমীরুল মোমেনীন! আমার ওযর কবূল করুন! আমি সাদকার হকদার নই, আর না হাদিয়া কবূল করি।

হারুনুর রশীদঃ হাদিয়া গ্রহণে বাঁধা কোথায়? অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মালেকঃ আমি নবী নই।

ইমাম মালেক (রহঃ) ঐ দিনার অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে খলীফাকে ফেরত দিলেন। শেষে হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেককে দাওয়াত দিলেন বাগদাদে গমনের জন্য যা তখনকার রাজধানী এবং জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ছিল; কিন্তু ইমাম সাহেব ঐ দাওয়াতকে এ বলে প্রত্যাখান করলেনঃ

«وَاللهِ! لَا أَرْضَى بِجِوَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدِيلًا»

আল্লাহর কসম! আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারব না।

1. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৮/৮২।

বিদ'আতের গহ্বর

আবুল বাখতারী বলেনঃ এক ব্যক্তি এসে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে বললঃ কিছু লোক মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে বসে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলেঃ এত এতবার আল্লাহু আকবার বল!

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ তারা কি এ রকম বলে?

ঐ ব্যক্তি বললঃ হ্যাঁ! আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ এরপর যদি এদেরকে এমন করতে দেখ তখন আমাকে সংবাদ দিবে। ঐ ব্যক্তি এসে বললঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ মজলিসে এসে বসলেনঃ তখন তার মাথায় লম্বা টুপি ছিল। তিনিও ঐ মসজিসের রওনাক বখশ হয়ে গেলেন। যখন তিনি মসজিদে উপস্থিত লোকদের কথা শুনলেন তখন দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। বললেনঃ

আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, কসম ঐ সত্ত্বার যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই! নিঃসন্দেহে তোমরা এক নিকৃষ্ট বিদ'আত আবিস্কার করেছ। তোমরা কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণের চেয়ে অধিক জ্ঞানী? মজলিসের মধ্য থেকে মোতাজেদ নামী এক ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন নিকৃষ্ট বিদআত আবিস্কার করি নাই। আর না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবাগণের ইলমের চেয়ে আমাদের জ্ঞান বেশি।

উমর বিন উতবা বললঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা তো শুধু আল্লাহর নিকট তওবা করি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ তোমরা সোজা রাস্তায় চল! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা ত্যাগ করে অন্য পথে চলিও না। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা যদি এমন কর তাহলে তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়ত থেকে দূরে সরে পরবে, যদি তোমরা সোজা রাস্তা থেকে দূরে সরে ডানে বামে চল তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্টতার গভীর গহ্বরে পতিত হবে।

সরদার এমনই হয়

একদা মেহলাব বিন আবু সফরা হামদান বংশের এক মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি অত্যন্ত ভাল ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। মহল্লার এক যুবক তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলঃ এটাই কি মেহলাব?

লোকেরা বললঃ হ্যাঁ! যুবক বললঃ আল্লাহর কসম তার মূল্য পাঁচশত দিরহামের সমান নয়।

মেহলাব অন্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি এ যুবকের কথা শোনে নিলেন। যখন রাত হল তখন যুবক তার পকেটে পাঁচশত দিরহাম রাখল এবং ঐ মহল্লায় সে ঐ যুবককে খুঁজতে খুঁজতে তার ঘরে আসল এবং রুমে গিয়ে দরজা খুলতে বললঃ যুবক দরজা খুলল তখন মেহলাব তার সামনে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে বললঃ মেহলাবের দাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! হে আমার ভাতিজা! ঐদিন তুমি যদি আমাকে পাঁচ হাজার দিনারের সমমাপ করতা তাহলে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার দিনারই দিতাম।

এ কথপোকথন মহল্লার এক যুবক শোনে বললঃ আল্লাহর কসম! যে,

«وَاللهِ مَا أَخْطَأَ مَنْ جَعَلَكَ سَيِّدًا».

তোমাকে সরদার নিযুক্ত করেছে সে ভুল করে নাই।

বুদ্ধিমান বাচ্চা

একদা হেজাযের গভর্ণরের সাথে পথিমধ্যে এক বাচ্চার সাক্ষাত হল তার নাম ছিল আশআব, গভর্ণর বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলঃ বাচ্চা তুমি কি কুরআন পড়তে পার?

বাচ্চা বললঃ হ্যাঁ!

হেজাযের গভর্ণর বললঃ একটু পড়! বাচ্চা পড়তে শুরু করলঃ
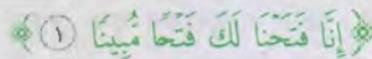
হে নবী আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (সূরা আল-ফাতহঃ ১)

ঐ মুহূর্তে এ আয়াতের তেলাওয়াত গভর্ণরের নিকট খুব ভাল লেগেছে। তাই সে বাচ্চাকে এক দিনার উপহার দিল; কিন্তু বাচ্চা দিনার গ্রহণে অসম্মতি জানাল।

গভর্ণর দিনার গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করল, তখন বাচ্চা উত্তরে বললঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার পিতা আমাকে প্রহার করবে।

গভর্ণর বললঃ তোমার পিতাকে বলবা যে, এ দিনার গভর্ণর দিয়েছে।

বাচ্চা বললঃ আমার পিতা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

গভর্ণর বললঃ কেন?

বাচ্চা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললঃ কেননা এক দিনার গভর্ণরদের উপহার হয় না, গভর্ণর একথা শুনে হেসে ফেলল এবং তাকে একশত দিনার উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল।

শাসক ও প্রজা

হাজ্জাজের শাসনকালে প্রতিদিন সকালে মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করত যে, গতরাতে কে কে কতল হয়েছে, কার কার ফাঁসি হয়েছে, চাবুকের আঘাতে কার পিঠ রক্তাক্ত হয়েছে?

ওলীদ বিন আব্দুল মালেক বহু ধন-সম্পদ ও অট্টালিকা নির্মাণে আগ্রহী ছিল, তাই তার শাসনামলে মানুষ একে অপরকে জিজ্ঞেস করত যে, কোথায় কোথায় নতুন অট্টালিকা নির্মাণ হল, কোথায় নদী খনন করা হল কোথায় সুন্দর বাগান তৈরি হল ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করত।

সোলাইমান বিন আব্দুল মালেক খানা-পিনা গান-বাজনার আশেক ছিল সে যখন যুবরাজের সিংহাসনে বসল তখন লোকেরা একে অপরকে উন্নমতমানের খাবার, সুন্দর গায়ক এবং সেবিকাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত। এটাই ছিল তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যখন উমর বিন আব্দুল আযীয খলিফার আসন গ্রহণ করলেন তখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে কথা হত যে, কে কতটুকু কোরআন মুখস্ত করেছে, প্রতি রাতে কে কতটুকু পাঠ করে, রাতে কে কত রাকআত নফল নামায আদায় করে। অমুক ব্যক্তি কতটুকু কোরআন মুখস্ত করেছে। অমুক ব্যক্তি মাসে কতদিন রোযা রাখে?

জনগণ তাদের শাসকের অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে।

কে কি?

আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبَكرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

আমার উম্মতের সাথে বেশি দয়াকারী আবু বকর, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে বেশি কঠোর উমর, সবচেয়ে বেশি লাজুক উসমান, কোরআনের সর্বাধিক ও সুললিতভাবে তেলাওয়াতকারী উবায় বিন কা'ব। উত্তরাধিকারী আইন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, যায়েদ বিন সাবেত। হালাল হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত মুয়াজ বিন জাবাল, আর প্রত্যেক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ।[1]

---

[1]. হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' আসসাগীর (৮৯৫) সিলসিলা আসসহীহা (১২২৪) এ বর্ণনাটি মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী ইত্যাদিতেও উল্লেখ হয়েছে।

দু'আ কবূল

আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আলগাম মুহাদ্দেস ছিলেন, সাথীদের সাথে সমুদ্র পথে সফর করতেছিলেন। রুমী জল দস্যুরা তাদেরকে গ্রেফতার করে কোসতুন তুনিয়া নিয়ে গেল। নির্দোষ লোকদেরকে উপরের নির্দেশে জেলে দেয়া হয়। কিছুদিন জেল খাটার পর খ্রিস্টানদের বড় দিন আসল, তারা বড়দিনে জেলীদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করল এবং তাদের খুব যত্ন নিল, অন্য দিনের তুলনায় খাবার খুব বেশি হল, মুসলমান জেলীরা এতে খুব খুশি হল। এ খবর যখন একজন খ্রিস্টান নারীর নিকট পৌঁছল এতে সে খুব রাগান্বিত হল এবং চুল মুন্ডিয়ে চেহারা কালো করে, ছেড়া কাপড় পরিধান করে বাদশাহর নিকট দ্রুত এসে বললঃ এ আরবরা। আমার ভাই, স্বামী, ছেলে কে হত্যা করেছে অথচ তাদের সাথে জেলখানায় এত সুন্দর আচরণ করা হয়েছে যেন তারা মেহমান?

বাদশাহ যখন একথা শুনল তখন রাগান্বিত হল, সে তো আগে থেকেই মুসলমানদের বিরোধী ছিল এর উপর এ মহিলার কথা তাকে আরো রাগান্বিত করে তুলেছে। তাই সে নির্দেশ দিল যে সমস্ত জেলীদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পর সমস্ত বন্দীদেরকে বাদশাহর নিকট আনা হল সে জল্লাদকে হুকুম দিল যে, এক এক করে সকলের গর্দান উড়িয়ে দাও। নির্দেশ পেয়ে জল্লাদ মুসলমান বন্দীদের গর্দান উড়াতে শুরু করল। যখন আব্দুর রহমান বিন যিয়াদের পালা আসল তখন সে ঠোট নড়াতে শুরু করল, সে স্বীয় রবকে ডাকতে লাগল দু'আ শুরু করল এবং মুখ দিয়ে বের হলঃ

«اللهُ . . . اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু আমি তোমার সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ যখন তার ঠোট নড়তে দেখল তখন জিজ্ঞেস করল তোমার ঠোট দিয়ে কি কথা বের হচ্ছে! যখন তাকে বলা হল তখন সে এই শব্দগুলির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল হল এবং নির্দেশ দিল যে, সে আলেমে দ্বীন এবং তার যত সাথী আছে সবাইকে মুক্ত করে দাও।

বুদ্ধিমত্তা

এটি ঐ সময়ের ঘটনা যখন বর্বরতার সাথে সাথে ঘোরতর শত্রুতাও চলত, কবিতা ও কবিত্ব তো আরবদের স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এক কবি সফরকালে দুশমনদের হাতের নাগালে পড়ে গেল, সে নিজের মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল; কিন্তু সে ছিল পরিপূর্ণভাবে দুশমনদের করাতলগত। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, দুশমনরা তাকে ছাড়বে না।

তখন সে তার দুশমনদেরকে বললঃ আমি জানি যে, তোমরা আমাকে কতল করবে; কিন্তু দুশমনি থাকা সত্বেও তোমাদের উপর আমার একটি হক থাকবে, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই।

দুশমনরা বললঃ বল! আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।

সে বললঃ তোমরা জান যে আমার শুধু দুইটি মেয়ে আছে, আমাকে কতল করার পর তোমরা তাদের নিকট গিয়ে এই বার্তা পৌঁছাবে যে,

«أَلا أَيَّتُهَا الْبِنْتَانِ إِنَّ أَبَاكُمَا . . .».

দুশমনরা বলল ঠিক আছে তোমার এই বাসনা পূর্ণ করব। অতপর তারা কবিকে কতল করল, কতলের পর তারা নিহতের বাড়ি আসল এবং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা নিহতের কন্যাদেরকে ডাকল এবং বললঃ তোমাদের পিতার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল সে এই বার্তা তোমাদেরকে দিয়েছে। মেয়েরা বললঃ কি বার্তা? তারা তাদের পিতার কথাটি শোনাল যে,

«أَلا أَيَّتُهَا الْبِنْتَانِ إِنَّ أَبَاكُمَا . . .».

"হুশিয়ার হও, হে দুই মেয়ে নিশ্চয় তোমাদের পিতা---" নিহতের মেয়েরা কবিতা ও কবিত্বে পারদর্শী ছিল, যখন তারা তাদের পিতার বার্তা শোনল তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল যেন তারা কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল।

অতঃপর তারা হত্যাকারীদেরকে বললঃ এই দাঁড়াও এই ফাঁকে তারা তাদের বংশের যুবকদের ডাকল এবং বলল যে, এরা আমাদের পিতার হত্যাকারী, তাদেরকে জব্দ কর। হত্যাকারীরা খুব বুঝাতে চাইল যে, তোমাদের নিকট প্রমাণ কি?

মেয়েরা বললঃ আমাদের পিতা কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করেছে আর এ কবিতা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না এর সাথে এই পংক্তিযোগ করা হবে যে,

«قَتِيلٌ خُذَا الثَّأْرَ مِمَّنْ أَتَاكُمَا».

এরা হত্যাকারী যারা তোমাদের নিকট এসেছে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে তোমাদের পিতার খুনের বদলা নিয়ে নাও। অতঃপর তার কাছ থেকে নিহতের বদলা নেয়া হল।

মো'মেনের কাজ

আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালেব (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর এক ছেলে মৃত্যুবরণ করল, আলী বিন হুসাইন তার সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হলেন কিন্তু উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করেন নাই।

এক ব্যক্তি আলী বিন হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলঃ হে আলী! আপনার সন্তান কলিজার টুকরা মৃত্যুবরণ করল, পৃথিবী থেকে আপনার উত্তরসূরী, শক্তিশালী হাত চিরতরে চলে গেল অথচ এ ঘটনায় আপনি কোন আহাজারী করলেন না, না এজন্য আপনার মধ্যে কোন অনুশোচনা দেখা যাচ্ছে।

আলী বিন হুসাইন উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা অবশ্যম্ভাবী বলে জানতাম, অতএব এটা যখন হল তখন আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ফায়সালাকে মাথা পেতে নেয়াই মো'মেনের কাজ।

মুহাব্বাতের হকদার কে?

আব্দুল্লাহ বিন হিশাম বলেনঃ আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে ছিলেন, উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«يَارَسُولَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي»

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ব্যতীত সব কিছুর চেয়ে উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»

না ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ এমনকি আমি তোমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হতে হবে।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ এখন হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«الآنَ يَا عُمَرُ»

এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে হে উমর।

অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মুহাব্বাতের দাবী হল যে মানুষ সব কিছুর চেয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাব্বাত বেশি করবে। অন্যথায় সে পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে না।

আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ
وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

---

1. বুখারী, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর, বাব কাইয়া কানাত ইয়ামিনুন নাবিয়্যি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৬৬৩২।

তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ সময় পর্যন্ত পূর্ণ মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার পিতা-সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও তার নিকট অধিক মুহাব্বাতের পাত্র হব।[1]

1. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিনাল ঈমান- ১৫, মুসলিম-৪৪।

চোরেরা বিষকে মিষ্টি মনে করল

এক শাসক জানতে পারল যে, কিছু ডাকাত রাস্তায় লুট পাট করে। তারা পাহাড়ের চূড়ায় ওৎপেতে থাকে, দিন-রাত পথিক ও যাত্রীদলের উপর হামলা করে উঁচু নিচু পাহাড় সমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কেউ তাদেরকে ধরার ক্ষমতা রাখে না।

বাদশা একজন ব্যবসায়ীকে ডাকল এবং বিষ মিশানো সুন্দর খাবার সাজিয়ে দুইটি বাক্সে রেখে দিল আর এগুলো এক খচ্চরের উপর চাপিয়ে ব্যবসায়ীর হাওলা করল। তাকে বলল যে তুমি কাফেলার সাথে যাও। রাস্তায় যদি কোন ডাকাত দল আক্রমণ করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, এগুলি আমীরদের মেয়েদের জন্য উপহার।

ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বের হল, ডাকাত দল রাস্তায় তাদেরকে আক্রমণ করে কাফেলার সমস্ত সম্পদ লুট-পাট করে নিল। এর মধ্যে ঐ মিষ্টিও ছিল। এক চোর খচ্চর নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল, যখন বক্স খুলল একা একা খাওয়া পছন্দ করল না তাই অন্যান্য সাথীদেরকেও ডাকল আর সবাই মিলে মজা করে মিষ্টি খেল আর অল্পক্ষণ পরেই তারা চির বিদায় নিল।

অতঃপর কাফেলার সমস্ত ব্যবসায়ী স্বীয় সম্পদসমূহ নিয়ে গেল এবং হাসি-খুশী অবস্থায় বের হল।

তাহলে আমি তোমাদের পূজা করতাম

এই ঘটনার বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন আবান সাকাফীঃ আমাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আনাস বিন মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিল। নির্দেশ দেয়া হল যে, যে কোন ভাবে তাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হোক।

আমি জানতাম যে সে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হওয়া এবং তার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করতেন না। তারপরও আমি স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে তার ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁকে তাঁর ঘরের সামনেই পেলাম, আমি বললামঃ আপনাকে আমীর স্মরণ করেছেন এবং সে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।

তিনি বললেনঃ কোন আমীর?

আমি বললামঃ আবু মুহাম্মাদ হাজ্জাজ।

বললঃ আল্লাহ তাকে অপদস্ত করুন। আমি এর চেয়ে অধিক ইজ্জতহীন কাউকে দেখি নাই। কেননা ইজ্জত ওয়ালা তো সে যে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে আর লাঞ্ছিত পদদলিত হয় সে যে, আল্লাহর নাফরমানী করে এবং পাপে লিপ্ত থাকে, আর তোমার সাথীর অবস্থা হল এই যে,

সে আল্লাহর বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন করেছে এবং কিতাবও সুন্নাতের বরখেলাফ করেছে। আল্লাহ অবশ্যই তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

আমি বললামঃ বেশি কথা বলবেন না; বরং আমার সাথে সোজা আমীরের নিকট চলুন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন।

আমরা উভয়ে তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট আসলাম, হাজ্জাজ তাকে দেখে বললঃ

তুমি আনাস বিন মালেক?

আনাস বিন মালেক উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ!

হাজ্জাজ বললঃ

«أَنْتَ الَّذِي تَدْعُو عَلَيْنَا وَتَسُبُّنَا»

তুমিই কি ঐ ব্যক্তি যে, আমাকে গালি-গালাজ করে, আর আমার জন্য বদ দু'আ করে?

আনাস বিন মালেকঃ হ্যাঁ।

হাজ্জাজ বললঃ এর কারণ কি?

আনাস বিন মালেকঃ

«لِأَنَّكَ عَاصٍ لِرَبِّكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ وَتُعِزُّ أَعْدَاءَ اللهِ وَتُذِلُّ أَوْلِيَاءَ اللهِ»

কেননা, তুমি আল্লাহর নাফরমানী কর, আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা কর, তুমি ইসলামের শত্রুদেরকে ইজ্জত ও এহতেরাম কর; কিন্তু আল্লাহর ওলীগণকে অপদস্ত কর।

হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলঃ তুমি জান যে আমি তোমার সাথে কি আচরণ করব?

তিনি বললেনঃ আমার তো জানা নেই।

হাজ্জাজ বললঃ তোমাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) ঐ সময়ে ঐতিহাসিক কথাটি বললেনঃ

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِكَ لَعَبَدْتُكَ مِنْ دُونِ اللهِ»

যদি আমি জানতাম যে এ ক্ষমতা তোমার হাতে তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমারই ইবাদত করতাম।

হাজ্জাজ বললঃ কেন আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়?

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এমন এক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে ব্যক্তি ঐ দু'আ প্রতিদিন সকালে পাঠ করবে

«لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ»

কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আজ সকালেও আমি ঐ দু'আ পড়েছি।

হাজ্জাজ তাহলে ঐ দু'আ আমাকেও শিক্ষা দাও।

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«مَعَاذَ اللهِ أَنْ أُعَلِّمَهُ لِأَحَدٍ مَادُمْتَ أَنْتَ فِي الْحَيَاةِ»

আল্লাহ রক্ষা করে, তুমি জীবিত থাকাকালে আমি কাউকেও এ দু'আ শিখাব না।

হাজ্জাজ নির্দেশ দিল যে তাকে ছেড়ে দাও। তার এক সভাসদ বললঃ আমীর! পূর্ণ এক রাত খোজাখুজির পর পাওয়া গেছে, এখন তাকে কি করে ছেড়ে দিচ্ছেন?

হাজ্জাজ বললঃ

«لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى عَاتِقِهِ أَسَدَيْنِ عَظِيمَيْنِ فَاتِحَيْنِ أَفْوَاهَهُمَا»

আমি দেখলাম যে তার দু'কাঁধে দুইটি সিংহ আমার দিকে মুখ খুলে রেখেছে। যখন আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর সময় হল তখন তাঁর ভাইদেরকে তিনি ঐ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

অত্যন্ত সুন্দর উত্তর

যখন আইয়াস বিন মুআবিয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট দলপতি হিসেবে আসল তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। আর তার পিছনে ছিল বংশের চারজন বয়স্ক লোক। খলীফা এই কাফেলা দেখে জিজ্ঞাসামূলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললঃ আফসোস! এই লোকদের জন্য এদের মধ্যে কি কোন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিল না। যে এই কাফেলার আমীর হতে পারত। আর তাকে এই বালকের উপর প্রাধান্য দেয়া হত?

অতঃপর খলীফা আইয়াস বিন মুআবিয়ার দিকে তাকিয়ে বললঃ তোমার বয়স কত?

আইয়াস বিন মুআবিয়া উত্তরে বললঃ আল্লাহ তায়ালা আমীরের হায়াত দারাজ করুন, আমার বয়স বর্তমানে তাই ছিল উসামা বিন যায়েদের যখন তাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সৈন্য দলের সেনা নায়ক করে পাঠিয়ে ছিলেন। আর যেখানে আবু বকর ও উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর মত বড় মর্যাদার সাহাবাগণ ও শামীল ছিল।

আইয়াস বিন মুয়াবিয়ার এ উত্তরে খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান অত্যন্ত খুশী হল এবং তার চেহারায় আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হল। তাই সে বলে উঠলঃ

«تَقَدَّمْ، بَارَكَ اللهُ فِيكَ».

আমার কাছে আস আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুক।

আসআব কে বলা হলঃ তুমি বহু লোকের সংশ্রবে গিয়েছ এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছ, কতই না ভাল হত যে যদি তুমি আমাদের সাথে বসত এবং যা কিছু শিখেছ তা আমাদেরকে শিখাতে?

তাদের কথা শোনে একদিন সে মানুষের মাঝে বসল, লোকেরা হাদীস জিজ্ঞেস করল তখন আসআব হাদীস বর্ণনা করতে লাগলঃ আমি ইকরামা থেকে শুনেছি ইকরামা ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছে যে,

মোমেনের মধ্যে দুইটি গুণ একত্রিত হয় না।

এতটুকু বলে আসআব চুপ হয়ে গেল।

লোকেরা বললঃ দুইটি অভ্যাস কি?

আসআব বললঃ

তার একটি ইকরামা ভুলে গেছে আর অপরটি আমি ভুলে গেছি।

এটি উপহার নয়

আমর বিন মোহাজের বলেনঃ এক ব্যক্তি খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয-এর নিকট কিছু আপেল উপহার হিসেবে পেশ করল; কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

আমি তাকে বললামঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো উপহার গ্রহণ করতেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয বললেনঃ

«هُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةٌ وَهُوَ لَنَا رِشْوَةٌ، وَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا».

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য তা উপহার ছিল; কিন্তু আমাদের জন্য তা ঘুষ আমার এই উপহারের কোন প্রয়োজন নেই।

ওযর পেশের সতর্কতা

এক বাদশাহ দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিল আর সে তার বিশেষ লোকদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছিল। যখন দস্তর খানা বিছানো হল তখন খাদেম স্বীয় কাঁধে করে খাবার নিয়ে আসতে ছিল; কিন্তু যখন সে বাদশাহর নিকটবর্তী হল তখন সে আতংকিত হয়ে গেল এবং তার পা পিছলে গেল, ফলে তার কাঁধের খাবারের মধ্য থেকে একটু ঝোল বাদশাহর কাপড়ে এসে পরল। বাদশাহ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং খাদেমকে কতল করার নির্দেশ দিল।

খাদেম যখন বাদশাহর অবস্থা দেখল এবং বাদশাহর সিদ্ধান্ত তার উপর স্পষ্ট হয়ে গেল তখন কাঁধের সমস্ত ঝোল এনে বাদশাহর মাথায় ঢেলে দিল।

বাদশাহ চিল্লিয়ে উঠে বললঃ তোমার খারাবী হোক! এ কি করছ?

খাদেম নত স্বরে বললঃ বাদশাহ আপনার নিরাপদ হোক! আমি আপনার ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য একাজ করেছি।

বাদশাহ বললঃ তা কেমন করে?

খাদেম বললঃ আমর ভয় হচ্ছিল যে, আমার হত্যার পর যেন লোকেরা একথা না বলে যে, আমাদের বাদশাহ আশ্চার্য মানুষ, কারণ সে সামান্য ভুলের কারণে নিজের খাদেমকে হত্যা করেছে অথচ খাদেম ইচ্ছা করে এ ভুল করে নাই। তখন মানুষ বাদশাহকে অত্যাচারী, অবিচারী মনে করবে। তাই আমি দ্বিতীয়বার একাজ করলাম যাতে মানুষ বুঝে যে, আমি জেনে শুনেই এ ভুল করেছি। আর আপনারও ওযর পেশ করা দরকার হবে না। এতে করে আপনার ইজ্জত, সম্মান ভয় ও মানুষের মাঝে বৃদ্ধি পাবে।

খাদেমের কথা শুনে বাদশাহ কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে থেকে পরে মাথা তুলে বললঃ যে খারাপ কাজ করে সুন্দর পদ্ধতিতে ওযর পেশের কারণে ক্ষমা করে দিলাম, যাও তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দিলাম।

শুধু এক ঢোক পানি

ইবনে সিমাক সমকালের একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি এক সময় দেখলেন যে, খলীফা হারুনুর রশীদ পান করার জন্য পানি হাতে নিয়েছেন, মাত্র পানির গ্লাস মুখে লাগাবেন এমন সময় ইবনে সিমাক আওয়াজ দিলেন যে, আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি পানি পান করা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরত থাকুন।

হারুনুর রশীদ যখন পানির গ্লাস মাটিতে রাখল তখন ইবনে সিমাক বললঃ

«أَسْتَحْلِفُكَ بِاللهِ تَعَالَى، لَوْ أَنَّكَ مُنِعْتَ هَذِهِ الشُّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَبِكَمْ كُنْتَ تَشْتَرِيهَا؟».

আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, যদি পানি পান করার এ রাস্তা আপনার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কত দিয়ে আপনি পুনরুদ্ধার করবেন?

হারুনুর রশীদ উত্তরে বললঃ আমার রাষ্ট্রের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে।

ইবনে সিমাক বললঃ আল্লাহ আপনাকে ভাল ও আনন্দময় রাখুন! পানি পান করুন।

হারুনুর রশীদ যখন পানি পান করে নিল তখন ইবনে সিমাক বললঃ

«أَسْتَحْلِفُكَ بِاللهِ تَعَالَى لَوْ أَنَّكَ مُنِعْتَ خُرُوجَهَا مِنْ جَوْفِكَ بَعْدَ هَذَا، فَبِكَمْ كُنْتَ تَشْتَرِيهَا؟».

আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, যদি আপনার এই পানি বের না হয় (পেশাব বন্ধ হয়ে যায়) তাহলে আপনি এর চিকিৎসার জন্য কত ব্যয় করবেন?

হারুনুর রশীদ বললঃ আমার রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ এর চিকিৎসার জন্য ব্যয় করব।

ইবনে সিমাক বললঃ

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ مُلْكًا تَرْبُو عَلَيْهِ شَرْبَةُ مَاءٍ لَخَلِيقٌ أَنْ لَّا يُنَافَسَ فِيهِ».

হে আমীরুল মোমেনীন! শুধু এক ঢোক পানির মূল্যই যদি রাষ্ট্রীয় সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এ ধরণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এতটুকুও নয় যে এক ঢোক পানির মোকাবেলা করে তাহলে এমন রাষ্ট্র হাসিলের জন্য জান-প্রাণ চেষ্টা করা অনর্থক।

তারিখে দিমাশকের (১৭-১৬/৬৭) মধ্যে ইবনে আসাকির ইবনে সিমাকের এই শব্দ উল্লেখ করেছেনঃ

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا تَصْنَعُ بِشَيْءٍ؟ شُرْبَةُ مَاءٍ خَيْرٌ مِنْهُ».

হে আমীরুল মোমেনীন! এমন রাষ্ট্র দিয়ে কি করবেন যার চেয়ে অধিক মূল্য এক ঢোক পানির।

খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে সিমাকের কথা শোনার পর এমনভাবে কাঁদতে থাকলেন যে চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজে গেল।

এই ইবনে সিমাকই একবার হারুনুর রশীদকে বলেছিলেন যে,

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا فَوْقَكَ،
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَطْوَعَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ».

হে আমীরুল মোমেনীন আল্লাহ তায়ালা আপনার চেয়ে অধিক মর্যাদা কাউকে দেন নাই। তাই কোন ব্যক্তি আপনার চেয়ে অগ্রসর থাকা অনুচিত। অর্থাৎ যে বান্দার প্রতি যে পরিমাণ আল্লাহর নেয়ামত দান করা হয়েছে তার ততটুকু আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মুসলমানদের খলীফা বানিয়েছেন এবং সমগ্র রাষ্ট্রের আপনিই মালিক। আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী আর কেউ নেই। আপনার উপর কেউ শাসনকারী নেই বরং আপনিই সকলের শাসক।

তাই আমীরুল মোমেনীন! আপনার জন্য ওয়াজিব যে সমস্ত মানুষের চেয়ে আপনি বেশি পরিমাণে আল্লাহর আনুগত্যশীল হবেন এবং তাঁর নিকট বেশি নত থাকবেন। কেননা বেশি ফলবান বৃক্ষ বেশি নত থাকে।

1. তারিখ দিমাসক আল-কাবীর-১৭/৬৭।

আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছনার অতল গভীরে

একদা আল্লাহর দুশমন আবু জাহাল এক জনসমাবেশের পাস দিয়ে অতিক্রম করছিল। যেখানে মানুষ এক হালকা পাতলা দুর্বল লোকের পাশে একত্রিত হয়েছিল। ঐ লোকের উপর আবু জাহালের চোখ পড়ামাত্র দেখল যে, এতো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) যে তার পাশে একত্রিত লোকদেরকে সুমধুর কণ্ঠে ব্যাপক অর্থবোধক বাণী শিক্ষা দিচ্ছিলঃ

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾﴾

অর্থঃ রহমানের বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলা ফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ সালাম (অর্থাৎ তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হয় না। (সূরা ফুরকানঃ ৬৩)

এ দৃশ্য দেখামাত্র আবু জাহেলের সমস্ত শরীর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সে অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে মাথা নেড়ে অগ্নিশর্মা হয়ে পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগ করে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উপর। যার ফলে তার মাথা যখম হয়ে গেল, অতঃপর অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বললঃ

হে ইবনে মাসউদ! ক্রীতদাসীর ছেলে! তুমি কেন আমাদের চরিত্র মাধুর্যকে কালিমাময় করছ? কেন আমাদের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছ? মনে হচ্ছে আমাকেই তোমার চিকিৎসা করতে হবে। অন্যথায় তুমি তোমার কার্যক্রম বন্ধ করবে না।

আবু জাহেল তার কথা শেষ করল, ইতিমধ্যে অত্যন্ত বাহাদুর পুরুষ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর এক যবরদস্ত ঘুষি কষে দিলেন আবু জাহেলের বুকে আর এক থাপ্পর তার গালে।

আল্লাহর দুশমন মার খেয়ে অহংকার বসে গর্জে উঠলঃ

«لَنْ تَفْلِتَ مِنِّي بِهَا يَا رَاعِيَ الْغَنَمِ»

হে বকরীর রাখাল আমার হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না।

উত্তরে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«وَلَنْ تَفْلِتَ بِمَا فَعَلْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ».

হে আল্লাহর দুশমন তুমিও তোমার কৃত কর্মের ফল ভোগ না করে মুক্তি পাবে না।

রাত দিন সপ্তাহ মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে; কিন্তু আবু জাহেল তার প্রতিদন্দ্বি কে চোখের সামনে পাচ্ছে না। যবর দস্ত থাপ্পরের আঘাতে তার চেহারা লাল হয়ে যাওয়ার বদলা নিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে; কিন্তু সে তার প্রতিদন্দ্বির সাক্ষাত পেয়েছিল ঐ মুহূর্তে যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈন্যদের তরবারীর চমকে ইসলামের দুশমনদের পা কাঁপছিল। ঐ দিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বদরের নিহতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে আবু জাহেলের গর্দান চোখে পড়ল যে সে জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহ আনহু) তাকে এমন অবস্থায় পেল যে সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। সে (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) তার গর্দানে পা রেখে তার মাথা আলাদা করার জন্য তার দাড়িতে হাত রেখে বললঃ

ও আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করেছেন।

সে বললঃ কতই না লাঞ্ছনা। যে ব্যক্তিকে আজ তোমরা কতল করেছ তার চেয়ে বড় পজিশনের কোন লোক আছে? যাকে আজ তোমরা কতল করেছ এর চেয়ে উপর কোন লোক আছে?

সে আরো বললঃ হায় আজ আমাকে কৃষকরা ব্যতীত অন্য কেউ যদি কতল করত। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল বল আজ কার বিজয় হয়েছে?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বললঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এরপর সে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) কে যে তার গর্দানে পা রেখেছিল, বললঃ হে বকরীর রাখাল! তুমি বেশ উঁচু স্থানে পৌঁছে গেছ।

উল্লেখ্য যে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) মক্কায় বকরী চড়াতেন। এ কথোপকথনের পর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) তার গর্দান কেটে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত করে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আল্লাহর দুশমন আবু জাহেলের মাথা। তিনি তখন তিনবার বললেনঃ অবশ্যই ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই।

অতঃপর বললেনঃ

«اللهُ أَكْبَرُ! الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তার অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। স্বীয় বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সমস্ত দলবলকে পরাভূত করেছেন।

অতঃপর বললেনঃ চল আমাকে তার মৃত দেহ দেখাও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এসে আবু জাহেলের মৃতদেহ দেখাল তখন বললেনঃ এ হল এই উম্মতের ফেরআউন।

আরব্য উদারতা

কাইস বিন সা'দকে জিজ্ঞেস করা হল যে, আপনি কি আপনার চেয়ে কাউকে অধিক উদার দেখেছেন?

কাইস বিন সা'দ বললঃ হ্যাঁ। একদা আমরা কয়েক ব্যক্তি কোন গ্রামে এক মহিলার ঘরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর তার স্বামীও এসে পৌঁছল, মহিলা তার স্বামীকে বললঃ আমাদের এখানে কয়েকজন মেহমান এসেছে।

স্বামী দ্রুত একটি উট নিয়ে এসে তা কোরবানী করে পাকিয়ে আমাদেরকে বললঃ খাও।

দ্বিতীয় দিন সে দ্বিতীয় উট কোরবানী করে নিয়ে আসল এবং বললঃ খাও।

আমরা তাকে বললামঃ গতকাল তুমি যে উট কোরবানী করেছিলা তার কিছু গোশত আমরা খেয়েছি আর বাকী গোশত রয়ে গেছে। দ্বিতীয় উট কোরবানী করার কি প্রয়োজন ছিল?

গ্রাম্য লোকটি বললঃ মেহমানগণকে বাসী খাবার খাওয়াতে আমরা অভ্যস্ত নই।

আমরা ঐ গ্রাম্য লোকটির নিকট কয়েক দিন অবস্থান করলাম কেননা আবহাওয়া তখন খারাপ ছিল, বৃষ্টি হচ্ছিল, ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ঐভাবেই আমাদের মেহমানদারী করতে থাকল। যখন আমরা ওখান থেকে বের হয়ে গেলাম তখন আশ্চর্যজনক ভাবে গ্রাম্য লোকটি বাড়িতে ছিল না। আমরা তার ঘরে একশত দীনার রেখে তার স্ত্রীকে বললাম যে আমাদের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করে দিবে।

অতঃপর আমরা বের হয়ে গেলাম, যখন বেলা একটু বাড়ল তখন পিছন থেকে ঐ গ্রাম্য লোকটি "থাম, থাম" বলতে বলতে আসছিল।

সে আমাদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই বললঃ এটা নাও এবং তোমাদের দীনার গ্রহণ কর! মেহমানদারীর বদলা নেয়া আমার অভ্যাস নয়। যদি তোমরা এই দীনার ফেরত না নেও তাহলে----।

সে তার বর্শার প্রতি ইঙ্গিত করল এবং বললঃ অন্যথায় বর্শা দিয়ে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করব।

তখন আমরা দীনার ফেরত নিয়ে চলে আসলাম।

কালেমা তাইয়্যেবার জন্য জান্নাতের সার্টিফিকেট

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসে ছিলাম ঐ বৈঠকে আবু বকর উমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা)ও উপস্থিল ছিলেন। ইতিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈঠক থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বেশ দেরী করলেন। আমাদের ভয় হচ্ছিল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একা পেয়ে কেউ মেরে ফেলল কিনা। আমরা চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই চিন্তিত হলাম, আমি দ্রুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খোঁজতে শুরু করলাম, আনসার গোত্রের বনী নাজ্জারের এক বাগানের নিকট পৌঁছে আমি দরজা খোজতে থাকলাম যাতে করে সেখানে প্রবেশ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খুঁজি; কিন্তু আমি কোন দরজা খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল একটি নালার দিকে যা বাহিরের কোন কুপ থেকে বাগানে ঢুকছিল। তাই আমি খেঁক শিয়ালের মত চেপে গিয়ে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম, বাগানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

আবু হুরাইরা?

আমি বললামঃ হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

তিনি বললেনঃ

«مَا شَأْنُكَ؟»

তোমার কি হয়েছে?

আমি বললামঃ মূলতঃ যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঐখান থেকে উঠে ফিরতে দেরী করল তখন আমরা চিন্তিত হলাম যে, আপনাকে একা পেয়ে কোন শত্রু হামলা করল কিনা? তাই আমরা চিন্তিত হয়ে গেলাম। আপনার খোঁজে আমি যখন এই বাগানে আসলাম তখন তার কোন দরজাও দেখতে পেলাম না, তাই খুব কষ্ট করে খেক শিয়ালের মত চেপে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম অন্যরাও আমার পিছে পিছে আসছে।

একথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তার জুতা জোড়া দিয়ে বললেনঃ

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»

হে আবু হুরাইরা! আমার এ জুতা জোড়া নিয়ে যাও, যাকে এ বাগানের বাহিরে দেখবে আর সে সত্য অন্তরে সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ যখন আমি এ সুসংবাদ নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জুতা জোড়া নিয়ে বাহিরে বের হলাম তখন সর্বপ্রথম উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল, সে জিজ্ঞেস করলঃ

«مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»

হে আবু হুরাইরা! এটি কার জুতা?

আমি উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কে সুসংবাদ দিলাম, তখন সে সজোরে এক ঘুষি আমার বুকে মারল, যার ফলে আমি মাটিতে পরে গেলাম। উমর (রাযিআল্লাহ আনহু) বললেনঃ চল ফিরে যাও।

আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি বললেনঃ

«مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»

তোমার কি হয়েছে হে আবু হুরাইরা?

আমি তাকে প্রকৃত ঘটনা জানালাম, ইতিমধ্যে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) ও আমার পিছনে চলে আসল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললঃ

«يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»

হে উমর একাজে তোমাকে কে উৎসাহিত করল?

আপনি কি আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সত্য অন্তকরণে কালেমা তাইয়্যেবার সাক্ষী দিবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ।

উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ

আপনি এমন করবেন না, কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে মানুষ এ সংবাদ পেয়ে এর উপর নির্ভর করবে, (আমল ছেড়ে দিবে) তাই লোকদেরকে আমল করতে দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

ঠিক আছে তাদেরকে আমল করতে দাও।[1]

1. মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমান- ৩১।

একেই বলে সরদারী

উমুবী যুগে প্রসিদ্ধ বাদশাহ আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান[1] হজ্জ করার জন্য মক্কা মুকাররমায় আসলেন। স্বীয় ঘরে পালংকে বসেছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে মক্কার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা বিন আবি রেবাহ (রহঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন।

যখন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান দেখলেন যে, আতা বিন আবি রেবাহ (রহঃ)[2] ঘরে প্রবেশ করেছেন। তখনি তিনি সালাম করলেন, অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের সাথে বসালেন এবং বললেনঃ

«يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا حَاجَتُكَ؟».

হে আবু মুহাম্মাদ! যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তো বলুন।

আতা বিন আবি রেবাহ (রহঃ) বললেনঃ হারামাইন শারীফাইনের লোকদের সাথে যুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকুন। এদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন।

এদের কারণেই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যাঁরা জিহাদে রয়েছে তাদের হক পূর্ণ করুন। এরাই হলো ইসলামের দুর্গ। মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং অভাব-অনটন সবকিছুই আপনার উপর অর্পিত।

আপনার বাড়িতে অভাবী লোকজন আসবে তারা আপনার কৃপার জন্য তাদের দিকে আপনি দৃষ্টিদান করবেন এবং তাদের সাথে উদাসীনতা ভাব দেখাবেন না। আপনার দরজা সর্বদা তাদের জন্য খোলা রাখুন।

---

1. আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বিন হিকাম বিন আবিল আ'স ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তাঁর মেধা দেখে আমীর মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান ২১ বছর রাজত্ব করেন এবং ৫৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

2. আতা বিন আবি রেবাহ ফেহরী (রহঃ) বড় তাবেয়ীদের মধ্য থেকে একজন। তিনি ২০০শতের উপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য, ফকীহ, মুহাদ্দিস, ইমাম এবং অত্যন্ত উঁচু মাপের আলেমে দ্বীন ছিলেন। ঐ যুগে উঁনি হজ্জের মাসয়ালার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানতেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে তিনি ৭০ বার হজ্জ করেছেন এবং ১০০ শত বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বললেনঃ আপনি যা কিছু বললেন সব এ রকমই হবে ইনশাআল্লাহ। কিছুক্ষণ পরই আতা বিন আবি রেবাহ উঠলেন এবং চলতে লাগলেন।

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেনঃ

« إِنَّمَا سَأَلْتَنَا حَوَائِجَ غَيْرِكَ وَقَدْ قَضَيْنَاهَا، فَحَاجَتُكَ؟ ».

আপনি অন্যদের অভাব-অনটনের কথা পেশ করলেন, যেগুলো আমি ইনশাআল্লাহ পূর্ণ করব; কিন্তু আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা বললেন না?

আতা বিন আবি রেবাহ নিজের হাত ছাড়িলে বললেনঃ

« مَالِي إِلَى مَخْلُوقٍ حَاجَةٌ ».

দুনিয়ার কোন ব্যক্তি থেকে আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান একথা শুনে বললেনঃ

« هَذَا وَأَبِيكَ السُّؤْدُدُ ».

আল্লাহর শপথ! একেই বলে সরদারী।[1]

1. সীরাত আ'লামুন নুবালাঃ ইমাম যাহাবী-৫/৮৪।

পায়খানায় মৃত্যুবরণ

পঁচিশ বছর বয়স্ক এক যুবক ধুমপানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। একদিন সে অসুস্থ হয়ে গেল এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হল। কিছুদিন পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ নিরূপণ করা শুরু হল। যুবকের চিকিৎসায় নিযুক্ত ডাক্তারগণ রোগীকে এই নির্দেশ দিল যে, ধুমপান ত্যাগ কর। কেননা তার রোগের মূল কারণ ধুমপান। এমন কি ডাক্তারগণ যুবকের গার্জিয়ানদেরকে এই নির্দেশ দিল যে, তাকে দেখতে আসা লোকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখবে যেন চুপে চুপে কেউ তাকে সিগারেট না দিয়ে যায়।

যুবক আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগল, তার শরীরের উদ্যমশীলতা ফিরে আসতে লাগল; কিন্তু সে ডাক্তারের নির্দেশ পালন করার পরিবর্তে সুস্থ হওয়ার পর ধুমপান শুরু করে দিল।

একদিন এ যুবক হঠাৎ ঘর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল। আত্মীয়রা তাকে খুঁজে খুঁজে পায়খানায় গিয়ে পেল, সে তখন ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল আর তখনও ধুমপান করছিল। এ দুঃখজনক ঘটনাটি আমরা এজন্যই বর্ণনা করলাম যেন প্রত্যেক ধূমপায়ী এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মারাত্মক বিষ পান থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করে আর এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করে।

তৃতীয় বোকা

দুই ব্যক্তি একসাথে কোথাও সফরে বের হয়েছে। তারা পায়ে হেটে সফর করছিল, তাদের একজন অপরজনকে বললঃ ভাল হয়েছে, আমরা একসাথে সফর করব। এক সাথে সফর আরামদায়ক। কিছুদূর যাওয়ার পর একে অপরকে বলতে লাগল যে, আমরা কিছু পরামর্শ করি।

প্রথমজন বললঃ আমার মন চায় যে, আমার কাছে বকরীর পাল থাকুক আর আমি তার দুধপান করি, গোশত খাই এবং তার চামড়া বিক্রি করে উপকৃত হই।

দ্বিতীয়জন বললঃ আমারও একটি বাসনা আছে, প্রথমজন বললঃ বল! কি তা? সে বললঃ আমার মন চায় যে আমার কাছে একটি বাঘ থাকুক যাকে আমি তোমার বকরীর পালের উপর ছেড়ে দিব আর সে তোমার বকরীসমূহ খেয়ে শেষ করে ফেলবে।

একথা শুনে প্রথমজন খুব রাগান্বিত হল, সে বললঃ তোমার ক্ষতি হোক! এই কি প্রতিবেশির অধিকার, আমরা এক সাথে চলছি, তুমি ভাল সাথী, অথচ তোমার এমন বোকামী চিন্তা?

তারা উভয়ে ঝগড়া করতে থাকল, একজন বললঃ তুমি আহমক, দ্বিতীয় জন বললঃ তুমিও বড় আহকম। এভাবে এদের মাঝে ঝগড়া এত বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, অপরের জামার কলার ধরে ফেলল।

শেষে তারা একথার উপর একমত হল যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এখানে আসবে তার কাছ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিব। ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখা গেল যে, সে তার গাধার পিঠে করে দুই পাত্রের মধ্যে মধু বহন করে নিয়ে আসছিল। তারা উভয়ে তার নিকট তাদের সমস্যা পেশ করল।

এদের উভয়ের কথা শোনে সে মধুর দুই পাত্র গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে তা মাটিতে ভাসিয়ে দিল এবং বললঃ আল্লাহ এভাবে আমার রক্ত ভাসিয়ে দিক যদি তোমরা উভয়ে বোকা না হও!

ঘটনা সমূহের ঘটক

আলী বিন হারব[1] বলেনঃ আমি নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস খরীদ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় আবাস ভূমি মোসেল থেকে সুররামান রায়া নামক স্থানে যাচ্ছিলাম। দাজলা নদীতে কিছু নৌকা ছিল যা পয়সার বিনিময়ে মানুষ ও মালামাল মোসেল থেকে সুররামান রায়া পর্যন্ত পারাপার করত। আমিও একটি নৌকায় আরোহণ করলাম।

নৌকা আমাদেরকে নিয়ে সুররামান রায়ার দিকে চলতে শুরু করল, নৌকায় মালামাল ব্যতীত আমরা পাঁচ ব্যক্তি যাত্রী হিসেবে ছিলাম। আবহাওয়া খুব সুন্দর ছিল। আকাশ খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। দাজলা নদীও ছিল শান্ত। নৌকা অত্যন্ত আনন্দময়ভাবে সুন্দর আওয়াজে বয়ে চলছিল। আর দ্রুত এগোচ্ছিল। গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রীদের অধিকাংশই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু আমি দাজলা নদীর উভয় তীরের সৌন্দর্যের অবলোকন করতে মত্ত ছিলাম।

হঠাৎ করে আমার দৃষ্টি পরল পানির মধ্যে একটি বড় মাছের প্রতি। যা লাফ দিয়ে নৌকায় এসে পরল। আমি ছুটে গিয়ে মাছটি ধরে ফেললাম, যাতে করে তা দ্বিতীয়বার পানিতে না চলে যায়।

মাছ ধরার জন্য আমার ছোটা ছুটিতে নৌকা একটু নড়ে উঠল ফলে মানুষের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম থেকে উঠে যখন তারা সামনে মাছ দেখতে পেল, তখন এক ব্যক্তি বললঃ এই মাছ আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, তাই আমরা সামনে কোন তীরবর্তী স্থানে উঠে মাছটি ভুনা করে খেয়ে নেব। আর মাছটি সাইজেও বড় যা আমাদের সকলকে তৃপ্ত করতে পারবে।

তাদের রায় আমার পছন্দ হল, নৌকার মাঝিও এতে সম্মতি দিল এবং তীরের দিকে নৌকা ঘুরিয়ে দিল। আমরা তীরে অবতরণ করে ঘন গাছ বিশিষ্ট এক স্থানে নামলাম যাতে লাকড়ি জমা করে মাছ ভুনা করা যায়।

আমরা যখন ঘন বৃক্ষ বিশিষ্ট স্থানে প্রবেশ করলাম তখন একটি ভীতিকর দৃশ্য আমাদের শরীরের পশম খাড়া করে দিয়েছিল। আর তাহল একটি মৃতদেহ মাটিতে পরেছিল। তার পাশেই একটি ধারালো চাকু পরেছিল। সাথে অন্য এক যুবক ছিল যার

1. এই ঘটনাটি ইবনে মুলাক্কান স্বীয় কিতাব "ত্বাবাকাতুল আওলিয়া" নামক বইয়ের ১৮০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। যা দারুল মা'রেফা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইবনে মুলাক্কান বলেন এ ঘটনাটি ইবনে আসাকের স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আলী বিন হারব থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাত পা বাঁধা ছিল এবং তার মুখে কাপড় দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে সে কিছু বলতে ও চিল্লাতে অপারগ ছিল। এ ভীতিকর দৃশ্য দেখে আমাদের উপর ভয় চেপে গেল। আমরা দ্রুত সামনে গিয়ে ঐ ব্যক্তির বাধন খুলে তার মুখ থেকে কাপড় বের করে দিলাম। সে অত্যন্ত ভীতিকর এবং আশাহীন অবস্থায় ছিল।

বাঁধন থেকে মুক্তির পর সে বললঃ দয়া করে আমাকে প্রথমে একটু পানি পান করাও। আমরা তাকে পানি পান করালাম। পানি পান করার পর নিজেই বলতে লাগল যে, আমি এবং এ মৃত ব্যক্তি একই কাফেলার সাথে ছিলাম যা মোসেল থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছিল। এ নিহত চিন্তা করল যে আমার নিকট অনেক মাল আছে, তাই সে আমার সাথে বন্ধুত্ব করল এবং যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করল, আমরা কাছাকাছি থাকতে ছিলাম। খুব কমই সে আমাকে ছেড়ে থাকত। আমারও তার উপর যথেষ্ট ভরসা ছিল। কাফেলা গন্তব্য স্থলে যাচ্ছিল; কিন্তু আরাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে এ তীরে তাবু ফেলল। রাতের শেষ ভাগে কাফেলা পুনরায় রওয়ানা হয়ে গেল; কিন্তু আমি শুয়ে ছিলাম। তাই কাফেলা রওয়ানা হওয়ার কথা আমি বুঝতে পারি নাই। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর নিহত ব্যক্তি আমার ঘুমের সুযোগে অন্যায়ভাবে আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়। যেমন তোমরা আমাকে দেখছ, আর সে আমার মুখে কাপড় ভরে দিয়েছে যাতে আমি আওয়াজ না করতে পারি। সে আমার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমাকে কতল করার উদ্দেশ্যে আমার বুকের উপর বসে বলছেঃ

«إِنْ تَرَكْتُكَ حَيًّا فَإِنَّكَ سَتُلَاحِقُنِي وَتَفْضَحُنِي، لِذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِكَ».

যদি তোমাকে জীবিত ছেড়ে দেই তাহলে পরে তুমি আমার ক্ষতি করবে, তাই আমি অবশ্যই তোমাকে কতল করব!

এই নিহত ব্যক্তির বেল্টের সাথে এই ধারালো চাকু ছিল। যা মাটিতে পরে আছে, যা তোমরা দেখছ। সে আমাকে কতল করার জন্য কোমরের বেল্ট থেকে চাকু বের করে; কিন্তু চাকু সেখানে ফেসে গেল, ফলে সে তা বের করতে পারে নাই। সে তা বের করার জন্য চেষ্টা করল যখন সে তার প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হল, তখন সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল চাকু বের করতে কিন্তু চাকুর ধারালো সাইড উপরের দিকে ছিল, সে শক্তি প্রয়োগ করে চাকু বের করতে চাইল তখন চাকু গিয়ে তার গর্দানে লেগে গিয়ে তার চামড়ার সাথে মাংস কেটে তার সাহারগ কেটে দিল। সাহারগ কাটামাত্র রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়ে গেল এবং যখন শক্তিধরের পক্ষ থেকে ফায়সালা চলে আসল তখন সে মৃত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরল।

এ পাপিষ্ট আমার চোখের সামনে তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেল; কিন্তু এরপরও আমি আমার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা যে স্থানে আছি বহু কম লোকই এই স্থান দিয়ে অতিক্রম করে। তাই আমি ভেবেছিলাম যে, কে আমার হাত পা খুলে দিবে? কে আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবে? সব শেষে আমি আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম যে হে আল্লাহ! আমার নিকট কাউকে পাঠিয়ে দাও যে, তোমার এ বিপদগ্রস্ত বান্দাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আমি সর্বদাই এ দু'আই করতেছিলাম। আমি অত্যাচারীত ছিলাম। আর অত্যাচারিতের দু'আ আল্লাহ অবশ্যই কবূল করেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তোমাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়েছে এবং তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমাকে বল যে, কি কারণে তোমরা এ জনমানবহীন স্থানে আসতে বাধ্য হয়েছ?

কাফেলার লোকেরা তাকে বললঃ তোমার নিকট আসতে যে জিনিস আমাদেরকে বাধ্য করেছে, তা হল এই মাছ যা পানি থেকে আমাদের নৌকায় এসে পরেছিল। আমরা এই মাছ ভুনা করার জন্য এখানে এসে পৌঁছেছি।

অত্যাচারিত ব্যক্তি কাফেলার লোকদের কথা শুনে বড় আশ্চর্য হল এবং বলতে লাগল নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ঐ মাছকে তোমাদের নৌকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। যাতে তোমরা এই জনমানবহীন স্থানে আস এবং আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত তাই আমাকে দয়া করে তোমরা নিকটবর্তী কোন শহরে নিয়ে চল।

মাছ ভুনা করে খাওয়ার কথা কাফেলার লোকেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যখন তারা অত্যাচারিতকে তার মালামাল সহ নৌকায় উঠাতে গেল তখন দেখল যে মাছ নৌকা থেকে নদীতে চলে গেছে। কাফেলার লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আল্লাহ মাছকে নৌকায় এজন্যই পাঠিয়েছে যে, তা এ অত্যাচারিতের জীবন রক্ষার কারণ হয়।

এভাবে যখন আল্লাহ তায়ালা কিছু চান তখন তার জন্য কারণের ব্যবস্থা করে দেন। (বোখারী)

মুসলিমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

«اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

অত্যাচারিতের বদ দু'আ থেকে দূরে থাক। কেননা মজলুমের বদ দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে কোন বাঁধা থাকে না।

ঠাট্টাকারী

উমর গাইমূর উত্তর নাইজেরিয়ার কানঙ্গু প্রদেশের মুউব গ্রামের অধিবাসী ছিল। যে খ্রিস্টান ধর্মের বক্তা ও বড় পাদরী ছিল। অধিকাংশ সময় কোরআন কারীম এবং দ্বীন ইসলামের সাথে ঠাট্টা করত। একদা সে কিছু খ্রিস্টানদের সাথে বক্ততা করছিল, সে তার বক্তৃতার সময় বললঃ যদি কোরআন ও দ্বীন ইসলাম সত্য হয় তাহলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি যেন জীবিত অবস্থায় তিনি আমাকে ঘরে ফিরিয়ে না নেয়।

একথা সে গির্জার মধ্যে বক্তৃতা করার সময় বলেছিল। আল্লাহর ফায়সালা তার ব্যাপারে এই ছিল যে সে একাকী গীর্জা থেকে বের হল, তার ঘরের সামনে রাস্তায় ছোট একটি পানির নালা ছিল, যখন সে নালা পার হতে চাইল তখন তার পা পিছলে গেল আর সে পরে গিয়ে ওখানেই মারা গেল।

পরের দিন ওখানে অন্য আরেক ব্যক্তির ও মৃত্যু হল, সে ঐ নালা থেকে পাদরীর লাশ বের করার জন্য চেষ্টা করতে ছিল।

লোকেরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, আসলেই পাদরী মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের ধারণা ছিল যে, সে বেহুশ হয়ে আছে তাই তারা তাকে এক হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বললঃ সে মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তারা তাকে অন্য এক হাসপাতালে নিয়ে গেল সেখানে প্রথম হাসপাতালের রিপোর্টকেই তারা সত্যায়ন করল; কিন্তু খ্রিস্টাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না তখন তারা তাকে খ্রিস্টান মিশনারী হাসপাতালে নিয়ে গেল সেখানেও পাদরীকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করা হল।

তখন তারা তা বিশ্বাস করল এবং তাকে খ্রিস্টান কবরস্থানে দাফন করা হল। উমর গাইমূর নামী এই পাদ্রী প্রথমে খ্রিস্টান ছিল পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের মাঝে জীবন কাটাতে লাগল।

মুসলমানরা তার সাথে এবং সে মুসলমানদের সাথে লেন-দেন করত। সে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করল, কুরআন শিখেছে এবং ইসলামের ইতিহাস চর্চা করেছে। মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘদিন থাকার পর শয়তান তার উপর চড়ে বসল তাই সে মুরতাদ হয়ে দ্বিতীয়বার খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং গীর্জায় গিয়ে গিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে এরশাদ করেনঃ

অর্থঃ "আপনি বলুন যে, পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাবাদীদের কি পরিণাম।" (সূরা আনআম-১১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

অর্থঃ "তারা আল্লাহ তায়ালাকে এবং ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়, মূলত তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধোকা দিতেছে; কিন্তু বুঝতেছে না।" (সূরা আল-বাকারা-৯)

আরোও এরশাদ হয়েছেঃ

অর্থঃ "তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ ও তদবীর করেন আল্লাহ সর্বাধিক নির্ভুল তদবীরকারী।" (সূরা আনফাল-৩০)

এ ঘটনার পর চার এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর ঐ চার এলাকা হল (১) ফাল, (২) ওইলোয়া, (৩) গোয়াতী ও (৪) মূব। আর এ চারটি এলাকা কাঙ্গু নামক একই জেলায় অবস্থিত।

স্বপ্নের ভিত্তিতে

কাজী আবু উমর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বলেনঃ আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এক লোক ছিল যার ব্যাপারে একটি ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ ছিল, দুঃখ দুর্দশায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর সম্পদ তার পদনত হয়েছে। এখন সে আরাম আয়েশ পূর্ণ জীবন-যাপন করছে। আমি একদা তাকে লোক মুখে প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন ঐ যুবক তার জীবনী আমাকে এভাবে শোনাল।

আমি পৈতৃক সূত্রে অনেক ধন-সম্পদ পেয়েছিলাম এবং আমি তা বেহিসাব খরচ করতে থাকলাম, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেল। অবস্থা এমন হল যে, আমার ঘরের দরজার সাথে ঘরের ছাদ ও বিক্রি করে দিলাম। পরে আমার হাতে তেমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না যা আমি বিক্রি করে জীবন চালাব। না এমন কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারলাম যার মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার মা সুতা কেটে কেটে আমার জন্য রুটির ব্যবস্থা করত।

আমি যুবক ছিলাম বেকারত্বের কারণে আমি খুব কোনঠাসা হয়ে ছিলাম। একদিন আমি এক আজব স্বপ্ন দেখলাম যে এক ব্যক্তি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে, তুমি মিশর যাচ্ছ না কেন? সেখানে গিয়ে তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। হতে পারে যে সেখানে তোমার জন্য রিযিকের দরজা খুলে যাবে।

সকালে উঠে আমি স্বপ্নের ব্যাপারে চিন্তা করলাম এবং তাকে গায়েবী পরামর্শ মনে করে মিশর যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। আমি আমার কাছে কোন পরিচয় পত্র থাকা ভাল মনে করলাম। যার মাধ্যমে ঐ অপরিচিত স্থানে আমি পরিচিত হতে পারব। তাই আমি কাজী আবু উমর এর নিকট গেলাম এবং তাকে স্বীয় পিতার বন্ধুত্বের পরিচয় তুলে ধরলাম আর বললাম যে, মিশরের কাজীর নিকট আমার জন্য একটি পত্র লিখুন যার মাধ্যমে আমি মিশর পৌঁছতে পারব।

মিশর পৌঁছে আমি পরিচয় পত্রটি প্রশাসনকে দেখালাম; কিন্তু এতে কোন ফায়দা হল না। কেউ আমাকে পরওয়া করল না। আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম, তার উপর এ দীর্ঘ সফর এরপরও কোন ফায়দা হল না। এ থেকে নিজের দেশ কতই না উত্তম ছিল, এখানে তো ভিক্ষার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

সময় খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল, আমার সাথে যতটুকু সম্বল ছিল তাও শেষ হয়ে যাচ্ছিল। ভিক্ষা করার পরিস্থিতি দেখা দিল, আমি ভাবলাম যে, আচ্ছা ভিক্ষা চাইতে শুরু করি; কিন্তু একাজে মন চাচ্ছিল না। এদিকে পেটের ক্ষুধা ভীষণ ছিল। আমি

অপারগ হয়ে গেলাম, ভাবলাম যে, ঠিক আছে রাতে ভিক্ষা করব, রাতে বের হলাম; কিন্তু কি করে ভিক্ষা করতে হয় তাও জানা ছিল না। চেহারা সুরত এবং পোশাক পরিচ্ছদ ফকীরেরই ছিল; কিন্তু কেহই আমার প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হয় নাই।

এদিকে রাত গভীর হচ্ছিল, রাস্তায় কিছু কিছু লোক তখনও চলাচল করছিল, হঠাৎ করে আমি পুলিশের দৃষ্টিতে পরে গেলাম। তারা আমাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। আমি ভিন দেশী হওয়ায় তাদের সন্দেহ আরো গভীর হল তাই পুলিশ আমাকে মারতে শুরু করল। আমি খুব চিল্লাতে লাগলাম; কিন্তু পুলিশকে কে বাঁধা দিবে। হঠাৎ আমি উচ্চস্বরে চিল্লাতে শুরু করলাম এবং বললাম যে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদেরকে সব কথা সত্য সত্য বলব।

পুলিশরা বললঃ বল! আমি তখন তাদেরকে বাগদাদ থেকে মিশর আসর ঘটনা শোনালাম। যে আমি এভাবে স্বপ্নে দেখেছি এবং এর উপর আমল করে এখানে এসে পৌঁছেছি; কিন্তু এখানেও কিছু পেলাম না।

পুলিশ অফিসার বললঃ আমি তোমার চেয়ে বড় আহমক কখনও দেখি নাই। আল্লাহর কসম! আমি অমুক বছর স্বপ্নে দেখেছিলাম যে এক ব্যক্তি আমাকে বলছেঃ বাগদাদের অমুক রাস্তার অমুক মহল্লায় এক ব্যক্তির বাড়ি আছে------- পুলিশ অফিসার আমার বাড়ির কথা এবং আমার নাম বলল------ ঐ ঘরের মধ্যে একটি বাগিচা আছে যেখানে একটি বরই গাছ আছে।

বাস্তবেই আমার বাড়িতে একটি বাগিচা ছিল এবং সেখানে একটি বরই গাছ ছিল। ঐ বরই গাছের নিচে তেত্রিশ হাজার দীনার পুতে রাখা আছে। তুমি গিয়ে তা নিয়ে আস। আমি এ স্বপ্নের প্রতি মোটেও কর্ণপাত করি নাই। না এব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছি; কিন্তু হে আহমক! তুমি কত বড় গাধা যে, একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে নিজের দেশ ছেড়ে মিশর চলে এসেছ?

আমি তাকে মোটেও বলি নাই যে, বাড়ি এবং বরই গাছের স্বপ্ন তুমি দেখেছ তা আমারই বাড়ি। আমি তার কথা স্মরণ রাখলাম, আমাকে দেখে তার মায়া হল, তাই সে আমাকে ছেড়ে ছিল। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি সোজা এক মসজিদে গিয়ে উঠলাম। ওখানে রাত কাটিয়ে প্রভাতে উঠে স্বদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

আশ্চর্যজনকভাবে ওখান থেকে এক কাফেলা বাগদাদে যাচ্ছিল, আমি তাদের সাথে মিলিত হলাম। পথিমধ্যে আমি কাফেলার লোকদের খেদমত করে করে বাগদাদে পৌঁছে গেলাম, বাড়িতে পৌঁছে আমি মিশরী পুলিশের স্বপ্নকে বাস্তবে পেলাম।

জীবন আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে। আমি ঐ সম্পদকে গণীমত মনে করলাম এবং খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে তা থেকে খরচ করতে থাকলাম। ব্যবসা করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যথেষ্ট বরকত দান করেছেন, এ যে সম্পদ আপনি দেখছেন এসবই ঐ ব্যবসার ফল।[1]

1. আল-ফারজ বা'দাস সিদ্দাহ্ ওয়াযয়িক লিল হাযেমী।

ইনসাফ ও উদারতা

ইমাম আবু ইউসুফ "আল-খারাজ" নামক গ্রন্থে বলেন–

একদা আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এক রাস্তা দিয়ে চলছিলেন, হঠাৎ দেখলেন এক অন্ধ বৃদ্ধ হাতে একটি পাত্র নিয়ে ভিক্ষা করতেছে চেহারা সুরতে সে মুলমান নয়; বরং জিম্মীর মত লাগছিল।

উমর বিন খাত্তাব তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেনঃ আহলে কিতাবদের কোন বংশের লোক তুমি?

অন্ধ ভিক্ষুকঃ ইয়াহুদী।

আমীরুল মোমেনীনঃ আমি দেখছি যে, তুমি হাতে পাত্র নিয়ে ভিক্ষা করতেছ-এর কারণ কি?

অন্ধ ভিক্ষুকঃ কর আদায় করতে হয়, দ্বিতীয়ত আমার নিত্যদিনের খরচও আছে, তৃতীয়ত আমি বৃদ্ধ মানুষ তাই কাজ করতে পারি না।

অতএব আমার খরচের ব্যবস্থা কিভাবে করব আর করই বা কি করে দিব? তাই ভিক্ষা করছি।

আমীরুল মোমেনীন যখন একথা শুনলেন তখন তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসলেন এবং যথা সম্ভব তাকে দান করলেন। অতপর বায়তুল মালের দায়িত্বশীলকে নির্দেশ দিলেন যে,

এই ইয়াহুদী বৃদ্ধ অন্ধ এবং তার অনুরূপ অন্যান্য আহলে কিতাবদের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেবে। আল্লাহর কসম! যদি এ বৃদ্ধ ইয়াহুদীর প্রতি আমরা ইনসাফ না করি। যার যৌবনকালে আমরা তার কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়েছি আর বৃদ্ধ বয়সে তাকে আমরা কষ্ট দিচ্ছি। "নিশ্চয় দান-খয়রাত ফকীর-মিসকীনদের জন্য।"[1]

1. সূরা তাওবাঃ ৬০।

নিঃসন্দেহে সাদকা-দান ফকীর মিসকীনদের জন্য। এ বৃদ্ধ অন্ধ মিসকীন তাই আমীরুল মোমেনীন এই বৃদ্ধ এবং তার অনুরূপ লোকদের উপর থেকে কর মাফ করে দিলেন।[1]

1. আল-খেরাজঃ কাজী ইউসুফ পৃষ্ঠা- ১৭৬, দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম

এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাথে বসে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«لَا اسْتَطَعْتَ»

ডান হাতে খাবার খাও।

ঐ ব্যক্তি বললঃ

«لَا أَسْتَطِيعُ»

আমি ডান হাতে খাবার খাইতে অক্ষম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

ডান হাতে খাবার খাওয়ার ক্ষমতা যেন তোমার আর না হয়। ঐ ব্যক্তি অহংকার বসতঃ ডান হাতে খাবার খাচ্ছিল না।

বর্ণনাকারী বলেনঃ পরবর্তীতে সে তার হাত মুখ পর্যন্ত আর তুলতে সক্ষম হয় নাই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবাধ্য হওয়ার শাস্তি তাকে সাথে সাথেই মিলে গেছে।[1]

* * *

কথিত আছে যে, এক ধনী ব্যক্তি সাফা মারওয়ার মাঝে ঘোড়ায় চড়ে সায়ী করতেছিল। এটা ঐ সময়ের কথা যখন সায়ীর স্থান মসজিদে হারামের বাউন্ডারীর বাহিরে ছিল। তার আসে-পাশে তার কর্মচারীদের ভীড় লেগেছিল, যার ফলে রাস্তা খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে সায়ীকারী অন্য লোকেরা ভীষণভাবে রাগান্বিত হল মানুষ ঘুরে ঘুরে তাকে দেখছিল। সে লম্বা মানুষ ছিল। চোখ ছিল বড় বড়।

ঐ ধনী ব্যক্তি যে বছর হজ্জ করেছে ঐ বছর হজ্জকারীদের মধ্য থেকে একজনের সাথে কয়েক বছর পর ঐ ধনী ব্যক্তির সাক্ষাত হয় যে তখন বাগদাদের এক পুলের উপর ভিক্ষা করছিল।

1. মুসলিমঃ খানা-পিনার অধ্যায় হাদীস- ২০২১।

হাজী ঐ ধনী ব্যক্তিকে (যে এখন ভিক্ষুক) তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমিই কি ঐ ব্যক্তি যে অমুক বছর হজ্জ করেছিলা আর তোমার আসে পাশে বহু কর্মচারী এত ভীড় করেছিল যে অন্যদের জন্য সায়ী করা কষ্টকর ছিল?

ভিক্ষুক বললঃ হ্যাঁ আমিই ঐ ব্যক্তি।

হাজী বললঃ কিভাবে তুমি এমন পরিস্থিতির স্বীকার হলে?

ভিক্ষুক বললঃ

«تَكَبَّرْتُ فِي مَكَانٍ يَتَوَاضَعُ فِيهِ الْعُظَمَاءُ، فَأَذَلَّنِي اللهُ فِي مَكَانٍ يَتَعَالَى فِيهِ الْأَذِلَّاءُ».

আমি ঐ স্থানে অহংকার করেছি যেখানে মুত্তাকী ও দ্বীনদারগণ নত থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন স্থানে লাঞ্ছিত করেছেন যেখানে লাঞ্ছিতরা গৌরাবান্বিত হয়।

* * *

বর্তমান যুগের একটি ঘটনা যার বর্ণনাকারী মিশরের প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম শাইখ আহমদ শাকের। তিনি বলেন, মিশরের গভর্ণর অন্ধ সাহিত্যিক ত্ব-হা হুসাইন কে এডওয়ার্ড উপাধীতে ভূষিত করেছিল। তাকে সম্মানিত করেছে তাই জুমার দিন এক খতীব গভর্ণরের প্রশংসা করল এ বলেঃ

«جَاءَهُ الْأَعْمَى طَهَ حُسَين فَمَا عَبَسَ بِوَجْهِهِ وَمَا تَوَلَّى!!»

অন্ধ ত্বা-হা হুসাইন গভর্ণরের নিকট এসেছিল; কিন্তু গভর্ণর তাকে অবজ্ঞা করে নাই। জুমার নামাযের পর শাইখ আহমদ শাকেরের পিতা মুহাম্মাদ শাকের দাঁড়িয়ে গেল এবং লোকদেরকে বললঃ তোমরা তোমাদের নামায দ্বিতীয় বার পড়। তার নামায হয় নাই, তোমাদের এ নামায দ্বিতীবার পড়া ওয়াজিব।

কেননা খতীব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বে-আদবী করেছে এবং কুফরী করেছে।

শাইখ আহমদ শাকের বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ তায়ালা এ পাপিষ্ট খতীবকে ছাড়েন নাই। কেননা তিনি এ পৃথিবীতেও তাকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং পরকালেও তার জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত শাস্তি। আল্লাহর কসম! আমি স্বচোক্ষে দেখিছি যে, কিছুদিন পূর্বে মান-মর্যাদার সাথে ছিল, নিজের বরত্ব প্রকাশ করত, সম্মানিত লোকদেরকে মূল্যায়ন করত না, এখন সে বর্ণনাতীত লাঞ্ছনার সাথে কায়রোর এক মসজিদের দরজায় বসে নামাযীদের জুতা পাহারা দেয়। লাঞ্ছনার স্পষ্ট ছাপ তার চেহারায় পরিস্ফুটিত।

আমি লজ্জাবোধ করছিলাম যে, সে না জানি আমাকে দেখে ফেলে, কেননা আমি তাকে চিনতাম সেও আমাকে চিনত। এ আশ্চর্য দৃশ্য একটি দৃষ্টান্তমূলক দৃশ্য ছিল।[1]

1. কেননা খতীবের ইঙ্গিত ছিল ঐ ঘটনার প্রতি যা মক্কায় ঘটেছিল। আর তা ছিল এই যে, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদের বড় বড় নেতাদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য ডাকলেন ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রাযিআল্লাহু আনহু) কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট আসল, তাকে দেখে রাসূলের চেহারায় অপছন্দের ছাপ পরল। কেননা তিনি মক্কার কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আল্লাহ তখন তাঁর রাসূলকে সতর্ক করার জন্য বললেনঃ

সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল।

ভাই বোন

এক ভাই বর্ণনা করেন যে, একদা কোথাও সফরের সময় আমি রাস্তা হারিয়ে ফেললাম হঠাৎ মরু ভূমির মধ্যে একটি ঘর দেখতে পেলাম। আমি ঐ ঘরের নিকট গিয়ে এক বেদুইন মহিলার সাক্ষাত লাভ করলাম। সে ঘরের মধ্যে ছিল, আমাকে দেখামাত্র সে বললঃ কে তুমি?

আমি বললামঃ মেহমান, বেদুঈন মহিলা আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করল, আমি খাবার খেয়ে পানি পান করছিলাম। ইতিমধ্যে তার স্বামী আসল এবং বললঃ কে সে?

মহিলা বললঃ মেহমান।

স্বামী বললঃ

«لَا أَهْلًا وَلَا مَرْحَبًا»

আমরা মেহমান পছন্দ করি না। মেহমানের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? আমি যখন বেদুইন মহিলার স্বামীর আচরণ প্রত্যক্ষ্য করলাম তখনই আমি আমার পথ বেছে নিলাম। দ্বিতীয় দিন মরুভূমির মাঝে অন্য একটি ঘর দেখতে পেলাম। আমি ঐ ঘরের দিকে গেলাম, ঘরের দরজায় গিয়ে এক বেদুঈন মহিলা দেখতে পেলাম। সে বললঃ কে তুমি?

আমি উত্তরে বললামঃ মেহমান।

সে বললঃ

«لَا أَهْلًا وَلَا مَرْحَبًا بِالضَّيْفِ»

আমরা মেহমান পছন্দ করি না। ইতিমধ্যে তার স্বামী আসল, সে আমাকে দেখে বললঃ এ কে?

মহিলা বললঃ মেহমান।

«مَرْحَبًا وَّأَهْلًا بِالضَّيْفِ»

অতঃপর সে আমার জন্য উন্নত মানের খাবার প্রস্তুত করল, আর আমি তা অত্যন্ত মজা করে খেলাম, আমার হঠাৎ করে গতকালের ঘটনা মনে পড়ল আর অজান্তেই আমার হাসি চলে আসলে।

বাড়ি ওয়ালা বললঃ হাসছ কেন? আমি উত্তরে গতকালের ঘটনা বললাম এবং ঐ বেদুঈন এবং তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করলাম।

বাড়ি ওয়ালা তখন আমাকে বললঃ আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই! যে মহিলাকে তুমি গতকাল দেখেছ সে আমার বোন আর তার স্বামী আমার স্ত্রীর ভাই। তাই স্বভাবগতভাবে এরা একই রকমের।

অল্প বয়সী বাচ্চার আল্লাহ ভীতি

আব্বাসীয় খেলাফতকালে শাইবান বংশের এক লোক বাদশাহর নিকট একান্ত গোপন তথ্য প্রচারের কাজ করত, তার দায়িত্ব ছিল এই যে, সে প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাজারে গিয়ে ঘুরাফেরা করত, আর সেখানে মানুষ যে সমস্ত কথা কানা-ঘোষা করত সে তার রিপোর্ট তৈরি করে সীল মোহর দিয়ে তার অফিসারের নিকট পেশ করত।

অতঃপর ঐ অফিসার রিপোর্ট সাজিয়ে বাদশাহর নিকট পেশ করত। আর তা এজন্য করা হত যে, রাজ্যের মধ্যে যেন নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং সাধারণ মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

একদিন রিপোর্টার কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় বাজারে গিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে পারে নাই। পরে মানুষের কাছে বাজারের ব্যাপারে যা কিছু শুনেছে তা রিপোর্ট আকারে লিখল এবং তার উপর সীল মোহর মেরে দিল।

অতঃপর নিজের অল্প বয়সী ভাতিজাকে ডাকল যার নাম ছিল আহমদ তাকে বললঃ হে আহমদ! তুমি কি ঐ অফিসারের অফিস চিন যে প্রতিদিন আমার কাছ থেকে রিপোর্ট নেয়?

বাচ্চা উত্তরে বললঃ হ্যাঁ, আমি চিনি।

চাচা বললঃ আমার এ রিপোর্টটি আজ তুমি নিয়ে গিয়ে অফিসারকে দিয়ে আস। আমি তাতে সীল মোহর করে দিয়েছি। আর অফিসারকে বলবা যে, আমার চাচা হঠাৎ কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে তাই আজ সে আসতে পারে নাই, আর সে এই রিপোর্ট আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

বাচ্চা তার চাচার কাছ থেকে রিপোর্টটি নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসারের নিকট চলতে লাগল। রিপোর্টটি অফিসারের নিকট পৌছানোর পূর্বে তার স্মরণ হল যে, তার চাচা রিপোর্ট ফর্মে তারিখ দেয় নাই। তাই সে নিজেই সেখানে তারিখ লিখে দিল।

এখন ঐ বাচ্চা সামনের দিকে চলতে লাগল। পথিমধ্যে নদীর মাঝে একটি পুল পরল। হঠাৎ করে বাচ্চার মাথায় জাগল যে, হে আহমদ! যদিও তুমি ছোট মানুষ; কিন্তু তুমি ভাল করেই জান যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তোমার একাজটি কেমন?

বাজারে মানুষ কি বলে না বলে তা তোমার চাচা নোট করে অফিসারকে দেয় যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি হারাম কাজ। কেননা এটা গুপ্তচুরি করা আর গুপ্তচুরির ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ
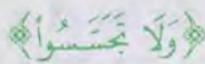
অর্থঃ "এবং গুপ্তচরী করনা।" (আল-হুজরাত-১২)

তাই হে আহমদ তুমি এক নিষিদ্ধ কাজ করছ এবং এ কাজে তুমি অপরকে সাহায্য করছ যা থেকে কুরআন নিষেধ করেছে। তার মনে জাগা একথাগুলো তাকে ভীষন্ন করে তুলল তখন সে তার চাচার দেয়া রিপোর্টটি নদীতে ফেলে দিল এবং ঘরে ফিরে আসল।

যখন নিরাপত্তা অফিসারের নিকট রিপোর্ট পৌঁছতে দেরী হল তখন সে নিজের লোক পাঠাল যে দেখ কেন রিপোর্টটি অফিসারের নিকট পৌঁছতে দেরী হল। অফিসারের পাঠানো লোকটি যখন রিপোটারের নিকট পৌঁছল তখন সে বললঃ যে আমি আমার ভাতিজা আহমদের মাধ্যমে অফিসারের নিকট রিপোর্ট পাঠিয়েছি।

একথা শুনে অফিসারের পাঠানো লোকটি বাচ্চার নিকট গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করলঃ তোমার চাচা তোমার মাধ্যমে যে রিপোর্ট অফিসারের নিকট পাঠিয়েছিল তা কোথায়?

বাচ্চা উত্তরে বললঃ আমি তো তা নদীতে ফেলে দিয়েছি। একথা শোনা মাত্র অফিসারের পাঠানো লোকটি ভয়ে চিল্লিয়ে উঠে বললঃ কেন?

কি কারণে তুমি রিপোর্ট নদীতে নিক্ষেপ করেছ?---- কারণ কি?

বাচ্চা উত্তরে বললঃ কেননা গুপ্তচুরি যা ইসলামী শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে। তাই আমি চাই যে, ঐ হারাম কাজে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রকার সহযোগীতা না থাকুক।

ঐ লোকটি বাচ্চার উত্তর শুনে দ্রুত গিয়ে অফিসারকে বললঃ অফিসার বাচ্চা সম্পর্কে শোনার পর বাচ্চার কথাগুলো তার অন্তরে রেখাপাত করল আর সে বলে উঠলঃ

এ বাচ্চা এত বড় পরহেযগার----- তাহলে আমাদের কতটুকু পরহেযগার হওয়া দরকার। আমরা কোথায় আছি?

এরপর থেকে ঐ বাচ্চার প্রতি তার গভীর দৃষ্টি ছিল। তার মনে হচ্ছিল যেন সে ঐ বাচ্চাকে নয়; বরং কোন যুবককে দেখতেছে। আপিন কি জানেন ঐ বাচ্চাটি কে ছিল?

এ বাচ্চা ঐ নামী-দামী ব্যক্তিত্ব যার পূর্ণ নাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলে সবাই জানে। যে একজন বড় মাপের হাদীস বিশারদ এবং বিশিষ্ট ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ। যাকে তাকওয়ার ইমাম বলা হয়, যে খলীফা মামুনের যুগে সমস্ত পরীক্ষা সমূহকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করেছিলেন এবং ইসলামী আক্বীদার পক্ষ অবলম্বন করে এর বিপক্ষের সমস্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেছেন। সত্যের বাণী প্রকাশে সর্বপ্রকার বিপদ মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন। কঠিন বিপদের সময়ও কোরআন ও হাদীস থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহর দ্বীনে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দ বৃদ্ধি করাও সহ্য করেন নাই। জী হ্যাঁ! এই বাচ্চাই ইমাম আহমদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

তার উপর হামলাকারী সবাই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ভাল করে তাদের নাম নেওয়ার মত কেউ নেই; কিন্তু আহমদ বিন হাম্বল (রাহিঃ)-এর নাম আসা মাত্রই এক ইসলামী হিরোর প্রতিচ্ছবি মানুষের মন-মস্তিষ্কে ভেসে উঠে। এ বাচ্চা বড় হয়ে অনেক বড় মাপের একজন হাদীস বিশারদ হয়েছিলেন; কিন্তু শৈশব থেকেই প্রতিটি বিষয় কোরআন ও সুন্নাতের আলোকে আমল করা তার অভ্যাস ছিল।[1]

1. মাজাল্লাতুন নূর, সংখ্যা-১৪৫ শাওয়াল ১৪১৭ হিজরী।

প্রকৃত হকদার

আশআস বিন শো'বা মাসীসী বলেনঃ খলীফা হারুনুর রশীদ একদা রাক্কা (ফোরাতের তীরবর্তী এক প্রসিদ্ধ শহর) সেখানে আসলেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) সেখানে তাশরীফ নিলেন। রাক্কার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রহঃ) পিছনে চলতে লাগলেন মানুষের জুতার শব্দ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছছিল, তাদের জুতার ফিতা ছিড়ে যাচ্ছিল আকাশ ধূলীময় হয়ে গেল।

মানুষের শোর-গোল শুনে এক মহিলা ঘরের জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকাল, এ মহিলা ছিল উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন হাকামের মা।

মানুষের এত ভীড় ও শোর-গোল দেখে সে জিজ্ঞেস করল একি? তাকে বলা হল যে খোরাসানের এক আলেম রাক্কায় এসেছে তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন মোবারক। ঐ মহিলা অজ্ঞাত স্বরে বলে ফেললঃ

«هَذَا وَاللهِ الْمَلِكُ لَا مَلِكُ هَارُونُ الَّذِي لَا يَجْمَعُ النَّاسَ إِلَّا بِسَوْطٍ وَأَعْوَانٍ»

আল্লাহর কসম! এই বাদশাহ হওয়ার হকদার হারুনুর রশীদ নয় যে, মানুষকে তার সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্র বলে তার সামনে সমবেত করে।[1]

1. আল-মুন্তাজেম ফি তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক, ইবনে জাওযী-৯/৬০, তারীখ বাগদাদ-১০/১৫৬।

শাহাদাতের তামান্না

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্বীয় সাথীগণকে বললেনঃ

«قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»

জান্নাতমুখী হও প্রশস্ততা আকাশ ও যমীন জুড়ে।

একথা শুনে ওমাইর বিন হুমাম আনসারী (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! একি শাহাদাতের প্রতিদান এমন জান্নাত যার প্রশস্ততা আকাশ ও যমীন জুড়ে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। ওমাইর বিন হুমাম বললঃ "বাখ! বাখ!" (আনন্দ প্রকাশার্থে)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ

এ আনন্দ প্রকাশে কে তোমাকে উৎসাহিত করল?

ওমাইর বিন হুমাম বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর কসম! আমি জান্নাত পাওয়ার আশায় ঐ কথা বলেছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»

অবশ্যই তুমি তার অধিবাসী। অতঃপর ওমাইর বিন হুমাম থলি থেকে খেজুর বের করে খেতে শুরু করল পরক্ষণেই শাহাদাতের আকাঙ্খায় বললঃ

এই খেজুর খাওয়া পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে তা হবে দীর্ঘ জীবন বরং সে তার সমস্ত খেজুর ফেলে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।[1]

1. মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাত, বাব সুবুতুল জান্নাহ লিশ শহীদ-১৯০১।

তিনের বিনিময়ে তিন

খাজার বা খিজির (আলাইহিস সালাম) একদিন মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললঃ

হে কালীমুল্লাহ! তোমাকে দেখে আমার আশ্চার্য লাগে! তুমি আমাকে ঐদিন দোষারোপ করেছিলা যেদিন আমি নৌকার কাঠ ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তুমি ভয় পাচ্ছিলা যে নৌকার মালিক না জানি ডুবে যায়। তুমি কি ঐ সত্ত্বাকে ভুলে গেলা যে তোমাকে সেদিন রক্ষা করেছিল যেদিন তোমার মা তোমাকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল।

তুমি আমাকে ঐ সময় দোষারোপ করেছিলা যখন আমি বিনা দোষে এক বাচ্চাকে হত্যা করি।

কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছ যখন তুমি ফেরআউনের দলের এক লোককে বিনা কারণে হত্যা করেছিলা। অতঃপর তুমি বলেছিলা হে আমার প্রভু আমি আমার জানের প্রতি যুলুম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

হে কালীমুল্লাহ! বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল ঠিক করে দেওয়াতে তুমি আমাকে দোষারোপ করেছিলা; কিন্তু তুমি ঐ কথা ভুলে গিয়েছিলা যখন তুমি বিনা পারিশ্রমিকে শুআইব (আলাইহিস সালাম)-এর কন্যাদের বকরী সমূহকে বিনা পারিশ্রমিকে পানি পান করিয়ে ছিলা।

হ্যাঁ জনাব এ হল তিনের বিনিময়ে তিন।

আগুন আগুনকে কিভাবে জ্বালায়?

এক লোক নিজেকে খুব দার্শনিক এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করত।

একদিন সে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সাথে তর্ক শুরু করল এবং বললঃ ইমাম সাহেব! শয়তানকে যখন আল্লাহ্ আগুন দিয়ে তৈরি করেছেন তাকে আগুন দিয়ে কিভাবে শাস্তি দিবেন। তাহলে কি সে ব্যাথ্যা পাবে? কেননা সে তো মূলতঃ আগুন।

ইমাম শাফেয়ী মুচকি হাসি হেসে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন হাতের কাছে একটি মাটির ঢেলা পরে আছে। তিনি ঢেলাটি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে তার চেহারায় রাগের ছাপ দেখা দিল।

ইমাম শাফেয়ী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আদবের স্বরে বললেনঃ মনে হচ্ছে ঢেলের আঘাতে তুমি ব্যাথ্যা পেয়েছ? সে রাগান্বিত হয়ে বললঃ হ্যাঁ, কেন হব না, আপনি আমাকে ব্যাথ্যা দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী বললেনঃ এ কেমন করে সম্ভব? তুমি মাটির সৃষ্টি অথচ মাটির আঘাতে তুমি ব্যাথ্যা পেয়েছ। সেই কথিত দার্শনিক উত্তর পেয়ে গেল। তর্ক এখানেই শেষ হয়ে গেল।

সে বুঝতে পারল যে, শয়তান আগুনের তৈরি এবং তাকে আল্লাহ তায়ালা আগুন দিয়েই আযাব দিবেন।

সীমিত জ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

অর্থঃ "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (সূরা আল ইসরা-৮৫)

মোকাতেল বিন সুলাইমান সমকালের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। একদিন হঠাৎ কি ভেবে তিনি তার পাশে সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমাকে আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত যা খুশী তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। আমি উত্তর দিব।

লোকেরা কথাটি পছন্দ করল না; কিন্তু সম্মানের খ্যাতিরে চুপ থাকল। সমবেত লোকদের একজন দাঁড়িয়ে বললঃ জনাব, লম্বা চওড়া, সূক্ষ্ম মাসয়ালা জিজ্ঞেস না করে একটি সাধারণ প্রশ্ন করব।

কোরআন মাজীদে আসহাবে কাহাফ এবং তাদের কুকুরের উল্লেখ হয়েছে। আপনি বলুন যে আসহাবে কাহাফের কুকুরের রং কি ছিল?

মোকাতেল চুপ থেকে পেরেশান হয়ে গেলেন, বাস্তবে এর উত্তর তিনি পাচ্ছিলেন না। আর এক সাধারণ লোক তাকে লা-জওয়াব করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেনঃ

অর্থঃ "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (সূরা আল ইসরা-৮৫)

ফতোয়া নয় সাহায্য

উমার বিন হুবাইরা অত্যান্ত সম্পদশালী এবং উদার লোক ছিলেন। এক লোক একদিন তাকে পথ আগলে দাঁড়াল এবং বললঃ হে আরবের আমীর! আমি হজ্জ করতে আগ্রহী।

উমার বিন হুবাইরা বললঃ মক্কার রাস্তা ধরে মক্কায় পৌছে যাও।

সে বললঃ আমি চলতে অক্ষম ক্লান্ত হয়ে যাই।

উমার বিন হুবাইরা বললঃ ঠিক আছে, তাহলে তুমি একদিন সফর করবে এবং একদিন বিশ্রাম নিবে। যাতে করে ক্লান্ত না হও।

সে বললঃ আমার নিকট এত সম্পদ নেই যা দিয়ে আমি যান-বাহন খরীদ করব বা ভাড়া নিব।

সে বললঃ যেহেতু তুমি গরীব মানুষ তাই তোমার উপর হজ্জ ফরয নয়; বরং হজ্জ ঐ ব্যক্তির উপর ফরয যে তার খরচ বহন করতে সক্ষম।

সে বললঃ হে আরবের আমীর! আমি আপনার নিকট সাহায্য চাইতে এসেছি ফতোয়া চাইতে আসি নাই।

উমার বিন হুবাইরা মুচকী হাসলেন এবং তাকে পাঁচ হাজার দিরহাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

হাজ্জাজের দস্তরখানায়

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী উমাইয়া বংশের শাসন ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা সাধনা করেছিল সে বর্ণনাতীত কঠোরতা করত, অত্যাচারে মত্ত ছিল। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা তার সখ ছিল।

তার আতঙ্ক মানুষের মনে এত গভীর ছিল যে প্রতিবাদ করার দুঃসাহস তাদের মোটেও ছিল না, তাই তারা তার অত্যাচারে ধুকে ধুকে মরত।

একদা হাজ্জাজের দস্তরখান বিছানো ছিল যথেষ্ট মানুষ খাবার খেতে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন গ্রাম্য লোকও ছিল।

যখন মিষ্টি পরিবেশনের পালা আসল তখন হাজ্জাজ গ্রাম্য লোকটিকে সুযোগ দিল। যাতে সে যেন এক টুকরা মিষ্টি তুলে নেয়।

অতঃপর সে ঘোষণা দিল যে সাবধান! যে এই মিষ্টি খেয়েছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

সমস্ত উপস্থিতি তাদের হাত তুলে নিল। গ্রাম্য লোকটি একবার হাজ্জাজের দিকে তাকাচ্ছিল আরেকবার মিষ্টির দিকে। মিষ্টি অত্যান্ত সুস্বাদু ছিল।

সে শেষ বারের ন্যায় হাজ্জাজের দিকে তাকিয়ে বললঃ

হে আমীর আমি আপনাকে স্বীয় সন্তানদের ব্যাপারে কল্যাণময় উপদেশ দিচ্ছি, এ বলে সে মিষ্টির উপর ঝাপটে পরল।

পাদরীর উপদেশ

ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন। মক্কার অধিবাসী, পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। মক্কার কুরাইশদের সাথে সিরিয়ার প্রসিদ্ধ নগরী বসরার এক বাজারে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ এক খ্রিস্টান পাদরী মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে লাগল যে, তোমাদের মাঝে মক্কার অধিবাসী কোন লোক আছে?

ঘটনাক্রমে আমি তার কাছেই ছিলাম। আমি তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললাম যে, আমি মক্কার অধিবাসী।

পাদরী বললঃ তোমাদের ওখানে কি আহমদ নামের কোন লোক আছে। আমি বললমা আহমদ কে?

সে বললঃ আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। সে ঐ শহরের অধিবাসী হবে এবং সে হবে সর্বশেষ নবী। সে মক্কার অধিবাসী হবে এবং হিজরত করে কাল পাথর বিশিষ্ট স্থানে যাবে যেখানে খেজুরের বাগান বেশি হবে।

«فَإِيَّاكَ أَنْ تُسْبَقَ إِلَيْهِ يَافَتَى»

হে যুবক আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে তার দাওয়াত গ্রহণে অগ্রগামী হবে।

ত্বালহা বলেন এ পাদরীর কথা আমাকে খুব রেখাপাত করল, আমি আমার উটের নিকট গেলাম। মাল-সামান সাথে নিয়ে মক্কা মুখী হলাম, আমার সাথে আমার বংশের বেশ কিছু লোক আসল, আমাদের কাফেলা দ্রুত মক্কায় পৌঁছে গেল। আমি বাড়ি পৌঁছেই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ

«أَكَانَ مِنْ حَدِيثٍ بَعْدَنَا فِي مَكَّةَ»

আমরা সফরে থাকাকালে কোন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছিল কি?

তারা বললঃ

«قَامَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ»

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ দাবী করছে যে, সে আল্লাহর নবী, আর আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

ত্বালহা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে ভাল করে জানি, সে নরম প্রকৃতির এবং সম্মানিত লোক ছিল, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ব্যবসায়ী, ন্যায় পরায়ণ ছিল। আমি তাকে খুব ভাল বাসতাম, তাদের বৈঠকে বসতাম। আমি তার নিকট গিয়ে বললামঃ

«أَحَقًّا مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ أَظْهَرَ النُّبُوَّةَ وَأَنَّكَ اتَّبَعْتَهُ»

যে কথা আমরা শুনতেছি, তা কি সত্য যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়তের দাবী করছে, আর তুমি তার অনুসরণ করছ এবং তাকে বিশ্বাস করছ।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বললেনঃ হ্যাঁ! তুমি যা শুনছ তা সত্য। অতঃপর সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা বর্ণনা করতে লাগল এবং আমাকে উৎসাহিত করল যে আমিও তার পথ অবলম্বন করি। আমি তাকে পাদরীর কথা শুনালাম, তা শুনে আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, আমাকে বললঃ চল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যাই এবং তাকে এ ঘটনা শুনাই। আর দেখি যে সে কি বলছে। আর তুমিও মুসলমান হয়ে যাও।

ত্বালহা বলেনঃ আমি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে কুরআন কারীমের কিছু অংশ তেলাওয়াত করে শোনাল এবং আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ দিল, ইসলামের দাওয়াত কবুল করার জন্য আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিল। আমি তাঁকে বাসরার পাদরীর কথা বললামঃ

«فَسُرَّ بِهَا سُرُورًا بَدَا عَلَى وَجْهِهِ»

তিনি তা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন যার নিদর্শন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল।

«فَأَعْلَنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

অতঃপর আমি তার পবিত্র হাতে হাত রেখে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলাম।

এভাবে আমি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল কারীদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলাম।

মৃত্যুর পরও সওয়াব

ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন দিক থেকে সে মৃত্যুর পরও সওয়াব পেতে থাকে। সাদকা জারিয়া, এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হতে থাকে, অথবা সুসন্তান যে, তার জন্য দু'আ করতে থাকে।[1]

1. মুসলিম-১৬৩১।

গালির উত্তর

ঈসা (আলাইহিস সালাম) একদল ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ইয়াহুদী তাঁর ব্যাপারে কটুবাক্য ব্যবহার করল। সে গালি দিল এবং খারাপ কথা বলল; কিন্তু ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাকে ভাল কথা বললেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে কেউ জিজ্ঞেস করলঃ জনাব আজীব কথা, আপনি তার জন্য দু'আ করছেন এবং তাকে ভাল কথা বলছেন অথচ সে আপনাকে গালি দিচ্ছে?

তিনি বললেনঃ

«كُلُّ وَاحِدٍ يُنْفِقُ مِمَّا عِنْدَهُ»

অর্থঃ যার যা সাধ্য সে তা ব্যয় করছে।

হাজার দিরহামের পাথর

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কোন এক ছেলে একটি আংটি বানাল এবং আংটিতে সেট করার জন্য এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি পাথর খরীদ করল, যখন উমর বিন আব্দুল আযীয তা জানতে পারলেন তখন স্বীয় সন্তানকে লিখলেন।

আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এক হাজার দিরহাম দিয়ে পাথর খরীদ করেছ, তুমি ঐ পাথর বিক্রি করে দাও এবং ঐ পয়সা দিয়ে একহাজার ক্ষুধার্তকে খাবার দান কর।

আর চিনা মাটি বা লোহার কোন আংটি তৈরি করে তা ব্যবহার কর।

আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন যে স্বীয় কদর জানতে পেরেছে।[1]

1. সামীরুল মোমেনীন- ১৪৭ পৃষ্ঠা।

জ্বলতে দাও

এক অগ্নিপূজক ইন্তেকাল করেছে। সে যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত ছিল। ঋণদাতারা তার ছেলেকে বললঃ তুমি তোমার বাড়ি বিক্রি করে দাও এবং ঐ মূল্য দিয়ে তোমার পিতার ঋণ পরিশোধ কর।

ছেলে বললঃ ধর আমি এই বাড়ি বিক্রি করে দিলাম এবং তার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম, তাহলে কি আমার পিতা জান্নাতে যাবে?

লোকেরা বললঃ না।

সে বললঃ তাহলে আমার পিতাকে জাহান্নামে এবং আমাকে এ বাড়িতে থাকতে দিন। অর্থাৎ তাকে আগুনে জ্বলতে দাও আর আমাকে ঘরে আরামে থাকতে দাও।

তিনটি হক

মাইমুন বিন মেহরান বলেনঃ ইসলামে এমন তিনটি হক আছে যা সমস্ত পৃথিবী বাসীর জন্য এক রকম। অর্থাৎ ঐ হকসমূহ মুসলমান কাফের উভয়ের জন্যই।

১। সর্বাবস্থায় আমানত রক্ষা করা, চাই আমানতদার মুসলমান হোক আর কাফের।

২। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান করা চাই তারা মুসলমান হোক বা কাফের।

৩। সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পূরণ করা। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফের।

আপনি কি মরতে চান?

ওলীদ বিন আব্দুল মালেক মসজিদে প্রবেশ করার পর সিপাহীরা লোকদেরকে মসজিদে থেকে বের করে দিল। এক বৃদ্ধ বাহিরে বের হতে অস্বীকার করল। তারা তাকে জোরপূর্বক বের করতে চাইল। ঘটনাটি ওলীদের দৃষ্টিগোচর হল, ওলীদ বললঃ থাম! সে নিজেই বৃদ্ধের নিকট আসল এবং বললঃ বাবাজী আপনি কি মরতে চান?

বৃদ্ধ বললঃ আমীরুল মোমেনীন! কখনও নয়। আমার যৌবন শেষ হয়ে গেছে এখন বার্ধক্য উপনীত হয়েছি। আমি যখনই বসা থেকে উঠি তখন আল-হামদুলিল্লাহ বলি, যখনই বসি তখন আল্লাহর যিকির করি। আমি চাই যে, এই দু'টি গুণ নিয়ে আমি আজীবন বেঁচে থাকি।

সহজ সূত্র

এক লোকের চারজন স্ত্রী ছিল, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল যে, একই ঘরে তুমি চার জন স্ত্রী নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি ব্যতীত নিরিবিলিতে কিভাবে বসবাস কর?

সে উত্তরে বললঃ একটি সময় ছিল যে তখন আমার যৌবন ছিল আর এ যৌবনের শক্তি দিয়ে আমি তাদেরকে আয়ত্বে রেখেছি।

অতঃপর আমার ধন-সম্পদ হয়ে গেল তখন তারা আমার ধন-সম্পদের মায়ায় আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

যখন আমার যৌবন এবং সম্পদ শেষ হয়ে গেল তখন আমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলাম, আর এই উত্তম চরিত্রের বদৌলতে আমি তাদেরকে বিনা ঝগড়া-ঝাটিতে একই ঘরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মারাকেশের ফাস শহরে ৮৫৯ হিজরীতে।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ফেহরী কাইরুনী ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন; কিন্তু মৃত্যু তাকে সুযোগ দেয় নাই। তবে তার মৃত্যুর পর তার কন্যা ফাতেমা তা পূর্ণতায় রূপ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জামে মসজিদ ব্যতীত, ফিকাহসহ অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষাদানের জন্য অনেকগুলি বিল্ডিং তৈরি করা হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে মদীনাতুল ইলম নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমরান বিন হাত্বান খুব কুৎসিত এবং ছোট আকৃতির লোক ছিলেন। অথচ তাঁর স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল।

একদিন যখন সে বাড়ি আসল তখন দেখল যে স্ত্রী নতুন কাপড় পরে আছে এবং আগের চেয়ে বেশি সুন্দর লাগছে।

সে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত মুহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকাল তখন স্ত্রী বলে উঠলঃ

যদি আল্লাহ দেন তাহলে আমরা উভয়ে জান্নাতী হব।

ইমরান বললঃ তা কি করে?

স্ত্রী বললঃ একজন সুন্দরী স্ত্রী পাওয়াতে তুমি অত্যন্ত শোকর গুজার আছ। আর আমি তোমার মত কুৎসিত স্বামীকে নিয়ে ধৈর্য ধরেছি। আর আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল এবং শোকর গুজারদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।[1]

মদ পান

এক ব্যক্তি কোন এক পাগলকে জিজ্ঞেস করল হে পাগল! তোমার কি মদ পান করতে মন চায়?

পাগল বললঃ জ্ঞানীদের অবস্থা এই যে, তারা মদ পান করার পর আমার মত হয়ে যায়।

এখন আমি যদি মদ পান করি তাহলে আমার অবস্থা কি হবে?

1. আল আযকিয়া লি ইবনে জাওযী।

পাখির দু'আ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমরা এক যুদ্ধের সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা পেশাব করার জন্য বাহিরে গেছেন।

এমতাবস্থায় আমরা একটি পাখি দেখতে পেলাম যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চাগুলি ধরে নিলাম। পাখিটি আমাদের উপর ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকল।

ইতিমধ্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরে আসলেন এবং এ দৃশ্য দেখে বললেনঃ

«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»

এ পাখির বাচ্চা ধরে কে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৃষ্টি পরল একটি ঘরের উপর যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কে জ্বালিয়েছে?

আমরা বললামঃ আমরা জ্বালিয়েছি।

তিনি বললেনঃ

«إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া আগুনের প্রভু ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নেই।[1]

1. (সহীহ) আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফী করাহিয়্যাত হারফিল আদু বিননার (২৬৭৫)

الصفحات الذهبية

(باللغة البنغالية)

Golden Pages (Bengali Language)

ISBN: 9960-9714-2-2

Book No. 39

দারুস সালাম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ

লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউইয়র্ক